আলোচনা-প্রসঙ্গে

(পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

(অষ্টম খণ্ড)

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম.এ

প্রকাশক ঃ
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২৮শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ১১। ৫। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। যোগেনদা (হালদার), ছনুকু (সান্যাল), উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), হেমপ্রভা-মা প্রভৃতি কাছে আছেন। ধীরে-ধীরে কথাবার্ত্তা সুরু হ'লো।

প্রফুল্ল—আমরা নতুন কী করব আমাদের কলেজে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Physics (পদার্থবিদ্যা), Chemistry (রসায়নশাস্ত্র) ইত্যাদি subject (বিষয়)-কে কতকগুলি practical industrial division-এ (কার্যকরী শিল্প-বিভাগে) ভাগ করতে হবে। যেমন heat (তাপ) পড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে যদি থার্ম্মোমিটার বা ব্যারোমিটার ইত্যাদি তৈরী করা শেখান যায়, তবে শেখাটাও perfect (নিখুঁত) হয় এবং ক'রে খেতে পারে। ঐভাবে electricity (তড়িৎ), light (আলো), magnetism (চুম্বকত্ব), sound (শব্দ) ইত্যাদি প্রত্যেকটি aspect (দিক্)-কে যদি অমন ক'রে রূপ দেওয়া যায় এবং Chemistry (রসায়নশাস্ত্র)-টাও ঐভাবে শেখান যায়, তবে খুব ভাল হয়। গতানুগতিকভাবে পড়ালে লাভ হয় না। লোকের প্রয়োজন কী, এবং কী-ভাবে তা' আরো-আরো সুন্দর ও অভিনব কায়দায় পূরণ করা যায়, তেমনতর একটা চিন্তার ধারা ছাত্রদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এর ভিতর-দিয়ে উদ্ভাবনী বুদ্ধি বেড়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ছেলেপেলেরা যত নাড়াচাড়ি করে, ততই ভাল। হাতে-কলমে করা ও শেখাটাকে প্রধান ক'রে, তার উপর ভিত্তি ক'রে theory (তত্ত্ব) শেখান ভাল।

তপোবন এমনভাবে গড়তে হবে যাতে ছেলেরা জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় যা'-কিছু সবটার সঙ্গে conversant (পরিচিত) থাকে, household affairs (গৃহস্থালী-ব্যাপার) কিছুই অজানা না থাকে।

প্রফুল্ল—মানুষ যাতে নিজ দায়িত্বে বাস্তব জগতে স্বাধীন ও সদ্ভাবে দাঁড়াতে পারে, সে-শিক্ষা কী-ভাবে দেওয়া সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—ঐ তো হ'লো আদত কথা। ওতেই বোঝা যায়, কা'র personality (ব্যক্তিত্ব) ও capacity of adjusted activity (সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মক্ষমতা) কতখানি গজিয়েছে। আমার মনে হয়, এইরকম করা যায়—ধর, ছেলেরা

একজনের কাছ থেকে এক বিঘা জমির বন্দোবস্ত নিল। তাকে ন্যায্য যা' দেবার তা' দিল। সেই জমিটাকে সারা বছর ভাল ক'রে খাটাল। নিজেরা চাষবাস ক'রে তরি-তরকারি করলো। সেই তরকারি নিজেরা বাজারে নিয়ে বিক্রী করলো। সবটার হিসাব-পত্র রাখল। এইভাবে নিজেদের শ্রমে সমবেতভাবে লাভজনক কৃষি যদি করতে শেখে, তাহ'লে ঐদিকে ঝোঁক যাদের আছে, পরে তারা ব্যক্তিগতভাবে কৃষির উপর দাঁড়াতে পারে। একদল হয়তো ঐভাবে একটা কামারশালার ব্যবস্থা নিয়ে নিজেদের দায়িত্বে সেটা খাটিয়ে আয়-উপার্জ্জন করল। এইভাবে পড়াশুনার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেদের অর্জ্জী ক'রে তোলা লাগে। তাকেই বলে practical education (কার্য্যকরী শিক্ষা)। এইটে করতে পারলে 'ম্যয় ভুখা হুঁ, ম্যয় ভুখা হুঁ' ক'রে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে না। ইট-কাটা, দালান-করা, ঘর-বাঁধা, কাঠের কাজ, কারখানার কাজ, ব্যবসা-শেখা, রোগী-শুশ্রূষা, রান্নাবাড়া, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, ঘর-ঝাড় দেওয়া ইত্যাদি যত কাজ শিখে রাখতে পারে, ততই ভাল। কতকগুলি কাজ জানা থাকলে, তার সঙ্গে allied (সম্পর্কিত) কাজগুলি শিখে নিতে কষ্ট হয় না। আর, পরস্পর পরস্পরকে যাতে দেখে, সাহায্য করে, সেই অভ্যাস গজায়ে দিতে হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের interest (স্বার্থ) হওয়া চাই with every practical attitude and attempt to fulfil the principle with every urge and inquisitiveness (আদর্শানুপূরণী আকূতি ও অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ মনোভাব ও প্রচেষ্টা নিয়ে)। এতে জ্ঞানেরও সঙ্গতি হয়, পরিবেশের সঙ্গেও সঙ্গতি হয়। মানুষগুলিও যেমন জড়িত, জানার বিষয়গুলিও তেমনি জড়িত। একটা খুব পাকাপোক্তভাবে হাতেকলমে শিখলে, সেই দাঁড়ায় ফেলে আরো কত কি শিখতে পারে, জানতে পারে, করতে পারে। আর, প্রত্যেককে দায়িত্বশীল ক'রে তুলতে হয়, যাতে কাজের ভার নিয়ে অকৃতকার্য্যতার জন্য অন্যকে দায়ী না করে। যে-সময়ের মধ্যে যা' করতে যা'-যা' লাগে, তা' তাকে ঘটিয়ে তুলতে হবে with every progressive and profitable adjustment (সর্ব্বপ্রকার উন্নতিমুখর ও লাভজনক বিন্যাস-সহ)। ক্ষিপ্রতা একটা বড় জিনিস। সময়-সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নেই তাদের লাখো দক্ষতা কাজে আসে না। এই ধরণের কতকগুলি বিশেষ গুণ না থাকলে মানুষ নিজের পায়ে নিজে কৃতিত্বের সঙ্গে দাঁড়াতে পারে না।

প্যারীদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বড় খোকা কেমন আছে?

প্যারীদা—আজ অনেকটা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখমুখ ঘুরিয়ে ঝাঁকি দিয়ে উৎসাহ-ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে বললেন—তাড়াতাড়ি খাড়া ক'রে দে।

প্রফুল্ল—আমরা ভাল কর্ম্মী পাচ্ছি না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে ব'সে বললেন—আগে কি মানুষ আসে ? মানুষের আসাটা তুলে ধরতে হয়। 'শিরদার তো সরদার'। মানুষকে interested (অন্তরাসী) করা লাগে। তোমার চলাটা, করাটা মানুষকে যদি মুগ্ধ না করে, বুদ্ধ না করে, তাহ'লে তারা আসবে কেন ? তোমাদের কথা অনেক সময় মানুষকে মুগ্ধ করে, কিন্তু চলাটা দেখে তারা পিছিয়ে যায়। ঐ জায়গায় ফাঁক থাকলে, তা' ধরা পড়তে দেরী লাগে না।

কর্ম্মদক্ষতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দক্ষতার প্রধান ক'টা জিনিস হ'লো—অর্জ্জন-পটুত্ব, কাজে সাশ্রয় এবং যথাসময়ে সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন করা।

ছুনকু ভাই এম্-এস্-সি পড়বেন।

সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প'ড়ে কিন্তু কাজ করা লাগবে। দেড়শ' টাকার জন্য গলায় দড়ি বাঁধলে হবে না।

নবাগত একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—এক-একটা মানুষকে দেখা যায় খুব তুখোড়, উৎসাহী ও বুদ্ধিমান, আবার অনেককে দেখা যায় কেমন যেন নিস্তেজ, নিরুৎসাহ—এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্মগত মাল-মশল্লায় ফারাক থাকে। Libido (সৌরত-সম্বেগ) যার যত strong (জোরালো) being (সত্তা)-ও তার তত তেজাল, dedicate (উৎসর্গ) করার শক্তি এবং determination (সংকল্প)-ও তার তত firm (দৃঢ়), brain (মস্তিষ্ক)-ও তার তত active (সক্রিয়), scheming (উপায়-উদ্ভাবন-প্রবণ), knowledge (জ্ঞান)-ও flaring (সমুজ্জ্বল), inquisitive (অনুসন্ধিৎসু), ardent (ব্যগ্র)-ও সে ততখানি এবং decision (সিদ্ধান্ত)-ও তার তত sharp (ক্ষিপ্র)। এটা আবার নির্ভর করে বাপ-মায়ের উপর। পিতা-মাতার মধ্যে যেখানে গভীর অনুরাগ ও সঙ্গতি নেই, সেখানে সন্তানও ঢিলে, আলগা গোছের হয়।

২৯শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ১২।৫।১৯৪৬)

গরমের দিন। সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর বেলাশেষে এখন একটু ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছন-দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। প্রীতি-তৃপ্ত, খুশি-খুশি মুখখানি, চোখদুটি আনন্দদীপ্ত, যা' স্বতঃই মানুষকে কাছে টানে। সেই দুর্ব্বার আকর্ষণে ছুটে এসেছে নরনারী।

তাঁর স্নিগ্ধমধুর সান্নিধ্যে সবার প্রাণে আরামের আমেজ লেগেছে। মসগুল হ'য়ে ঘিরে ব'সে আছে তাঁর চারিদিকে। যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), প্রমথদা (দে), যোগেনদা (হালদার), জিতেনদা (রায়) প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসেছেন।

তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—সংসার করতে গেলে কী-দিয়ে কী করতে হয়, তা' যে জানে সে normal economist (স্বাভাবিক অর্থনীতিবিদ্)। —এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর চুপচাপ ব'সে আছেন।

একটু বাদে প্রফুল্ল প্রশ্ন করলেন—বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে পড়ুয়াদের স্বাভাবিক আগ্রহ জাগান যায় কী-ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর এক-কথায় বললেন—Everyday life (দৈনন্দিন জীবন)-এর affair (ব্যাপার)-এর মধ্য-দিয়ে শেখাতে হয়।

এমন সময় দুজন আমেরিকান ভক্ত (মিঃ ফেন ও মিঃ হাউজারম্যান) এসে হাজির হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বসতে বললেন। তাঁরা একখানি নীচু বেঞ্চিতে বসলেন। কী যেন প্রশ্ন তাঁদের মনে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই প্রসঙ্গ তুললেন—'মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু'—অর্থাৎ আমার গুরুও যা', জগতের সমস্ত গুরুই তাই। তাঁদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। All prophets are the same prophet in different forms (সমস্ত প্রেরিতই বিভিন্ন আকারে একই প্রেরিত)। Guru is the way to unfurl godliness i. e. the divine Father in man (মানুষের ভিতর দেবত্ব অর্থাৎ পরমপিতার উদ্বোধনের পথই হলেন গুরু)।

মিঃ ফেন—একই বিষয়ের ব্যাখ্যা এক-একজন এক-এক রকমে করেন। তাতেই তো অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Thousand and one explanations (হাজারো রকমের ব্যাখ্যা) হ'লেও দোষ নেই, যদি কিনা তা' oneness (একত্ব)-কে establish (প্রতিষ্ঠা) করে।

প্রফুল্ল—একজন যদি সদ্‌গুরু লাভ না ক'রে থাকে, কিন্তু আকুল আগ্রহ নিয়ে ভগবানকে ডাকে, ভগবানের পথে চলে, ভগবানের অনুগ্রহ কি সে পাবে না ?

ঈষৎ হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধ্রুব নাকি পদ্মপলাশলোচনের জন্য পাগল হ'য়ে গিয়েছিলেন। দিনরাত তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকেন। তাঁর সেই ডাক শুনে পদ্মপলাশলোচনের সিংহাসন টলে উঠলো। কিন্তু তখন তিনি নারদকে ডেকে বললেন—'নারদ ! তুমি ধ্রুবকে দীক্ষা দাও। তা' না হ'লে তো আমি দেখা দিতে পারছি না।' তখন নারদ এসে দীক্ষা দিলেন। তারপর পদ্মপলাশলোচন আবির্ভূত হলেন। পরমপিতাকে কেউ যদি আন্তরিকভাবে চায়,

সে নিজেও খোঁজাখুঁজি করে, আর পরমপিতার দয়ায় তার যোগাযোগও হ'য়ে যায়, পেতে গেলে করতে হবে। ক'রে হও, হ'য়ে পাও।

কিছু সময় পর মিঃ হাউজারম্যান বিদায় নিতে চাইলেন। প্রণাম ক'রে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে আছেন—যদি কিছু বলেন। —**Ignore evil promptings and work to achieve good** (অসৎ প্রণোদনাকে উপেক্ষা কর এবং সৎ যা', তা' আয়ত্ত করবার জন্য খাট)—উদাত্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

মিঃ হাউজারম্যান ও মিঃ ফেন যেতে-যেতে বারবার ফিরে-ফিরে চাইছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বিচ্ছেদকাতর দৃষ্টিতে পথপানে চেয়ে রইলেন।

৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ১৪।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বকুলতলায়। পঞ্চাননদা (সরকার), মিঃ স্পেন্সার, নিবারণদা (বাগচী), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি উপস্থিত।

প্রফুল্ল—ক্যাবিনেট মিশন এখন কী করতে পারে ?

কি জানি ?—উদাসভাবে ব'লে থেমে গেলেন ঠাকুর। চোখে-মুখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন প্রকট হ'য়ে উঠলো।

একটু পরে বললেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত common electorate (বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের একই নির্ব্বাচন-কেন্দ্র), right type of adult franchise (প্রাপ্ত-বয়স্কদের খাঁটি-ধরণের ভোটাধিকার) ও right man in the right place (যথাস্থানে যথাযোগ্য লোক) না হয়, তত সময় democratic freedom (গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা) আসতে পারে না। কারণ, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের interest (স্বার্থ) না হয়, প্রত্যেক community (সম্প্রদায়) প্রত্যেক community (সম্প্রদায়)-কে fulfil (পরিপূরণ) ক'রে পরস্পরের interest (স্বার্থ) না হয়, তাহ'লে integration (সংহতি) হয় না। আর, integration (সংহতি) না থাকলে freedom (স্বাধীনতা) হয় না। ভারত যদি বিভক্ত হয়, তবে বিচ্ছিন্ন দুই দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধর্ম্মকে যারা inferior ambition (হীন গর্ব্বেপ্সা)-এর ইন্ধন ক'রে নেয়, তারা শুধু নিজেরা বঞ্চিত হয় না, অন্যকেও বঞ্চিত ক'রে তোলে। জিন্না যদি মানুষকে ইস্‌লাম-অনুরাগী—এক-কথায় ঈশ্বর-অনুরাগী ক'রে তুলতে চাইতেন, তাহ'লে বিচ্ছিন্নতার গান গাইতেন না, গভীরতর মিলনের উদাত্ত সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠত তাঁর কণ্ঠে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এমন গম্ভীর হ'য়ে গেলেন যে প্রসঙ্গ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'লো না।

১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ১৫।৫।১৯৪৬)

রোজকার মত আজও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বকুলতলায় ব'সে আছেন। আশ্রমের র‍্যাশন বিতরণ-সম্বন্ধে কথা উঠেছে। সনৎদা (ঘোষ), যোগেনদা (সরকার), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), গিরীশদা (কাব্যতীর্থ), মহিমদা (দে), হেমাঙ্গদা (দাশগুপ্ত), ফণী ভাই (রায়), মণি ভাই (সেন), অমূল্যদা (ঘোষ), জগন্নাথদা (রায়), কালুদা (আইচ), শৈলেশদা (বিশ্বাস), মণিদা (বসু), প্রমথদা (দে), রামরূপাদা (সিং), খগেনদা (তপাদার) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

র‍্যাশন দেওয়া-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Equal distribution (সমান বিতরণ) নয়, equitable distribution (বৈশিষ্ট্যানুগ প্রয়োজন-অনুযায়ী বিতরণ) করতে হবে।

কে যেন বললেন—তারতম্য হ'লে নানারকম কথা উঠতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন—আমি যেটা ক'য়ে দিই, হয় সেটা ভাল ক'রে করা লাগে, নচেৎ নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা ঠিকমত খাটিয়ে চলা লাগে। দো-পাতে হ'লেই মুশকিল। আমার কথার মধ্যে তোমাদের মাফিক সুবিধাজনক যেটুক সেইটুক নিলে, সবটুকু নিলে না, নিজেদের interest (স্বার্থ)-এর dictation (নির্দ্দেশ)-অনুযায়ী বাদবাকীটুকু করলে, অথচ বেকায়দায় পড়লে আমার দোহাই দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ ক'রে দিলে, তা' কিন্তু ভাল নয়। আমি তো বুঝি—তোমাদের সকলকে নিয়ে আমি। তাই practically (বাস্তবে) আমাকেই আমি দিই, আমার থেকেই আমি নিই। কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে শেষ পর্য্যন্ত আমারই ক্ষতি।

স্থানীয় দোকানদারদের প্রত্যেকেই বেশী ক'রে জিনিস চায়, তাই কাকে কী পরিমাণ জিনিস দেওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কা'রও কাছে কিছু চাইতে গেলেই দেখতে হয়—যার কাছে চাচ্ছি, তা' দিতে গিয়ে সে অসুবিধেয় না পড়ে, বরং দিয়ে খুশি হয়। এমনতর বিহিত চাওয়া ও পাওয়ায় উভয়েই তৃপ্তি-প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। তোমরা দেখবে—মানুষকে যাতে able (সমর্থ) ক'রে তুলতে পার। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। দারিদ্র্যকে তাড়াতে হবে at any cost (যে-কোন প্রকারে)। যতজনকে সমর্থ ক'রে দিতে পারবে নিজেদের সাহায্যে, আমার burden (ভার) তত কমবে—আমার burden (ভার) মানে, তোমাদের burden (ভার)।.....নিজের কোন লাভের জন্য বা কা'রও একটু পিঠ চাপড়ানর জন্য আমাদের নিজেদের কা'রও নিন্দা বাইরে কখনও করা ভাল নয়। সংহতি না হ'লে শক্তি হয় না।......যারা কমিটিতে আছে তারা অপরের কথা আগে ভাববে, যাদের জন্য তারা করবে, তারা খুশি হ'য়ে

কমিটির লোকদের ব্যবস্থা কমিটিকে ব'লে করাবে। Needy (প্রয়োজন-পীড়িত) যারা, তাদের প্রয়োজন আগে দেখতে হবে।

অনেকেই বিদায় নিলেন। তারপর বুদ্ধদেবের অষ্টশীল-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্দৃষ্টি, সংসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকাহরণ, সংচেষ্টা, সংস্মৃতি, সম্যক্ সমাধি আলাদা-আলাদা ব্যাপার নয়। সবগুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে। ফলকথা, আটটা মিলে যেন একটা। প্রধান কথা হ'লো, যা'-কিছু করব তা' যেন সং অর্থাৎ অস্তিত্বপোষণী হয়, বৃদ্ধিবাহী হয়। আর, তার মূলে আছে—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনতিসম্পন্ন হ'তে হবে। তাঁর নীতিবিধিকে আশ্রয় ক'রে চলতে হবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৬।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। চোখে-মুখে একটা পরিতৃপ্তির নিটোল ছবি। তিনি যেন আপ্তকাম—তাঁর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। দেখলে মনের অশান্তভাব স্বতঃই প্রশমিত হয়। কাছে ব'সে থাকতে-থাকতে মন শান্ত ও একাগ্র হ'য়ে ওঠে। প্রমথদা (দে), খগেনদা, মাসীমা (স্বর্গত গোপালদার মা), কুমারখালির মা প্রভৃতি আছেন। আস্তে-আস্তে কথাবার্ত্তা সুরু হ'লো।

প্রফুল্ল—বুদ্ধদেব নাকি এক শিষ্যের বাড়ীতে শূকরের মাংস খেয়ে মারা গেলেন। কিন্তু তিনি তা' খেলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, প্রথমে তিনি অনেক ক'রে বোঝালেন যাতে ও-জিনিস খেতে পীড়াপীড়ি না করে। কিন্তু তা' কি শোনে? জিদ ক'রে অনুরোধ করতে লাগল—না খেলেই হবে না। অগত্যা তিনি কী করেন? শিষ্যদের খেতে দিলেন না, নিজে খেলেন। তিনি জানতেন, খেলে কী হবে। কিন্তু কী করবেন?—তিনি নিজের case (ব্যাপার) তো আর নিজে defend (সমর্থন) করতে পারেন না। অন্যের ব্যাপার হ'লে তিনি রূঢ়ভাবে প্রতিবাদ করতে পারতেন। যা' হো'ক—এরপর আমাশয় হ'লো। তাতেই ভুগে-ভুগে তিনি মারা গেলেন।……আমার কী অবস্থা দেখ না? পঁচিশ জনে জল দিচ্ছে। একজনকে বলেছি তো আর-একজন এগিয়ে এসে সুপারি দিচ্ছে। সারা শীতের রাত পাখা দিয়ে বাতাস ক'রে, আমাকে কষ্ট দিয়ে পুণ্য-সঞ্চয় করছে। জোর ক'রে যা' পছন্দ নয়, তাই খাইয়ে সেবার আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। আগে মা ছিলেন আমার defender (রক্ষক), এখন আমাকে defend (রক্ষা) করার কেউ নেই। বড়-বৌ অন্তঃপুরে ব্যস্ত থাকে, সেও পারে না।……মানুষ অহঙ্কারের পুষ্টির জন্য অনেক-কিছু করতে

পারে। কিন্তু ভালবেসে, আপন ভেবে, সহজভাবে আপনজনের মতো শ্রেয়প্রেয়কে সেবা-যত্ন করতে পারে না। যীশুখ্রীষ্টের কথা ভেবে দেখ না কেন? এত সব ভক্ত, কিন্তু জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে কেউ এসে পাশে দাঁড়াল না।······সেবা-সেবা বলে, কিন্তু—

মনের সেবা আগে করিস্ তুই
বাহ্যসেবা তার সাথে,
এমনতর চলায় জানিস্
শুভ-আশিস্ পায় মাথে—

এ-কথাটা কেউ স্মরণে রাখে না।

আজ রাত্রে রেডিওতে ব্রিটিশের ক্ষমতা-হস্তান্তর-সম্পর্কে ঘোষণা প্রচারিত হ'লো। স্বাধীনতার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে ভারতীয় প্রধান-প্রধান দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠনের অধিকার প্রদত্ত হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কাছ থেকে ঘোষণার বিস্তৃত বিবরণ শুনে বললেন—এর মধ্যেও চাল আছে। মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বোঝাপড়া না হ'লে কী অবস্থা দাঁড়ায় বলা যায় না। জিন্নার Two nation theory (দুই জাতিতত্ত্ব) আমি ভাল ক'রে বুঝতে পারি না। ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ, জৈন, পারসী সবাইকে নিয়ে ভারত। মুসলমানরা আলাদা সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে যদি একটা স্বতন্ত্র জাতি ব'লে দাবী করে, তাহ'লে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই সেই দাবী করতে পারে। একটা দেশের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকতে পারে। কিন্তু তারা যদি পরস্পর পরস্পরের আপন না হয়, বরং বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে চায়, সেখানে প্রত্যেকেই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ ও বিভেদ-সৃষ্টির ভিত্তির উপর যদি কোন আন্দোলনের বা দলের সৃষ্টি হয়, তাহ'লে পরিণামে সেই দলের সংহতিও বিপন্ন হ'তে বাধ্য। আর, মুসলমানরা যে নিজেদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি ব্যাহত হবে ব'লে আশঙ্কা করে, তা' কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য যার যা'ই হো'ক, সবটার মূল লক্ষ্য মানুষের বাঁচাবাড়া—এবং তা' নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী বিভেদ থাকলেও সত্তাপোষণের স্বার্থ সব মানুষের এক। আর, সত্তাপোষণের প্রধান পন্থাই হ'লো—অপরের সত্তাকে পুষ্ট ক'রে তোলা এবং তার মাধ্যমে পুষ্টি-সংগ্রহ করা। পারস্পরিকতা ছাড়া একক কেউ বাঁচতে-বাড়তে পারে না। তাই, নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে পারস্পরিক আদান-প্রদান বজায় রাখলে বিচ্ছিন্ন থাকার চাইতে অনেক বেশী লাভবান হওয়া যায়।

এটা না-থাকলে stagnation (বন্ধতা) আসে। তাতে ক্ষয় ও ক্ষতির পথই প্রশস্ত হয়।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৮।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই উদ্বিগ্ন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কতকগুলি মানুষ শুধু পাশাপাশি এক ভূখণ্ডে থাকলেই তাদের নিয়ে একটা জাতি বা দেশ গ'ড়ে ওঠে না। মানুষগুলির ভিতর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের যোগাযোগ চাই, পারস্পরিকতা চাই অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের আপন হওয়া চাই—ভাবায়, বলায়, করায়। এইটি যদি না হয়, তাহ'লে শক্তি বাড়ে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য হ'লে আর ভাবনা থাকে না। কোন্ দিক্ দিয়ে যে দুঃখ-দারিদ্র্য উড়ে চ'লে যায়, তা ঠিক পাওয়া যায় না। একটা পরিবারে যেখানে পরস্পরের মধ্যে গভীর টান আছে, সেখানে দেখ না কী কাণ্ডটা ঘটে! তাই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে electorate (নির্ব্বাচন-কেন্দ্র)-এর ভাগাভাগি আমার পছন্দ হয় না। ওতে কেউ কা'রও স্বার্থ হয় না, সুস্থ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গজায় না। একজনকে আর-একজনের তাঁবেদারের মত থাকা লাগে। দুর্নীতি থেকে যায়, শত্রুতা যায় না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায় না হ'লে যা' হয় তাকে freedom (স্বাধীনতা) না ব'লে 'maledom' (অমঙ্গলের রাজত্ব) বলা ভাল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরে এসে বসেছেন। কাজকর্ম্ম দেখছেন। কখনও দক্ষিণমুখী হ'য়ে দিগন্তবিস্তৃত পদ্মার চরের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। ছোট-ছোট ঝাউগাছগুলিতে কয়েকটা পাখী আনন্দে দোল খেয়ে বেড়াচ্ছে। কখনও-কখনও কৌতুক-চোখে তাদের খেলা উপভোগ করছেন। এমন সময় প্রমথদা (দে) ও আশুদা (দত্ত) এসে হাজির হ'লেন। একটি দাদার দুঃস্থ অবস্থা-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের determination (সঙ্কল্প) রাখা লাগে একটি ভাইকেও কোনভাবে deteriorate (অপকর্ষলাভ) করতে দেব না। যত দুঃখই আসুক, পরস্পর-পরস্পরের প্রতি interested (অন্তরাসী) হ'য়ে সেটা overcome (অতিক্রম) করবই। এই determination (সঙ্কল্প) habit-এ (অভ্যাসে) পরিণত ক'রে তোলা চাই।

হরেনদা (বসু) এসে বললেন—পাবনায় কমার্শিয়াল কলেজ খুলবার জন্য

কলকাতা থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে)—যা, ভদ্রলোকদের নিয়ে বসাগে। আমি আসি।

হরেনদা বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরও একটু পরে চটি পায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুলতলায় এসে হাতলওয়ালা বেঞ্চিতে বসলেন। ভদ্রলোকদেরও বেঞ্চি এনে বসতে দেওয়া হ'লো।

ওঁদের কমার্শিয়াল কলেজ খোলার পরিকল্পনার কথা শুনে বললেন—খুব ভাল। এখানেও একটা করলে হয়। এখান থেকে আবার কত জায়গায় চারিয়ে যাবে। Practical education (হাতে-কলমে শিক্ষা) যত হয়, ততই ভাল। Agriculture (কৃষি) শেখান খুব দরকার। আমাদের এমন হওয়া উচিত যে আমরা যেখানে থাকব, সেখানেই অজ্জী হব। তাতে গোলামি-বুদ্ধি যাবে। আমাদের education (শিক্ষা) practical prominent (কর্ম্ম-প্রধান) ক'রে তোলা দরকার। নইলে ছেলেরা স্বাবলম্বী হ'তে পারবে না।

নবাগত একজন—হ্যাঁ! পরাধীন দেশ, যাতে ক'রে খেতে পারে তা' দেখতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরাধীনতার মূল কারণ disintegration (সংহতিহীনতা) এবং self-centredness (স্বার্থ-সন্ধিৎসুতা)। ভালবাসার interest (স্বার্থ) প্রবল না হ'লে মানুষ idle (অলস) হ'য়ে পড়ে, ফাঁকি দিয়ে খেতে চায়। .....বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন যখন হয়েছিল, তার আগ পর্য্যন্ত disintegration (ভাঙ্গন)-এর problem (সমস্যা) ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ যে integration (সংহতি) ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন, তারই রেশ চলছিল তখন পর্য্যন্ত। যত দিন যাচ্ছে, তত গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার বুদ্ধি হ'চ্ছে। আজকাল fashion (রেওয়াজ) হয়েছে—একটু লেখাপড়া শিখলেই বলে—ধর্ম্ম জানি না। কিন্তু ধর্ম্ম যদি হয় being and becoming (বাঁচা ও বাড়া) তবে 'ধর্ম্ম জানি না' কথার মানে হয় কি? আগে দেশ পরে ধর্ম্ম, তারই বা কী মানে হয়? ধর্ম্ম মানে যখন জীবন ও বৃদ্ধি, তখন আগে ধর্ম্ম পরে দেশ। দেশের জন্য ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের জন্য দেশ। ধর্ম্ম যে চায় না, সে জীবনের শত্রু, সমাজের শত্রু। আমাদের বৈশিষ্ট্য হ'লো আমরা অবতারে-অবতারে পৃথক করি না। অবতার-মহাপুরুষদের মধ্য-দিয়ে একটা consecutive fulfilment (ক্রমান্বয়ী পরিপূরণ)-এর ধারা ব'য়ে চলেছে সমাজে। নইলে, সমাজ জানতো না কোন্ পরিস্থিতিতে তাকে কী-ভাবে এগিয়ে চলতে হবে। আবার, ধর্ম্মও এক, কারণ, মানুষের life-problem (জীবন-সমস্যা)-ও মূলতঃ এক। যুগে-যুগে প্রধান সমস্যা হ'লো, কেমন ক'রে প্রতিটি ব্যক্তির প্রবৃত্তিগুলিকে

ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তার মধ্যে অখণ্ড ব্যক্তিত্ব গজিয়ে তোলা যায়। সেইটে করতে পারলে সব কাম ফর্সা। মানুষের গুরু-করণের ফলে প্রবৃত্তিগুলি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। তাকে বলি আমরা দ্বিজত্ব। ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সমষ্টিব্যক্তিত্বে। তাকে বলি আমরা ঋষি, ব্রহ্মজ্ঞানী ইত্যাদি। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকলে ব্যষ্টি বা সমষ্টির আর পরমুখাপেক্ষী বা পরাধীন থাকা লাগে না। শক্তি জাগলে তা' সর্বদিক্ দিয়েই জাগে। ধর্ম্ম যেখানে, যাবতীয় সমস্যার সমাধান সেখানে—আর তা' রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক বাদ দিয়ে নয়।

নবাগত ভদ্রলোক—পাবনায় একটা কমার্শিয়াল কলেজ আছে, আর-একটা করতে গেলে competition (প্রতিযোগিতা) হবে। তাই ভাবছি, কিভাবে অগ্রসর হব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনভাবে করা যায় না যাতে আপনাদের ভিতর-দিয়ে আগের কলেজটার সুবিধা ক'রে দেওয়া যায়? প্রতিযোগিতার বুদ্ধি থেকে পরিপূরণের বুদ্ধিতে অবান্তর বিরোধিতা কমে, আবার বোধ ও যোগ্যতাও অনেক বেশী বাড়ে।

পরমাত্মীয়ের মত সুগভীর প্রীতি ও দরদ নিয়ে কথাগুলি বলছেন ঠাকুর। তাঁর কথাগুলি শ্রোতাদের মনে একটা অপূর্ব্ব সুখানুভূতি জাগিয়ে তুলছে।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ থেমে গেলেন।

একটু পরে বলছেন—Bengal (বাংলা)-এর fall (পতন)-এর সঙ্গে-সঙ্গে India (ভারত)-এর fall (পতন) হ'য়ে গেল। Bengal (বাংলা)-এর fall (পতন) হবার আগ পর্য্যন্ত কিন্তু তা' হ'তে পারেনি। পুনরায় Bengal (বাংলা)-কে strong (শক্তিমান) না করলে কিন্তু India (ভারত)-কে strong (শক্তিমান) করা মুশকিল। আমি বাংলার ছেলে ব'লে একথা বলছি না। এর বাস্তব তাৎপর্য্য আছে। Communal award (সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা), census boycott (সেন্সাস বর্জ্জন)—এ-সব কাজ ভাল হয়নি। নিজেদের দোষেই ভুগছি আমরা। হিন্দুধর্ম্ম আমাদের শিখিয়েছে সবাইকে আপন ক'রে নিতে। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যদি বজায় থাকে, কেউ অনাত্মীয় হ'য়ে থাকে না। বহুরকমের অনৈক্যের সমাধান হ'তে পারে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ভিতর-দিয়ে। আজকাল কোন মেয়েকে হয়তো দুর্বৃত্তরা অপহরণ ক'রে বা জোর ক'রে নিয়ে গেল, দুর্ব্বল সমাজ তা' ঠেকাতে পারল না। সেই মেয়ে যদি লাঞ্ছিত বা ধর্ষিত হ'য়ে সমাজের বুকে ফিরে আসতে চায়, আশ্রয় চায়, তখন কিন্তু সমাজপতিরা ঘেন্নায় নাক সিটকাতে থাকেন। বলেন—এ-সব অনাচার কখনও বরদাস্ত করা যায় না। এটা ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কী? মা, বোন, বৌ, মেয়েকে যারা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে

ঠেকাতে পারে না, তাদের মুখে আবার বড়-বড় কথা ? শাস্ত্রের দোহাই দেয়, কিন্তু শাস্ত্রে যে আপদ্ধর্ম্মের কথা আছে, তারা কি তার খোঁজ রাখে ? ঐ-সব মেয়েদের কখনও তাড়িয়ে দিতে নেই। সমাজের অঙ্গীভূত ক'রে নিতে হয়। তাদের অনিচ্ছাকৃত পতনের জন্য যদি সমাজ তাদের প্রত্যাখ্যান করে তাহ'লে তারা কিন্তু এই সমাজের প্রতি ferocious (হিংস্র) হ'য়ে ওঠে। যেখানেই থাক্ তারা, সেখান থেকেই এই সমাজের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে। তাদের ঠাঁই না দেওয়া, দূর ক'রে দেওয়া মানে তাদের ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের জাহান্নমের পথে ঠেলে দেওয়া। আবার, কোন মেয়ে অবিহিতভাবে অবাঞ্ছনীয় স্থানে বিবাহিত হ'লে, বিশেষতঃ প্রতিলোম বিবাহ হ'লে সেই বিবাহ অসিদ্ধ ব'লে ঐ মেয়েকে হরণ ক'রে শ্রেয় বরে অর্পণ করার বিধি আমাদের শাস্ত্রেই আছে। কিন্তু তা' আমরা মানি কই ? তাই, নানা কারণে দিন-দিন আমরা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছি।

সাম্প্রদায়িকতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর্য্যদের মধ্যে conversion (ধর্ম্মান্তরকরণ) নেই, আছে পূর্ব্বতনের আপূরণী initiation (দীক্ষা) ও fulfilment (পরিপূরণ)। আমরা তাই অবতার-পরম্পরা স্বীকার করি। পূর্ব্বতনদের যেমন মানি, তাঁদের জাগ্রত-মূর্ত্তি বর্ত্তমান-মহাপুরুষকেও তেমনি মানি। এই মান্য যদি থাকে, তাহ'লে সাম্প্রদায়িকতার স্থান কোথায় ? ধর্ম্ম কখনও মানুষকে মানুষের শত্রু করে না, অধর্ম্মই তা' ক'রে থাকে। ধর্ম্মনামধারী অধর্ম্মকে তাড়িয়ে প্রকৃত ধর্মের প্রতিষ্ঠা কর, তবেই জাতি বাঁচবে, তবেই জাতি জাগবে।......হিন্দুদের মধ্যে আবার তপশীলী ব'লে একটা class (শ্রেণী) ক'রে disintegration (ভাঙ্গন)-এর বীজ বপন করা হয়েছে। হিন্দুদের বিরোধী যারা যেখানে আছে, তারা আবার তাদের হাতিয়ে নিজেদের কাজ বাগাতে চেষ্টা করছে। ব্যাপার বড় সঙ্গীন। নেতারা গোঁজামিল দিয়ে সামঞ্জস্য করতে চাচ্ছেন। তাতে কিন্তু অমিলই বেড়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কথা ব'লে চলেছেন। প্রতিটি কথা যেন সত্তার গভীরতম স্তর পর্য্যন্ত আলোড়িত ও স্পন্দিত ক'রে তোলে।

একজন প্রশ্ন করলেন—তপশীলীরা যে বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে গেছে, তার জন্য বর্ণহিন্দুরা কি দায়ী নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-কা'তে কথা আমার ভাল লাগে না। একজনের ত্রুটির কথা বড় ক'রে বলব, তার গুণের কথা উল্লেখ করব না—এ কেমন ধারা আমাদের ? আমি কত দেখেছি—বাংলায় বর্ণহিন্দুরা কপালের ঘাম পায়ে ফেলে নিজেদের বাল-বাচ্চার মত ক'রে তপশীলীদের বাঁচিয়েছে, আপদে-বিপদে, দুঃখে-কষ্টে, রোগে-শোকে তাদের

পাশে গিয়ে বুক দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসন যদি ক'রে থাকে, সোহাগও করেছে। বামুনের পো বাগ্দীর ছেলেকে, সে যদি বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, তাহ'লে দাদা, কাকা ব'লে সম্বোধন করতে অসম্মান বোধ করেনি। এ-সব তো আমার নিজের চোখে দেখা ব্যাপার। কৈ, কাউকে তো এ-সব কথা বলতে শুনি না। যাতে মানুষের মিল হয়, পরস্পরের দোষত্রুটি থাকলেও তা' উপেক্ষা ক'রে, হজম ক'রে, স'য়ে-ব'য়ে নিয়ে একগাট্টা ও শক্তিমান হ'য়ে ওঠার বুদ্ধি হয়, তা' না ক'রে নেতারা আজ অত্যাচার-অবিচারের কথা বড় ক'রে ব'লে মানুষ খেপাচ্ছে। এতে কিন্তু ফল ভাল হয় না। বর্ণহিন্দু যদি তপশীলীর উপর অত্যাচার করে, তা'ও যেমন অন্যায়, তপশীলী যদি তপশীলীর উপর অত্যাচার করে, তা'ও তেমনি অন্যায়। তপশীলীদের সংহতির প্রশ্ন যেখানে মুখ্য সেখানে যদি ঐ-সব ব্যত্যয়ী ঘটনাকে বড় ক'রে দেখান হয়, তাহ'লে কিন্তু তাদের মধ্যে সংহতি দানা বেঁধে উঠতে পারে না। সমগ্র হিন্দু-সমাজের সংহতির প্রশ্ন যেখানে প্রবল, সেখানেও ঐ কথা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংহতির বেলায়ও চাই পরস্পরকে পরস্পরের সহায়ক ক'রে তোলার মৌলিক প্রেরণা-সঞ্চার। এর মধ্যে সওয়া-বওয়ার যেমন স্থান আছে, তেমনি অসৎ-নিরোধেরও স্থান আছে। কিন্তু সবটা হওয়া চাই শুভ-সংহতি-সন্দীপী।......জমিদারী-প্রথার সংস্কার ও সংশোধন না ক'রে উচ্ছেদ-সাধনের কথা হ'চ্ছে। এটা দেশের পক্ষে dangerous (বিপজ্জনক) হবে ব'লে মনে হয়। জমিদারদের উপর এমন আইনের বাঁধন রাখতে হয় যাতে প্রজাদের খারাপ করার অবকাশ যথাসম্ভব না থাকে, এবং তাদের ভাল করার পথ অনেকখানি খোলা থাকে। সেই অবস্থায় তারা সরকার ও প্রজাদের মধ্যে shock-absorber (সংঘাত-নাশী শক্তি)-এর মত কাজ করতে পারে। নচেৎ সরকার খারাপ হ'লে কত মানুষ উচ্ছেদ হ'য়ে যাবে। মন্দটা বজ্রের মত এসে পড়বে সবার মাথার উপর। আবার, জনসাধারণ যদি দুষ্ট প্ররোচনা বা প্রবৃত্তির দরুন অবুঝের মত অকারণ সরকারের বিরোধী হয়, সেখানেও তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে শুভদ শাসন-সংস্থার অস্তিত্বরক্ষায় সাহায্য করতে পারে এমন কেউ থাকবে না। অনেক জমিদার আছে যারা প্রয়োজনমত গরীব প্রজাদের খাজনা কিছু-কিছু মকুব ক'রে দেয়। সব সরকারের হাতে চ'লে গেলে আইনের শান-বাঁধান রাস্তায় দয়া-দাক্ষিণ্য কতখানি থাকবে বলতে পারি না। জমিদার হ'লেই সে অত্যাচারী হবে, আর সরকারী কর্ম্মচারী হ'লেই সে ন্যায়পরায়ণ হবে, দুর্ব্বুদ্ধিমুক্ত হবে—এমন কোন একঢালা বিধান নেই বিধাতার দলিলে।......ধর্ম্মদ সুবিবাহ, সুজনন ও সুশিক্ষার জাগরণ যদি না হয়, তাহলে দেশে মানুষের মত মানুষ হবে না। আর, দেশে মানুষের চাইতে অমানুষের সংখ্যা যদি বেশী হয়, তবে যা' করা যাক, কিছুতেই কিছু হবে না।

আর-একটা কথা, জমিদারদের অনেকেও একদিন ছিল labour (শ্রমিক)। তাদের intensive efficient labour (অবিরাম দক্ষশ্রম) materialised (মূর্ত্ত) হয়েছে জমিদারীতে। বংশানুক্রমে যাদের ভিতর যে সদ্‌গুণের উদ্ভব হয়েছে, তা' বরবাদ করা ভাল না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতাহীন অশ্রেয় যারা তাদের দাবীই আজ অগ্রগণ্য হ'য়ে উঠছে। তারাই আজ যোগ্যতর ও উন্নততর যারা, তাদের অপসারিত বা পদানত ক'রে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্‌ ও উৎপাদনযন্ত্রের উপর অধিকার বিস্তার করতে চাচ্ছে। এর মধ্যে বাঁচাবাড়ার তাগিদ বা কতখানি এবং কুৎসিত প্রবৃত্তিলালসার প্ররোচনা বা কতখানি তা' বিচার ক'রে দেখতে হবে। প্রবৃত্তিলালসার প্রশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে কখনও মানুষের শ্রেয় আসে না। শোষণ ও প্রতিযোগিতার কথা যতই বল, অন্যের ঘাড়ে সবটুকু দোষ চাপিয়ে দরিদ্রদের যতই সহানুভূতি দেখাও, তাদের ভিতর সত্যিকার গলদ যেগুলি আছে, সেগুলি যদি দূর না কর, তাহ'লে মিত্রবেশী শত্রু তোমরা তাদের। চুরির প্রশ্রয় দেবার দরুন বেণী যেমন শেষটা একদিন মাসীর কান কেটে নিয়েছিল, এরাও তেমনি করতে চাইবে। সাবধান! ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা'। যদি কা'রও ভালই করতে চাও, মানুষটাকে প্রকৃত ভাল ক'রে তোল—যতদূর ও যত বেশী সম্ভব। জমিদার বা ধনী যারা, তারা নির্দ্দোষ এ-কথা আমি বলি না। কিন্তু তাদের সবটুকুই দোষ নয়। তাদের অনেকের মধ্যেই প্রচুর যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিবেচনা ও কর্ম্মক্ষমতা আছে। মানুষগুলিকে এমন ক'রে কাজে লাগাও যাতে তাদের আওতায় প'ড়ে আরো অনেকে বাস্তব যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারে। আর, প্রত্যেকের মধ্যে এমন প্রেরণা সঞ্চারিত ক'রে দাও যাতে সে পারিপার্শ্বিকের ভাল ছাড়া মন্দ করার কাজে নিজের শক্তি নিয়োগ না করে। তাকেই বলে যাজন বা ধর্ম্মদান। এ না ক'রে মানুষের হাতে তাল-তাল সোনা তুলে দিয়েও তুমি কা'রও কোন উপকার করতে পারবে না।

নির্ঝরের জলধারার মত উদাত্ত আবেগে কথাগুলি অনর্গল বেরিয়ে আসছে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ দিয়ে। হঠাৎ থেমে গেলেন প্যারীদাকে দেখে। আশ্রমের একজন টাইফয়েডে ভুগছে। অধীর আগ্রহে তার অবস্থা-সম্বন্ধে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

কথা শেষ হ'লে নবাগতদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—শিক্ষাবিভাগ যদি পুরোপুরি সরকারের হাতে চ'লে যায়, সে-সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষাবিভাগ পুরোপুরি সরকারী কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকা unholy (অপবিত্র)। আবহমানকাল থেকে ভারতের আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সবাই লালিত-পালিত ঋষির কাছে। তাঁর কাছেই থাকা উচিত education (শিক্ষা)। Education

(শিক্ষা) মানে আচার, আচরণ, চরিত্র। সেটা পুঁথিতে বা স্কুলবাড়ীতে মজুত থাকে না বা সরকারী দপ্তরখানায় পয়দা হয় না। সেটা আসে চরিত্র বা আচারবান আচার্য্যের প্রতি সেবাময় শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে। জীয়ন্ত ঋষিই হ'লেন আদর্শ আচার, আচরণ ও চরিত্রের পরম উৎস। শিক্ষাটা তাই ওখান থেকেই উৎসারিত হওয়া ভাল। এই ব্যবস্থাই হয় সুচারু, সুন্দর ও শক্তিশালী। শিক্ষাটা সরকারের হাতে গেলে তারা ওটা নিজেদের political interest-এ (রাজনৈতিক স্বার্থে) utilise (ব্যবহার) করতে পারে। ওতে ভাল হয় না। মানুষ ভগবানের জীব। সমাজের সব বিধি, ব্যবস্থা ও বন্ধন এমন থাকা ভাল যাতে ভগবানের সঙ্গে তার যোগসঙ্গীতির সুযোগটা যথাসম্ভব অবারিত ও অনাবৃত থাকে। কতকগুলি উদ্দেশ্যমূলক অবান্তর দার্শনিকতা মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে তার স্বচ্ছ দৃষ্টিটাকে ঘোলাটে করা ভাল না। শিক্ষা পূত জিনিস, তাই ইউনিভার্সিটিগুলিকে যতটা সম্ভব free (মুক্ত) রাখা উচিত। ভারতের দেবোত্তর·ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তিগুলি organise (সংগঠন) করলে প্রভূত অর্থের যোগান পাওয়া যায়। তার একটা মোটা অংশ শিক্ষার কাজে লাগান যায়। তাই, টাকার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন করে না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হাতে যত সুযোগ-সুবিধা থাকে, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী লোকের কল্যাণও করতে পারেন তিনি ততখানি।

প্রশ্ন—আপনি যে বললেন, শিক্ষার মাধ্যমে কোন অবান্তর দার্শনিকতা মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে তার স্বচ্ছ দৃষ্টিটাকে ঘোলাটে করা ভাল না। তাহ'লে ঋষির নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থাপনা-সম্বন্ধেও তো এই আপত্তি উঠতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋষিরা কোন আন্দাজী কথা ক'ন না। তাঁরা ক'ন fact (বাস্তব ঘটনা)। তাকেই বলে তত্ত্ব। তত্ত্ব মানে তাহাত্ব। এর মধ্যে কোন subjective projection (ব্যক্তিগত কল্পনা বা আরোপণ) নেই। এটা হ'লো science—out and out (পুরোপুরি বিজ্ঞান)। করার ভিতর-দিয়ে পূর্ব্বাপর সঙ্গতিসম্পন্ন যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তাঁরা কুড়িয়ে পান, সেই মাণিক তাঁরা দু'হাতে বিলিয়ে যান। মানুষের নেওয়া না-নেওয়া তাদের হাত। এর মধ্যে কোন imposition (চাপান ব্যাপার) নেই। বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবনের স্বরূপ ও স্বভাব-সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত অনুভব তাঁদের জাগে, সেই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁরা সেই কথাই বলেন—যাতে সত্তা চরম ও পরম সার্থকতা লাভ করে। মানুষের ভাল করার অছিলায় অন্য কোন হীন প্রবৃত্তি-প্ররোচিত মতলব বাগাবার আশায় ঘোরেন না তাঁরা। তাঁদের স্বার্থই হ'লো সবার ভাল করা। অন্য কোন উদ্দেশ্যের তাঁবেদারি করেন না তাঁরা। আর, এই যে করেন, এর মধ্যে পরোপকারের দম্ভ বা হীন আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা থাকে না। সহজ টানে নিজের জনের মত করেন।

প্রফুল্ল—জমি ভগবানের দান, প্রত্যেককে তা' দেওয়া যায় যদি রাষ্ট্রের হাতে সব জমি থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অফুরন্ত পাওয়ার পথ ভগবান প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে দিয়ে রেখেছেন। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হয় সাধু প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে, সেবার ভিতর-দিয়ে। এই সাধনাই মানুষকে বড় করে, জীবনকে মহৎ করে। কষ্ট ক'রে যা' পেতে হয়, তা' পেয়েই মানুষ তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আলোবাতাস তো আমরা অনায়াসেই পাই। এই পাওয়ায় কি আমাদের খুব একটা শক্তিবৃদ্ধি বা প্রাপ্তির আনন্দদায়ক sensation (বোধ) হয় ? শক্তি ও আনন্দের বিস্তারের জন্যই ভগবানের রাজ্যে বেশীর ভাগ জিনিসই ক'রে পাওয়ার বিধান। এ বিধান রহিত করলে ভাল হয় না। তবে যাদের পক্ষে পরিশ্রম করা সম্ভব নয়, রুগ্ন, বৃদ্ধ, নিরাশ্রয়, পঙ্গু, দুর্ব্বল যারা তাদের পালন-পোষণের ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। ভেবে দেখতে হয়, আমি যদি ঐ অবস্থায় পড়ি তখন কেমন হয় ? ঐ অবস্থায়ও যার পক্ষে যতটুকু যা' করা সম্ভব, তা' করাই ভাল। বিহিত কর্ম্ম দেহ-মনের পরম প্রাণদ রসদ।……মাটি ভগবানের দান, তাইতো মাটির বুকে চলতে কা'রও বাধা নেই। ভিক্ষুক কোন road-tax (পথকর) দেয় না ব'লে তাকে বলা হয় না যে, তুমি রাস্তায় চলতে পারবে না। কিন্তু কোন জমির উপর স্বত্ব-স্বামিত্ব লাভ করতে গেলে তা' অর্জ্জন করতে হবে। কা'রও জমি নেই মানে, তার activity (কর্ম্ম) নেই। এমন অনেকে আছে, যাদের জমি দিলেও তারা সবটুকু দায়িত্ব নিয়ে জমি রক্ষা করতে পারবে না। জমি যার আছে, কোন বছর অজন্মা হ'লেও সে কিন্তু খাজনার দায় থেকে সাধারণতঃ রেহাই পায় না। জমিহীন চাষীরা জমির বর্গা নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে যে-লাভ করে, জমির মালিক যে তার কিন্তু খাজনা-বাজনা, বীজ-ধান, সার, জমির ভাঙ্গন ইত্যাদি সব ঠেকিয়ে সে-তুলনায় অনেক কমই থাকে। জমি যাদের আছে তাদের সবটুকুই যে সুবিধা তা' তো নয়। সুবিধার সঙ্গে অসুবিধা থাকে, অসুবিধার সঙ্গে সুবিধা থাকে। মোটপর, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী যারা, তাদের জমি না থাকলেও খেটে-পিটে তারা যে জমির মালিক হ'তে পারে না, এমন কিন্তু নয়। আবার, জমি থাকলেও বুদ্ধি ও অভ্যাসের দোষে অনেকে যে সে-জমি খুইয়ে বসে, তাও তো হামেশাই দেখা যায়। তবে সমাজে যারা সম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের দেখা উচিত, পরিবেশের সবাই যাতে দাঁড়াতে পারে। পরিবেশ যদি দুঃস্থ ও হতদরিদ্র হ'য়ে চলে, একলা-একলা বেশীদিন ফুটানি করা চলে না। পারিবেশিক প্রতিক্রিয়ায় সব ঠাঁট বানচাল হ'য়ে যায়। সম্পন্ন কথার থেকে একটা কথা মনে হচ্ছিল। তোদের কাছেই তো শুনেছি, সম্পন্ন সম্পদ্ শব্দেরই বিশেষণ। সম্পদের ভিতর সম্যক্ পদ্, অর্থাৎ গতি বা ক্রিয়া আছে। ঐটে বাদ দিয়ে শুধু

আলসেমি ক'রে কেউ সম্পন্ন হ'তে বা থাকতে পারে না। মানুষের দায়িত্ব ও প্রয়োজন দিন-দিন বাড়ে, তাই কোন সম্পন্ন গৃহস্থও যদি নিরলস শ্রমে বৃদ্ধির পথে না চলে, সে কিন্তু ধীরে-ধীরে খতমকেই ডেকে আনবে। আবার, কর্ম্ম-বিমুখতা বা ফাঁকিবাজি জিনিসটা syphilitic poison (উপদংশ বিষ)-এর মত। এটা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হ'য়ে চলে এবং environment (পরিবেশ)-ও এর দ্বারা contaminated (কলুষিত) হয়। তাই, এই সব সামাজিক অপরাধ-সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকা লাগে। আর, গভর্ণমেন্টের হাতে জমি গেলে কী সুবিধা হয়, তা' খাসমহলের প্রজাদের দিকে চেয়ে দেখলেই পার। ফলকথা, আমি বুঝি—মানুষের যদি well-adjusted individual liberty (সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা) না থাকে, তাহ'লে national liberty (জাতীয় স্বাধীনতা) একটা sham-show (বাজে ভাঁওতা)। Individual liberty (ব্যক্তিগত স্বাধীনতা) থাকা সত্ত্বেও তখনই মানুষ well-adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) চলনায় চলতে পারে, যখনই সে কোন well-adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) গুরুর সঙ্গে ligared (যুক্ত) হ'য়ে দৈনন্দিন জীবনে তাঁর নীতি ও নিয়ন্ত্রণ-অনুযায়ী চলতে থাকে।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় স্পেন্সারদা আসলেন।

—কি খবর? হেসে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর।

স্পেন্সারদা—(সহাস্যে) ভাল।

এরপর নবাগত ভদ্রলোকেরা স্পেন্সারদার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপচাপ ব'সে তামাক খাচ্ছেন ও প্রীতমনে ওঁদের কথাবার্ত্তা শুনছেন।

কিছুক্ষণ বাদে ওঁরা বললেন—এইবার তাহ'লে আসি। আপনার মুখ থেকে কতকগুলি original thought-provoking (মৌলিক চিন্তা-উদ্দীপী) কথা শুনে গেলাম। এমনটি কোথায়ও শুনতেও পাওয়া যায় না, পড়তেও পাওয়া যায় না। আমরা খুব উপকৃত হ'য়ে গেলাম। আনন্দও পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিনীতভাবে)—আমি মুখ্যু মানুষ। আমি কিছু জানি না। পরমপিতা যা' দয়া ক'রে কওয়ান! তবে আপনাদের মত মানুষ আসলে আমার খুব ভাল লাগে। আবার সুবিধামত আসবেন।

ওঁরা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে দুই-একটি বাণী দিলেন।

স্পেন্সারদা লিখে নিলেন।

প্রফুল্ল ভদ্রলোকদের কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা খুশি আছে তো?

প্রফুল্ল—খুব খুশি! বার-বার বলছিলেন—লেখাপড়া জানা জ্ঞানী মানুষ আমরা ঢের দেখেছি। কিন্তু ঠাকুর যে গভীর অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন অসাধারণ মানুষ, তা' তাঁর ব্যবহার ও আলাপ-আলোচনা থেকেই বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্পেন্সারের কাছে লেখা আছে। তোর খাতায় টুকে রাখিস্।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৯।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে খেপুদার ঘরে একখানি চৌকিতে এসে বসেছেন। স্পেন্সারদা, পঞ্চাননদা (সরকার), জুঁই মা প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যত যা'ই কর, নিরাশী-নির্ম্মম না হ'লে পরমপিতার কাজ করতে পারবে না। স্বার্থসন্ধিৎসু হ'য়ে যা'ই করতে যাবে, তাতেই ভণ্ডুল পাকাবে। পরে আপসোস আসবে। মনে-মনে ভাববে, ইষ্টকর্ম্ম করার বোধহয় এমনতরই ফল। আমি বলছি—ঠিক-ঠিক attitude (মনোভাব) নিয়ে ইষ্টকর্ম্ম করলে, তাতে কখনও ভাল বই মন্দ হয় না। এবং আপাততঃ মন্দ কিছু ঘটলেও ঐ মন্দ বৃহত্তর শুভ পরিণতির পথই প্রশস্ত করে।

জুঁই মা—মানুষের duty (কর্ত্তব্য) ব'লে কি কিছু নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Duty (কর্ত্তব্য) আবার কি? Love (ভালবাসা) যেখানে, সেখানেই duty (কর্ত্তব্য)। ঠাকুরকে বাদ দিয়ে যা'-কিছু create (সৃষ্টি) করবে বা রক্ষা করতে যাবে, তা' টিকবে না। তাঁর জন্য তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গেলেও কুছ পরোয়া নেই। যে থাকলে, সবই থাকে, সবাই থাকে, যেন তেন প্রকারেণ আগে তাকে রক্ষা কর। তাকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে যা' করতে যাবে, তাতে ধ্বংস অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি তাদের মেরেই রেখেছি।' অর্থাৎ অমনতর চলনায় চলমান যারা, তারা মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে চলেছে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে যেয়ে যা'-যা' করণীয় সে-সবই করতে হবে, আর ঐ কর্ত্তব্যই আমাদের আবদ্ধ না ক'রে সব রকম অভিভূতি থেকে মুক্ত ক'রে তুলবে। আর, তাতে কল্যাণকর কোন করণীয়ই বাদ পড়বে না, বরং করণীয়ের পরিধি বেড়ে যাবে। কারণ, সাধারণতঃ জীবনের কেন্দ্র থাকে অহং। কিন্তু এখন জীবনের কেন্দ্র হয়েছেন ইষ্ট। ইষ্টকে নিয়ে যে-জীবন, ইষ্টকে নিয়ে যে-সংসার তা' সঙ্কীর্ণ সংসারের থেকে অনেক বড় সংসার। সেই বড় সংসারের দিকেই ভগবান আমাদের টানেন। তাতে আমাদের ছোট্ট সংসার নষ্ট হয় না, ভেসে যায় না, বরং উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। গীতায় যা'-কিছু, বড় সুন্দর ক'রে বলা আছে, আর যা' আছে তা' perfect in all respects

(সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ)। বলেছে, 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।' যে-কোন পরিণতিই আসুক, কোন দিক্ থেকেই তোমার লোকসান নেই। তাঁকে বাদ দিয়ে যাকেই বড় ক'রে তুলবে তুমি তোমার জীবনে, ঐ attachment (আসক্তি)-ই তোমাকে smash (ধ্বংস) ক'রে দেবে। আর, তিনি যদি না থাকেন, ঐ তাদের loss (বিয়োগ) তোমার বুকে শেলের মত লাগবে। তোমার জীবনে এমন কেউ থাকবে না, যাকে আঁকড়ে ধ'রে তুমি সেই শোক সামলে নিতে পার। এক-কথায়, ইষ্টকে গৌণ ক'রে অন্য কিছুকে যদি মুখ্য ক'রে চল, তবে মন্দ পরিণতি অকাট্য। কোন কর্ত্তব্যই তোমাকে ঠেকাতে পারবে না। রেহাই পাবে না তুমি কিছুতেই। তাই বলি—চালাক হও তো বাঁচা-বাড়ার নিশানের তলায় এসে দাঁড়াও, এই কাজ চালাও। তাতে কিছুতেই লোকসান নেই।

জনৈক মা—নিষ্কাম কর্ম্মে মায়া নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে-মায়া economical (সাশ্রয়ী) মায়া। এই মায়া আমাদের নিরাশ্রয় করে না। জীবন যতই বেড়ে চলুক, এ-মায়া সেই বৃদ্ধির পথে সহায় বই অন্তরায় হয় না। ইষ্ট যে অসীমেরই সীমায়িত ব্যক্ত প্রতীক। তাই তাঁর প্রতি মমতা মানুষকে কখনও সঙ্কীর্ণ করে না, বিস্তারমুখী ক'রে তোলে। গীতায় আছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

এত সহজ, এত সরল, এত সুন্দর, এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই। প্রবৃত্তির দিকে গেলেই যত 'কিন্তু', যত গোলমাল।

জনৈক মা—বিঘ্ন কেন সাধকের জীবনে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—অন্তরায় সর্ব্বত্র। অতিক্রম করতে না-পারা মানে এতটুকু urge (আকুতি) নেই, যাতে sufferings (দুঃখ-কষ্ট) laudable (প্রশংসনীয়) হ'য়ে ওঠে। Urge (আকুতি বা আবেগ) থাকলে মানুষ sufferings (দুঃখ-কষ্ট)-এর ভিতর প'ড়ে ঘাবড়ে না গিয়ে আরো keen (তীব্র) হ'য়ে ওঠে। তখনই মনে হয়—

'জান না কি তাতার বালক
মাতৃ অঙ্ক হ'তে ছুটে যায়
সিংহশিশু-সনে করিবারে মল্লরণ ?'

আদৎ মালই হ'লো অনুরাগ, ওতে মানুষকে আকাশের মানুষ ক'রে তোলে, ওর অপপ্রয়োগ মানুষকে টেনে আনে পাতালে।……আমরা এত বক্তৃতা করি, কিন্তু

surrender (আত্মসমর্পণ) সম্বন্ধে—

'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'—

এই শ্লোকে যা' বলা হয়েছে, তা একেবারে complete (সম্পূর্ণ)। বিগতজ্বর হ'য়ে চুপচাপ ব'সে থাকা চলবে না। সংগ্রাম করা লাগবে, অর্থাৎ বাধা-বিঘ্নকে জয় করা লাগবে। কর্ম্ম মানেই অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চলা। প্রবৃত্তিজনিত কর্ম্মে পরিবেশের একটা সায় থাকে, শয়তান তাতে রুখে দাঁড়ায় না। কিন্তু ইষ্টকর্ম্মে শাতনশক্তি প্রমাদ গণে এবং প্রাণপণ বাধার সৃষ্টি করে। অবশ্য, প্রবৃত্তি-কর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়ে। গুটিপোকা যেমন নিজের মুখের নাল দিয়ে নিজ দেহের চারিদিকে গুটি তৈরী ক'রে শেষটা ঐ গুটির মধ্যেই আটকে পড়ে। সেটা কেটে বেরিয়ে আসতে পারে না। পরে স্বকৃত কর্ম্মফলে প্রাণ হারায়। তার প্রতিদিনের কাজ মানে নিরলস চেষ্টায় নিজের মারণযজ্ঞে আহুতি-দান। প্রবৃত্তি-মোহিত কর্ম্মের পরিণতিই এমনতর। তাই, কর্ম্ম করতে হয় অধ্যাত্মচেতসা অর্থাৎ ইষ্টকে অধিকার বা অবলম্বন ক'রে তোমার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী যে চলনা তোমার ভিতর উৎসারিত হ'য়ে ওঠে তারই সজাগ সংবেদনী চেতনার সহিত।

জুঁই মা—প্রারব্ধ কর্ম্মফল কি এড়ান সম্ভব নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মফল আমাদের বুদ্ধিকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। তাকেই বলা যায় ignorance (অজ্ঞতা)। Tenacious, active, sincere, responsive adherence ও urge (লাগোয়া, সক্রিয়, আন্তরিকতাপূর্ণ, সাড়াশীল অনুরাগ ও আকুতি) নিয়ে ignorance (অজ্ঞতা)-কে ভেদ করতে হবে। প্রারব্ধ—পূর্ব্ব হ'তেই আহৃত—এই মানে করাই ভাল। প্রারব্ধ মানে যদি destined (অবশ্যম্ভাবী) ধরি, তাহ'লেই blocked (রুদ্ধ) হ'য়ে যাই। Malexplanation (অপব্যাখ্যা) hindrance (বাধা) আনে। নিরাকরণী চেষ্টাকে পঙ্গু ক'রে রাখে।

জুঁই মা—ধরুন, আমার পাশের বাড়ীর লোকের অনবধানে তাদের বাড়ীতে আগুন লাগলো এবং সেই আগুন ছড়িয়ে গিয়ে আমার ঘরও পুড়ে গেল। এখানে ঘর-পোড়াটা আমি আহরণ করলাম কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আহরণ করা অনেক রকমে হয়। আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা, কিংবা যাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমরা, তাদের দোষেও আমাদের দোষ হয়। আমাদের করা দিয়ে ঐ দোষ undo (নিরাকরণ) করতে না পারলে কষ্ট ভুগতেই হবে। ধর, পাশের বাড়ীতে আগুন লাগার সঙ্গে-সঙ্গে তড়িৎ-তৎপরতায় তা' যদি তুমি নিভিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতে, তাহ'লে কিন্তু তোমার ঘর ঐভাবে পুড়তে পারত না। মনে

কর, কাল আমি কাজ-কর্ম্ম ক'রে পাঁচটি টাকা রোজগার করেছি। এটাকে আমার প্রারব্ধ কর্ম্মফল বলতে পার। ঐ প্রারব্ধ কর্ম্মফল যে আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ব'য়ে নিয়ে বেড়াতে হবে, তা' কিন্তু নয়। ইচ্ছা করলে তা' পুরোপুরি বা আংশিকভাবে আমি ভাল বা মন্দভাবে খরচ ক'রে ফেলতে পারি। ঐ কর্ম্মফলের সঙ্গে আমি বরাবরের জন্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কান্বিত নই। ঐ ফলভাগী হ'য়েও আমি তাতে আবদ্ধ না হ'য়ে তা' থেকে মুক্ত হ'তে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের অবশ্য-করণীয় নানা কর্ম্মের কথা উল্লেখ করলেন।

প্রফুল্ল শুনে চিন্তিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—ঠাকুর! আমাদের করণীয় তো অনন্ত, কিন্তু শক্তি যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তাই সব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা যায় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় হস্ত উত্তোলন ক'রে উদাত্তকণ্ঠে বললেন—তুমি ক্ষুদ্র হ'তে পার, কিন্তু তুমি হ'লে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমস্ত জগৎ পুড়িয়ে দিতে পারে। তাঁরই তুমি। তাঁর কাজ যদি করতে চাও, তাঁর শক্তির যোগান পাবে তুমি। তোমার কোনদিন শক্তির অভাব হবে না। অবশ্য, যদি যোগসূত্র ছিন্ন না কর। নিজেকে দুর্ব্বল ভাবা মানে তাঁকে অস্বীকার করা। তাঁকে অস্বীকার ক'রো না—

'আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন,
তার প্রেমে আমি কভু না হই অধীন।'

আমি যদি প্রিয়পরমকে ঈশ্বর ভাবি, এবং তিনি যদি শক্তি-স্বরূপ হন, তবে আমিও তাঁর সন্তান হিসাবে তাঁর শক্তির উত্তরাধিকারী। তাই নিজেকে হীন ভাবার অধিকার আমাদের নেই। ওতে পরমপিতা খুশি হন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনের সামনে বিশ্বরূপ প্রকট করলেন, তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সেই অমিতশক্তিধর বিরাট রূপ দেখে বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। পরে তিনি প্রার্থনা জানালেন—প্রভু! তুমি চতুর্ভুজরূপে অর্থাৎ সীমায়িত হ'য়ে আমার সামনে দেখা দাও। তিনি অনন্ত শক্তির আধার হ'য়েও সহজ মানুষটি হ'য়ে আমাদের সামনে ধরা দেন। তাই আমরা তাঁকে ধরতে পারি। ভড়কে যাই না। তাঁতে অচ্যুত অনুরাগ থাকলে শক্তির ন্যূনতা হয় না কখনও। তাঁকে ভালবাসা মানে তাঁর সেবায় নিজের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা। তোমার প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি যদি তাঁর সেবায় নিয়োজিত কর, তখন সেগুলি তোমার অন্তরায় না হ'য়ে সহায় হ'য়ে উঠবে। তোমার যদি একখানি রথ থাকে এবং সেই রথ টানার জন্য দশটি বাধ্য ও বলশালী ঘোড়া থাকে, তাহ'লে ঐ দশটি ঘোড়ার সাহায্যে তোমার রথ কিন্তু তীব্র গতিতে এগিয়ে চলবে। তুমি যদি বল্‌গা হাতে রেখে ঘোড়াগুলিকে তোমার প্রয়োজনমত পরিচালিত করতে পার, তাহ'লে তোমার আর ভাবনা কী? তুমি শুধু

মোচে তাও দিয়ে অক্লেশে ঘোড়ার মুখের দাঁড়টা কায়দামত টানবে, ছাড়বে, আর গাড়ী তোমার হু হু ক'রে এগিয়ে যাবে। কিন্তু ঘোড়াগুলি যদি তোমার বশে না থাকে, তাহ'লে তাদের দুর্ব্বার গতি তোমাকে যে কোন্ খানাখন্দ বা গর্ত্তে নিয়ে ফেলবে তার কিন্তু ঠিক নেইকো! ইষ্টানুরাগ কা'র কতখানি আছে তার কিন্তু একটা প্রধান পরখ হ'লো—প্রবৃত্তিগুলি কতখানি তার হাতে আছে। ইষ্টের হাতে যে থাকে, প্রবৃত্তিগুলি তার হাতে থাকে। যে যতখানি প্রবৃত্তির হাতে থাকে, সে ততখানি ইষ্টের হাতের বাইরে থাকে। তাই অনিষ্ট অর্থাৎ ক্ষয় ও ক্ষতি তার জীবনে অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে।

সুরেশ (রায়)—উল্টো রকমের লোকের সঙ্গে কেমনভাবে চলব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সোজা, সরল, সুন্দরভাবে অথচ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যাতে তোমাকে বেকুব মনে করতে না পারে এবং তোমাকে সৎ ও মহৎ মানুষ ব'লে ভিতরে-ভিতরে শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না।

সুরেশ—যদি কেউ কিছু দিতে চেয়ে না দেয়, তখন কী করা লাগে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'ই বল, সেইটে সুন্দর ক'রে বলবে যাতে তার মনে ধরে। নচেৎ তারও অপকার হবে, তোমারও অপকার হবে। সহ্য-ধৈর্য্যের সঙ্গে সব সময় চেষ্টা করবে যাতে মানুষটা তোমার প্রীতির হাতছাড়া হ'য়ে না যায়, পর হ'য়ে না যায়। মানুষের মূল্য টাকা-পয়সা বা জিনিসের মূল্যের থেকে ঢের বেশী।

সুরেশ—রাগ হ'য়ে যায় যে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কারণ, তোমার inferiority (হীনম্মন্যতা) আছে, তাই তাকে সহ্য করতে পার না। তোমাকে-আমাকে দোষত্রুটি সত্ত্বেও কত মানুষ সহ্য করে, তাইতো টিকে আছি। নইলে আমাদের অবস্থা কী হ'তো ? আমরা দাঁড়াতাম কোথায় ?

পঞ্চাননদা (সরকার)—আমাদের সহন-শক্তির অভাবের কারণই এই যে, আমাদেরও ঐ ধরণের দুর্ব্বলতা থাকে, তাই stand (সহ্য) করতে পারি না। Like repels the like (সম সমকে প্রতিহত করে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদুমধুর হাসিতে ঘাড় দুলিয়ে এ-কথার সমর্থন জানালেন।

জুঁই মা—শয়তানী ক'রে তো অনেকে খুব বড় হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তান বড় হয় বড় রকমে পড়বে ব'লে। হাউই-বাজী উঁচুতে ওঠে শুধু জোরের সঙ্গে নীচেয় ভেঙ্গে পড়বে ব'লে। অবশ্য, শুধু বাইরের আচরণ দেখে একজনের চরিত্র বোঝা যায় না। পরিস্থিতির জটিলতার দরুন কেউ যদি আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য বাহ্যতঃ কোন বক্রপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সেখানে তা' দূষণীয়

নয়। সেখানে তার অপরাধ নেই। বরং তার ঐ আচরণ পরম আদরণীয়। তাই কার কী উদ্দেশ্য, কে কোন্ উদ্দেশ্যে কী করে তা' ভাল ক'রে বুঝতে হবে। নইলে বিচারে ভুল হ'য়ে যাবে। কিন্তু এ-কথা ঠিকই—যার কোন Ideal (আদর্শ) নাই, তাকে ধ'রে রাখতে পারে এমন কোন অবলম্বন তার থাকে না। তাই পড়তে বাধ্য হয়। কারণ, মানুষ ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না। এমনতর একটা মানুষের সঙ্গে তার ভালবাসার যোগ চাই, যাকে আশ্রয় ক'রে তার অস্তিত্ব অটুট থাকতে পারে।……'একভক্তিবিশিষাতে'—এর থেকে চ্যুত হ'লেই তোমার জীবনের বিশুদ্ধি ব্যাহত হ'লো, তোমার চারিত্রিক জলুস ও কৌলিন্য নষ্ট হ'য়ে গেল, তোমার ভক্তি ব্যভিচারী হ'য়ে পড়লো। চাই unit-centric love (কেন্দ্রানুগ টান)—only love for the Ideal (একমাত্র আদর্শের জন্য নির্দ্বৈধ অখণ্ড অনুরাগ)। আজ এর উপর, কাল ওর উপর এমনতর বহুনৈষ্ঠিক রকম নয়। আদর্শকে নিয়ে আপোস-রফাহীন চলনে চলতে গেলে পারিপার্শ্বিকের থেকে অনেক রকম সংঘাত আসতে পারে, কিন্তু তা' ব'লে ওখানে গোঁজামিল দিলে চলবে না। সেইজন্য ভগবান যীশু বলেছেন—'আমি শান্তি দিতে আসিনি, আমি অটুট নিষ্ঠার তরবারি নিয়ে এসেছি। আমি পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে, পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে, স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত ক'রে একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি তাদের অখণ্ড নিষ্ঠাকে উদ্বুদ্ধ করতে এসেছি।' তাঁর কথার মর্ম্ম এই যে, আদর্শ ও ধর্ম্মকে বিসর্জন দিয়ে কোন জাগতিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দিলে, পরমপিতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে। আর তাতে মহতী বিনষ্টি। ওর চাইতে আপাত-বিরোধের ভিতর-দিয়েও যদি আমাদের স্নেহ-মমতা আদর্শানুগ সঙ্গতি লাভ করে, তার মূল্য ঢের বেশী। কারণ, অমনতর স্নেহ-মমতাই আমাদের অস্তিত্বের পরিপোষণী। তাই, ইষ্টের পথে অটুটভাবে চলতে প্রথমটা যে অনিবার্য্য দুঃখের আবির্ভাব হয়, তাকে এড়িয়ে চলতে গেলে হবে না। ঐ দুঃখের নদী অতিক্রম ক'রেই শান্তি ও মহৎ-প্রাপ্তির রাজ্যে পৌঁছাতে হয়। যীশু পিটারকে বড় চমৎকারভাবে বলেছেন—তুমি আমার জন্য কিছু করেছ কিনা, আমার জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করেছ কিনা, তার পরখ হ'লো এই যে, তুমি আমার জন্য যা' করেছ বা আমাকে যা' দিয়েছ তার শতগুণ পেয়েছ কিনা। কারণ, persecution (নির্য্যাতন) ও perseverance (অধ্যবসায়)-এর ভিতর দিয়ে কেউ যদি ইষ্টকে ঠিক ঠিক অনুসরণ ক'রে চলে, তবে field (ক্ষেত্র) সে gain (জয়) করবেই এবং তার mastery (আধিপত্য) আসবেই automatically (আপনা থেকে)। এই পরিণতি দেখেই বোঝা যাবে, কা'র চলনা কতখানি অভ্রান্ত পথে চলেছে। এ-পাওয়া ফাঁকি ফুঁকির ব্যাপার নয়। চরিত্রই এমন হ'য়ে ওঠে যে,

না-চাইলেও পাওয়া ঘটে। লোভের তাগিদে যারা ইষ্টকে ধরে, আত্মনিয়ন্ত্রণের ধার যারা ধারে না, তাদের কিন্তু কিছুই লাভ হয় না।······গীতায় আবার আছে, সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।' অর্থাৎ, আমার মুখ চেয়ে যে তার প্রবৃত্তি-প্ররোচিত প্রতিটি ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প ও কর্ম্ম হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যপূরণে উদগ্র হ'য়ে ওঠে, সে আমার বিশেষ প্রিয়। এমনটি না হ'লে হয় না। বেপরোয়া না হ'লে কাজ হয় না। শ্যাম আর কুল দুটোকেই যদি তুল্য-মূল্যের ব'লে মনে কর, তাতে শ্যামও থাকবে না, কুলও থাকবে না। শ্যামের জন্য সব হওয়া চাই। এমন কোন আকাঙ্ক্ষা যদি আমরা পোষণ করি, যার শ্যামের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই, **then that desire will make us dislocated from the principle** (তখন সেই আকাঙ্ক্ষা আমাদের শ্যাম থেকে চ্যুত করবে।)

জুঁই মা—ইষ্ট তো আমাদের ভালবেসে তাঁর দিকে টেনে রাখতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তোমাকে লাখ ভালবাসি, কিন্তু তুমি যদি আমাকে ভাল না বাস, তাহ'লে আমার ভালবাসা **feel** (অনুভব) করতে পারবে না। আমার ভালবাসাটা প্রশ্ন নয়, সেটা আছেই। তোমাদের তরফ থেকে যা' করবার তা' ক'রে গেলেই হয়। বাপ-মাকে এ-কথা বলতে হয় না যে তোমরা সন্তানকে ভালবাস। সে-ভালবাসা তাদের সত্তাগত। ঐ ভালবাসাটা তারাই ঠিক-ঠিক অনুভব ও উপভোগ করতে পারে যাদের বাপ-মার প্রতি অকাট্য টান আছে, তাঁদের খুশি করবার সক্রিয় আগ্রহ আছে। আমাদের জীবনে যা'-কিছু ইষ্টের প্রীত্যর্থে উৎসর্গীকৃত নয়, আত্মপ্রীতিকাম যা'-কিছু—তাই-ই অনর্থ ঘটায়। ইষ্ট-প্রীতি-মুখর কর্ম্ম ও চিন্তাই ধর্ম্ম, আর সব ভূতের বেগার খাটা। কুমারনাথের গীতায় আছে—

'ঈশ্বরের প্রীতি আর আরাধনা তরে
যে-সকল কর্ম্ম নর অনুষ্ঠান করে,
তাহা ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বন্ধন নিশ্চয়
ঈশ্বরের তরে কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়।'

ধীরে-ধীরে রাত হ'য়ে গেছে। কালিদাসী-মা এসে দাঁড়িয়েছেন—এইবার উঠতে বলবার জন্য। কথাবার্ত্তা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মস্থ ও তন্ময় হ'য়ে যেন ঐ-সব কথাই ভাবছেন। তাঁর ভাবতন্ময়তা লক্ষ্য ক'রে কালিদাসী-মা কিছু বলতে সাহস পাচ্ছেন না।

—কি রে! কি খবর?—স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন।

কালিদাসী-মা সাহস সঞ্চয় ক'রে বললেন—রাত হ'য়ে গেল, এইবার যদি উঠে

পায়খানায় যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আইছ যখন, তার আগে একবার তামুক খাওয়ায়ে দাও।

কালিদাসী-মা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খাবার পর উপস্থিত সবার দিকে লক্ষ্য ক'রে অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন—এইবার তা'হলে উঠি ?

সবাই একবাক্যে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ !......আমাদের খেয়াল ছিল না যে ভোগের সময় হ'য়ে গেছে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ২০। ৫। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। স্পেন্সারদা, প্রমথদা (দে), সুশীলদা (বসু), ব্রজেনদা (চক্রবর্ত্তী), মতিদা (চট্টোপাধ্যায়), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), মণিভাই (সেন), হারাণ (চক্রবর্ত্তী), মাসীমা প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা অনেক সময় লুঙ্গি ও পায়জামা পরেন, এটা আমার কাছে ভাল লাগে না। চলাফেরা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবার সব ব্যাপারেই কৃষ্টিগত রীতিটা মেনে চলা ভাল। ওতে মানুষ তার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে সচেতন থাকে। এ-ব্যাপারে yield (আত্মসমর্পণ) করা ভাল না। ওতে culture (কৃষ্টি)-এর প্রতি fanatic inclination (ধর্ম্মমুখর টান) weakened (দুর্ব্বল) হ'য়ে পড়ে। কাপড়ের economy (সাশ্রয়)-এর জন্য প্রয়োজন হ'লে হিন্দুরীতি-অনুযায়ী বাহির্বাস পরতে পারেন। অবশ্য বিশেষ কোন আবহাওয়ায় বা বিশেষ কোন কাজের প্রয়োজনে যদি কোটপ্যাণ্ট ইত্যাদি বিদেশী পোষাক পরতে হয়, তা' হয়তো পরতে হবে। কিন্তু সে-প্রয়োজন মিটে গেলেই আমাদের স্বাভাবিক পরিচ্ছদ যা' তা' পরতে হবে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে সাবধান না থাকলে মানুষের নিষ্ঠা ও গোঁড়ামি ঢিলে হ'য়ে পড়ে। ঐগুলি ঢিলে হ'তে দিলে চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে না। সে গড়াতে-গড়াতে অনেক দূর নেমে যেতে পারে। মানুষের স্বভাব হ'লো—powerful (শক্তিমান) যারা তাদের imitate (অনুকরণ) করা। কিন্তু বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়ে imitation (অনুকরণ) অতীব গর্হিত কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে ঘরের ভিতর গেলেন।

পঞ্চাননদা (সরকার) জিজ্ঞাসা করলেন—গীতায় এই ধরণের একটা কথা আছে যে যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ কর। এ কথাটার উদ্দেশ্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ প্রসঙ্গে কথাটা বলেছেন, তা' না দেখে বলতে গেলে ভুল হ'তে পারে। তবে আমার মনে হয়—কথাটা এইভাবে ব'লে থাকতে পারেন—যে-কাজ তুমি করণীয় ব'লে স্থির ক'রে করতে সুরু করেছ, বাধা-বিঘ্ন বা অসাফল্যে তা' ছেড়ে

দিও না, yield (আত্মসমর্পণ) ক'রো না। করণীয় ক'রে চল। ভাল যা' তা' করতেই থাক। Struggle (সংগ্রাম) করাই লাগবে। Struggle (সংগ্রাম)-কে ভয় ক'রো না। মানুষের করণীয়ের কিন্তু কোন সীমা-পরিসীমা নেই। Interest (অন্তরাস) যত expanded (বিস্তৃত) হয়, দায়িত্ব ও করণীয়ের পরিধি কিন্তু তত বেড়ে চলে। আমি ওখানে ব'সে থাকি। ছেলেপেলেদের প্রত্যেকে আমার চোখে ঘোরে। সকলেই আমার নজরে থাকে। এতখানি নজরে থাকে যে মায়েদেরও তা' থাকে না। তার মানে তারা less interested (কম অন্তরাসী), অর্থাৎ they like much but love less (তাদের ভাল লাগা আছে ঢের, কিন্তু সে তুলনায় ভালবাসা কম)। কল্যাণস্বার্থী হ'য়ে কাউকে ভালবাসতে গেলে obsession (অভিভূতি) থেকে অনেকখানি মুক্ত হ'তে হয়, নইলে যা' করণীয় অতন্দ্রভাবে করা সম্ভব হয় না। Interest (অন্তরাস) কম থাকলে, less cautious (কম সাবধান), less responsible (কম দায়িত্বশীল), less observing (কম পর্য্যবেক্ষণশীল) হয়। হয়তো যেখানে-সেখানে এমন careless (অসতর্ক) কথা ব'লে বসলো, যা'তে অজ্ঞাতসারে নিজের ও পারিপার্শ্বিকের বিরাট ক্ষতি ক'রে বসলো। আজকাল বেশীর ভাগ মানুষের normal interest (স্বাভাবিক অন্তরাস), normal inquisitiveness (স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা) খুব কম। কা'রও খবর জিজ্ঞাসা করলে বা কোথায় কী দেখে আসল জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন, যথাযথ উত্তর পাবেন না। তারা যেন অন্ধ হ'য়ে চলে, অচেতন হ'য়ে চলে। বংশানুক্রমিক জড়তা ও মূঢ়তার ফলে এইসব উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এখন চাই constant goading (নিরন্তর প্রণোদনা)। তার জন্য চাই কতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ ঋত্বিক্, যাদের মধ্যে ইষ্টাভিপ্রাণতা স্বতঃ ও অকাট্য। ইষ্টাভিপ্রাণতা বলতে আমি বুঝি—normal bend towards the Ideal (ইষ্টের দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক), towardness to the Ideal (ইষ্টাভিমুখ্য)।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ২১।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাতৃ-মন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), প্রমথদা (দে), স্পেন্সারদা প্রভৃতি কাছে আছেন।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি-সম্পর্কে কথা উঠলো।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভেদনীতি উস্কে দিয়ে কোন শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন দেশকে দুর্ব্বল ক'রে রেখে তার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করা ভাল না। এই যে কূটনীতি—এর ভিতর গলদ আছে। কারণ, বিপন্ন ও দুর্ব্বল যে, তার কাছ থেকে আমি কতটুকু সাহায্য-সুবিধা পেতে পারি? তার চাইতে নিজের অস্তিত্ব ব্যাহত না

হ'তে পারে এমনতরভাবে কা'রও প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে তাকে যদি সেবা ও সাহায্যে সমর্থ ক'রে আমার প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) ক'রে তুলতে পারি, সেই তো আমার লাভ। সে যদি সমর্থ ও শক্তিমান হবার পর বন্ধু-ভাবাপন্ন না হ'য়ে বিরোধীও হয়, তাতেও ক্ষতি হয় না, অবশ্য যদি অসৎ-নিরোধী পরাক্রম ও প্রস্তুতি ঠিক থাকে। আবার, অন্যকে প্রকৃত বড় করতে গিয়ে মানুষের ভিতর যে উদ্বৃত্ত শক্তির বিকাশ হয়, তাই-ই তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। আবার, তোমার দ্বারা উপকৃত যে, সে তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হ'লেও বিধির বিধানে দেখা যায়, আর পাঁচজন হয়তো তোমার সহায় হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে প্রত্যেকেরই সর্ব্বাবস্থায় আত্মরক্ষার প্রস্তুতি অটুট রেখে চলা দরকার। যে-সব প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে পারে, তা' এঁচে নিয়ে, তার প্রতিরোধের জন্য পূর্ব্বাহ্নেই যদি প্রস্তুত থাকা যায়, তাহ'লে ভয়ের কারণ থাকে না। তবে এ-কথা ঠিকই, ব্রিটিশ যদি ভারতকে integrated (সংহত), strong (সবল) ও wealthy (সম্পদশালী) হ'তে সাহায্য করে, তবে তারা একদিন ভারতের কাছ থেকে এমন help (সাহায্য) পেতে পারে যা' inconceivable (অকল্পনীয়)। সেবা, সাহায্য, সহযোগিতা ও সহৃদয়তাই ভারতের চিরন্তন রীতি। কা'রও প্রকৃত মহত্ত্ব দেখলে ভারত স্থির থাকতে পারে না। সেখানে সে নিজেকে উজাড় ক'রে দিতে চায়। জাপান ও জার্ম্মানীকে দুর্ব্বল ক'রে রাখাও ব্রিটেন ও আমেরিকার পক্ষে ঠিক নয়।

কেষ্টদা—ভারত এত বড় বিরাট দেশ। এখানে কত ধর্ম্ম, কত সম্প্রদায়, কত ভাষা, কত প্রদেশ, কত দল, কত মত, কত রকমারি স্বার্থ-সংঘাত। যদি ভারত কোনদিন স্বাধীনও হয়, তাহ'লেও সমগ্র ভারতের ঐক্য-সংরক্ষণ এক কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপযুক্ত মাহুত থাকলে সব ঠিক ক'রে নিতে পারবে। রকমারি বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা যা' আছে তার কোনটাকে নাকচ করবার চেষ্টা করলে হবে না। সবটাকে পালন-পোষণ ক'রে তাদের মধ্যে পারস্পরিকতা যা'তে গ'ড়ে ওঠে, সেই চেষ্টা করতে হবে। সব বৈশিষ্ট্যের পালক ও পূরক এমনতর কোন আদর্শের প্রতি আনুগত্য চারিয়ে দিতে হবে। তখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের হবে। প্রত্যেক প্রদেশকে যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দিতে হবে। তা' দিয়েও central government (কেন্দ্রীয় সরকার)-কে খুব strong (শক্তিশালী) করতে হবে। Common electorate (অভিন্ন নির্ব্বাচনকেন্দ্র) করতে হবে। আর, এমনতর consitutional provision (গঠনতান্ত্রিক বিধান) রাখতে হবে যা'তে প্রত্যেক province (প্রদেশ) sister province (সম্পর্কান্বিত অন্যান্য প্রদেশ)-গুলিকে বিপদে-আপদে সাহায্য করতে বাধ্য থাকে। পরস্পর পরস্পরের জন্য যত করে,

ততই তাদের মধ্যে ঐক্য গজিয়ে ওঠে। প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য করবে। কেউ কাউকে যাতে পর ক'রে না রাখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বেদ মানি ব'লে কোরান, বাইবেলও মানি। আমার ইচ্ছা, হিন্দু শুধু নিজের শাস্ত্রের চর্চ্চা করবে না, সে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনুসৃত শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করবে। এই রকম সবাই। যতই পরস্পর পরস্পরের মূলকথাগুলি জানবে, ততই বিরোধ ক'মে আসবে। সম্প্রীতি বেড়ে যাবে। অনৈক্যের কারণই হ'লো অজানা। একদল লোক আছে, যারা বিরোধটা জীইয়ে রাখতে ও বাড়িয়ে তুলতে চায়। তাদের এই শয়তানীর সুযোগ আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। সংহতি-সন্দীপী চেষ্টাকে উৎসাহিত করতে হবে। তাই ব'লে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে মিল করার নামে একাকার করার বুদ্ধিকে কিন্তু প্রশ্রয় দিলে হবে না। জীবনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা নিজেরা যেমন বাঁচব, অন্যকেও তেমনি জীবনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঁচতে সাহায্য করব। আমাদের motto (নীতি) হবে—নিজে বাঁচা ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে অন্যকে বাঁচান। এর মধ্যে বিরোধ ও অনৈক্যের অবকাশ কোথায়?

প্রফুল্ল—পশুজগতে আমরা দেখতে পাই, মেরে বাঁচে, সর্ব্বত্রই তো এই চেষ্টা। মানুষের বেলায় অন্যরকম হ'তে যাবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আছে। তাইতো অনেক species (শ্রেণী) annihilated (বিনষ্ট) হ'য়ে গেছে। তারা নিশ্চিহ্ন না হ'লে, তাদের অবদানে হয়তো অন্য সব জীব ও মানুষ যারা আজ বেঁচে আছে, তাদের জীবন সমৃদ্ধতর হ'তে পারত। তাই, মেরে বাঁচতে গেলে, নিজেদেরই জীবনীয় লওয়াজিমার সরবরাহ খতম হ'তে থাকে। কালে-কালে দুঃস্থি ও দুর্ব্বলতা আক্রমণ করে। মেরে বাঁচার বুদ্ধি যে জগতে এত প্রবল তার কারণ short-sightedness (স্বল্প-দৃষ্টিসম্পন্নতা)। বেশীর ভাগ পশু animosity (হিংসাবুদ্ধি)-তে obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে, তাই তাদের কাছে বিশেষ কিছু আশা করা চলে না, কিন্তু তার ঊর্দ্ধে ওঠাই তো মনুষ্যত্ব। আর, মানুষ যদি abnormal animosity (অস্বাভাবিক-হিংসা)-র ঊর্দ্ধে ওঠে, তার প্রভাব পশুজগতেও ছড়িয়ে পড়ে। দ্যাখ না—যে জায়গায় মানুষ মাছকে হিংসা করে না, সেখানকার মাছ কেমন সহজভাবে কাছে এসে নিঃসংকোচে ঘুরে বেড়ায়?

স্পেন্সারদা—আমরা আমেরিকার তরফ থেকে জারমানি এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার ক'রে দেখেছি, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফল উল্টো হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে বললেন—শুধু মহৎ ও উদার দাতা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করলেই মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিয়ে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে হয়, তাদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হ'তে হয়,

বাস্তবভাবে তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হয়—এবং সেটা তাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবার জন্য নয়,—বরং তার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে, তার মঙ্গলকেই মুখ্য ক'রে তার মাধ্যমে নিজেদের মঙ্গলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আর, সঙ্গে-সঙ্গে লাগে fulfilling principle (পূরয়মাণ আদর্শ)-সম্বন্ধে যাজন। তাতে কেউ anti (বিরোধী) হ'তে পারে না। বরং আপন হ'য়ে ওঠে। টাকা দিয়ে বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্ব হয় হৃদয় দিয়ে। যে প্রকৃত বন্ধু হ'য়ে দাঁড়ায়, সে বন্ধুর জন্য গাঁটের টাকা খরচ করতেও পিছপা হয় না। তোমাকে দিয়ে স্বার্থপ্রত্যাশার পূরণ যতদিন হবে, ততদিন সে তোমার বন্ধু থাকবে, তা' না হ'লে বেঁকে দাঁড়াবে—এমনতর হয় না। মানুষের মন-প্রাণ-ভালবাসা অধিকার করতে গেলে, মন-প্রাণ-ভালবাসা তার জন্য বাস্তবভাবে খরচ করা চাই—সেবা ও সম্বর্দ্ধনার মাধ্যমে।

একটি মা বললেন—বাবা ! আমি বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম ভাই-এর বিয়েতে, সেখানে আমার অগোচরে ছেলেকে কাকিমা মাছ খাইয়ে দিয়েছে। তার পর থেকে ওর পেট খারাপ করেছে। তা' আর সারছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর উদ্বেগের সাথে বললেন—কাম করিছ একখান। ছেলের পেট হয়তো ভাল হ'য়ে যাবে। কিন্তু মগজ ও স্নায়ুর মধ্যে একটা খুঁত ঢুকায়ে দিলে। জীবনে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী থাকা ও একদিনের জন্যও মাছ খাওয়া এ দুইয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ হ'য়ে যায়। শরীর-মনের মধ্যে একটা adverse factor (প্রতিকূল উপাদান) অনুপ্রবেশ লাভ করে, যার প্রভাব ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে হ'তেও সারাজীবন ব'য়ে চলে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ২২। ৫। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), সুরেশভাই (রায়) এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে আছেন।

আজকের কাগজের খবর-সম্বন্ধে কথা উঠলো। এর থেকে নানা কথার সূত্রপাত হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Communal award (সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা) accept (গ্রহণ) করা এবং census (আদম-সুমারি) boycott (বর্জ্জন) করা এই দুটো মস্ত blunder (ভুল) হয়েছে এবং তাতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়েছে। হিন্দুরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ভাল না ; মুসলমানেরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ভাল না। কা'রও সত্তাস্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তাতে অন্যেরও লোকসান। দেশের উন্নতি মানে প্রতিটি

ব্যষ্টি ও প্রতিটি সম্প্রদায়ের উন্নতি—এবং তা' বাঁচাবাড়ার পথে। উদ্ভট খেয়ালের রাহাজানির পথে নয়।......আমরা হিন্দুও বুঝি না, মুসলমানও বুঝি না। আমরা বুঝি human rights for being and becoming (বাঁচাবাড়ার মানবিক অধিকার), আর তার জন্য চাই common electorate (অভিন্ন নির্ব্বাচনকেন্দ্র), judiciously conducted adult franchise (সুধীপন্থায় পরিচালিত বয়স্কদের ভোটাধিকার) এবং right man in the right place (উপযুক্তস্থানে তদুপযুক্ত লোক)।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় প্রমথদা (দে) বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ফণিভূষণ রায় সহ আসলেন।

প্রমথদা পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে প্রীতিভরে বললেন—দাদা আইছেন, খুব ভাল। বসেন!

ফণীবাবু প্রণাম ক'রে সামনের একখানি ছোট বেঞ্চিতে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদাকে একটু জলটল খাওয়ায়ে নিয়ে আইছেন তো?

প্রমথদা—হ্যাঁ।

কথাপ্রসঙ্গে প্রমথদা বললেন—উনি বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—তাই নাকি?......আজকাল তো শিক্ষিত লোকেরা ও-সব দিকে নজরই দেয় না। রকমটা হ'লো আমরা যা' করছি, তাই-ই আমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য যা'-যা' করার করছি। বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য ও উপযোগিতা যে কী, তা' scientific (বৈজ্ঞানিক), social (সামাজিক), political (রাজনৈতিক), economic (অর্থনৈতিক), domestic (পারিবারিক) and eugenic (এবং সুপ্রজনন-গত) ইত্যাদি সব stand-point (দৃষ্টিভঙ্গী) থেকে rationally (যুক্তিসহকারে), factfully (তথ্যগতভাবে) ও convincingly (প্রত্যয়ের সঙ্গে) জোরদার ক'রে তুলে ধরা লাগে। মানুষের মাথায় যাতে ধরে তেমন ক'রে বোঝান চাই। দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা আজ যত চাল চালছি সবই suicidal (আত্মহননী)। Sanctity (পবিত্রতা)-সম্বন্ধে আমাদের মেয়েদের একটা প্রচণ্ড প্রলোভন ছিল। কিন্তু আজ তার উল্টো দিকে যাওয়ার নাম হয়েছে প্রগতি। ঋষিরা যে কতখানি সত্যিকার প্রগতিবাদী ছিলেন, তা' আমরা বুঝি না। প্রগতি মানে প্রকৃষ্ট গতি। প্রকৃষ্ট গতির জন্য চাই অভ্রান্ত জীয়ন্ত আদর্শের প্রতি অকাট্য অনুরাগ ও আনুগত্য। এই হ'লো ঋষির দর্শন। আজকাল আমরা অনেকে ঋষি বলতে বুঝি—জটাজুটধারী, আলখাল্লা

পরা, লম্বা দাড়িওয়ালা, হাতে চিমটি ও কমণ্ডলু-ধরা যাত্রাদলের ঋষি, জীবনের গতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্ক যাদের অতি শীর্ণ। ভক্তি, জ্ঞান, গুণের আধার যিনি, উদ্বর্দ্ধনী কর্ম্মযজ্ঞের হোতা যিনি, জীবনচর্য্যায় সমৃদ্ধ আচরণশীল আচার্য্য যিনি, পূজার পাত্র যিনি, তাঁকে যদি এমন ক'রে আঁকা যায় যা'তে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের উদ্দীপন হওয়া দূরে থাক, বরং বিরূপ ভাবের উদয় হয়, তা' কিন্তু সমাজের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। আপনারা ভাল ক'রে মানুষকে দেখিয়ে দেন, আমাদের আদর্শ, সভ্যতা ও কৃষ্টি কত মহান, কত সুন্দর, জীবনের সবরকম প্রয়োজনের দিক-দিয়ে কতখানি আপূরণী।

ফণীবাবু—নিজে যদি উপযুক্ত না হওয়া যায়, তাহ'লে মানুষ তার কথায় কান দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ'তে চান তো করেন, করলে হ'তেও পারবেন, পেতেও পারবেন। দেশের, দশের প্রকৃত উপকার যাতে হয়, তাই করেন। গোড়ায় চাই ধর্ম্ম, এক-কথায় আদর্শনিষ্ঠা—যার ভিতর-দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ধৃতি বজায় থাকে। আমাদের রক্তের সাথে লেগে আছে আগে ধর্ম্ম, পরে দেশ। দেশের সঙ্গে আছে আদেশ অর্থাৎ আদেশকর্ত্তা। চিরকালই এক command (আদেশ) নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে, সে command (আদেশ) Divine command (ভাগবত আদেশ)। সেই command (আদেশ)-এর বার্ত্তাবহ হলেন অবতার। যত দেহে, যত রূপে, যত বারই আসুন তিনি, তিনি একজনই। ঈশ্বর যেমন এক বই দুই নন, অবতার-পুরুষরাও তেমনি এক বই একাধিক সত্তা নন। এই ঈশ্বর-বিগ্রহের আদেশ মাথা পেতে মেনে চলাই ভারতের চিরদিনের তপস্যা। একে ধর্ম্ম বলুন, রাজনীতি বলুন, স্বাদেশিকতা বলুন, যা' ইচ্ছা হয় বলুন, তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই গোড়াঘাট ঠিক ক'রে এগুতে হবে। এতে শুধু ভারতের সমস্যার সমাধান হবে না। এইটে চারিয়ে দিতে পারলে জগতের সমস্যারও সমাধান হবে। পৃথিবীটা একটা পরিবারে পরিণত হবে।······অবতারদের মধ্যে difference (ভেদ) করা পাপ। সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ। ভগবানের সাকার মূর্ত্তি যিনি তিনিই প্রকৃত গুরু আর তিনি হ'লেন সব দেবতার জাগ্রত মূর্তি। ফলকথা, যুগাবতার হ'লেন সব যা'-কিছুর সংহতিসূত্র। **To seek out Dharma in every aspect of life and do accordingly under His command** (জীবনের সব দিকে ধর্ম্মকে খুঁজে বের করা এবং তাঁর নির্দ্দেশ-অনুযায়ী ধর্ম্ম আচরণ করা)—একেই বলে তপস্যা। 'ধর্ম্ম-টর্ম্ম বুঝি না'—এ-কথা বলা খারাপ। ধর্ম্ম কী তাই-ই বুঝলাম না! আমাদের অস্তি ও অভ্যুত্থানকে যা' ধ'রে রাখে, তাই তো ধর্ম্ম। অস্তি বাদ দিয়ে

country (দেশ) হয় কী ক'রে ? আমাদের ভাষায়, আমাদের রকমে বললে আমরা বুঝি না। পরের ভাষায়, পরের রকমে বললে আমরা বুঝি। সদাচার মানার কথা যদি কেউ বলেন, সে আপনাকে ভাববে সেকেলে, কিন্তু hygienic law (স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম) মানার কথা যদি বলেন তাহ'লে আপনাকে তারিফ ক'রে বলবে, 'ভদ্রলোকের outlook (দৃষ্টিভঙ্গী) বেশ scientific (বৈজ্ঞানিক), views (মতামত) খুব up-to-date (অধুনাতন)।' অথচ একই কথা। মূল খুঁটি হ'লেন অবতার-মহাপুরুষ বা আচার্য্য—যিনি আচরণসিদ্ধ-পুরুষ। Dummy (সাক্ষি-গোপাল) গুরু বা ঋত্বিক্‌ও যদি থাকে এবং সে যদি যুগাবতারের নির্দ্দেশিত সাধন-পদ্ধতি জানিয়ে দেয়, sensible (বোধসম্পন্ন) মানুষ ওর থেকেই এগিয়ে যেতে পারে।

প্রমথদা—ছাত্রসমাজের মনোভাবের পরিবর্ত্তন কীভাবে করা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিকার আভিজাত্যবোধ জাগাতে হবে। গোত্রগরিমা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। পাশ্চাত্যের cultural conquest (কৃষ্টিগত বিজয়)-এর ফলে আজ আমরা বলছি—'নাই বা হলাম আর্য্য, নাই বা হলাম ব্রাহ্মণ-সন্তান। ওর দামই বা কী ?' তার মানে আমাদের আভিজাত্য-বোধ নেই। আভিজাত্য মানে অন্যের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ নয়। এর মানে পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্কের স্বীকৃতি। আমার পূর্ব্বপুরুষ সংসারে, সমাজে ও জগতে যে-সব মহৎকাজ ক'রে গেছেন, চরিত্রের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন, আমি তার ক্রমাগতি বজায় রাখব, সেই উন্নত চলন হ'তে আমি কিছুতেই স্খলিত বা ভ্রষ্ট হব না—এমনতর সম্বিৎ ও সঙ্কল্প। এই স্মৃতি জাগ্রত থাকলে মানুষ কখনও নীচেয় নামতে পারে না, পিতৃ-পুরুষের মাথা হেঁট হয় এমনতর কাজ করতে পারে না। এই হ'লো জীবনের উন্নয়নী বাঁধন, এ বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন, বাইরের চাপে সহজে ছুটে যায় না। বাবা-মার কাছে ছেলে যদি বংশ-গরিমার কথা শোনে, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে যদি দেশের ও জগতের ইতিহাস শেখে, তবে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব-বোধ ingrained (দৃঢ়বদ্ধ) হ'য়ে যায়। গায়ের ময়লার মত আলগা হ'য়ে থাকে না, যে সাবান ঘষলে উঠে যাবে। ছেলেপেলেদের উৎস-ঝোঁকা ক'রে তুলতে না পারলে, কিছুতেই কিছু হবে না। পিতৃপুরুষ এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে মা-বাবার প্রতি admiration (শ্রদ্ধা) ও adherence (অনুরাগ) না থাকলে higher Ideal (উন্নততর আদর্শ)-এর প্রতিও তা' থাকে না। এটা সংক্রামিত ক'রে দিতে হয়। মা যদি রোজ ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞাসা করে—তোমার বাবাকে আজ কী দিলে ? বাবাও যদি জিজ্ঞাসা করে—তোমার মাকে কী দিলে ?—এইভাবে উদ্দীপনা ও আনন্দের ভিতর-দিয়ে যদি শ্রেয়কে

দেওয়ার অভ্যাস গজিয়ে দেওয়া যায়, তা'তে adherence (অনুরাগ) দিন-দিন পুষ্ট হ'তে থাকে। যার জন্য যত করা যায়, তার জন্য তত টান হয়। ইষ্টের প্রতি নেশা বাড়াবার জন্য তাই নিত্য ইষ্টভৃতি করতে হয়। তাঁকে দেব, রোজ দেব, প্রাণ ভ'রে দেব, তাঁকে না দিয়ে আমার পেটে কিছু দেব না। 'কী দেব তাঁকে? কী দেব তাঁকে?'—এমনতর একটা আকুল আগ্রহ মাথাটাকে পাগল ক'রে তুলবে। এই কর্ম্ম-প্রতুল অবদান-আবেগ নিয়ে আসবে psychophysical concentration (মানস-শারীর একাগ্রতা), meditation (ধ্যান) তখন আপসে-আপ হ'তে থাকবে। শরীর-মন যদি একবার ইষ্টঝোঁকা হ'য়ে ওঠে তাহ'লে আর চাই কী? এর ভিতর-দিয়েই সব যা'-কিছু grow ক'রে (গজিয়ে) উঠবে।

প্রমথদা—কাজ করলেই তো হ'লো, meditation (ধ্যান)-এর আবার দরকার কী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা, চালচলন, কাজ-কর্ম্ম, ভাব, রকম-সকম সবটার ভিতর-দিয়ে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্নতার সুরটা অচ্ছিন্ন রাখার প্রয়াসই real meditation (প্রকৃত ধ্যান)। Meditative mood (ধ্যানপরায়ণ ভাব) না থাকলে কাজ-কর্ম্মের মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে, ইষ্টের সঙ্গে অনুরাগমুখর যোগসূত্র অব্যাহত থাকে না। অনুরাগ-মুখর সেবা ও স্মরণ-মননের মাধ্যমে ইষ্টের সঙ্গে সর্ব্বদা যুক্ত থাকাকেই বলে ভক্তিযোগ। খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা না থাকলে কাজ আমাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার কি ঠিক আছে? যা' বললাম অমনতর meditation (ধ্যান)-ই অখণ্ড ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে, প্রকৃত জ্ঞান আনে। সে literate (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন) না হ'তে পারে, কিন্তু enormously educated (প্রভূতভাবে শিক্ষিত) হ'য়ে ওঠেই। যত কঠিন অবস্থাই আসুক না কেন, সে বিভ্রান্ত হয় কমই। সব অবস্থায় তার decision (সিদ্ধান্ত) sharp (ক্ষিপ্র) ও unblundering (অভ্রান্ত) হ'য়ে ওঠে। জীবন-সংগ্রামে, কার্য্যক্ষেত্রে এ হেন meditation (ধ্যান)-এর প্রয়োজন কতখানি তাহ'লে বুঝেই দেখুন। ধ্যান-জপের অনুশীলনে রোজ নিয়মিত নিবিষ্টভাবে দুই-তিনবার বসতে হয়। আর, কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্মের মধ্যেও তার রেশ চালাতে হয়। জপে brain-cell (মস্তিষ্ক-কোষ) sensitive (সাড়াশীল) হয় এবং ধ্যানে তা' receptive (ধারণক্ষম) হয়।...ভক্তি, কর্ম্ম, শক্তি, ধ্যান, জ্ঞান ও সেবার সমন্বয়ে ভারত একদিন জগতের গুরু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেকের অস্তিত্বের পক্ষে সে তখন অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছিল। কেউ তাকে তখন আক্রমণ করা বা শত্রুতার চোখে দেখার কল্পনাও করত না।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ চাই। কিছু সংখ্যক উপযুক্ত

মানুষ হ'লে সারা দুনিয়ার সং-চলনার flood (প্লাবন) এনে দেওয়া যায়। আপনারা ভাল ক'রে লাগুন।

ফণীবাবু কথাপ্রসঙ্গে প্লেটোর 'রিপাব্লিক' বই-এর পঞ্চম অধ্যায়ের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—ওতে অনেক জ্ঞানের কথা আছে। তথাকথিত সাম্যবাদের উত্তর ওর মধ্যে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সঙ্গতিশীল জ্ঞানের কথা যেখানে যা' আছে, তা' আয়ত্ত করা ভাল। জগতে আজ প্রবৃত্তিপরায়ণতার অভিযান চলেছে। তার বিরুদ্ধে সত্তার অভিযান চালাতে হবে। এ বড় কম যুদ্ধ নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোনদিন অবহেলা করতে নেই। তাকে ঘায়েল করতে গেলে তার বলই বা কোথায়, আর দুর্ব্বলতাই বা কোথায়, ভাল ক'রে বুঝতে হয়। আর তাকে কাবেজে আনার জন্য তৈরী হ'তে হয়।

শাস্ত্রবাক্য ও সত্যোপলব্ধি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য মানে—যা' আছে। যা' আছে—তার অস্তিত্ব কেমন ক'রে টিকে থাকে ও বর্দ্ধনশীল হয়, তা' জানাই সত্যোপলব্ধি। ঋষি হলেন তার বেদী। ঋষি যা' ব'লে গেলেন, তাঁর দর্শন যা' তাই-ই শাস্ত্রবাক্য। তিনি মহাধন্য। তিনি যে কত বড় পূজ্য তা' ব'লে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। সত্যকে মানলাম, শাস্ত্রবাক্য মানলাম, ঋষিকে মানলাম না, এতেও হবে না। আবার, বাৎ-কে-বাৎ ঋষিকে মানলাম, কিন্তু সত্য ও ঋষিবাক্যের ধার ধারলাম না, তাতেও হবে না। সত্যের সঙ্গে আছে সত্তা। সত্তা আছে ব'লে feel (বোধ) করতে পারি। সত্তাকে বাদ দিয়ে কোন ধর্ম্ম নেই, কোন সাধনা নেই। মানুষ চায় পরিবার-পরিবেশসহ সুখশান্তিময়, সাফল্যমণ্ডিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুস্থ দীর্ঘজীবন নিয়ে অমৃতের পথে চলতে। এই পথে চলাটাই ধর্ম্ম।

ফণীবাবু—বেদ মানে বিধি, নিষেধ, অর্থবাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমি বুঝি—জানতে হ'লে নিয়মের ভিতর-দিয়ে জানতে হবে, অন্তরায় অতিক্রম করতে হবে এবং কেমন ক'রে গন্তব্যে পৌঁছাব তা' বুঝতে হবে। বেদ বা সর্ব্বশাস্ত্রের সব কথাই যে সত্তার পোষণ, পালন ও বর্দ্ধন নিয়ে—জগৎটাকে আরো সুন্দর, মহৎ ও পবিত্র করবার পদ্ধতি নিয়ে সেই কথাটাই আমরা বুঝি না। আমাদের আরো একটা মুশকিল হয়েছে এই যে, দেশে তেমন সংস্কৃতের চর্চ্চা না থাকায় বেদের মর্ম্মার্থ আমরা ধরতে পারি না। আমার মনে হয়, দেশ এবং কৃষ্টিকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহ'লে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে সারা ভারতে সংস্কৃত চর্চ্চার উপর সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। যার-যার মাতৃভাষার সঙ্গে এটা হওয়া চাই compulsory (আবশ্যিক)। এমন করা চাই যাতে প্রত্যেকটি ভারতবাসী ভালভাবে সংস্কৃত লিখতে, পড়তে ও বলতে পারে।

প্রমথদা—মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের এতে আপত্তি থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুসলমানদের যদি ইংরেজী শিখতে আপত্তি না থাকে, এদেশীয় খ্রীষ্টানদের যদি মাতৃভাষা শিখতে আপত্তি না থাকে, তবে সংস্কৃত শিখতে আপত্তি থাকবে কেন? শুনেছি, সংস্কৃতের মত এইরকম একটা বৈজ্ঞানিক ভাষাই নাকি হয় না। শব্দ-সম্পদ্ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা এ-ভাষায় অফুরন্ত। জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবেও এ-ভাষার জুড়ি কম। তাই-তো পাশ্চাত্যের কত দেশে আজ মনীষী ব্যক্তিরা সংস্কৃত-অধ্যয়নে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। জীবন-চলনার লওয়াজিমা যদি কোথাও পাই তা' গ্রহণ না করাই তো suicidal (আত্মঘাতী)। ভাল যা', তা' মানুষকে লওয়ান লাগে। কোন ভাল ব্যাপারে গোড়াতেই negatively (নেতিবাচকভাবে) ভাবতে নেই।

এরপর ওঁরা গাত্রোত্থান করলেন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ২৩।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। প্রফুল্ল আসতেই একখানি চিঠি তার হাতে দিয়ে বললেন—ভেল্কুকে লিখেছি। আজকের ডাকেই পাঠিয়ে দিস্। চিঠিটা পড়ে দিস্।

ভেল্কু!

আমার মাণিক মা!

তোমার সব চিঠিই আমি পেয়েছি—তোমাকে চিঠি লিখতে আমারও খুব ইচ্ছা করে—কিন্তু সুবিধার অভাবে লিখা হ'য়ে ওঠে না—তাও তোমাদের চিঠি পাবার প্রত্যাশা অসাধারণ।

সব সময়েই ভাবি—তোমরা বুঝি এই এলে। যখন উৎকণ্ঠায় অবশ হ'য়ে পড়ি, তখন ভাবি, পরমপিতা তোমাকে এমন শাশুড়ি দিয়েছেন—অমন দরদী হৃদয়, স্নেহবিগলিত প্রত্যাশারহিত অন্তর কমই দেখা যায়—আর আমার বুকখানা ভরসায় আপ্লুত হ'য়ে ওঠে—

তুমি উৎকণ্ঠায় ধৈর্য্যহারা হ'য়ে উঠ না—তোমার শাশুড়ী তোমার দিকে চেয়েই আছেন—হয়তো শীঘ্রই তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আমার অজচ্ছল রাধাস্বামী জেনো ও আগ্রহ-উচ্ছল স্নেহ-বিকম্পিত বুকভরা আশিস্-চুম্বন তোমরা দু'-জনেই নিও—আর যারা ভালবাসে তাদের দিও।

তোমারই দীন
গোপালী
'আমি'

কথায়-কথায় বললেন—ভেল্কু এখানে না-থাকায় কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ঘুরে-ফিরে মাঝে-মাঝে আমার কাছে এসে দাঁড়াতো। মেয়েগুলি একটু বড় হ'তে-না-হ'তেই কেমন যেন মায়ের role (ভূমিকা) নেয়। কাছে থাকলে বুকে বল হয়। সাধনা থাকতে ওকে দেখে ভরসার মত লাগতো। সানুটারও দয়ামায়া খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাঁধের কাছে চৌকিতে ব'সে আছেন। সম্মুখের চর আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে। আকাশে তারার মালা ফুটে উঠেছে। বাঁশবন থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। পাখীর কলরব এখন নেই বললে চলে। গরমের সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে লোকের আনাগোনা বেশ চলছে। মাতৃমন্দিরের দ্বিতলে পূজাকক্ষে বেজে চলেছে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর। ফিলানথ্রপি অফিস ও ডিসপেন্সারীতেও এখন বেশ লোকের ভিড়। শান্ত পরিবেশের মধ্যেও বেশ একটা জমজমাট রকম। শ্রীশ্রীঠাকুর নিশ্চিন্ত আনন্দে সব যেন উপভোগ করছেন। মুখে একটা প্রসন্ন পরিপূর্ণতা ও প্রোজ্জ্বল প্রীতিমুখরতা।

দাদা! এসে গেছেন?—অধ্যক্ষ ফণীবাবুকে দেখে আপনজনের মতো অভ্যর্থনা করলেন ঠাকুর।

ফণীবাবু (সহাস্যে)—এখানে থেকে আপনার কাছে না এসে পারার জো আছে? আপনার যে একটা তীব্র আকর্ষণী শক্তি আছে, তা' বেশ বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকর্ষণী শক্তি আপনারও কম নয়। আপনাকে পেয়ে অবধি মনটা যেন মেতে উঠেছে আপনার সঙ্গে গল্প করবার জন্য। আপনি উঠে গেলে ভাবি, আবার কখন পাব আপনাকে। আমার বড় লোভ মানুষের উপর। একটু-আধটু পেলে মন ভরে না। পুরোপুরি পেতে ইচ্ছা করে। অত কি পাওয়া যায়?

ফণীবাবু হাসতে-হাসতে সামনের একখানি নীচু বেঞ্চিতে বসলেন। ব'সে বললেন—তা' ঠিক বলেছেন। আমাদের মন আজ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। কোন-একটা জায়গায় নিবিষ্ট করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক যদি ঠিক থাকে, একের জন্য যদি বহু হয়, তাতে মানুষ দিশেহারা হয় না। কিন্তু নানান চাহিদা যদি হর-নাচনে নাচায়, তাহ'লে নাচিয়ের আর জানে কুলোয় না।

প্রমথদা (দে) ও পঞ্চাননদা (সরকার) ফণীবাবুর সঙ্গে এসেছেন।

পঞ্চাননদা—মানুষের উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় অকাট্য শ্রেয়-অনুরক্তি। ও থাকলে কিছু আটকায় না। মানুষ যেখানে ঠিক-ঠিক বড় হয়, তার পিছনে ওটা থাকেই। বড়-বড় লোকের জীবনী

লিখতে গিয়ে মানুষ তাদের অনেক কিছু কীর্ত্তি-কথা ঘোষণা করে, কিন্তু কিজন্য সে বড় হ'লো সেই মূল সত্যটা reveal (প্রকাশ) করে না। তা' বাদ দিয়ে সবই কিন্তু sterile (বন্ধ্যা)। অশোকের যদি উপগুপ্তের প্রতি অতখানি টান না থাকত, তাহ'লে অতখানি করতে পারতেন না। শিবাজী পারলেন। কিন্তু রাণা-প্রতাপ অত শক্তি, resources (সম্পদ্), determination (সঙ্কল্প) ও sufferings (কষ্ট) সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হ'তে পারলেন না। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।' কর্ম্ম-কুশলতা ও কৃতকার্য্যতার মূলে আছে যোগ।

পঞ্চাননদা—মহাপুরুষরা তো মুক্ত-পুরুষ, কিন্তু তাঁদেরও তো সবাইকে কৃতকার্য্য হ'তে দেখা যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক মহাপুরুষ আসেন—তাঁরা হ'লেন in advance of their times (তাঁদের সময়ের অগ্রবর্ত্তী)। যারা নিজেদের অশুদ্ধ ধারণার মাপকাঠিতে তাঁদের মাপতে বা বিচার করতে যায়, তারা তাঁদের বুঝতে পারে না। বঞ্চিত হয়। অবশ্য যারা চায় তাঁকে, তাদের মাথা সবটা না বুঝলেও প্রাণ বোঝে। তাই দিয়েই ধরে তাঁকে, পরে চলতে-চলতে করতে-করতে মাথার বুঝও পরিপক্ব হয়। এই সব অনুরাগী লোকেরাই তাঁকে—তাঁর জীবন-সত্যকে চারিদিকে চারাতে থাকে। এর ভিতর-দিয়ে সুরু হয় মন্বন্তর, মন্বন্তর মানে conception (ধারণা)-এর change (পরিবর্ত্তন), মনোবিপ্লব, চিন্তাবিপ্লব। তার সঙ্গে-সঙ্গে আসে ভাব-বিপ্লব, ভাবের মধ্যে 'ভূ' অর্থাৎ হওয়া আছে।

কম্যুনিজম-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কম্যুনিজম এর পূর্ব্বপিতা হ'লো শম্বুক। মানুষের জন্মগত সংস্কার-অনুযায়ী কর্ম্ম থেকে লোককে বিচ্ছিন্ন ক'রে, তাদের হীনম্মন্যতা উস্‌কে দিয়ে, সমাজে বিশৃঙ্খলা আনার অভিযান সুরু করেছিল সে। ভগবানের সৃষ্টিই class (শ্রেণী)—এর মধ্যে ধনী-নির্ধনের কোন কথা নেই। সমজাতীয় সহজাত-সংস্কারসম্পন্ন লোকদের নিয়ে এক-একটি শ্রেণী বা বর্ণ গ'ড়ে উঠেছে। এই সত্যকে উপেক্ষা ক'রে classless society (শ্রেণীহীন সমাজ) করতে চাওয়া অবান্তর, অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক। যাদের জ্ঞান নেই, ধারণা নেই, বাস্তবতার বোধ নেই, তারা এই সব গায়ের জোরে কথা বলে। যে যা', সে তা', আপনি-আমি স্বীকার করি বা না করি, তাতে এই বাস্তবতার অদল-বদল হ'য়ে যায় না। কাউকে যদি উন্নত করতে হয়, তাও তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পোষণ দিয়ে করতে হবে। তাই equality মানে যদি একঢালা সমান ব্যবস্থা হয়, তাতে becoming (বৃদ্ধি) helped (সাহায্যপ্রাপ্ত) না হ'য়ে hampered (বাধাপ্রাপ্ত) হয়। তা' আমরা চাই না, আমরা চাই বৈশিষ্ট্য-পোষণী ব্যবস্থা—প্রত্যেকের তার

মত ক'রে।

ফণীবাবু—জাতির মধ্যে ভেদভাব যাতে না থাকে, সেইজন্য বলে শ্রেণীহীন সমাজের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রেণী যদি থাকে, শ্রেণীর মধ্যে integration (সংহতি) যদি থাকে, পরস্পরকে সওয়া-বওয়া ও সাহায্য করা যদি থাকে, তার ভিতর-দিয়ে integration (সংহতি)-এর training (শিক্ষা)-টা হয়। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে national বা international integration (জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংহতি) গ'ড়ে উঠতে পারে। নইলে প্রত্যেকে স্ব-স্ব প্রধান হয়ে ওঠে। সংহতির বদলে উল্টো হয়। কেউ কাউকে বরদাস্ত করতে পারে না। কেউ কারও জন্য কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না। তাই কিছুতে আর দানা বেঁধে ওঠে না। এর প্রধান অন্তরায় মানুষের অহং, তার খেয়াল, তার দুরপনেয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি। এইগুলির সামঞ্জস্য আনতে গেলে চাই common Ideal (অভিন্ন আদর্শ)—যাঁর দ্বারা সবাই পরিপূরিত হ'তে পারে। Ideal (আদর্শ) idea (ভাব) নয়—incarnated Ideal (মূর্ত্ত আদর্শ)। গ্লানি আসলে তিনি আসেন as a fulfiller (পরিপূরক হিসাবে)। পূর্ব্বের যাঁরা তাঁরা তখন বাতিল হন না, বরং fulfilled (পরিপূরিত) হন। তাই সব সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে-দিয়ে উপকৃত হয়। তাই, সমাজে বর্ণাশ্রম ও যুগপ্রতিভূর প্রতি আনুগত্য—এই দুটো চাই একসঙ্গে। তবেই ভেদের মধ্যে অভেদত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। মিছরির দানা বাঁধার জন্য যেমন সুতো চাই, সংহতির জন্য তেমনি Ideal (আদর্শ) না হ'লেই নয়।

ফণীবাবু—আজকাল শিক্ষিত লোকের মধ্যে শিক্ষার কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। অহমিকা ও দ্বেষ-হিংসা তাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের লেখাপড়া, পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটানর পেছনে আছে 'আমি'। এই 'আমি' যদি জায়গামত surrendered (সমর্পিত) না হয়, প্রবৃত্তিই ছড়িদারি করে সব-কিছুর উপরে। আর, প্রবৃত্তি যদি জ্ঞান, বিদ্যে, বুদ্ধি লুফে নিয়ে যায়, তাহ'লে বৈশিষ্ট্য ও সত্তা দুইয়েরই মারা পড়ার দাখিল হয়। জীবনের হাতিয়ার হ'তে পারত যা', তাই-ই মরণের অগ্রদূত হয়। ঐ অবস্থায় ক্ষমতা যার যত বেশী, তাকে-দিয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা তত বেশী—তা' নিজের ও পরের।

শ্রীশ্রীঠাকুর অগ্নিগর্ভ সম্বেগে তর-তর ক'রে ব'লে চলেছেন। প্রত্যয়ের এমন তোড় যে শুনলে সংশয়ের আর লেশমাত্র থাকে না।

ফণীবাবু—সমাজকে দেবতা ব'লে প্রণাম করা হয়েছে। শূদ্র সেই সমাজের পা, শূদ্রকে কোথায় খাটো করা হ'লো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধি দায়ী নয়, ব্যাধি দায়ী।………কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম থাকলেও এ-কথাও সত্য যে বহু জমিদার বুক-দিয়ে গরীবদের পালন করেছে। কোন অন্যায়ের শাসন করলে যদি অত্যাচার বলা হয়, তাহ'লে কী করা যায়? এক-বাড়ী অসুখ হ'লে প'চিশবার যেয়ে খবর নিয়েছে—'ও মাধব! কেমন আছ?' কর্ত্তা-গিন্নী সবাই যেত। আমরা দেখেছি, কর্ত্তারা ছাতি-লাঠি বগলে নিয়ে চাদর গায় দিয়ে বাড়ী-বাড়ী ঘুরেছেন, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হ'য়ে সবটার প্রতিকারের জন্য কত খেটেছেন।……আমাদের ঋষিরা সবরকমের সেবা ও অনুধাবনা দিয়ে চেষ্টা করতেন যাতে প্রত্যেক ঘরে-ঘরে ভগবান জন্মে। আমরা এখনও বলি—'ভগবান মনু', 'ভগবান ব্যাস'। আবার ইচ্ছা করে—প্রত্যেকটা লোকের কানের কাছে ধর্ম্মের কথা বার-বার ঢাক পিটিয়ে বলা যায়, অপকর্ষী যা-কিছু, তার বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তি প্রয়োগ ক'রে সব প্রশ্নের নিরসন ক'রে বই ছাপিয়ে-ছাপিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায়! এ করা কঠিন কিছু না। এম-এ, পি-এইচ-ডি বামুন টাইপের ৭।৮ জন, ঋত্বিক্ টাইপের শ' তিনেক পেলে ওলট-পালট করা যায়। রামকৃষ্ণঠাকুর চেঁচাতেন—'ওরে! তোরা কে আছিস্ কোথায়?' আমারও মনে হয়, ঐভাবে চেঁচাই—চীৎকার যাতে সূক্ষ্মশরীরী হ'য়ে radio-wave (বেতার-তরঙ্গ)-এর মত সবার কাছে গিয়ে ধাক্কা দেয়। অনেকে পয়সার কথা তোলে। পয়সার অভাব এতটুকু হয় না। মানুষ হ'লে পয়সা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ফণীবাবু-সম্বন্ধে প্রমথদার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—এই দাদা কত পান?

প্রমথদা—বেশী না, ৩০০ টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—৩০০ টাকা না হ'য়ে ৮০০ টাকা হ'লেও কিছু না। উনি টাকা না চাইলে ২০,০০০ টাকা ও'কে পূজা করত। আমাকে দিয়েই আমি বুঝি। কারও আছে তো আমি চাই না, সবাই নিজে থেকে দেয়। বামুনের পয়সা বড় পবিত্র পয়সা। চোর-ডাকাত যেই দিক, প্রাণের আবেগ নিয়ে দেয়, তাই অত পবিত্র। লেংটের আগুনে জগৎ জ্বলে ওঠে। প্রত্যাশাহীন অনুরাগে পরমপিতার সেবায় যে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় ক'রে দেয়, মনুষ্যপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি তার সেবায় কৃতার্থ হ'তে চায়। তাই অকিঞ্চন হ'য়েও, তার কোন অভাব থাকে না। অর্থ যাদের কাছে মুখ্য, পরমার্থ তাদের থেকে অনেক দূরে। পরমার্থ অর্থাৎ পরমপিতা যাদের কাছে মুখ্য, অর্থ তাদের দাসানুদাস। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to go to heaven (একটা উটের পক্ষে সুচের ছিদ্র দিয়ে গলিয়ে যাওয়া বরং সহজ, কিন্তু ধনীর পক্ষে

স্বর্গে যাওয়া কঠিন)। ধনী বলতে বুঝতে হবে ধন-গর্ব্বী ও ধন-সর্ব্বস্ব। যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয়, তা' যদি ঠিক তেমনি ক'রে না করি, তাহ'লে তা' হবে না। গীতায় আছে—'চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্'। ইষ্টার্থে লোকসংগ্রহ ক'রে চলতে হবে—স্বার্থসন্ধিক্ষুতা বিসর্জ্জন দিয়ে—কষ্টের জন্য রাজী থেকে।

প্রফুল্ল—কষ্টই যদি ইষ্ট-কর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়, তবে মানুষ এ-পথে আসবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট হ'তেও পারে, নাও হ'তে পারে। কষ্টের জন্য রাজী থাকলে তা' সওয়া তত কষ্টকর হয় না। বাহ্যিক অভাব-অনটন ও কষ্ট থাকলেও মনে সুখ ও আত্মপ্রসাদ থাকে অঢেল। তাতে কষ্ট মালুমই হয় না। কষ্ট হয় নিষ্ঠা ও অনুরাগের অভাব থাকে ব'লে, অনিচ্ছা থাকে ব'লে। কাজ করতে গেলে ভিতরের বাধাগুলি জোর ক'রে overcome (অতিক্রম) করতে হয়, তাই কষ্ট লাগে। ইচ্ছা ও আগ্রহ দাউ-দহনী হ'লে, বাইরের বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে ক্লেশ যথেষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু তাতে কষ্ট মনে হয় না। অবশ্য শরীর ভাল না থাকলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ করা যায় না। তাতেও কষ্ট হয়। তাই স্বাস্থ্য-বিধি ও সদাচার পালন ক'রে শরীর সুস্থ ও শক্ত রাখতে হয়। তাতে ঠিকমত কাজ করা যায়। ইষ্ট-কর্ম্ম ঠিক-ঠিক ভাবে করতে পারলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাকে দাসীর মত সেবা করে। লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে করলে তার কিছুই হয় না। একমাত্র লোভ থাকবে তাঁকে খুশি করা। বিহিত-নির্লোভ-তপস্যায় দুনিয়াটা হাতে এসে যায়। আবার আছে, 'লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ, যেষাম্ ইন্দীবরঃ শ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ।' শুধু analytically (বিশ্লেষণ-সহকারে) চললে হবে না, analytically (বিশ্লেষণ-সহকারে) গিয়ে সব-কিছু synthetically (সংশ্লেষণ-সহকারে) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে। সেইজন্য গীতায় আছে—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" (জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, কারণ, বহু জন্মের সাধনফলে শেষ জন্মে 'সমুদয় জীব-জগৎ বাসুদেবই' এইরূপ জেনে তিনি আমাকে নিরতিশয় প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। সেইরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ)। শুধু analytically (বিশ্লেষণ-সহকারে) চলতে গেলে পাগল হ'য়ে যাব। চলার পথে যখন বুঝব, তিনিই সব, সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে যখন তাঁকেই উপভোগ করব, তখন সুখ-দুঃখের ওঠা-পড়ার ভিতর-দিয়ে আনন্দ চিরসাথী হ'য়ে থাকবে।

প্রফুল্ল—শুধু বিশ্লেষণে পাগল হ'তে হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগতের যা'-কিছুকে যদি শুধু বিচ্ছিন্নভাবে জানি, বিচ্ছিন্ন বহুর

ভিতর সঙ্গীত যদি খংজে না পাই, তাহ'লে সে একটা পাগলামি বই কি ? আর যদি বলি সবই এক, সবই সমান, একের সঙ্গে অন্যের কোন পার্থক্য নেই, তাহ'লে তাও পাগলামি। আমগাছ, বকুলগাছ আলাদা হ'য়েও এদের মধ্যে ঐক্য আছে। একটার সঙ্গে আর-একটার ভেদ কোথায় তাও জানতে হবে, আবার অভিন্নতা কোথায় তাও জানতে হবে। এই দ্ইরকম জ্ঞান পাকা না হ'লে প্ণর্জ্ঞান হয় না। ব্যবহারিক জগতে পদে-পদে ঠকতে হয়। জ্ঞানের প্ণর্তা যার যতখানি, ব্রহ্মজ্ঞানও তার ততখানি। ব্রহ্মজ্ঞান মানে ব্ৃিধর জ্ঞান, প্রতিটি সত্তার স্থিতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ব্ৃিধর বিধি যখন জানি এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগে তাকে ব্ৃিধর পথে পরিচালিত করতে পারি—অন্তরায়কে এড়িয়ে তখন আমি ব্রহ্মজ্ঞ হ'য়ে উঠি। সব-কিছ্র ম্লে চাই ইষ্টান্রাগ।

জাতীয় স্বাধীনতা-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন নিয়েই জাতি। যত বেশীসংখ্যক ব্যক্তির চরিত্র যত বেশী গঠিত হ'য়ে উঠবে, ততই স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার হবে। ঋত্বিক্দের প্রধান কাজ হ'লো ইষ্টান্গ জীবন যাপন ক'রে সেই চরিত্র চারিয়ে দেওয়া। সেই দিক দিয়ে তারা হ'লো angels of liberty (স্বাধীনতার দেবদ্ত)।

কাল রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে একটা বাণী দিয়েছেন, সেইটের উল্লেখ ক'রে বললেন—দাদাকে ওটা দেখাবি নাকি ?

পড়া হ'লো—He who has no adherence to some superior beloved, may be good-natured, but is of no good.

(যার কোন শ্রেয় প্রিয়জনের প্রতি অন্রাগ নেই, সে সৎ-প্রকৃতিসম্পন্ন হ'তে পারে, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে লাগে না)।

ঠিক আছে তো ?—প্রফুল্লর পড়ার পর ফণীবাব্র দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর।

ফণীবাব্—হ্যাঁ। তবে এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মান্ষ যদি শ্রেয়ের সঙ্গে আবদ্ধ না থাকে, তাহ'লে তার নিরিখই ঠিক থাকে না, তাই পরিবেশের খোরাক হ'য়ে পড়ে। ভাবে—মান্ষের ভাল করছে, আদতে যে যেমন খ্শি তা'কে utilise (ব্যবহার) ক'রে নেয়। ইষ্টহীন খারাপ মান্ষ নিজের স্বার্থান্ধ প্রব্ত্তির সেবা ক'রে চলে আর ইষ্টহীন তথাকথিত ভাল-মান্ষ ভাল করার নামে অন্যের স্বার্থান্ধ প্রব্ত্তি-চাহিদার পোষণ দিয়ে চলে, কিন্তু তাদের mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে না towards being and becoming (বাঁচাবাড়ার দিকে)। তাই কাজের কাজী তাকে বলব কী ক'রে ? সবই তো

ভণ্ডুল। এমনতর যারা, পরোপকারী ব'লে তাদের খুব নাম-কামও হ'তে পারে, কিন্তু আসলে ফক্কা। প্রকৃত উপকার তার নিজেরও হয় না, অন্যেরও হয় না।

ফণীবাবু—এর মধ্যে যে এতখানি ব্যাপার আছে, আগে এমন ক'রে বুঝিনি। আপনি যা' বললেন—আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে খুব মেলে।

ফণীবাবু বললেন—শৈলেন (ভট্টাচার্য্য) আমার ছাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার্য্যগিরি করায় সুখ আছে। কত পরের ছেলে নিজের ছেলের মত হ'য়ে যায়। ছাত্রও তো একরকমের সন্তান—তাই বলে, son by culture (কৃষ্টিগত সন্তান)।

এরপর সবাই আনন্দিত অন্তরে বিদায় নিলেন।

যাবার বেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকণ্ঠে বললেন—শৈলেন! দাদাকে টর্চ্চ ধ'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।

প্রমথদা বললেন—আমি আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার সঙ্গে শৈলেনও যাক। গুরুজনকে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করতে হয়, তিনি যাবার সময় যতটা সম্ভব তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে যেতে হয়। এতে শ্রদ্ধা পোষণ পায়। শ্রদ্ধা বেড়ে গেলেই জীবন বেড়ে ওঠে, মানুষ বড় হ'য়ে ওঠে।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ২৪।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বৈঠকখানার দক্ষিণদিকের বারান্দায় উত্তর-পশ্চিম কোণ ঘেঁসে একখানি হাতলওয়ালা বেঞ্চিতে বসেছেন। আজ যশোহরের সুরেনদা (বিশ্বাস) এসেছেন, গোসাঁইদা, পঞ্চাননদা (সরকার), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা), শরৎদা (সেন), জিতেনদা (রায়), মহিমদা (দে), পিসিমা প্রভৃতি কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব হাসি-খুশি হ'য়ে সুরেনদাকে বললেন—কেষ্টদা আপস্তম্বে যে শ্লোক পেয়েছে, সেটা খুব ভাল। আমার তো মনে হয় সেইটের উপর দাঁড়িয়ে নিখুঁত পারশব যারা তাদের উপনয়ন দেওয়া যায়। কেষ্টদার কাছ থেকে দেখে টুকে নিস্।

একটু পরে বললেন—পারশবদের নামের গোড়ায় যন্তা বসালে হয়।

সুরেনদা—যন্তা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিয়ামক, শাসক, দমনকারী, সারথি ইত্যাদি। তোর নাম এই রকম রাখা যায়—যন্তা সুরেন্দ্রমোহন চক্ররাজ।

সুরেনদা—চক্ররাজ কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চক্ররাজ মানে commander of a battalion (পদাতিক সৈন্য-দলের অধ্যক্ষ)।

যাজন-পদ্ধতি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজনের সময় তর্কের দিকে গেলেই মুশকিল। ওতে মানুষের দম্ভ চেতে ওঠে, ক্রমাগত resist (প্রতিরোধ) করতে থাকে। তুমি যা' বলছ তার উল্টো কথা না বলতে পারলেই যেন নয়। অমনতর position (অবস্থা) সৃষ্টি করাই ভাল না।

রত্নেশ্বরদা—তাহ'লে কী করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Hearing দিতে (শুনতে) হয়, appreciation দিতে (তারিফ করতে) হয়, আঘাত না ক'রে superior fulfilment (উন্নত পরিপূরণ)-এর পথ দেখাতে হয় অন্তরঙ্গ হ'য়ে, দরদীর মত।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। ফণীবাবু (রায়), পঞ্চাননদা (সরকার), প্রমথদা (দে), গোপেনদা (রায়), কুমুদদা (বল) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। শিক্ষা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষার মূল ব্যাপার হ'লো adherence and admiration to the teacher (শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা)।

ফণীবাবু—আজকাল অশ্রদ্ধার যুগ এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে age of ignorance (অজ্ঞতার যুগ) সুরু হয়েছে।

সুপ্রজনন-সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই সম্বন্ধে এমন একখানা তথ্যমূলক পবিত্র বই লেখা লাগে, যা' বাপে মেয়ের কাছে পড়তে পারে, যাতে পুরুষ বা মেয়ের passionate inclination (প্রবৃত্তিমুখী ঝোঁক) না হয়, তাদের fall (পতন) না হয়। কুৎসিত আসক্তি, কদাচার ও ব্যভিচার থেকে পুরুষ ও মেয়েদের বাঁচান মহাধর্ম্ম। ইষ্টনিষ্ঠাই সৎ-ত্ব ও সতীত্বের পরম উৎস। সৎ-ত্ব ও সতীত্ব—তিন রকমের,—আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক। এগুলি co-ordinated (সামঞ্জস্য-সমন্বিত) না হ'লে complete effect (পুরো ফল) পাওয়া যায় না। জীবনীয় নীতিবিধি-সম্বন্ধে যাজন চাই—তীব্র যাজন। যাজনের পিছনে চাই জীবন। যুক্ত জীবনই মানুষের সুপ্তজীবনকে জাগিয়ে তোলে।......আমি তো বলি —ছেড়ে-কেটে আসতে পারেন নাকি দেখেন। একটা জীবন না হয় দিলেনই। কত-জনেই তো দেশের জন্য ও আরো কত ব্যাপারে জীবন দিয়েছে। অবশ্য জেল খাটলেই যে মস্ত-বড় দেশের কাজ হ'লো, এমন কোন কথা নয়। নানারকমের দূষিত জঞ্জাল সাফ ক'রে একটা পরিশুদ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টি করতে না পারলে উপায়ই নেই। মানুষের অন্তর্নিহিত বাঁচার আগ্রহই সেই আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হবে। চাই শুধু মানুষের মনে ঢেউ তুলে যাওয়া। আজ এ-ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ফণীবাবু কোন কথার জবাব না দিয়ে একমনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে চলেছেন—মানুষ যাতে বাস্তব সবরকম সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে, সেগুলির সমাধান ক'রে সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে পারে, তেমনতর পটভূমি সৃষ্টি ক'রে সাজিয়ে গেঁথে ভাল-ভাল ছোট-ছোট উপন্যাস লেখা লাগে। বইগুলি এমন হবে যে রেল বা ষ্টীমারে যাওয়ার সময় পথে-পথেই লোকে প'ড়ে ফেলতে পারে। বইগুলি হবে interesting (রসাল), illuminating (জ্ঞানোজ্জ্বল) ও invigorating (তেজোদ্দীপী)। মানুষের যত রকমের পছন্দ আছে, যত রকমের পথ আছে সবটার ভিতর-দিয়ে ঢুকুন।

ফণীবাবু—শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ দেশের মধ্যে একটা নেতিবাচক ভাবের সৃষ্টি করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া বলতে আমি বুঝি measured (পরিমাপিত) হওয়া। Spirit (আত্মা) যখন form (দেহ) নেয়, তখনই তা' সীমার মধ্যে আসে। Form (অবয়ব)-টা চিরস্থায়ী না হ'তে পারে, তাই ব'লে তা' মিথ্যা নয়। ঐটে আছে ব'লেই ওর মাধ্যমে ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্ত্তন সম্ভব হয়।

ফণীবাবু—যাতে আমাদের কৃষ্টির বাস্তবতামূলক কথাগুলি লোকের গোচরে আসে সেই ব্যবস্থা করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই কথাই তো আপনাদের কই। এইতো আসল কাজ। মানুষের বুঝেরই গোলমাল হ'য়ে গেছে, তার থেকে বিচার, বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত সব-কিছুতেই বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। গোড়ার ভুলগুলি আগে সারতে হবে। ঐ জায়গায় হাত না পড়লে পদে-পদে ভুলই পুঞ্জীভূত হ'তে থাকবে। নিস্তারের পথ থাকবে না।

দুষ্ট জ্ঞানই স্রষ্টা জানিস্
ভ্রান্ত বিবেকের,
কু ও কুটিল সিদ্ধান্তটি
হবেই তাহার জের।

পরমুহূর্ত্তেই বললেন—ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও জীবন-সম্বন্ধীয় ভ্রান্তির অপনোদনে তীব্র হবে যারা তারা মহাভাগ্যবান পুরুষ।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ২৫।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বাঁধের কাছে চৌকিতে খালি গায় ব'সে আছেন। কেপেন্সারদা, হাউজারম্যানদা, ফেনদা, সুশীলদা (বসু), প্রমথদা (দে), চুনীদা (রায়চৌধুরী),

বীরেনদা (মিত্র), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), শচীনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ডাক্তার কালীদা (সেন) প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন। বিজলীর আলোয় আশ্রম-প্রাঙ্গণ ঝলমল করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিতে ভরপুর। তাঁকে ঘিরে যেন আনন্দের হাট বসেছে। একটা ছোঁয়াচে খুশির লহর যেন সবার চোখেমুখে দোল খেয়ে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেরই ভাল লাগে এমনি একটা সুখকর আবেষ্টনীর ভিতর আশ্রয় পেতে। তাই, আশ্রমের সামনের দিকে যারাই আসছে, কোন্ এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সবাই এখানে এসে জুটছে।

মিঃ ফেন জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানের পরিচয় আমরা পাই কিসের ভিতর-দিয়ে? তাঁর কোন্ ছবি এঁকে রাখব আমরা মনের পটে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানেই mercy (করুণা) সেখানেই তিনি। Living mercy (জীবন্ত করুণা)-র দিকে যত এগোই, ততই শান্তি, শক্তি ও মঙ্গলের হাওয়া অনুভব করতে পারি। God is all-merciful, God is all-good (ভগবান করুণাময়, ভগবান মঙ্গলময়)। যখন প্রতিপদক্ষেপে মঙ্গলের পথে চলি, দয়াবৃত্তির অনুপ্রেরণায় সবার পালন, পোষণ ও রক্ষণে যত্নবান হই, তখনই বলা যায় ভগবৎ-পথে চলছি আমরা।

মিঃ ফেন—তাঁর দয়া কি সব সময় সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনটাই তো তাঁর দয়ার অবদান। তাঁর দয়ার উপরই তো দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য্যের দয়া যেমন হ'লো সূর্য্যকিরণ, পরমপিতার দয়া তেমনি beam of life (জীবনের কিরণ), beam of vigour (তেজোজ্যোতিঃ), beam of power (শক্তির জ্যোতিঃ), যা' আমাদের সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। দয়া ক'রে তিনি যা' দিয়েছেন, তার সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার যত করা যায়, ততই তাঁর দয়া উপলব্ধির মধ্যে আসে। তাঁর দয়া আমাদের ঘিরে আছে, কখনও ছাড়ে না। তবে করার ভিতর-দিয়ে আমরা ভালমন্দ যা' অর্জ্জন করি, সেই অর্জ্জিত অধিকার ভোগের থেকে তিনি আমাদের বঞ্চিত করেন না, যদি কিনা আমরা সক্রিয়ভাবে সেই অধিকার নষ্ট না করি। ভগবানের দয়া এই যে, মানুষ তার করার ভিতর-দিয়ে যত দুঃখই আহরণ করুক, আন্তরিকভাবে আর্ত্ত হ'য়ে তার থেকে ত্রাণ চাইলে, তা' সে পেতে পারে, যদি সে তা' পাওয়ার জন্য যা' যা' করণীয় তা' করতে রাজী থাকে। মানুষ যতই যতমের পথে চলুক, ভগবান তার জীবনসম্বেগরূপে সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন, যাতে টিকে থাকতে পারে। এই দয়াশক্তির কাজ চলছে অবিরাম। আবার, জীবকল্যাণের জন্য তিনি যে আসেন, সেই-ই তাঁর পরম দয়া। ভগবান যীশু যদি না আসতেন, তাহ'লে পৃথিবীটা কতখানি দরিদ্র হ'য়ে থাকত তা' ভেবে দেখেছ?

যীশুখ্রীষ্টের কথা বলতে গিয়ে আবেগে তাঁর চোখ দুটো ছলছল ক'রে উঠলো, গলাটা ধ'রে আসলো। তাঁর আকুলতা লহমায় প্রতিটি অন্তরে সঞ্চারিত হ'য়ে গেল। মিনিট খানেক চুপচাপ কাটলো।

বাইরের একটি দাদা আশ্রমে এসে প্রাজাপত্য-ব্রত করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কতদিন হ'লো ?

উক্ত দাদা—আজ ২৬ দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো পাড়ি দিলি আর কি!..... (সুশীলদার দিকে চেয়ে বললেন)—ওর খুব রোখ আছে। এক নাগাড়ে তিনটি প্রাজাপত্য ক'রে ফেলছে।

সুশীলদা একটু হাসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দুদের বিধি-বিধানগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক, আমি যত ভাবি, ততই অবাক্ হ'য়ে যাই। Right attitude (ঠিক মনোভাব) নিয়ে আচার-আচরণ ও দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠানগুলি পালন করলে মানুষের এমন একটা গভীর বোধ জাগে, যা' লাখ তাত্ত্বিক আলোচনায়ও হবার নয়। করার ভিতর-দিয়ে না গেলে healthy sentiment (সুস্থ ভাবানুকম্পিতা)-গুলি জীবনে দানা বেঁধে ওঠে না। যে কোনদিন নাম করেনি প্রাণের টানে, সে নাম-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে যতই জানুক, তার কোনদিন মালুম হবে না নামের মধ্যে কত শান্তি, কত তৃপ্তি।

দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ইত্যাদির নীতিজ্ঞান-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে নীতিজ্ঞানের গুরুনিষ্ঠার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তা' dummy (কৃত্রিম)। যা' Lord (প্রভু)-কে fulfil (পূরণ) করে না, তা' ধর্ম্মকেও fulfil (পূরণ) করে না অর্থাৎ সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে না। কি করব আমরা সেই গুণ দিয়ে যা' সত্তাকে পালন-পোষণ করে না ? ইষ্টের দৃষ্টি হ'লো ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী। তিনি চান greater fulfilment (বৃহত্তর পরিপূরণ), যা'-দিয়ে minor (ক্ষুদ্রতর)-ও fulfilled (পরিপূরিত) হ'তে পারে। অবশ্য, আপাততঃ হয়তো sufferings (কষ্ট) আসে। Minor sufferings (ছোট-ছোট কষ্ট)-কে যারা বড় ক'রে নিয়ে, তার প্রতিকার করতে গিয়ে greater good (বৃহত্তর মঙ্গল)-কে sacrifice (ত্যাগ) করে, তাদের কষ্ট কোনদিন যায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একজনের সঙ্গে নিভৃত-কথনে ব্যাপৃত হলেন। সবাই উঠে পড়লেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ২৮।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাঁধের কাছে মাটিতে একটা মাদুরের উপর বসেছেন। কেপ্তদা,

পঞ্চাননদা (সরকার), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), মাণিকদা (মৈত্র), উমাদা (বাগচী), নিবারণদা (বাগচী), পঙ্কজদা (সান্যাল), গিরীনদা (বসু), কালুদা (দাস), আশুদা (দত্ত) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

স্পেন্সারদা মাইকেলের একটা চিঠি প'ড়ে শোনালেন। মাইকেল জটিল মানসিক-সমস্যা-অভিভূত কয়েকজন লোককে সমস্যা-মুক্ত করতে চেষ্টা করছে। তারা তার ঘরে তার সঙ্গে থাকতে চায়। এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের মত জিজ্ঞাসা করলেন স্পেন্সারদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েক সেকেণ্ড জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্পেন্সারদার দিকে চেয়ে রইলেন, পরে ধীরে-ধীরে বললেন—এ-সব কাজ খুব ভাল। এ-কাজে উৎসাহ দেওয়াই উচিত। কিন্তু মানুষের যদি প্রেষ্ঠের প্রতি অটুট ঐকান্তিক অনুরাগ না থাকে এবং সে যদি নিজের শক্তি সজাগ রাখবার জন্য নিয়মিতভাবে নিত্য-সাধনা বজায় না রাখে, তবে যাদের ভাল করতে যাচ্ছে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য তেমন ইষ্টপ্রাণতা থাকলে ঐসব হজম করার ও adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার শক্তি বেড়ে যায়। ……একঘরে থাকার কথা যে বলছ সে-সম্বন্ধে আমার মনে হয় কি জান ? Life (জীবন)-এর কয়েকটা aspect (দিক্) আছে। প্রথম হ'লো solitary life (নিরালা জীবন), তারপর life with superior Beloved (প্রেষ্ঠের সান্নিধ্যে বাস)। সাধন-ভজন, নিরালায় আপন মনে থাকা, ইষ্টসঙ্গ করা—এর ভিতর-দিয়ে শক্তি-সংগ্রহ করা। তারপর হ'লো life with desirables i. e., with family-members, friends and associates (কাম্যব্যক্তিদের সঙ্গ, অর্থাৎ পরিবারের লোকজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির সঙ্গ)। এখানে সাধারণতঃ সংঘাত কম থাকে। তাই, শক্তির অপব্যয় হয় কম। তারপর হ'লো public life (জনতার সঙ্গ)—কার্য্যক্ষেত্রে বহুর সংস্রবে কঠোরতা ও সংঘাতময় দায়িত্বপূর্ণ জীবন। এতে যে শক্তি খরচ হয়, আগেরগুলির ভিতর-দিয়ে তার পূরণের ব্যবস্থা না হ'লে মানুষ অকালে অক্ষম হ'য়ে পড়ে। আমার যেমন public life (জনতার সঙ্গ)-ই প্রবল হ'য়ে উঠেছে, অন্যগুলির অবকাশই কম। এতে কিন্তু মানুষের আয়ু ক'মে যায়। তাই সব ক'টা factor (দিক্)-ই properly co-ordinated (উপযুক্তভাবে সুসমঞ্জস) হওয়া চাই।…… তাই, মাইকেল যদি ওদের নিজের ঘরে রাখেও, তাহ'লেও ওর একটা আলাদা bed-room (শোবার ঘর) রাখা দরকার।

স্পেন্সারদা উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে বললেন—মাইকেল আমাকে খুব ভালবাসে। তাই আপনাকে না-দেখা সত্ত্বেও আমি আপনাকে ভালবাসি ব'লে ও-ও আপনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন। একটু পরে বললেন—এইভাবেই

ভালবাসার জ্ঞান বিস্তার হয়—আগুনের মত বেড়ে চলে।

স্পেন্সারদা—মাইকেল আমাকে অতখানি ভালবাসে, তাই আমিও তার জন্য একটা বিশেষ দায়িত্ব বোধ করি।

That is love's dumb demand (সেটা ভালবাসার মূক দাবী)—মনো-ভঙ্গীতে জবাব দিলেন ঠাকুর।

স্পেন্সারদা মহাখুশি। বলতে লাগলেন—মাইকেলের বয়স মাত্র ১৯ বৎসর, কিন্তু লোকচরিত্র-নিয়ন্ত্রণে ওর অসাধারণ ক্ষমতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বয়স একটা বড় কথা নয়। Proper love with proper intensity can do anything (উপযুক্ত ভালবাসা ও উপযুক্ত তীব্রতা যে কোন কাজ করতে পারে)।

প্রফুল্ল দোভাষীর কাজ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমি যদি ইংরেজী জানতাম, ইংরেজীতে কথা বলতে পারতাম, তাহ'লে ভাল হ'তো। তোরা আমাকে ইংরেজী শিখিয়েও দিতে পারলি না! কিন্তু আমি যা' বলি এবং তোরা যে translation (অনুবাদ) করিস, তাতে ফাঁক থেকেই যায়, there is always a narrow gulf (সব সময় একটা সঙ্কীর্ণ ব্যবধান থাকে)।

টাটানগরের এক দাদা এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে উঠে হাসি-হাসি মুখে বললেন—ঠাকুর! আপনার জন্য একটা নতুন জিনিস এনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী মাল রে?

উক্ত দাদা—মাদ্রাজী সুপুরি।

তাঁর হাতে কৌটা দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুলে দেখা তো!

খুলে দেখাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর একটা মোড়ক হাতে নিয়ে স্পেন্সারদাকে বললেন—তুমি নেবে?

স্পেন্সারদা খুশি হ'য়ে ঘাড় কাত ক'রে সম্মতি জানিয়ে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে ফেললেন। পরে প্রীতভরে স্পেন্সারদার হাতে মোড়কটি দিলেন।

বড় মিষ্টি ও অন্তরঙ্গ লাগছিল আবহাওয়াটা।

স্পেন্সারদা আব্দারের সঙ্গে বললেন—ঠাকুর! আপনি একটা গল্প বলুন, শুনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।

কেপেস্দারদা গল্প করবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—সতু আইছিস্ ?

পিছন ফিরে দেখা গেল সতুদা (সান্যাল) এসেছেন। মুখখানি করুণ ও বিষণ্ণ। তাঁর ছোট মেয়েটি সম্প্রতি মারা গেছে।

চোখেমুখে সদ্য শোকের ছায়া।

সতুদা প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অরুণকে (জোয়ার্দ্দার) বললেন—শপটা এনে পেতে দে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গণে পাতা মাদুরের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মাথার নীচে হাত রেখে কোল-বালিসের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। অরুণ মাদুর পেতে দেওয়ার পর সতুদা সেখানে বসলেন। চুপচাপ ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরও করুণ নেত্রে নীরবে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। খানিকটা পরে সতুদাকে বললেন—তোর শরীর শুকিয়ে গেছে ঢের।

এরপর আবার সবাই নিস্তব্ধ, নীরব। কেবল শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে আর্ত্তস্বরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ছেন—মা ! মাগো ! দয়াল !

এইভাবে অনেক সময় কাটলো। পরে বীরেন মৈত্রদার কাছে সতুদার বাড়ীর সম্বন্ধে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

একটু পরে বললেন—তামাক খাওয়া।

প্যারিদা তামাক সেজে দিলেন। তামাক খাচ্ছেন কিন্তু মনটা যেন আর-কোন রাজ্যে চ'লে গেছে।

রাত বাড়ছে। সতুদা বললেন—এইবার উঠি।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহমেদুর কন্ঠে বললেন—কাল সকালে আসবি তো? বাড়ীতে একলা-একলা ব'সে না থেকে এখানে চ'লে আসিস্। বৌমা যদি আসতে চায়, নিয়ে আসিস্। দুপুরে এখানে খেয়েদেয়ে বিকালে চ'লে যাস্। অবশ্য যদি অসুবিধা না হয়।

সতুদা—দেখি ! এখানে ছাড়া আর আমার যাবার জায়গাই বা আছে কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ২৯।৫।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), আশুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখন উপায় হ'লো যাজন।

কেষ্টদা—এখন যাজন তো খুব ক'মে গেছে। অনেকেই লিমিটেড কোম্পানি নিয়ে ব্যস্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বাদ দিয়ে কিছু হবে না। যাজনের সাহায্যে সব-কিছু হ'তে পারে, কিন্তু শুধু কোম্পানি দিয়ে যা' চাচ্ছি, তা' হবে না। কী ভাবে কী করতে হবে আমি সব ব'লে দিয়েছি। কিন্তু তা' যদি না করে আবার দুর্ভোগ ভুগতে হবে। তাইতো বলছি—মানুষ ছাড়া কিছু হবে না।

কেষ্টদা—অভারতীয়দের মধ্যে তো মানুষ পাওয়া যেতে পারে। ফেন ইত্যাদি কেমন তাজা মানুষ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফেন ভালবাসে হাউসারম্যানকে, মাইকেল ভালবাসে স্পেন্সারকে। হাউসারম্যান এবং স্পেন্সারের ভিতর-দিয়ে ফেন এবং মাইকেল এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। দু group (দল)-ই ভাল। একদল tactful ও active (কৌশলী ও কর্ম্মঠ), আর একদল philosophical (দার্শনিক মনোভাবসম্পন্ন)।

প্রফুল্ল—কাগজ, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি কোম্পানি আপনি করতে বলাতেই তো সবাই করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে-ভাবে করতে বলেছি, সে-ভাবে করলে যাজন আরো ঠেলে উঠতো। যাজন ছেড়ে খুঁজলে কাজ, কাজ পাওয়াতে পড়ে বাজ। যা' পেতে চাই তা' পেতে হবে মানুষের ভিতর-দিয়ে। যাজনে মানুষ initiated (দীক্ষিত) হয়। Initiated (দীক্ষিত) হ'লে with being (সত্তা দিয়ে) interested (অন্তরাসী) হয়। তখন কোম্পানী সহজেই float ক'রে (ভেসে) ওঠে।

শরৎদা (কর্ম্মকার)—গত সপ্তাহে কলকাতায় একটা সৎসঙ্গ-অধিবেশনে আমি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা করি। তাতে পরে কয়েকজন মন্তব্য করেন এ-সব তো পুরোন কথা!

শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন—এই পুরোন বাদ দিয়ে নতুন যা'-কিছু করতে যাবে, তার একটাও হবে না।

সুধাংশুদা (মৈত্র) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—তোমাকে দেখলেই আমার ট্রানসিভারের কথা মনে পড়ে। আপাততঃ দুটো হ'লে হয়। এখান থেকে কথা বলা যাবে, কলকাতায় শুনবে। কেই বা এনে দেবে? যতই শুনি, ততই লোভ হয়।

সুধাংশুদা সংগ্রহের চেষ্টায় যেতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—তোমার রোখ আছে, কিন্তু muscle (মাংসপেশী)

নেই। আমাকেও মেরে গেল মা ও সাধনা। তোমারও মা ও সাধনা তোমাকে ভেঙ্গে দিয়ে গেল। মা ও সাধনা দুজনেরই common (সম)।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন—কষ্ট অসীম। যাই হো'ক কিন্তু বেঁচে থাকাই লাগবে, না ক'রেই পথ নেই। আমাদের থাকার মধ্য-দিয়ে যদি নিস্তারের পথ ক'রে যাওয়া যায়—আমরা যেমন fallen (পতিত) হয়েছি তার,—তবে বুঝলাম স্রষ্টার কাজ কিছু ক'রে গেলাম। Sincere attempt (আন্তরিক চেষ্টা)-এর ত্রুটি করলাম না।

একটু পরে সুধাংশুদা সেখান থেকে উঠে বাড়ীর ভিতর গেলেন এবং মুকুলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন। মুকুলের গায়ে একটা সুন্দর লাল জামা পরা। আসতে-আসতে সুধাংশুদা বললেন—দাদুকে দেখাবে চল!

শ্রীশ্রীঠাকুর একগাল হেসে আদর-আহ্লাদের সুরে বললেন—রাণী চললো কোনে (কোথায়!)?

আড়াই বছরের মেয়ে মুকুল দাদুর আদরে সাড়া না দিয়ে মুখখানি নীচু ক'রে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার সোহাগ ক'রে বললেন—রাণী একেবারে বকুলরাণী হ'য়ে গিছে।

এইবার মুকুল হেসে ফেলল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদার বারান্দায় ব'সে আছেন। কাছে আছেন পঞ্চাননদা (সরকার), প্রমথদা (দে), মণিদা (চক্রবর্ত্তী), লাটিমদা (গোস্বামী) প্রভৃতি।

পঞ্চাননদা—আপনার কাছে যখন শুনি, তখন মনে হয় কথাগুলি খুব সোজা, কিন্তু দুদিন পরে দেখি মনে থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-রকম হয়। শোনা, কওয়া, করার সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকলে পরে তাল ঠিক থাকে না। এক কথা পঁচিশ বার পঁচিশ রকমে বলা যায়, কিন্তু করা না থাকলে প্রত্যেকটা রকম-রকম মনে হয়। করা থাকলে বোঝা যায় একই কথা।

মণিদাকে (শ্রীকাইল কলেজের দর্শনের অধ্যাপক) বললেন—আমাদের কলেজে যদি আসিস্, তবে প্রফেসারি করার সঙ্গে-সঙ্গে আই, এস-সি থেকে আরম্ভ ক'রে science course (বিজ্ঞান পাঠ্য)-টা পর-পর প'ড়ে ফেলবি। তুই তো পড়তে খুব ভালবাসিস্।

রোদটা পড়তে শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে মাতৃমন্দিরের উত্তরদিকে বকুলতলায় এসে একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। গরমের দিন। বিকালের দিকে দলে-দলে লোক এসে জড় হ'তে লাগল। শরৎ কর্ম্মকারদা ও টাটানগরের এক দাদা কথাবার্ত্তা বলছেন।

শরৎদা—সংসারের আসক্তি আমাদের এমন ক'রে পেয়ে বসে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ললিত-মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

পরে চুম্বকে সহজ ক'রে বললেন—যার চাওয়াটা কেবল আমার উপর, যার মায়া কেবল আমার উপর, সে-ই মায়ার হাত থেকে ত্রাণ পায়। নিজের কোন স্বার্থের জন্য তাঁকে চাইলে হবে না। স্বার্থও তিনি, সম্পদ্‌ও তিনি। সব খোয়াতে রাজী থাকব, কিন্তু তাঁকে কিছুতে খোয়াব না। এমন হ'লে স্বার্থসঙ্কীর্ণতা তাকে বেঁধে রাখবে কি ক'রে ?

একটু পরে আক্ষেপের সুরে বললেন—মানুষই নেই। তাই লাখ-লাখ লোক রয়েছে, অথচ ৩০০ ঋত্বিক্ মেলে না।

প্রফুল্ল (সম্মুখে উপবিষ্ট ফণী ভট্টাচার্য্যকে)—তুমি তো বাড়ীতে থেকে কাজ করতে পারতে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ী থেকে করবে কী ? নিরাশী, নিৰ্ম্মম না হ'লে এ কাজ করা যায় না।······অল্প-সংখ্যক উপযুক্ত লোক পেলে তাদের দিয়েও দেশের ও দশের জন্য অনেক কিছু করা যায়। উপযুক্ত লোকেরই অভাব। আমাদের থেকে ন্যূন যারা তাদের কাছেই আমরা যাই, তাই কাজের লোক পাই না।

খানিকটা পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমের সামনে বাঁধের কাছে এসে বসলেন। সূর্য্য তখন ডোবে-ডোবে, একটা কোমল লালচে আভা এসে পড়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে, স্নেহোচ্ছল উদার বক্ষে। তাঁর উজ্জ্বল গৌরকান্তি আরো মধুর ও মনোলোভা হ'য়ে উঠেছে। দেখতে-দেখতে কেমন একটা নেশা ধ'রে ওঠে মনে। চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছা করে না। কেবলই দেখতে ইচ্ছা করে।

এখানেও দেখতে-দেখতে লোকের ভিড় জ'মে উঠলো। আবার সুরু হ'লো অনবদ্য আনন্দের আসর।

উচ্চের প্রতি অবজ্ঞাবোধ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এর মূলে আছে হীনত্ববোধ। বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বুকের রক্ত দিয়ে মুসলমান ও তপশীলীদের পালন করেছে। পরিপালনের এমন ধরণ কোথাও দেখা যায় না। অসুখে-বিসুখে, দুঃখে-শোকে, অভাবে—সর্ব্বাবস্থায় তারা প্রাণ ঢেলে সেবা দিয়েছে। জমিদারদের জমিদারী উচ্ছেদ হ'তে বসলেও তারা প্রজাদের গায় আঁচড় লাগতে দেয়নি। প্রজাবাৎসল্যই তাদের মর্য্যাদা, গৌরব ও আভিজাত্য। ভালর সঙ্গে মন্দও হয়তো ছিল। কিন্তু নির্জলা ভাল কোথায় পাবে বল ? দোষে-

গুণে যেখানে মানুষ, আর মানুষ নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবেই। দেখতে হবে ভালর সম্ভাবনা কিসে বাড়ে, মন্দের সম্ভাবনা কিসে কমে। তা' না ক'রে ভালর সম্ভাবনাকে একেবারে খতম করা কি ভাল? চার-চোখো দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে, একটা বিপদ এড়াতে গিয়ে যাতে আমরা আর-একটা বৃহত্তর বিপদের ভিতরে গিয়ে না পড়ি। অদূরদর্শিতার দরুন আমরা হামেশাই এমন ক'রে বসি। আগে সমাজে অনুলোম বিয়ে প্রচলিত ছিল। তাই সমাজে একটা upward trend (ঊর্ধ্বমুখী গতি) বজায় থাকতো। এখন তা' বন্ধ হওয়ার ফলে, গতিটা উল্টো দিকে বাঁক নিয়েছে। প্রতিলোমের ঝোঁক বে'ড়ে যাচ্ছে।

মণি চক্রবর্ত্তীদার দিকে চেয়ে বললেন—তোমাদের শাস্ত্রে নেই যে, বামুন অন্য কা'রও মেয়ে বিয়ে করলে বামুনের জাত যায়। অবশ্য, প্রথম সবর্ণ বিয়ে ক'রে তারপর অনুলোম অসবর্ণ বিয়ে করতে হয়। নইলে কুলের মূলধারা ঠিক থাকে না। তাই, অনুলোম বিয়ে চালাতে গেলেই বহু বিবাহ এসে পড়ে। বহু বিবাহের কথা শুনলে এখন তো তোমরা নাক সিটকাও। কিন্তু অনুলোম ও বহু বিবাহ বন্ধ করতে গিয়ে যে প্রতিলোমের কবলে প'ড়ে যাচ্ছে, তা' কি ঠিক পাও? সমাজের অনেক গণ্যমান্যব্যক্তি আজ উদারতার নামে প্রতিলোমের সমর্থন করেন। কিন্তু বিধি ও বিজ্ঞান হোমরা-চোমরাদের কথায় পাল্টে যাবে না। একটা মীরাটি গাইয়ের এ-দেশের ষাঁড় দিয়ে বাচ্চা করিয়ে দেখ না। ফলটা কী দাঁড়ায়! মানুষের সমাজেও তেমনি প্রতিলোম জাতক বাড়তে থাকলে দেখবে গোটা সমাজ কী হয়ে দাঁড়ায়। তাই শাস্ত্রে আছে—যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ, রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি। সব চাইতে দুঃখের কথা এই যে, মাথা-মাথা লোকেরা আজ এইটের সমর্থন করছে। শ্রেষ্ঠরা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে সেটা আরো বেশী ক'রে চারায়। তাই জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে আমার দারুণ আতঙ্ক হয়।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানা মলিন ও বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো। একটা বিষণ্ণতার ছায়া নামলো সবার মনে। নীরব-নিথর হ'য়ে আছে সবাই। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলো।

একটু পরে তাম্বুর বাইরের উত্তর-পূব কোণের দিক্‌কার আলোটা জ্বালিয়ে দেওয়া হ'লো।

চুনীদা (রায়চৌধুরী) আসলেন। দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাছে ডাকলেন।

চুনীদা এসে সামনে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লোক জোগাড় কর। পই-পই

ক'রে ঘোরা লাগে। মানুষের সঙ্গে ভাব করা লাগে। বস্তুতঃ, আলাপ-আলোচনায় মানুষ ঠিক ক'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়া লাগে। বিবেকানন্দের নাম হয়েছিল ছেলেধরা। তোরাও তেমনি পরমপিতার কাছে ছেলেধরা হ'।.....আমি ভেবেছিলাম, চুনী যখন কেষ্টদার সঙ্গে বেরিয়েছে, তখন ডজনখানেক লোক নিয়ে ফিরবে।

চুনীদা—অন্য যে-কাজ দিয়েছিলেন, তাতে আটকে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপ্রধানটা হ'লো প্রধান, গৌণটা হ'লো মুখ্য। গুটিপোকার মত নিজের জালে আটকে গেলি। অযথা কুম্ভীপাক সৃষ্টি ক'রে নিলি। কথাটা কি জানিস্? খুব খাটতে হয়। খাটুনিটাই হবে আরামের। বিশ্রাম নেবার attitude (মনোভাব) indolent urge (অলস আকুতি)-এর লক্ষণ। তাতে বোঝা যায় fixity of purpose (উদ্দেশ্যের স্থিরতা)-এর অভাব আছে।

মমতামধুর কণ্ঠে ঘাড় নেড়ে আস্তে-আস্তে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে বলছেন, যাতে মনে ব্যথা না লাগে অথচ সংকল্প ও বুঝ গজিয়ে ওঠে।

পরে আবার বলছেন—তুমি ভোরে উঠতে পার না, এটা কিন্তু ঠিক না। সব জিনিসের একটা sequence (পারম্পর্য্য) আছে। ভোরে ওঠার সঙ্গে work-এ (কাজে) energy (উৎসাহ)-এর একটা সম্পর্ক আছে। দিনটা বেড়ে যায় ওতে। ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও নামধ্যানাদি করার পর দিনের কাজের একটা ছক এঁকে নিতে হয়। আর, পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাঁটায়-কাঁটায় সেগুলি করতে হয়। রাত্রে শোবার সময় ভেবে দেখতে হয় ছকমত কাজগুলি হাসিল করার ব্যাপারে চলা-বলা-করায় কোথায় কী ত্রুটি হ'লো। ঐগুলি ধ'রে-ধ'রে শোধরাতে হয়। এঁটে-বেঁধে লাগলে ত্রুটিগুলি সারতে বেশীদিন লাগে না। তাই, ভোর চারটের সময় ওঠার অভ্যাস করা লাগে।

কেষ্টদা এসে বসলেন।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে একজন কর্ম্মীর সম্বন্ধে বললেন—সে জেল বাঁচাবার চেষ্টায় যা' যা' করা লাগে করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানেই তো চার আনা জেলে গেছে। যে-ব্যাপার যখন বিহিত করণীয় যা', তা' যারা না করে, তাদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। অভ্যাস যাদের খারাপ, তারা মানুষ ভাল হ'লেও কষ্ট এড়াতে পারে না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আমি যে বঙ্গ-মাগধ rehabilitation (পুনর্ব্বাসন)-এর কথা বলেছিলাম, তা' মনে আছে তো?

কেষ্টদা—আজ্ঞে হ্যাঁ!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোরা ওঠ্ তো, আমি একটু কেষ্টদার সঙ্গে কথা কই। সবাই চ'লে গেলেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ৩০। ৫। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), মণিদা (বসু), অক্ষয়দা (পুততুণ্ড), পঞ্চাননদা (মিত্র), সুবোধদা (সাহা), বসন্তদা (রায়চৌধুরী), খগেনদা (সাহা), অপূর্ব্বদা (মুখোপাধ্যায়), দেবেনদা (মজুমদার) প্রভৃতি কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে মসগুল হ'য়ে আছেন। চোখেমুখে একটা মনমাতানো জ্বলন্ত উজ্জ্বলতা। নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে।

কথা-প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—রামদাস স্বামীর সংগঠন-কৌশল সত্যই অপূর্ব্ব। তাঁর কথাগুলি পড়লে বোঝা যায় তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও প্রজ্ঞা কত গভীর।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ঔৎসুক্য-সহকারে)—কি রকম ?

কেষ্টদা—আমি বইটা নিয়ে আসি। আপনাকে প'ড়ে শোনালে আপনার খুব ভাল লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত হ'য়ে)—তাই আনান। চুনী যেয়ে নিয়ে আসুক। আপনি উঠলি আসর ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবিনি।

কেষ্টদা একটু হাসলেন।

চুনীদা তাড়াতাড়ি কেষ্টদার বাড়ী থেকে বইটা নিয়ে আসলেন।

কেষ্টদা পর-পর অনেকগুলি দোঁহা প'ড়ে-শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহ-সহকারে শুনছেন।

হঠাৎ বললেন—এগুলি হ'লো words of wisdom (জ্ঞানবাণী)। তথাকথিত abstract philosophy (বাস্তবতাবর্জ্জিত দর্শন) নয়। গভীর অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের রণন আছে এগুলির মধ্যে।

ডাক্তার সুরেনদা (গুপ্ত) পাবনার Civil Surgeon ও Assistant Surgeon-কে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন।

অভ্যাগতদের বসতে দেওয়া হ'লো। সুরেনদা পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেনদাকে বললেন—তুই নিয়ে আসলি, তাই দেখা হ'লো।

Civil Surgeon বললেন—অনেকদিন থেকেই আমাদের আসার ইচ্ছা ছিল। ব্যস্ত থাকতে হয় ব'লে আগে আসা হয়নি। আপনার আশ্রমের বিষয় আগে অনেক শুনেছি। এখন তো স্বচক্ষে দেখলাম। ভারতের প্রাচীন আদর্শ আবার যুগোপযোগী নূতন ভঙ্গীতে রূপায়িত হচ্ছে আপনার আশ্রমে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাচীনের সঙ্গে যদি আমাদের সংস্রব না থাকে, তবে আমাদের

জীবনের গতি ঠিক থাকে না। আপনার এতদিনের অভিজ্ঞতা বিলকুল মুছে ফেলে কাল সকাল থেকে যদি নতুন ক'রে জীবন সুরু করতে হয়, তাহ'লে কিন্তু আপনি অনেকখানি পিছিয়ে পড়বেন। ব্যক্তির জীবনে যদি এটা সত্য হয়, জাতির জীবনে এটা হাজার গুণ বেশী সত্য। তার কারণ, ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা অল্প কয়েক বছরের ব্যাপার, কিন্তু জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হাজার-হাজার বছরের অর্জ্জিত সম্পদ্। আমাদের এই ভারতের বুকে যত বিরাট-বিরাট পুরুষের জন্ম হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে তত হ'য়েছে ব'লে আমার জানা নেই। দেশের পূর্ব্বতন মহানদের সঞ্চিত অবদানের কথা যখন আমি চিন্তা করি, ভারতের উপর পরমপিতার অপার করুণার কথা স্মরণ ক'রে আমার মুখ দিয়ে কথা সরতে চায় না। মনে হয়, দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে কোটি-কোটি বার প্রণাম করি। ভারত পরমপিতার প্রিয়তম লীলাভূমি।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখদুটি ছলছল ক'রে উঠলো। সবার হৃদয়ের গভীর তারে ঘা পড়লো।

Civil Surgeon—আমরা যদি কমাগত এগিয়ে যেতে থাকি, তাহ'লে তো হ'লো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগিয়ে যেতে হবে to the principle (আদর্শের দিকে)। তাকেই বলে ধর্ম্ম। পূরয়মাণ আদর্শের মধ্যেই থাকে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গতি। ঐ এক ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকে।

Civil Surgeon—আমরা যদি যুগধর্ম্মের ধার না ধেরে 17th century (সপ্তদশ-শতাব্দী)-তে ফিরে যাই, তাহ'লে ক্ষতি কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তা' ফিরে যেতে পারি না। ৬০ বছরের আমি এখন ৫ বছরের শিশু হ'তে পারি না। হ'তে গেলে incoordination (অসামঞ্জস্য) থেকে যায়।

Civil Surgeon—শুকদেবের তো হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'লে জ্ঞানবৃদ্ধতা সত্ত্বেও শিশুর মত সারল্য ও পবিত্রতার আবির্ভাব হয় জীবনে। শুক-দেবের তাই হয়েছিল।

Civil Surgeon—মানুষ চায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদতে প্রত্যেকটি মানুষ সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ, কিন্তু সে-সম্বন্ধে সে সজাগ নয়। তা' সত্ত্বেও প্রতিমুহূর্ত্তে তার being (সত্তা) চায় সৎ, চিৎ আনন্দ। সৎ মানে existence (অস্তিত্ব), চিৎ মানে responsiveness (সাড়াপ্রবণতা), আনন্দ মানে becoming (বৃদ্ধি)। ভাল-মন্দ সব করার ভিতর-দিয়ে সে ক্রমাগত

ঐ-ই চায়। Ignorance (অজ্ঞতা) হয়তো তার আছে, কিন্তু তবু ক্ষুধা তার ঐ দিকে। ঐ ক্ষুধাকে দাউদহনী ক'রে তোলাই লোককল্যাণ যজ্ঞের পরম আহুতি।

Civil Surgeon—বিভিন্ন পথের সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পথ একই।

Civil Surgeon—বরং বলতে পারেন, goal (গন্তব্য) এক, end (উদ্দেশ্য) এক, কিন্তু পথ তো আলাদা আছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র পথ—এ কথা বলতে পারেন। কিন্তু প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেখানে একই ইষ্ট, আরাধ্য, উপাস্য বা ঈশ্বরের অনুগামী, সেখানে একমুখিনতার দরুন সব স্বাতন্ত্র্যই ঐক্য-সমন্বিত। তাই বলা যায় একই পথ। ঈশ্বর ছাড়া মানুষের গন্তব্য নেই। সেই দিক-দিয়ে মানুষের পথ একই। রকমারি complex (প্রবৃত্তি) ও তাদের অনন্ত চাহিদা ও খেয়ালের অনুসরণ ক'রে যখন আমরা চলি, তখন আর সামঞ্জস্যের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। সামঞ্জস্য করতে গেলেই দাঁড়াতে হবে সত্তার উপর, সত্তার উৎস যিনি সেই ঈশ্বরের উপর, তদ্গত প্রতীক-পুরুষের উপর। তাই, মানুষের ভাল করতে গেলেই ধর্ম্মের platform (মঞ্চ) চাই। ধর্ম্ম মানে তাই যা' সত্তাকে ধারণ করে।

Civil Surgeon—যুধিষ্ঠির বলেছেন—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।'—এ কথা বলার হেতু কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের তত্ত্ব মানে বিস্তার ও বৃদ্ধিমুখী জীবনের তত্ত্ব, এটা ক'রে জানতে হয়। করতে হ'লে যিনি ক'রে জেনেছেন সেই মহাজনকে অনুসরণ করতে হয়, অর্থাৎ তাঁর নির্দ্দেশমত করতে হয়। তত্ত্বের চাবিকাঠি মহাজনের হাতে, তিনিই তত্ত্বের মূলটা উদ্ঘাটিত করেন। এক-কথায় তিনিই পথ। তত্ত্ব মানে তাহাত্ব—Thatness—as that is (যেমন তা', তেমন)।

প্রশ্ন—বুঝব কি ক'রে মহাজন কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাজন মানে fulfiller (পরিপূরক)। বুঝি-না-বুঝি fulfilled (পরিপূরিত) হ'লেই হ'লো। যে-রোগী ডাক্তারকে follow (অনুসরণ) করে যত বেশী, সে তত তাড়াতাড়ি সারে। রোগী যত follow (অনুসরণ) করে, ডাক্তার তত ardent (আগ্রহশীল) হ'য়ে ওঠে। ডাক্তারের জ্ঞান কতখানি তা' বিচার করার সামর্থ্য রোগীর না থাকলেও, ডাক্তারের যদি রোগ সারাবার ক্ষমতা ও সরঞ্জাম থাকে, আর রোগী যদি ডাক্তারের কথামত চলে, তাহ'লে রোগীর রোগ সারাবার সম্ভাবনাই বেশী। মহাজন-সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁদের কারবার হ'লো প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বড় ক'রে তোলা। মানুষ আনুগত্য-সহকারে তাঁদের অনুসরণ

ক'রে চললেই তার সুফল নিজেরাই বুঝতে পারে, অন্য কোন যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না।

ডাক্তারবাবুরা খুশি হ'য়ে বিদায় নিলেন। Civil Surgeon যাবার সময় বললেন—আপনার কথাগুলির মধ্যে বেশ একটা নূতনত্ব আছে। কথাগুলি খুব rational (যুক্তিযুক্ত), practical (বাস্তব) ও appealing (হৃদয়গ্রাহী)। ধর্ম্মকে এইভাবে যদি represent (ব্যাখ্যা) করা হয়, তাহ'লে আমাদের মত কর্ম্ম-ব্যস্ত সাধারণ সংসারী মানুষের খুব উপকার হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম জিনিসটাই বাস্তব জীবনের জন্য।

পরে বললেন—ফাঁক পেলেই আসবেন। ফাঁক অবশ্য পাওয়া যায় না। ফাঁক ক'রেই আসবেন।

এরপর একটি ছেলে এসে প্রণাম ক'রে বলল—আজ আমার জন্মদিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—মা-বাবাকে প্রণাম করেছিস্ ?

ছেলেটি বলল—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা-বাবাকে খুশি রাখবি। মা-বাবাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে পরমপিতাও সন্তুষ্ট হন।

একটু পরে বললেন—তোর বয়স ক'বছর হ'লো ?

ছেলেটি বলল—১২ বছর।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—এইতো মানুষ হ'য়ে উঠলি আর কি ? এমন মানুষ হওয়া চাই যে, যেখানে যাবি তোকে পেয়ে লোকে যেন ব'র্ত্তে যায়।

ছেলেটি খুশিতে টইটুম্বুর হ'য়ে উঠলো। আর-একবার প্রণাম ক'রে হাসিমুখে বাড়ী ফিরে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বাঁধের কাছে চৌকিতে এসে বসেছেন।

ইয়াদালী এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করলেন—সকালে কোনে গিছিলি ?

ইয়াদালী—বাজারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হ'লো। মেঘ ডাকে কোন্ দিক্ ? দেখ্ তো বৃষ্টি হবে নাকি এখানে। ভাল ক'রে পরখ ক'রে দেখে এসে ক'বি। তোর আন্দাজ খুব ঠিক হয়।

ইয়াদালী খুশি মনে মাঠের দিকে নেমে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ শুয়ে পড়লেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী) কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর প্রীতিপ্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি চুনীদার চোখেমুখে নিবদ্ধ। ঐভাবে শুয়ে-শুয়েই

ললিত ভঙ্গীতে মধুর-কণ্ঠে গান ধরলেন—'লোকের কথা নিস্ নে কানে, ফিরিস্ নে আর হাজার টানে।' পরক্ষণেই গান বন্ধ ক'রে করুণ-কোমল কণ্ঠে বললেন—লাগ্, আর সময় নষ্ট করিস না। লোক জোগাড় কর।

চুনীদা—তুকটা তো বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুক হ'লো—

'বেছে বেছে আত্মীয় সন্তান সহৃদয় বুদ্ধিমান
সযতনে কাছে ডেকে এনে তুষিবে মিষ্টভাষে।
তার সংসার-সমাচার শুধাইবে সবিস্তার
মনোযোগ ক'রে আদর-যতনে উত্তর শুনিবে তার।
দুঃখের কথা অপরে বলিলে লঘু হয় দুঃখভার
দরদীর সাথে মৈত্রী ঘটিতে বিলম্ব হয় না আর।
মৈত্রী যখন জমিয়া আসিবে তখন বুঝাবে তারে
দেবতা ভুলিলে ধর্ম্ম ভুলিলে দুঃখ আসিয়া ধরে।
সময় বুঝিয়া সাধনার পথ ধরাইয়া তারে দিবে
বাকী যাহা কাজ আমিই করিব মোর কাছে পাঠাইবে।

—এর মধ্যে সব কথাগুলি আছে।

ইতিমধ্যে কেষ্টদা এসেছেন। তিনি বললেন—একটা নাংলা মানুষও বুঝতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেবারে।

চুনীদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাইরে কোন-কোন জায়গায় কর্ম্মীদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হওয়া অসম্ভব কিছু না। কিন্তু তোমরা যদি শান্তিসংস্থাপকের কাজ কর, তাহ'লে অনেক ক্ষেত্রেই মিটমাট হ'য়ে যেতে পারে। আর, তা' করতে গেলে কোন এক পক্ষের কথা শুনে, অন্যের সম্বন্ধে একটা opinion (ধারণা) form (গঠন) ক'রে ব'সো না। উভয়পক্ষের কথাই ভাল ক'রে শুনে সামঞ্জস্য যাতে হয় তাই ক'রো। গোলমাল মিটাতে গেলে পক্ষপাতিত্বের ঊর্দ্ধে থাকতে হবে। Be out and out for the principle, then you will be for all (তুমি সর্ব্বতোভাবে আদর্শের জন্য হও, তাহ'লেই সবার জন্য হবে)।

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু সংখ্যক কর্ম্মী আছে যারা আপনার নির্দ্দেশমত কর্ম্মী সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারাও পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—They have a mind, but no venture (তাদের মন

আছে, কিন্তু সাহসিকতা নাই)। বেপরোয়া ও নাছোড়বান্দা না হ'লে এ-সব কাজ হয় না। কারও কি এমন অবস্থা হয়েছে যে না-পারার অশান্তির জ্বালায় আহার-নিদ্রা ভাল লাগছে না? অতোখানি উম্মাদনা জাগলে, পরমপিতার দয়ায় তখন অসম্ভব রকমের যোগাযোগ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে এসে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুসময় চুপচাপ কাটালেন। হঠাৎ বললেন, লিখবি নাকি?

পরক্ষণেই বললেন—

সকল মতের একটিই পথ
শুধু রকম ফের,
রং-রকমের তালবেতালে
চলছে কালের জের।

ছড়াটা ব'লে জিজ্ঞাসা করলেন—ক'টা বাজে?

প্রফুল্ল—আটটা পনের।

স্বগতভাবে বলছেন ঠাকুর—যত রকমারিই থাক, মানুষের চিরদিনের চাহিদা হ'লো সত্তা-সম্বর্দ্ধনা। সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পথই একমাত্র পথ। হাজারো মতের আবর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে মানুষের থেই হারিয়ে যায়, বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। তখন পরমপিতার দূত এসে বলেন—'I am the way, the truth, the goal, none can come to the Father but by me' (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই গন্তব্য, আমার মধ্য দিয়ে ছাড়া কেউ পরমপিতাকে পায় না)। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' দুনিয়ার রং-চং-চটকে মানুষ মোহিত হ'য়ে যায়, বিরাট সত্তাটা ছোট হ'য়ে থাকে। এই আত্ম-খর্ব্বীকরণ ছুটে যায় মানুষ যখন নরদেহী নারায়ণকে পায়। মায়া মানে তাই যা' মানুষকে সীমিত ক'রে রাখে, খাটো ক'রে রাখে। বড় হওয়ার একমাত্র পথ হ'লো—ইষ্টের interest (স্বার্থ)-এর সঙ্গে actively identified (সক্রিয়ভাবে একীভূত) হওয়া। ওতে স্বার্থপর অভিভূতি ও পরিকল্পনা, যা' কিনা মানুষকে ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, তা' খ'সে পড়ে।

সতুদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেঞ্চটা নিয়ে এসে বস।

সতুদা খানিকটা দূরে বসলেন। জায়গাটায় গাছের ছায়া পড়েছে, তাই অন্ধকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—এগিয়ে আয়, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

সতুদা এগিয়ে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতুদার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। হাসতে-হাসতে বললেন—"I have come not to destroy but to fulfil" (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে নয়)।

(হয়তো সতুদার মনোগত কোন প্রশ্নের জবাব দিলেন)।

সতুদা লজ্জিত ভঙ্গীতে মাথা নীচু ক'রে রইলেন।

কেষ্টদা—রামকৃষ্ণ-কথামৃতে আছে, ভালমন্দ ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। এ-কথার তাৎপর্য্য কী? ঈশ্বর কি মন্দও করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা general (সাধারণ) কথা। ঈশ্বর জীবজগতের স্রষ্টা। তিনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। তার অপপ্রয়োগে আমরা মন্দের সৃষ্টি করি। তিনি ever good (চির-মঙ্গলময়)। তাঁর প্রতি বিমুখতাই সমস্ত মন্দের উৎস। তবে মন্দও আর মন্দ থাকে না যদি ঐ মন্দ পরমপিতার সেবায় apply (প্রয়োগ) করতে পারি। হনুমান রামচন্দ্রের ইচ্ছা পূরণের জন্য লঙ্কাদহন, রাবণের মৃত্যুবাণ চুরি ইত্যাদি কত কী করেছিল! তথাকথিত এই সব মন্দ কাজও কিন্তু পুণ্যকাজ হ'য়ে দাঁড়ালো—ভগবান রামচন্দ্রের জন্য করা হয়েছিল ব'লে। কারণ, ভগবান রামচন্দ্র হলেন সৎ অর্থাৎ সত্তা-সম্বর্দ্ধনার মূর্ত্ত-বিগ্রহ।

বেশ গরম মনে হচ্ছিল।

কেষ্টদা বললেন—সামনের দিকে যাবেন নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদিকে গেলে কথা ক'মে যায়।

প্রফুল্ল—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকা যে! Ripple (তরঙ্গ)-গুলি ওখানে ক'মে আসে।

প্রফুল্ল—বন্ধ জায়গায় কি চিন্তা ভাল ক'রে করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল! তাতে এত ripple (তরঙ্গ) ওঠে যে ধরা যায় না, chaotic (বিশৃঙ্খল) হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই থিয়েটার করিস্‌নি বুঝি!

সতুদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বীরেন মৈত্রদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই করেছিস্‌?

বীরেনদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসে?

বীরেনদা—কর্ণার্জ্জুনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও! কর্ণার্জ্জুনের মধ্যে শকুনির পার্ট তারা যা' করত সে

wonderful (বিস্ময়কর), অমনটি আর দেখব না।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন—Fenn কবে আসবে ?

কেষ্টদা—তাড়াতাড়িই আসবার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের পেটে হাত দিয়ে দেখিয়ে কেষ্টদার দিকে চেয়ে বললেন—পেটটা আজ ভার হয়েছে।

কেষ্টদা—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-বেলা মনে হ'লো, সতু আসলো না, ওর হ'য়ে খাই। খাওয়া বেশী হ'য়ে গেল।……ব'লে রহস্যজড়িত ভঙ্গীতে একটু হাসলেন।

এইবার বললেন—সুপারি দাও।

সরোজিনী-মা হাতে সুপুরি দিলেন।

সুপুরি মুখে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর গামছা দিয়ে হাত ও মুখ মুছে ফেললেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্মৃতিবাহী চেতনা যদি থাকে, কোন গোল থাকে না। একজনের একার স্মৃতিবাহী চেতনা হ'য়ে কিন্তু সুখ নেই। আমি যাদের ভালবাসি, যাদের নিয়ে আমি, তাদের সবাইকে নিয়ে যদি আমার স্মৃতিবাহী চেতনা হয়, তাহ'লে শোকে কাতর হওয়া লাগে না। জানি, আবার পরস্পরের দেখা হবে, পরস্পরকে চিনব, উপভোগ করব। চেহারা বদল হ'য়ে যাবে, কিন্তু identity (আত্মস্বরূপ)-সম্বন্ধে consciousness (চেতনা) ঠিক থাকবে। মৃত্যু এই জীবনের স্মৃতি ও চেতনার উপর full stop (পূর্ণচ্ছেদ) টানতে পারবে না।

একটি দাদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানতে প্রবল প্রতিপক্ষের কারসাজিতে আসামী ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছেন। সেই সম্পর্কে কথা উঠলো।

একজন বললেন—বড় লজ্জার কথা। পুলিসে টানা-হ্যাঁচড়া করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন—লজ্জা কি রে ? এ তো university (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর degree (উপাধি) convocation (সমাবর্ত্তন)। যে-কুৎসিত পরিবেশে আমরা বাস করি, সেখানে অসতের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে এ-সব পুরস্কারের জন্য তৈরী থাকতে হবে। এতে মন কাবু হ'লে বুঝতে হবে ভিতরে গলদ আছে। তবে স্থান, কাল, পরিস্থিতি বুঝে সুকৌশলে চলা ভাল, যাতে অযথা বিধ্বস্ত হ'তে না হয়। কিন্তু যতই সাবধানতা অবলম্বন করা যাক্, সৎপন্থী যারা তাদের শক্তি ও সংহতি না-বাড়া পর্য্যন্ত তাদের উপর বিপদ বহাল থাকবেই। তাই আমি অত ক'রে দীক্ষা বাড়াবার কথা কই। সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্টিপ্রহরী ও ধর্ম্মরক্ষীও বাড়ান লাগে। তারা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিবিরোধী চলন কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। তাদের ভয়ে তখন দুষ্টপ্রকৃতির লোকগুলি অনেকখানি সামাল হ'য়ে

চলতে বাধ্য হবে।

অনিলদা (সরকার)—কেউ যদি দীক্ষা না নেয়, অথচ আপনার নীতিগুলি মেনে চলতে চেষ্টা করে ও আপনাকে ভালবাসে, তাহ'লে অসুবিধা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেমনতরভাবে যে principle-এ (আদর্শে) যতখানি well-adhered (সুনিষ্ঠ), ততখানি fire (আগুন) ও ignition (দীপ্তি) সৃষ্টি হবে তোমাতে। Adherence (নিষ্ঠা)-এর সঙ্গে থাকে disciple (শিষ্য) হওয়া। Disciple (শিষ্য) হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে discipline (শৃঙ্খলা) automatic (স্বতঃ) হ'য়ে ওঠে। শিষ্যত্বের বুদ্ধি না থাকলে, নিজের পছন্দের বিরোধী নির্দ্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে ইচ্ছা করে না। বেছে-বেছে নিজের পছন্দসই নির্দ্দেশগুলি পালন করতে ইচ্ছা করে। নেশা থাকা সত্ত্বেও নিজের চাহিদা ও পছন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যেখানে, সেখানে overrule (অমান্য) করার বুদ্ধি থাকে। Sonship (সন্তানত্ব)-এর idea (ধারণা)-ও যথেষ্ট নয়, ওর মধ্যেও vanity (দম্ভ) থাকে, যদি sonship (সন্তানত্ব)-এর সঙ্গে discipleship (শিষ্যত্ব) না থাকে। বিবেকানন্দ বলেছেন—"Carrying out the commands of the Guru without the least hesitation or doubt is the only way to spiritual success." (দ্বিধা ও সন্দেহের লেশমাত্র না রেখে গুরু-আজ্ঞা পালন করাই আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্যের একমাত্র পথ)। শিরদার তো সরদার। তুমি যদি surrender (আত্ম-সমর্পণ) কর, অন্যেও তোমাকে মেনে চলতে প্রেরণা পাবে। তা' না ক'রে উপদেশ দিলে সে-উপদেশ মেনে চলার আগ্রহ সঞ্চারিত হবে না অন্যের ভিতরে। বাধ্যবাধকতায় কেউ যদি মেনে চলেও, তা'ও তার কাছে drudgery (বিরক্তিকর খাটুনি)-র মত মনে হবে। যেই তুমি adhered (নিষ্ঠাসম্পন্ন) হ'লে, সেই vanity (দম্ভ) goodnight করলো (বিদায় নিল)। তখন আসবে glorious pride for principle or principal (মূর্ত্ত আদর্শের জন্য গৌরববোধ)। ওকে বলে আভিজাত্য। আমি অমুক মানুষের ছেলে, অমুক আমার spiritual father (ধর্ম্মদ পিতা)—আমি কখনও খারাপ করতে পারি না। আভিজাত্যের নিদর্শন হ'লো উন্নত আচরণ। আভিজাত্য হ'লো elixir of life (জীবনের নির্য্যাস)। আভিজাত্য মানে এ নয় যে তুমি নিজেকে বীরেনের থেকে বড় ব'লে প্রতিপন্ন করার জন্য ওর সঙ্গে ঝগড়া করছ বা ওর সম্বন্ধে ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তি করছ।

নবাগত একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—আদর্শানুরাগের বলে কি আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ইত্যাদি শারীরিক প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় ? সুভাষবাবুর কথা শুনেছি, তিনি নাকি কয়েকদিন পর্য্যন্ত না ঘুমিয়ে, বিশ্রাম না নিয়ে ক্রমাগত হেঁটেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভিতর অফুরন্ত শক্তির উৎস আছে। শুভ-সম্বেগের ফলে vital flow (প্রাণন-প্রবাহ) যদি unresisted (অবাধ) হ'য়ে এগিয়ে চলে, তখন অসম্ভব সম্ভব হয়। কতদিন কতরাত্রি পবিত্র উন্মাদনার স্রোতে ভেসে চ'লে যায়, ঘুম যে হয়নি তা' মনেই হয় না। শরীরও তাতে খারাপ করে না। নেশা এইশানু জিনিস। কীর্ত্তনের যুগে মাসের পর মাস ঐ ভাবে কেটে গেছে। সে এক ভূতানন্দী ব্যাপার! তবে সাধারণভাবে যুক্তাহার-বিহার হওয়াই ভাল। শরীরকে যদি দীর্ঘদিন তার প্রাপ্য না দেওয়া যায়, সে বেঁকে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে শরীরের সহনপটুতাও প্রচুর পরিমাণে বাড়ান যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ৩১। ৫। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাঁধের পাশে চৌকীতে ব'সে আছেন। খুব গরম পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খালি গায় আছেন। পাখা দিয়ে হাওয়া করা হ'চ্ছে। তবু মাঝে-মাঝে ঘেমে উঠেছেন এবং কিছু সময় অন্তর-অন্তর গামছা দিয়ে তাঁর গা মুছে দেওয়া হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার হাসতে-হাসতে বললেন—শীতের সময় মনে হয়, কবে গরম আসবে। এখন গরম এসে গেছে, কিন্তু এতেও সুখ নেই। মানুষের সুখ আর হয় না। তবে গরমে যত কষ্টই হো'ক—এ কথা আমার কখনও মনে হয় না—আবার কবে শীত আসবে!

সতুদা (সান্যাল) বললেন—আমার কিন্তু শীতই ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা চ্যাংড়া মানুষ, রক্তের জোর আছে। তোদের কথা আলাদা। (ব'লে চারিদিকে একবার কৌতুকসুন্দর দৃষ্টিতে চাইলেন)।

শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), অনিলদা (সরকার), অরবিন্দদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি পাশে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দমধুর ভঙ্গী দেখে সবার মুখেই হাসি ফুটে উঠলো।

অরবিন্দদা নেতাজীর প্রেরণাসন্দীপী আলাপ-ব্যবহার ও চালচলন-সম্বন্ধে গল্প করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে শুনতে-শুনতে বললেন—Sincerity (আন্তরিকতা) থাকলে ঐ রকম হয়। ভিতরে যদি একটা ardent desire (ব্যগ্র ইচ্ছা) না থাকে, বাইরে ঐ ভাবের অভিব্যক্তিসূচক চালচলন কিছুতেই ফুটে ওঠে না, এবং তাতে achieving run (অধিগমনী চলন) হয় না। যদি তোমার সমস্ত complex (প্রবৃত্তি) concentrated (একাগ্র) না হয় to fulfil your purpose (তোমার

উদ্দেশ্যের পরিপূরণে), তাহ'লে কখনও বাইরের লোকেরা adhered (মিলিত) হবে না তোমার সাথে তোমার purpose (উদ্দেশ্য) fulfil (পরিপূরণ) করতে।

প্রফুল্ল—যদি কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার সমস্ত প্রবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, তবে কি পরিবেশ আমার সঙ্গে জড় হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যাদের উদ্দেশ্যের মিল আছে, তারাই আসবে। মানুষ কায়মনোবাক্যে যখন কিছু করে এবং ক'রে কৃতকার্য্য হয়, তখন তার ভিতর একটা শক্তি, অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রত্যয় গজায়। অমনতর যারা চায়, তারা তার কাছে ভেড়ে। একজন যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদে পড়াশুনায় কৃতী হয়, আরো কত ambitious (গর্ব্বেপ্সু) ছেলে তার বুদ্ধি, পরামর্শ ও সান্নিধ্যলাভের জন্য লালায়িত হ'য়ে ওঠে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিশেষ-বিশেষ কাজে বিশেষ সাফল্য লাভ করা এবং সামগ্রিকভাবে জীবনে সফল হওয়া—এ দুটোর মধ্যে কিন্তু ঢের তফাৎ। বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে কৃতী হ'য়েও অনেকে জীবনে কৃতকার্য্য ও সুখী হ'তে পারে না। আবার, সামান্য যোগ্যতা নিয়েও অনেকে মোটের উপর সফল ও সুখী হয়। এর জন্য চাই একটা consistent goal (সুসঙ্গত লক্ষ্য) এবং আমার যতটুকু শক্তিসামর্থ্য আছে, তার তদভিমুখী meaningful adjustment (সার্থক নিয়ন্ত্রণ)। তাতে চারিত্রিক গুণগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হ'য়ে একটা জীবনীয় সংহতি লাভ করে। এরই ক্রমপরিণতিতে আসে wisdom (প্রজ্ঞা)। তার মধ্যে জেল্লা না থাকতে পারে, কিন্তু জীবনীয় সম্পদ্ থাকে অফুরন্ত। আজকালকার শিক্ষা ambition (গর্ব্বেপ্সা) জাগায় কিন্তু সত্তাসম্বর্দ্ধনী সম্পদ্ আহরণের কৌশল শেখায় না। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্যই ছিল সত্তাকে সব দিক-দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা। আর, তার মূলে ছিল আচার্য্যানুরাগ। আচার্য্য মানে, যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন। শিক্ষার উচ্চ লক্ষ্য যার চরিত্র ও আচরণে ফুটে ওঠেনি, কিংবা তা' যে নিজের জীবনে প্রতিফলিত ক'রে তুলতে প্রয়াসশীল নয়, তার শিক্ষকতার পূত আসন কলঙ্কিত করা উচিত নয়। কারণ, তার কাছ থেকে ছাত্র কথা পেতে পারে, কিন্তু জীবন পাবে না। জীবন তো পাবেই না বরং অপজীবনের দৃষ্টান্ত পাবে।

কথাগুলি বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর চিন্তাকুল ও গম্ভীর হ'য়ে উঠলেন। একটা গভীর উদ্বেগের চিহ্ন প্রকট হ'য়ে উঠলো তাঁর চোখে-মুখে। আলাপ-আলোচনা এখানেই স্থগিত হ'লো।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ১।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাঁধের পাশে চৌকীতে সভা আলো ক'রে ব'সে আছেন। চোখে-মুখে তাঁর আনন্দের দিব্যদ্যুতি, বিশ্বগ্রাহী স্নেহের আকুল আর্ত্তি। তাঁর সমগ্র সত্তা যেন বলছে—'কে কোথায় আছিস্, ছুটে আয়'। তাঁর নীরব আহ্বান বিশ্বের অন্তর মথিত ক'রে তুলেছে। তাইতো সাত-সমুদ্র তের-নদী পারের কোন্ সুদূর মার্কিণ মুলুকের অভিজাত যুবকের দল তাঁর পায়ের তলায় এসে জুটেছেন তাঁর অপরিমেয় ভালবাসার স্পর্শে জীবনকে মধুময় ও শান্তিময় ক'রে তুলতে। এই আসরেই ব'সে আছেন তাঁদের কয়েকজন—যথা স্পেন্সারদা, হাউসারম্যানদা, মরম্যানদা, ফেনদা ইত্যাদি। ছোড়দা এসে দাঁড়িয়েছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), হরিদা (গোস্বামী), রাজেনদা (মজুমদার), গোপেনদা (রায়), ইন্দুদা (পাল), সুরেনদা (মোদক), জিতেনদা (রায়), বলরামদা (ঘোষ), সুরেনদা (ভৌমিক), ক্ষিতীশদা (দাস), হরিদাসদা (ভদ্র), মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সন্তোষদা (মুখোপাধ্যায়), গোপালদা (ঘোষ-শাস্ত্রী) ইত্যাদি অনেকে এবং আশ্রমের মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। একটা গনগনে স্ফূর্ত্তির হল্কা বইছে যেন জায়গাটায়।

স্পেন্সারদা এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা থেকে গারফিল্ডের জীবনী প'ড়ে শোনাচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গারফিল্ড life-এ (জীবনে) খুব struggle (সংগ্রাম) করেছিল, result (ফল)-ও পেয়েছিল, বড়ও হয়েছিল, কিন্তু results (ফলগুলি) যদি adjusted (বিন্যস্ত) না হয়, অর্থাৎ আমাদের যদি goal-এ (লক্ষ্যে) নিয়ে না যায়, তবে সে result (ফল)-এর কোন মূল্য নেই। A paramount struggler is not necessarily a paramount man (একজন শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী যে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ এমন কোন কথা নয়) যদি কিনা তার পিছনে কোন divine principle (ভাগবত আদর্শ) না থাকে।

'আইছিস্! এই দিকে আয়!' সতুদাকে দেখে বললেন—'তোর সেইদিনের কথায় আমার যা' মনে হয়েছিল, সেই কথাই বলছিলাম। সতু বলছিল—একজন খুব ভাল খেলে, লম্বালম্বা, উঁচু-উঁচু, দারুণ-দারুণ বল মারে, লোকে খুব হাততালি দেয়, তার মানে এ নয় যে সে গোল দিতে পারে, ওতে আলাদা trick (কৌশল) লাগে।... সাধুপন্থায় উদ্দেশ্যসাধনে কে কতখানি পটু, তাই দিয়েই হয় দক্ষতার পরিমাপ।

প্রফুল্ল—সে দিক-দিয়ে অবতার-পুরুষদের জীবনও তো unsuccessful (অকৃতকার্য্য) বলা চলে। তাঁরা মানবজাতির মধ্যে যে আদর্শ-সংস্থাপনার জন্য

আসেন, তার কতটুকু বাস্তবে রূপ-পরিগ্রহ করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরা এত আলো দিয়ে যান যে তাঁরা চলে গেলেও একটা অভ্যুদয়ী মন্বন্তরের কাজ হ'তে থাকে।

কেষ্টদা—এইতো সেদিন রামকৃষ্ণদেব এসে গেলেন। তবু আমাদের দেশ এত দুর্নীতি ও দুর্দশাগ্রস্ত কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটা করেছি ততটা পেয়েছি। আর, আজ যে problem (সমস্যা), সে তাঁকে না-মানার দরুন। তিনি পানের ডিবে হাতে ক'রে নিয়ে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে যা' করলেন, তার ঢেউ আজও বইছে। তাঁর দিকে চেয়েই chaos (বিশৃঙ্খলা)-এর মধ্যে cosmos (শৃঙ্খলা) ফুটে ওঠে।

কেষ্টদা—অবস্থা দিন-দিন খারাপ হ'য়ে চলেছে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কথা না-পালায় খারাপ হয়েছে। তবে এখনও এই দুর্দিনে তাঁরই কথা মনে পড়ে, সেখানেই পথ পাই।

কেষ্টদা—Success (সাফল্য)-টা কি শুধু individual (ব্যক্তিগত) ব্যাপার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Individual (ব্যষ্টি) নিয়েই collective (সমষ্টি)। যত বেশী individual (ব্যক্তি) যতখানি successful (কৃতকার্য্য) হয়, তার ভিতর-দিয়ে collective success (সমষ্টিগত কৃতকার্য্যতা) সেই পরিমাণে এগিয়ে যায়। সবটারই আরো আছে। Individual success (ব্যষ্টিগত সাফল্য) বাদ দিয়ে collective success (সমষ্টিগত সাফল্য)-এর দাম নেই। আবার, individual (ব্যক্তি)-গুলি successful (কৃতকার্য্য) হওয়া সত্ত্বেও যদি mutually fulfilling (পারস্পরিকভাবে পরিপূরণশীল) না হয়, তাহ'লে collective success (সমষ্টি-গত সাফল্য) জিনিসটা ফুটে ওঠে না। অমনতর সংহতিহীন বেদরদী পরিবেশে ব্যক্তির পক্ষেও success (সাফল্য) attain (লাভ) ও maintain (রক্ষা) করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। দেশকে একাদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাটাই হ'লো leaven of individual and collective success (ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সাফল্যের দম্বল)। এইজন্যই দীক্ষা বাড়াবার কথা বলি। আদর্শানুরক্ত ক'রে তোলার কথা বলি। পাঁচটি সহোদর ভাইয়ের প্রত্যেকে যেখানে স্বতন্ত্রভাবে এবং সকলে মিলে সমবেতভাবে বাপ-মায়ের পিছনে দাঁড়ায় না, সেখানে তারা পরস্পরের পিছনে দাঁড়াবে—এমনতর আশা করা দুরূহ। পরিবারে যেমন মা-বাপ, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক জীবনে তেমনি গুরু-পুরুষোত্তম।

কেষ্টদা—ইংরেজ-জাতির মধ্যে যেমন শত-শত বৎসর ধ'রে একটা সমষ্টিগত ও জাতিগত উন্নতির ধারা বজায় রাখার ইতিহাস আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশে

বহু উন্নত ধরণের ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও ঐ রকম সমষ্টিগত উন্নতির নিদর্শন তো কোন যুগে দেখতে পাই না !

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজশক্তি যেখানে আদর্শনিষ্ঠ হয়, সেখানেই ঐ রকমের উন্নতির সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। আমাদের দেশেও অশোকের সময় খুব হয়েছিল। Eugenic disturbance (সুপ্রজননগত গোলমাল)-এর দরুন তা' maintained (রক্ষিত) হ'তে পারেনি। ইংরেজ-জাতির মধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখেন গিয়ে ওদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠা যাকে বলে তা' এবং বিবাহ-বিধি বোধহয় অনেকখানি ঠিক আছে। এই tradition (ঐতিহ্য) যতদিন বজায় থাকবে, ওদের উন্নতি কেউ রুখতে পারবে না। ধর্ম্মপ্রাণতার একটা প্রধান লক্ষণ হ'লো অন্যকে বাঁচিয়ে রাখা ও বড় ক'রে তোলার চেষ্টা। এই দিক দিয়ে খাঁকতি থাকলে ধর্ম্ম সেখানে খুঁতো হ'য়ে পড়ে। তা' আত্মরক্ষাকেও বিব্রত ক'রে তোলে।

কেষ্টদা—কেবলই ভাবি—এত মহাপুরুষ দুনিয়ায় এসে গেলেন, তবু কেন দুনিয়ার এই অবস্থা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যুর একটা শেষ আছে, কিন্তু জীবনের শেষ নেই। বেঁচে থাকলে জীবনের আরো নিভে যায় না। বেঁচে আছি অথচ আরো নেই, সে হয় না। আরোর পথ নিত্য খোলা। ভুল যদি ধ'রে ফেলি এবং ঠিক কোনটা তা' যদি বুঝি আর তা' অনুসরণ করতে যদি কৃতসংকল্প হই, আমাদের ঠেকায় কে ? দুটো-চারটে মানুষের মাথায় ও চলনচরিত্রে জিনিসটা ঠিকমত ধরলে পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে যেতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সতুদাকে বললেন—লোক-হৃদয়ের অভিনন্দন হ'লো মানুষের crown (রাজমুকুট)। মানুষ ম'রে গেলেও তার এ crown (রাজমুকুট) থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ গেছেন, দেশবন্ধু গেছেন, কিন্তু তাঁদের crown (রাজমুকুট) যায়নি।

এখন রাত আটটা। কিছু সময় আগে থেকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তাতে গরমটা একটু কম পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে গল্প করছেন। ভেল্কুর কথা উঠলো।

একটি মা বললেন—ওর কপাল খুব ভাল। বেশ ভাল ঘরে পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরিত্র কপালের লক্ষণ তো ! আর, সে-চরিত্র যেখানে চলতে পারে, সেখানেই যায়।

পণ্ডিত—অনেক সময় দেখা যায়—একজনের কথা খুব মনে হ'চ্ছে, তার ওখান থেকে যাবারই সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ পাশ দিয়ে চ'লে গেল, একটা গানের

লাইন হয়তো মনে-মনে ভাবছি, সেই লাইনটাই পাশে একজন গাইতে সুরু করলো। এমন কেন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tuning (একতানতা) হয়। আর-একজনের মন হয়তো নিষ্ক্রিয় ছিল, শূন্য ছিল, আমার মনের ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ তার মনের মধ্যেও আমার ভাবের কম্পন অনুরণিত হ'য়ে উঠলো। পাশাপাশি দুটো তার সমান টানে বাঁধা আছে, একটা inactive (নিষ্ক্রিয়) অবস্থায় আছে, আর-একটা actively (সক্রিয়-ভাবে) use (ব্যবহার) করা হ'চ্ছে, অর্থাৎ বাজান হ'চ্ছে। তাতে কিন্তু অন্যটাও আপনা থেকে বেজে উঠবে। Mental tuning (মানসিক একতানতা)-এর ফলে অনেক কিছু হয়। অভ্যাস করতে-করতে শক্তি বেড়ে যায়। দশ হাজার মাইল দূরে ব'সে একজন কী ভাবছে বা কী করছে তা' টের পাওয়া যায়। অনেকে তাস নিয়ে অভ্যাস করে। একজন হয়তো মনে-মনে পড়ছে, আর একজন সেইটেই জোরে-জোরে প'ড়ে যাচ্ছে। কত রকমারি যে করা যায় তার ইয়ত্তা নেই। আমার ছোটবেলায় ঐ রকম ভাব হ'তো, দারুণ মেঘ উঠেছে, ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হ'চ্ছে, যাকে বলে heavy shower (প্রবল বৃষ্টি)। Command (আদেশ) করতাম—আর বৃষ্টির দরকার নেই, হবে না বৃষ্টি, দেখতে-দেখতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে থেমে যেত। কেরামতি দেখাবার জন্য কখনও এরকম ভাবা বা বলা আসত না। লোকের সুখ-সুবিধার কথা ভেবেই চলা, বলা, করাটা যখন যা' হবার হ'য়ে যায়। লোকের ব্যারামে বলতাম 'নেই' ! সেই কথায় বিশ্বাস ক'রে কত কঠিন রোগী তাড়াতাড়ি সেরে উঠতো। একটা paralysis (পক্ষাঘাত)-এর রোগীকে এনে শুইয়ে দিল। জোরের সঙ্গে 'ওঠ' বলতেই উঠে পড়লো। একটা মরা তেলাপোকার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নাম করতেই তাজা হ'য়ে উঠলো। নাম ক'রে রোগ সারাবার ব্যাপার যথেষ্ট করা গেছে। এসব-সম্বন্ধে আমার একটা scientific attitude (বৈজ্ঞানিক মনোভাব) ছিল। কেন কী হয় আমি বুঝতাম। Miracle (অলৌকিক) কাকে বলে তা' আমি জানি না। আমি দেখি, জগতে যা'-কিছু ঘটে তা' কার্য্যকারণসূত্রে গাঁথা। কিন্তু অনেক অল্পবুদ্ধি লোক আছে যারা ইষ্টমুখী তপস্যার ভিতর-দিয়ে মনন, করণ ও জ্ঞানের পরিধি না বাড়িয়ে, সহজ-স্বাভাবিক কল্যাণকর দক্ষতার বিকাশ সাধন না ক'রে অলৌকিকভাবে পাওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেই আশঙ্কায় পরে ঐ সব ছেড়ে দিলাম। কারণ, মানুষ যদি পরমপিতার দিকে আকৃষ্ট না হয়, তবে কোন-কিছুরই দাম নেই। পরমপিতার উপর টান যদি ঠিক থাকে এবং তাঁর সেবার জন্য যদি বিশেষ স্থলে বিশেষ শক্তি বা বিভূতির application (প্রয়োগ) হয়, তাহ'লে কিন্তু দোষ স্পর্শে না।

একটু থেমে ঈষৎ হাসতে-হাসতে বললেন—কত অশৈলি কাণ্ড যে করিছি, মনে

পড়্‌লি হাসি পায়। সামনে দিয়ে শিয়াল যাচ্ছে, শিয়ালের মধ্যে ঢুকে গেলাম, তখন আমিই শিয়াল হ'য়ে গেছি। মনে হ'লো—রসগোল্লা খেয়ে আসি। পা দিয়ে বের ক'রে রসগোল্লা খেলাম। যা' ভাবছি, শিয়াল তাই করছে। মনে হ'চ্ছে, আমি খাচ্ছি। একদিন শকুনের সামিল হ'য়ে গেলাম। মনে হ'চ্ছে যেন শকুন হ'য়ে মরা গরু খাচ্ছি। স্বাদটা পরিষ্কার টের পাচ্ছি। হঠাৎ মনে হ'লো—এখনই যদি ম'রে যাই তবে তো শকুন হ'য়ে যাব। নিজেকে ফিরিয়ে আনলাম।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ২। ৬। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। ফেন্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (দাস), প্রমথদা (দে), নগেনদা (সেন), মিঃ মরম্যান, মিঃ ফেন প্রভৃতি এসে উপস্থিত হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে সাহেবদের-সম্বন্ধে বললেন—ওরা গরমে অভ্যস্ত না, ওদের হয়তো হজমে গোলমাল হ'তে পারে। ওরা যদি পছন্দ করে, ওদের রোজ একটু ঘোলের সরবৎ খেতে দেবেন।

প্রমথদা—আচ্ছা।

মিঃ মরম্যান কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ক্ষীণমনা যারা তাদের যাতে বংশবৃদ্ধি না হয়, সেইজন্য আমেরিকায় অস্ত্রপোচারের সাহায্যে তাদের জননশক্তি রহিত ক'রে দেওয়া হয়। এ-সম্বন্ধে আপনার কী মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুপযুক্ত যারা, তাদের বিয়ে না করাই ভাল। বিয়ে হ'লেও সংক্রমণযোগ্য চারিত্রিক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত যারা, তাদের সন্তান-সন্ততি না হওয়াই উচিত। কুজননে দেশ যত বিধ্বস্ত হয়, অমন আর কিছুতে হয় না। রাষ্ট্র বা সমাজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেশে তখন একটা সুস্থ উদ্বর্দ্ধনী আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে না। ঐ যা' করা হ'চ্ছে, ওর সঙ্গে-সঙ্গে জন্মগত প্রকৃতি ও সংস্কার-অনুযায়ী কর্ম্ম-বিভাগ ও বিবাহ-সংঘটন অর্থাৎ বর্ণ-বিধান দরকার। ওতে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য আসবে, আরো ভাল-ভাল মানুষ জন্মাবে, unemployment problem (বেকার-সমস্যা) থাকবে না, strike (ধর্ম্মঘট) ইত্যাদি বন্ধ হবে।......আমার মনে হয়, প্রত্যেক province (প্রদেশ) প্রত্যেক province (প্রদেশ)-এর জন্য, প্রত্যেক country (দেশ) প্রত্যেক country (দেশ)-এর জন্য যদি একটা emergency-fund (সঙ্কটকালীন তহবিল) ক'রে রাখে এবং পরস্পরের বিপদে-আপদে সাহায্য করে, তাতে পৃথিবীতে peace and growth (শান্তি ও উন্নতি) সহজ হ'য়ে উঠতে পারে। আমাদের duty (কর্ত্তব্য) হ'চ্ছে—প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি interested

(স্বার্থান্বিত) হওয়া ও প্রত্যেককে প্রত্যেকের প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) ক'রে তোলা। এই ধাঁধার সৃষ্টি করতে না পারলে শুধু আইন ক'রে কিছু হবে না। তখন সকলের বুকে বল বেড়ে যাবে। প্রত্যেকে জানবে তার নিরাপত্তার জন্য, তার সাহায্যের জন্য কত মানুষের, কত সংস্থার বুদ্ধি, চেষ্টা ও অর্থের তফিল খোলা আছে। মানুষ যেমন সংসারের দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করে, সংসারের পাঁচজনের জন্য অর্থব্যয় ক'রে খুশি হয়, উপভোগ করে, পরিবেশের জন্যও প্রত্যেকের সামর্থ্য-অনুযায়ী অমনতর কিছু-কিছু করা দরকার। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ দান সংগ্রহ ক'রে একটা national reserve fund for emergency-state (সঙ্কটকালীন জাতীয় সঞ্চিত তহবিল) ক'রে রাখা ভাল, যা' দিয়ে নিজেদের দেশের এবং অন্য দেশের আপদ প্রতিরোধ করা যায়। আর, আমার মতে individual independence ও individual enterprise (ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা) বাদ দিয়ে national independence (জাতীয় স্বাধীনতা)-এর কোন মানে হয় না। নিজেকে চাকর ভাবলে zeal ও urge (উৎসাহ ও আকুতি) জাগে না, growth (বর্দ্ধন)-এর tendency (ঝোঁক) খর্ব্ব হয়। অবশ্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকার ফলে কেউ যাতে কা'রও ক্ষতি করতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকবে অথচ পরস্পর পরস্পরের জন্য করবেই কি করবে, কেউ কা'রও ক্ষতি করতে গেলেই বাধা পাবে—এমনতর বিধানই best ও divine (সর্ব্বোত্তম ও ভাগবত)। বর্ণাশ্রমের principle (নীতি) যদি accurately ও scientifically (নিখুঁত ও বৈজ্ঞানিকভাবে) apply (প্রয়োগ) করা যায়, তাহ'লে এর কাছাকাছি যাওয়া যায়।

মিঃ মরম্যান—রাষ্ট্রের অধীনে কিছু-কিছু সম্পত্তি থাকা দরকার নয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—State (রাষ্ট্র) মানে যার উপর আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। শাসন-পরিচালনার জন্য যে-যে সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকা একান্ত প্রয়োজন, মাত্র সেইগুলিই রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত।

মিঃ মরম্যান—ধরুন, যেমন কয়লার খনি, তা' কি রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। রাষ্ট্রের কাজ হওয়া উচিত মস্তিষ্কের কাজের মত। রাষ্ট দেখবে যাতে মানুষগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি-সহকারে অস্তি-বৃদ্ধির পথে চলতে পারে। ভিতর বা বাইরের সংঘাতের দরুন তাতে কোন গোলযোগ হবার উপক্রম হ'লেই রাষ্ট্র তা' adjust ও control (নিয়ন্ত্রণ ও শাসন) করবে, প্রয়োজনমত resist (প্রতিরোধ) করবে।

মিঃ মরম্যান—খনি ইত্যাদির উপর যদি ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হয়, তাহ'লে তো রাষ্ট্রের বিপদ্ হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তির বাঁচাবাড়া পরিবেশের বাঁচাবাড়ার উপর নির্ভর করে। সে যতই করুক, যত বড়ই হো'ক, পরিবেশের বাঁচাবাড়াকে ব্যাহত করার সুযোগ তাকে না দিলেই হ'লো! আমি বলি, individual freedom and enterprise (ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও প্রচেষ্টা) যাতে যত ভাল হয়, সেইটেই state (রাষ্ট্র)-এর outlook (দৃষ্টিভঙ্গী) হওয়া উচিত।

মিঃ মরম্যান—আপনি সংহত ও শক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকার পছন্দ করেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সামগ্রিক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ ক'রে তুলতে যা' করা লাগে তাই করাই ভাল। সেইটেই হ'লো রাষ্ট্রের কাজ বা কর্ত্তব্য। Cruelly strict (নির্দ্দয়ভাবে কঠোর) হ'য়ে এইসব বিধি-বিধান রচনা করতে হয়। সমীচীন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। সত্যিকার ভাল যদি চাই, Lord (প্রভু)-কে জাগ্রত রাখতে হবে প্রত্যেকের মধ্যে, soul (আত্মা)-ও তখন সেই পরিমাণে up (উন্নত) থাকবে। তাতে নিজের ও পরিবেশের ভাল করার বুদ্ধি ও শক্তি বেড়ে যাবে প্রত্যেকের। শুধু সমীচীন ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমীচীন শাসনের ব্যবস্থা করলেই হবে না। মানুষের divine nurture (ভাগবত পোষণ)-এর দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে state (রাষ্ট্র)-কে। এটা রাষ্ট্রধর্ম্ম বা রাজধর্ম্মেরই অন্তর্গত। ধর্ম্ম বাদ দিয়ে জীবনের কোন কর্ম্ম নেই। ধর্ম্ম মানে তাই, যা'-দিয়ে অস্তি, সংহতি ও অভ্যুত্থান maintained (পরিপালিত) হয়। কোন কর্ম্ম যদি এই লক্ষ্য-অভিসারী না হয়, তবে তা' অপকর্ম্ম।

মিঃ মরম্যান—বৃদ্ধি মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃদ্ধি মানে to be up and up towards better (ক্রমাগত আরো আরো ভালর দিকে উন্নীত হওয়া)।

মিঃ মরম্যান—আমাদের লক্ষ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Eternal growth (অনন্ত বৃদ্ধি)। ঈশ্বর যেমন অনন্ত, আমাদের এগিয়ে চলাও তাঁর দিকে ব'লে তাও তেমনি অনন্ত। Cessation (ছেদ) ব'লে কোন কথা থাকবে না। তাঁর দিকে এগিয়ে চলতে অহংকারে বা অন্য টানে চলায় যদি cessation (ছেদ) আসে, সেখানেই satan (শয়তান) intervene (হস্তক্ষেপ) করে। আমরা চাই অমর হ'তে, ভগবানের আশিস-অভিষিক্ত হয়ে তাঁর অমৃত ও আনন্দ উপভোগ ক'রে চলতে—ভিতর ও বাইরের সব বাধাকে বিন্যস্ত ক'রে। আমরা এটা achieve (লাভ) করার জন্য generation after generation (বংশ-

পরম্পরায়) fight (যুদ্ধ) ক'রে চলব।

কেষ্টদা—Perfection (পূর্ণতা) ব'লে কি কিছু থাকবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Perfection (পূর্ণতা) কথাটা relative (আপেক্ষিক), এর কোন full-stop (পূর্ণচ্ছেদ) নেই। পরমপিতার দয়া আমাদের অন্তহীন সম্ভাবনার পথে টেনে নিয়ে চলেছে। মাঝপথে একটা জায়গায় perfection (পূর্ণতা)-এর দোহাই দিয়ে তাঁর পথে চলার আগ্রহ-আবেগকে খতম ক'রে তাঁর অফুরন্ত দয়ার উপভোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করা কি ভাল ?

তাঁকে সেবা ক'রে চলবার আবেগ-আকূতিকে কোনদিন কোন অবস্থায় নিথর হ'তে দিতে নেই। যতই চেষ্টা করা যাক, চলতি পথে মাঝে-মাঝে stagnation (নিশ্চল-ভাব) আসেই। তখন inner zeal ও urge (ভিতরের উৎসাহ ও আকূতি) বাড়িয়ে bigger jump (বৃহত্তর লাফ) দিতে হয়। এঁটে-বেঁধে তাঁর কাজে আরো তীব্র ও নিখুঁতভাবে লাগতে হয়, যাতে জড়তা কেটে যায়। মনের ওঠা-পড়ার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে ও-নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাঁর নির্দ্দেশিত কাজকর্ম্ম নিয়ে নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে থাকলে অজান্তে কোন্ সময় যে উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এসে যায়, তা' বলা যায় না।

মিঃ ফেন পৃথিবীর কোন-কোন রাজনৈতিক নেতার যুদ্ধবাজ মনোভাব-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর - War that leads to death is demon's boon, war for life is heaven's boon and Dharma is war for life (মৃত্যুবাহী যুদ্ধ শয়তানের বর, জীবনের জন্য যুদ্ধ ভগবানের বর, আর ধর্ম্ম হ'লো জীবনের জন্য যুদ্ধ)।

মিঃ মরম্যান - সারা পৃথিবীতে যে নিকৃষ্ট ধরণের মানুষের সংখ্যাধিক্য হ'চ্ছে, উৎকৃষ্ট ধরণের মানুষের সংখ্যা দিন-দিন ক'মে যাচ্ছে, এর প্রতিকার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে ঠিকমত হওয়া চাই। ইষ্টনিষ্ঠ, সৎ, সংযত, কৃতী, শ্রেষ্ঠ মানুষদের বিহিত অনুলোম তথা বহু-বিবাহের ফলে ধীমান ও দক্ষ লোকের সংখ্যা বাড়তে পারে। অপদার্থ, অযোগ্য, ক্ষীণমস্তিষ্ক, বাতুল, অপরাধপ্রবণ, বংশপরম্পরায় দুশ্চরিত্র, পরের অনিষ্টকারী ও কৃতঘ্ন যারা তাদের বংশবৃদ্ধির সুযোগ না থাকা ভাল, এর সঙ্গে চাই common ideal (অভিন্ন আদর্শ), সদ্দীক্ষা, সুশিক্ষা ও বর্ণাশ্রম। মানুষগুলিকে inter-interested (পরস্পরের প্রতি স্বার্থান্বিত) ক'রে তোলা চাই। যত কাজ হো'ক, prime (প্রথম) কাজ হ'লো যাজন, প্রত্যেকের অন্তরে Lord (প্রভু)-কে জাগ্রত ক'রে তোলা। সেই কাজ চালাতে হবে এন্তার। যাজনে-যাজনে

জগতের হাওয়াটা ঘুরিয়ে দিতে হবে।

ধনতান্ত্রিকতা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সব চাইতে বড় ধন হ'লো মানুষ, যারা আদর্শের জন্য মানুষ উপায় করে, পোষণ দিয়ে সেই মানুষগুলিকে সব দিক-দিয়ে বাড়িয়ে তোলে, তারাই সব চাইতে বড় capitalist (ধনতান্ত্রিক)। একেই বলে সার্থক capitalism (ধনতন্ত্র)। এইটেই হ'লো বামনাই ব্যবসা। সেবা দিয়ে ধনসম্পদের উপর যে অধিকার হয় ও যে ধন-সম্পদ সেবার কাজে লাগে সে capitalism (ধনতন্ত্র)-ও ভাল। কিন্তু অন্যের জীবনের বিনিময়ে মানুষ যখন যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থ-সম্পদ মজুত করার নেশায় ছোটে সে-ঐশ্বর্য্য পাপ-পঙ্কিল ও অপবিত্র। সকলের বাঁচা-বাড়ার পথ সুগম করবার জন্য ঋষি ও রাষ্ট্রের সেখানে হস্তক্ষেপ ক'রে ঐ অবস্থার প্রতিকার করা উচিত।

মিঃ মরম্যান—অনেকে সম্পদের উত্তরাধিকার-সম্বন্ধে কথা তোলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্তানের যদি পিতৃধনের উপর অধিকার না থাকে, তাহ'লে individual liberty (ব্যক্তিগত স্বাধীনতা) hampered (ব্যাহত) হয়। আমরা সন্ততি-ধারার ভিতর-দিয়ে existence (অস্তিত্ব) enjoy (উপভোগ) করি। আমি ভোগ করাও যা', আমার সন্তান ভোগ করাও তাই। সম্পত্তিও আমার সৃষ্টি, সন্তানও আমার সৃষ্টি। দুটোর মধ্যেই আমি আছি। আমি আমারটা পাব না কেন? শুনেছি, আমাদের দায়ভাগ-অনুযায়ী শ্রাদ্ধাধিকার ও পিণ্ডাধিকারের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার জড়ান আছে। সন্তান যেমন পিতার traits (চারিত্রিক গুণ) inherit করে (উত্তরাধিকার সূত্রে পায়), তেমনি পিতার property (সম্পত্তি) যা' কিনা তার পিতার traits (চারিত্রিক গুণ)-এর materialised effect (বাস্তবায়িত ফল) তাও পাবে। যে যাই পাক, তার সত্তাপোষণী ব্যবহার ছাড়া সত্তাবিরোধী ব্যবহার যাতে সে না করে, সেদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্মরজিৎদার (ঘোষ) উপর একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি সেই-সম্বন্ধে আশাপ্রদ চিঠি দিয়েছেন, চিঠিখানি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প'ড়ে শোনান হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বললেন—Optimist (আশাবাদী) হওয়া ভাল, কিন্তু indolent optimist (অলস আশাবাদী) হওয়া ভাল না। Optimism (আশাবাদিতা) যদি বিধিবদ্ধ চেষ্টাকে শিথিল ক'রে দেয়, তবে সেই ফাঁক দিয়ে কিন্তু কাজ পণ্ড হ'য়ে যেতে পারে।

সন্ধ্যা হ'য়ে এল। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ৩।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। তাঁর চোখেমুখে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। কাছে যেতে-না-যেতেই প্রাণমন উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। যতীনদা (দাস), সুরেনদা (সুর), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), ব্রজেনদা (ঘোষ), মিঃ হাউসারম্যান প্রভৃতি মহাসুখে তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করছেন। নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে।

সুপ্রজনন-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিয়ের ব্যাপারে শুধু একটা মানুষের ব্যক্তিগত গুণপনা দেখলে হবে না। দেখতে হবে তার বংশানুক্রমিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত বীজগত বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য্য কী ও কেমনতর। তাই, বংশ দেখা লাগে, কুল দেখা লাগে, কুলের আচার, আচরণ ও ঐতিহ্য দেখা লাগে। মেয়ে-পুরুষ উভয়ের কুলগত ও ব্যক্তিগত সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি দেখে বিয়ে দিতে হয়। কৃষির বেলায় তেমনি বীজ ও ক্ষেত্রের মিল ক'রে কৃষি করতে হয়। তাতেই ফল ফলে ভাল।

কৃষির রকমারি-সম্বন্ধে নানা কথা উঠলো।

এরপর মিঃ হাউসারম্যান জিজ্ঞাসা করলেন—ভিতর-দিয়ে ছাড়া কি প্রত্যয় লাভ করার অন্য কোন পথ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্ঠাবান ভক্ত যারা, কর্ম্মী যারা, জ্ঞানী যারা, করার ভিতর-দিয়ে যারা adjusted knowledge, experience ও conviction (সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়)-এর অধিকারী হয়েছে, তাদের সঙ্গে উঠলে-বসলে, আলাপ-আলোচনা করলে অনেকখানি লাভ হয়। নিজেদের কর্ম্মময় জীবন্ত অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে তারা অন্যের জীবনেও কতকগুলি জিনিস practical way-তে (বাস্তবভাবে) set ক'রে (বসিয়ে) দিতে পারে, অবশ্য যদি মানুষ receptive ও eager (গ্রহণেচ্ছু ও আগ্রহশীল) হয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানসঞ্জাত প্রত্যয় আসে আচরণ থেকে। আমাদের প্রত্যেকের কতকগুলি করা আছে, সে-সম্বন্ধে feeling (বোধ) আছে। সে-সব meaningfully adjust (সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রণ) ক'রে যে conclusion-এ (সিদ্ধান্তে) আসি, তাকে বলে conviction (প্রত্যয়)। Adjusted knowledge is conviction (সুবিন্যস্ত জ্ঞানই প্রত্যয়)। Adjusted knowledge (সুবিন্যস্ত জ্ঞান) grow ক'রে (বর্দ্ধিত হ'য়ে) যখন all aspects of life (জীবনের সমস্ত দিক) solve (সমাধান) করে, সেটাকে বলে wisdom (প্রজ্ঞা)।

মন্মথদা (দে) এসেছেন বরিশাল থেকে। তিনি যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সরাসরি সে-কথার উত্তর না দিয়ে স্নেহপূর্ণ গভীর কণ্ঠে বললেন—আপনাকে ওদিকে ওকালতি টানে, এদিকে আমি টানি। এই টানাটানির মধ্যে প'ড়ে

আপনার কষ্ট হয়—তাই না ?

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ-কণ্ঠস্বর থেকে স্নেহার্ত্ত জননীর মমতা ঝ'রে পড়ছিল।

মন্মথদা ও অন্য সবার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

মন্মথদা বুঝলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যেতে দিতে চান না। তাই চুপ ক'রে গেলেন।

মিঃ হাউসারম্যান—গৌরববোধ ও অন্তঃসারশূন্য অহমিকার তফাৎ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহমিকা জাগে ছোট আমিকে নিয়ে, ওর পিছনে থাকে প্রবৃত্তি-আবিষ্টতা। গৌরববোধ জাগে শ্রেয়কে নিয়ে, ওর পিছনে থাকে সত্তা-সংক্ষুধতা। 'তোমারই গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমারই রূপে'।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ৪।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুলতলায় এসে বসেছেন। হৃদয় নামক পাঁঠাটির খুব পেট খারাপ করেছে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মন ভারাক্রান্ত ও উদ্বিগ্ন। বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) ডেকে পাঠিয়েছেন।

বীরেনদা আসতেই বিষণ্নভাবে বললেন—সকালে হৃদয় আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, অমন তো কোনদিন করে না, তখনই মনে হ'লো ওর কোন কষ্ট হ'চ্ছে। সারা শরীরের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখলাম, পাছার দিকে তাকিয়ে দেখি, পাতলা গু। এখন একেবারে ধ্যাড়ধেড়ে বাহ্যি করছে। হৃদয়কে আপনার কাছে নিয়ে যেয়ে ভাল treatment (চিকিৎসা) করেন। ডাইরিয়া হয়েছে। ওকে সেরে তোলেন।

পরে ভগীরথদাকে (সরকার) ডেকে বললেন—হৃদয়ের ডাইরিয়া হয়েছে। আশ্রমের সামনে, ফিলান্থ্রপীতে ও অন্য যেখানে-যেখানে বাহ্যি করেছে disinfectant (সংক্রামক-রোগ-বিনাশক দ্রব্য) দিয়ে খুব ভাল ক'রে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা কর।

আশু ভাইকে (ভট্টাচার্য্য) ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—হৃদয় কোথায় ?

আশু—পোষ্ট অফিসের পিছনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে শুকনো জায়গায় নিয়ে যাও। ওখানে কষ্ট হবে।

ইষ্টসেবার কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—It is easy to die for God, but it is difficult to live for Him (ভগবানের জন্য মরা সহজ, কিন্তু তাঁর জন্য বাঁচা কঠিন)।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ৫।৬।১৯৪৬)

এখন বেলা আন্দাজ চারটে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে বসেছেন। গৌড়ীয় মঠের একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। তিনি ব'সে কথাবার্ত্তা

বলছেন। কাছে আশ্রমের অনেকেই আছেন। কৌতূহলী হ'য়ে কথোপকথন শুনছেন।

প্রশ্ন—বদ্ধজীবের উপায় কী? সে তো ভগবানের বিষয় কিছুই জানে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানকে জানুক না জানুক, গুরুকে ভালবাসলে হয়।

প্রশ্ন—ভক্তি যদি না জাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি যে দিয়েই দিয়েছেন পরমপিতা। ভক্তি আছে অজায়গায়, সরিয়ে নিয়ে কায়দামত জায়গায় ফেলতে পারলে হয়।

প্রশ্ন - গুরুর আরাধনার সঙ্গে পিতৃমাতৃ-সেবা কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাকেই ভালবাসি, তা' ইষ্টানুগ হ'লেই হ'লো। যে-ভালবাসা ইষ্টানুরাগকে ব্যাহত করে, তাই খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর খেপুদার বারান্দায় এসে বসলেন। স্পেন্সারদার মনে কতকগুলি প্রশ্ন জেগেছে, তিনি সেগুলি নিভৃতে সমাধান ক'রে নিতে চান। তাই কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও প্রফুল্ল ছাড়া আর সবাই উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমেই কেষ্টদার দিকে চেয়ে বললেন—আপনারা আমার চাইতে বয়সে ছোট, কিন্তু আপনাদের আপনি বলা ছাড়তে পারি না এবং সব সময় বড়র কাছ থেকে ছোট যা' আশা করে, সেইভাবে আশা ও আব্দার করি। আমি normally (স্বভাবতঃ) ভাবি—they are more educated. Me is always foolish, but I the Father am always wise (তারা বেশী শিক্ষিত। আমি সর্ব্বদা মূর্খ, কিন্তু পিতা আমি সর্ব্বদা প্রাজ্ঞ)। কাজল যেমন indulgence (প্রশ্রয়) চায়, আমিও তেমনি চাই। I am also an old Kajal (আমিও একজন বুড়ো কাজল)। স্পেন্সার ওরা indulgence (প্রশ্রয়) না দিলে আমি কিছুই বলতে পারতাম না। আমি যত বুদ্ধি করি, সাহস করি, আলোচনা করি, আমি সব সময় জানি, 'তোমারই গরবে গরবিণী হাম'। তোমরা আমাকে ভালভাস, তাই আমি তোমাদের কাছে বলি, বলতে পারি।

স্পেন্সারদা—আপনি এত ভাল যে মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও স্তুতি না ক'রে পারে না। আমি ভাবি—ঠাকুর এত ভক্তি-ভালবাসা পেয়েও নির্ব্বিকার থাকেন কেমন ক'রে? আমরা তো সামান্য মান-প্রতিপত্তিতেই অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার প্রতি যদি কেউ কিছু করে, আমি নিজে যেন তার প্রতিবিধান করতে পেরে উঠি না—তা' স্তুতি-নিন্দা যাই হো'ক না কেন। আমি পরমপিতাকে নিয়ে থাকি, তাঁর সেবা করি, স্তুতি-নিন্দার পিছনে ছোটা আমার কাজ নয়। আমার

মুখে পরমপিতার কথা শুনে, আমার পরামর্শ শুনে যদি কেউ উপকৃত হয় হো'ক। সে তো আমার মহাভাগ্য। যিনি ভগবানকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, তাঁকে ভালবাস—এ কথা না বললে অন্যায় করা হবে। মানুষের এ ছাড়া কল্যাণ নেই। ভালবাসা ও ভাল কওয়া সবারই ভাল লাগে, কিন্তু সে ভালবাসা ও ভাল কওয়া আমার ভাল লাগে না যা' Father (পরমপিতা)-কে ignore (উপেক্ষা) করে। Still I love Him and have pride of Love (তবু আমি তাঁকে ভালবাসি এবং প্রিয়ের গর্ব্বে গর্ব্বিত)।

স্পেন্সারদা—আপনি সাধারণতঃ কখন নামধ্যান করেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান আমাকে ধ'রেই থাকে, ছাড়ে না। যতদিন অস্তিত্ব থাকবে, সে যেভাবে যেখানেই হো'ক, ওটা সত্তায় গাঁথা হ'য়েই থাকবে। কিছুদিন চেপে ক'রে দেখ। তোমাদেরও এমন হবে। একে বলে সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করা।

স্পেন্সারদা—আপনাকে দেখলে মনে হয়—আপনি ভালবাসা পেলেই খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কই না 'ভালবাস'। কিন্তু যদি কেউ আন্তরিকভাবে কয় 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এবং কাজেও করে তেমনি, তবে ভাল লাগে। যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, আমি মনে করি আমাকে দয়া করছে, ভালবাসার মত গুণ আমার নেই। তখন একটা breezy sensation (মলয়-স্পর্শ) feel (অনুভব) করি। Weakness (দুর্ব্বলতা) হ'তে পারে, কিন্তু লাগে ভাল। Weakness (দুর্ব্বলতা) হ'লেও গীতায় আছে 'আমি তাদের প্রিয়, তাই তারা আমার প্রিয়'। ভালবাসি বললে সকলেরই ভাল লাগে—even Satan too (এমন-কি শয়তানেরও); Satan too yields there with a godly embrace (শয়তানও সেখানে স্বর্গীয় আলিঙ্গন নিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে)। জীবনে মানুষ ভাল যা'-কিছু পায় তা' ভালবাসার দান। ধর্ম্ম মানুষ ভালবাসা থেকে পায়।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—যাতে ভাল হয়, তা' কি তোমার ভাল লাগে না ?

স্পেন্সারদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে তো তুমি ভালবাস তা'কে, ভালবাস ব'লেই ধরেছ তা'কে। মঙ্গলের পথ ধ'রে চলাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে যে ধ'রে থাকে, ধর্ম্মও তাকে ধ'রে থাকে।

স্পেন্সারদা—আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, সৎসঙ্গীরা কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, তারা সে-সব বিষয়ে যুক্তি-বিচারের কথা ভাবতেই পারে না, যুক্তি-বিচারের অবতারণা করতে গেলে অস্বস্তি বোধ করে। এই জিনিসটা কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টনিষ্ঠা যাদের জীবনদাঁড়া, নির্ব্বিচারে, নির্ব্বিধায় ইষ্ট-নিদেশ পালন করাই যাদের জীবনতপ, তারা মহাভাগ্যবান। এই নিষ্প্রশ্ন আনুগত্য

পরমপিতার পরম আশীর্ব্বাদ। মনের এমন রকমটা থাকলেই বিচারবুদ্ধি অকাট্য ও অভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে। তারা যা'-কিছু ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে মেপে-মেপে দেখে। তাদের বিভ্রান্ত করা শক্ত ব্যাপার। তাই তাদের সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ দেখি না। একদল থাকতে পারে যাদের তীব্র টানও নেই, আবার বিচার-ক্ষমতাও দুর্ব্বল। তাদের চলা-বলার মধ্যে অসঙ্গতি থাকবেই। যা' হো'ক, যদি লেগে থাকে, ধ'রে থাকে, সব deficiency (খাঁকতি) সত্ত্বেও তারা এগিয়ে যাবে।

স্পেন্সারদা - আপনি আমাকে ট্র্যাক্টর জোগাড় করার কথা বলেছিলেন, তা' তো আমি চেষ্টা ক'রেও পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করেছ, সেইটেই ভাল করেছ। পাওনি ব'লে চেষ্টা থেমে যায়নি। পরে যখন সুযোগ পাবে, জোগাড় করবে। চেষ্টা না করার চাইতে চেষ্টা ক'রে ভাল হয়েছে।

স্পেন্সারদা—নামধ্যান করলে কী হয়, ভাল ক'রে জানতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' জানি তা' বলতে চেষ্টা করব। কিন্তু করাটাই জানিয়ে দেবে। এইটেই axiomatic truth (স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য)। করার ভিতর-দিয়ে যা' জানবে, that will appear to you with more glory (তা' তোমার কাছে অধিকতর গৌরব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে)।

স্পেন্সারদা—ইষ্টের পথে চলতে গেলে বহু জ্বালা-যন্ত্রণা পেতে হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যন্ত্রণাই সব নয়, আর যন্ত্রণা পাই আমরা obsession of complex (প্রবৃত্তি-অভিভূতি)-এর দরুন। সে-ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব নেই। তিনি দেন wine of life (জীবনের মদিরা)। যখন তা' পাব, তখন মনে হবে না তিনি যন্ত্রণার মধ্যে টেনে এনেছেন। তিনি obsession (অভিভূতি) কাটানর জন্য সাময়িক যে দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার মধ্যে ফেলেন, তার মধ্যেই আছে তাঁর আশীর্ব্বাদ। এগুলির সম্মুখীন না হ'য়ে কোন লাভ নেই। আলোক-রাজ্যের অসুখী সন্তান হওয়াও ভাল, কিন্তু তিমির রাজ্যের সুখী প্রজা হ'য়েও অন্তর্নিহিত সত্তার কোন সুখ নেই। সে-জীবনযাপনের জন্য পশুরা আছে, মানুষের জন্য সে-জীবন নয়। বিধাতার দলিলে তা' লেখে না। তাঁকে যদি ধ'রে থাকি, আজীবন ধ'রে থাকব, আর এই ধ'রে থাকতে যত বাধা-বিঘ্নই আসুক face করব (সম্মুখীন হব)—এমনতর পণ রাখা দরকার। 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'। (যদি মৃত্যু হয়, স্বর্গে যাবে, যদি জয়যুক্ত হও, জগৎ উপভোগ করবে)। It is easier to die for Lord than to live for Him (প্রভুর জন্য বাঁচার থেকে তাঁর জন্য মরা সহজ)। Live for Lord and enjoy life (প্রভুর জন্য বাঁচ এবং জীবন উপভোগ কর)।

স্পেন্সারদা—শুনেছি কা'রও কাছ থেকে কিছু না নেওয়া ভাল, আপনাকে তো অনেকে অনেক কিছু দেয়, তাদের মনের দিকে চেয়ে আপনাকে নিতেও হয়। না-নেওয়া বা নেওয়া কোন্ আদর্শ ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ আমাকে যা' দেয় ভালবেসেই দেয়। প্রত্যাশাশূন্য প্রীতি-অবদানের ভিতর-দিয়ে ভালবাসা পুষ্ট হয়। সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ভালবাসার বিকাশ যাতে হয়, তা' রহিত না করাই ভাল। টাকা, জায়গা-জমি বা জিনিসপত্রের কোন বিশেষ দাম আছে ব'লে আমার মনে হয় না, কিন্তু মানুষ ও মানুষের মঙ্গল আমার কাছে অত্যন্ত দামী জিনিস। কা'রও প্রীতি-অবদান গ্রহণ করার ভিতর-দিয়ে যদি তার মঙ্গল হয়, সেখানে এমনতর টেক রাখা ভাল না, যে কা'রও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবই না। কোন্‌টা করণীয় বা কোন্‌টা অকরণীয় তা' আমরা বিচার ক'রে দেখব সত্তা-সম্বর্দ্ধনার মানদণ্ডে। এই দাঁড়া বাদ দিয়ে তথাকথিত নীতিবাদিতার কোন মানে হয় না। তাতে অনেক সময় সত্তা-সম্বর্দ্ধনাই ব্যাহত হয়। আগে আমি কিছুই নিতাম না, তাতে দেখলাম মানুষগুলি মনমরা হ'য়ে যেত। তাদের একটা শুভ-সম্বেগ স্তব্ধ হ'য়ে যেত, সার্থকতার কেন্দ্র খুঁজে পেত না। তাই তাদের দিকে চেয়েই পরে নিতে সুরু করলাম। আমাকে যেমন মানুষ unconditionally (নিঃসর্ত্তে) unexpectantly (প্রত্যাশাশূন্যভাবে) দেয়, আমিও তেমনি মানুষকে unconditionally (নিঃসর্ত্তে) ও unexpectantly (প্রত্যাশাশূন্যভাবে) দিই। আদান-প্রদান এই দুই দিক যদি মুক্ত থাকে, তাতে মানুষের ভাল ছাড়া মন্দ হ'তে পারে না। আর, দুটোই হওয়া চাই সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ও ইষ্টার্থপূরণী। আমি জানি, আমার বলতে আমার কিছু নেই, আমার যা-কিছু আছে—বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, সামর্থ্য, পরিবার, পরিবেশ সবই পরমপিতার সেবার জন্য। তাই পরিবার-পরিবেশের সত্তাপোষণও পরমপিতার সেবার সঙ্গে জড়ান। অস্তিত্বরূপে তিনি সবার মধ্যে বর্ত্তমান। জীবনের কোন ব্যাপারকেই আমি পরমপিতার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাবতে পারি না। সেই সার্থকতায় যা' সার্থক হ'য়ে ওঠে, তাতে আমার মন কখনও ছোট-বড় হয় না। তা' ছাড়া বিশ্বচক্রও অচল হ'য়ে যায়, যদি মানুষগুলি পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সেবা-বিনিময়ের ভিত্তিতে পরস্পর স্বার্থ-সম্বন্ধ না হ'য়ে আপন ঔদ্ধত্যে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হ'য়ে থাকে। মানুষ মানুষের উপর দাঁড়াবে, দেবে, নেবে, মিলিত স্বার্থ হ'য়ে এক পরিবারের লোকের মত ভালবাসায় বাস করবে—সেই তো divine economy (ভাগবত অর্থনীতি)। আমি তো বিদ্বান মানুষ না। পুঁথিপত্রে কোন্‌টাকে কী বলে জানি না। পরমপিতার দিকে চলবার পথে তিনি হাত ধ'রে যা' দেখিয়ে দেন, তাই নিয়ে চলি। আমার কি কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে ? আমার কথা

কও কেন? আমার মাথাও এমন নিরেট যে পরমপিতার সঙ্গে সঙ্গতি না হ'লে লাখ হোমরা-চোমরাদের যুক্তি আমার মাথায় ঢোকে না।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি যেন বিশ্বজয়ী বীর্য্যগরিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তিনি যে নিশ্চয়াত্মিক প্রত্যয়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, প্রতিভা-দীপ্ত মানব-মনীষার উত্তুঙ্গ সিদ্ধান্তও যেন তার নাগাল পায় না।

কেষ্টদা—আপনি স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে ইষ্টোত্তর স্থাবর সম্পত্তি করার কথা বলেছেন। এর ভিতর-দিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত দিয়ে ইষ্টোত্তর সম্পত্তি করলে, তা' বিক্রী করতে পারবে না, নষ্ট করতে পারবে না, যাতে তা' বরাবর থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সম্পত্তির আয়ের ৪/৫ অংশ ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও লোককল্যাণের জন্য ব্যয় হবে। দেশের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, সম্পদ, নিরাপত্তা ইত্যাদির উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকা লাগবে না। প্রত্যেক পরিবার প্রত্যেক পরিবারের জন্য করবে। স্বস্ত্যয়নী-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ক'রে কত লোকের উদরান্ন আহরণ হবে, মানুষ employed (কর্ম্মে নিয়োজিত) হবে, চাকরীর জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না। এই সম্পদের আয়ের উপর দাঁড়িয়ে নানাভাবে environment (পরিবেশ)-এর mental, moral ও spiritual nurture (মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পোষণ)-এর ব্যবস্থা ক'রে, যার যার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তাকে efficient ও productive (দক্ষ ও উৎপাদনশীল) ক'রে তোলা যাবে। Whole nation (সমগ্র জাতি) গজিয়ে উঠবে। Individual qualities (ব্যক্তিগত গুণাবলী) ও collective wealth (সমষ্টিগত সম্পদ্)—সব একযোগে বাড়তে থাকবে।

কেষ্টদা—কা'রও স্ত্রী যদি স্বামীকে ভাল না বাসে, অথচ সন্তানপ্রার্থী হয়, সেখানে স্বামীর করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বধূ মানে বহনকারিণী, যে স্বামীকে যতটা স'য়ে-ব'য়ে সেবায়-যত্নে প্রাণপুষ্ট ও প্রেরণাদীপ্ত ক'রে তোলে, সে বধূত্বে ততটুকু। যে যতখানি এমনতর করবে, সে in spirit (প্রকৃত তাৎপর্য্যে) ততখানি বধূ হবে। To bear a child means to bear the husband (গর্ভে সন্তান ধারণ করা মানে স্বামীকে ধারণ করা) স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বতোমুখী পরিচিতি ও সঙ্গতিলাভের চাইতে সন্তান-কামনাই যদি প্রবল হয়, তাহ'লে স্ত্রী সেখানে mainly (প্রধানতঃ) sexually adhered (যৌন আবেগ নিয়ে অনুরক্ত) হয়। অন্য কিছু হয় না। সে স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে বহন করতে পারে না, তাই স্বামীর ভাল অনেক-কিছু সন্তানে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর সন্ধ্যার আগের দিকে বাঁধের নীচে মাঠের মধ্যে এসে বসলেন। এখানে গরম একটু কম লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময় পাবনার পশুচিকিৎসক শচীনবাবু (দাশগুপ্ত) আসলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

তিনি প্রণাম ক'রে বসার পর কথায়-কথায় আমিষ-আহারের প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিরামিষ আহারই ভাল।

শচীনবাবু—আমিষ-আহারের প্রতি যে মানুষের একটা স্বাভাবিক রুচি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাকে বিকৃত রুচিও বলা যায়। একটা মানুষকে হত্যা করলে সে যেমন ব্যথা বোধ করে, একটা জীবকে হত্যা করলে সেও তেমনি করে। জিহ্বার একটু সুখের জন্য আমার মত রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট একটা প্রাণীকে মেরে ফেলতে দ্বিধা বোধ করব না, এ কেমন কথা ? আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি জীবই যেন এক-একটি স্বল্প মানুষ। নরহত্যার কথায় আঁতকে উঠি আর জীবহত্যার বেলায় গায়ে বাধে না, আমাদের বোধবৃত্তি যদি এমনতর প্রবৃত্তি-আবিল, স্থূল, হৃদয়হীন ও সহানুভূতিহীন হয়, তবে প্রবৃত্তি-স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন হ'লে মানুষের উপর আক্রমণ চালাতেও আমাদের আটকাবে না। তাই বলি—না-খেলেই হ'লো। 'Let them enjoy their little day' (তাদের স্বল্প জীবন তারা ভোগ করুক)। তাদেরও সুখ-দুঃখ আছে, তারাও ভাল চায়, তাদেরও মন আছে, তাদের কেন কষ্ট দেব ? শুনেছি দুম্বার পাছার দিকে মেদবৃদ্ধি হয়। সেই মাংস কেটে নিলে সে বেশ আরাম পায়। ওতে তার কোন ক্ষতি হয় না। ঐ মাংস খেলে প্রাণীহত্যা হয় না বটে, কিন্তু আমিষ-আহারের কুফল যা' তা' ফলতে কসুর করে না। আমি যা' জানি নিরামিষ আহার শরীর, মন সব দিক-দিয়েই শ্রেয়।

শচীনবাবু—তবে তো অনেক জীবের সংখ্যা অসাধারণ বেড়ে যাবে ! সেও তো আর-একটা সমস্যা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার economy (অর্থনীতি)-তে excess (বাহুল্য) হয় না। যে-কোন সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে, তাকে দিয়ে আবার আমাদের বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শূকরগুলি এমনি কোন কাজে লাগে না, কিন্তু ওগুলি normal (স্বাভাবিক) মেথর-মুদ্দফরাসের কাজ করে। এরও কি একটা দাম নেই ? পাহাড়-পর্ব্বতে, বনে-জঙ্গলে কত গাছপালা আছে, যা' হয়তো এমনি বিশেষ কোন কাজে লাগে না, কিন্তু সেই গাছগুলি হয়তো বৃষ্টি টেনে আনার ব্যাপারে সাহায্য করে। ওর মধ্যে কত গাছের medicinal and other values (ভেষজ এবং অন্যান্য গুণ) আজও হয়তো আবিষ্কার হয়নি। মানুষ অনেক জেনেছে,

তবু তার বিশেষ কিছুই জানা হয়নি। অজস্র জানার বাকী আছে, অজস্র করার বাকী আছে। আজ যে পশুটাকে খেয়ে ফেলছি, একদিন হয়তো দেখতে পাব, তাকে বাঁচিয়ে রেখে তার সুষ্ঠু ব্যবহারে অভাবনীয় জীবনীয় রসদ পেতে পারি।

শচীনবাবু—আমার চাকরী আর বেশীদিন নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (খুশি হ'য়ে)—চলে আসেন গা এখানে। গুলজার ক'রে থাকা যাবে। নেশার আড্ডা যত বাড়ে, ততই মজা।

শচীনবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণমাতান কথা শুনে হাসতে লাগলেন।

কথাপ্রসঙ্গে পশুজগতে বংশানুক্রমিকতার ধারা সম্পর্কে বললেন—Generally (সাধারণতঃ) male side (পুরুষের দিক) থেকে hereditary disposition (বংশানুক্রমিক প্রবণতা) বেশী পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ঐ কথা মনে হয়। আমার ধারণা, সন্তান বাপের কাছ থেকে পায় instinct (সহজাত-সংস্কার) এবং মা'র কাছ থেকে পায় temper (প্রকৃতি)। মালমশলা বাপের, বিন্যাসের মাপজোখ ও কারিকুরি মায়ের।

শচীনবাবু—আপনারা একটা dairy-farm (গোরক্ষণ-স্থান) start (চালু) করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর - Start (চালু) করা কঠিন নয়, maintain (রক্ষা) করা কঠিন। প্রত্যেক কাজের জন্য pilot (চালক) থাকা দরকার। আপনি আসলে হয়।

এরপর শচীনবাবু পরম প্রীত মনে বিদায় নিলেন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ৭।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), বঙ্কিমদা (রায়), রাজেনদা (মজুমদার), মণিভাই (সেন), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

Common-sense (সহজ-জ্ঞান) সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Common-sense (সহজ-জ্ঞান) মানে practical knowledge (বাস্তব জ্ঞান)।

পরে অভিধান দেখতে বললেন।

দেখে বলা হ'লো—Com মানে together with+munis মানে bound. আবার unusও হ'তে পারে, তার মানে one.

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ধাতুগত অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি ক'রে বললেন—একের সঙ্গে সেবা ও প্রীতির সংযোগের ভিতর-দিয়ে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাকে বলা যায় common-

sense (সহজ-জ্ঞান)। কথাটা খুব ঠিক আছে। গীতায় আছে—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য। যুক্ত না হ'লে মানুষ পরিবেশের সংঘাতে carried (চালিত) হ'য়ে চলে। যে ভেসে-ভেসে চলে, যার জীবনে একটা স্থির কেন্দ্রবিন্দু নেই, সে কোন্ পড়তায় ফেলে জানবে, বুঝবে ? তার opinion (মত) ও stand (দাঁড়া) সব সময়ই variable (পরিবর্ত্তনীয়)। তাই তার কিছু জানা বা বোঝা হয় না। এক-কথায় বোধ হয় না।

শরৎদা—অধোক্ষজ মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Passionate urge for lust (কামের প্রতি প্রবৃত্তিপরায়ণ সম্বেগ) যার নাই, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম যার নাই।

শরৎদা—যদি কেউ এক-কথায় জানতে চায়, সৎসঙ্গের লক্ষ্য কী ? তাহ'লে কী বললে ঠিক হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে গুছিয়ে বললেন—বলা যায়—যাতে পরিবেশের সবাইকে নিয়ে আমাদের সত্তা বিধৃত হয়, বজায় থাকে, তাই করাই সৎসঙ্গের লক্ষ্য।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের কাছে চৌকীতে বসেছেন। কাছে আছেন স্পেন্সারদা, হাউজারম্যানদা, শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), স্মরজিৎদা (ঘোষ) প্রভৃতি।

একটা শালিক পাখী আশ্রম-প্রাঙ্গণে ছড়ান কয়েকটা চালের কণা খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। পরম প্রীতিভরে ঠাকুর দেখছেন তাকে।

পরক্ষণেই বললেন—সত্তা-সংরক্ষণের আকূতিই জগতের সবাইকে সচল ক'রে রেখেছে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জীবনটা যদি চেষ্টাশীল, চিন্তাশীল ও চলৎশীল না থাকে, তাহ'লেই সব সুখ মিইয়ে যায়।

স্পেন্সারদা—সবই তো মায়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া মানে পরিমাপিত হওন। মাপের মধ্যে থেকেও আমরা অপরিমেয়কে আয়ত্ত করার পথে ছুটেছি। এইখানেই আমাদের গৌরব। আকাশে কত বাষ্প উড়ে বেড়াচ্ছে, তার শক্তি মালুম হয় না। বয়লারের মধ্যেকার বাষ্প যখন বের হবার পথে খুঁজছে তখনই তা' প্রচণ্ড speed (গতিবেগ) সৃষ্টি করছে, নিজেও চলছে, অতবড় একখানি গাড়ীকেও ঠেলে নিয়ে চলেছে।

স্পেন্সারদা—পরিমাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে পারাই তো কাম্য !

শ্রীশ্রীঠাকুর—বন্ধন বলতে বুঝি প্রবৃত্তি-পরায়ণতা। আর মুক্তি বলতে বুঝি প্রবৃত্তিভেদী, অচ্যুত, সক্রিয় ইষ্টার্থপরায়ণতা। নইলে শরীর-ধারণকে যদি বন্ধন মনে

করা হয়, সেটা বোকামি। এই শরীর, যা'-দিয়ে তাঁর সেবা করা যায় নানাভাবে, তা' কখনও অকাম্য হ'তে পারে না। বেঁচে থেকে তাঁকে সেবা ক'রে চলার পথে অনেক বাধা, অনেক কষ্ট, ভিতর-বাইরের অনেক বিরুদ্ধতা, সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে উদ্দেশ্য-সাধনে জয়যুক্ত হওয়াই কাম্য। It is much more enjoyable to taste sugar than to be sugar (চিনি হওয়ার থেকে চিনি খাওয়া অনেক বেশী উপভোগ্য)।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ৮। ৬। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), মন্মথদা (দে), জনার্দ্দনদা (বসু), মহেন্দ্রদা (হালদার), স্মরজিৎদা (ঘোষ), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) প্রভৃতি আছেন।

জগদীশদা আব্দারের সুরে বললেন—আপনি হিন্দীতে কিছু বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর ইচ্ছা হ'লেই হবে। Me, the instrument (আমি যন্ত্র)। যদি Almighty 'I' (সর্ব্বশক্তিমান 'আমি') কিছু বলান, আমি তো প্রস্তুত। সেই Almighty 'I' is the supreme power (সর্ব্বশক্তিমান 'আমি' পরম শক্তি)। গীতায় মানুষ শ্রীকৃষ্ণ যা' বলেছেন তা' in communion with the Almighty 'I' (সর্ব্বশক্তিমান 'আমি'র সঙ্গে যোগযুক্ত অবস্থায়)। গীতার কথা তাই পরমপিতারই কথা।

জগদীশদা—প্রাজ্ঞ ও তথাকথিত বিদ্বানদের মধ্যে তফাৎ হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্ঠাবান যাঁরা, প্রাজ্ঞ যাঁরা, তাঁদের বিদ্যা থাক বা না থাক, বোধ থাকে। সে-বোধ তাঁদের first-hand observation ও experience (প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা) থেকে পাওয়া। শুধু তাই নয়, তা' তাঁদের সত্তায় গাঁথা হ'য়ে থাকে। অবস্থার ফেরে প'ড়ে পালটে যায় না। বিদ্বানরা নানা জনের নানা কথা, নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে মস্তিষ্কে সজ্জিত ক'রে রাখে। সেগুলি নিজের দাঁড়ায় বোধ করে কমই। তাই সত্তার সঙ্গে জড়ায় না। বিদ্যা যদি বোধ-সমন্বিত হয় খুবই ভাল, নইলে বোধহীন বিদ্যার কোন দাম নেই। বোধ আসে আচরণ থেকে। একজন হয়তো নীতিকথা আওড়ায়, আচরণ করে না। তাতে কিন্তু ঐ নীতি-সম্বন্ধে বোধ গজাবে না। সে-সম্বন্ধে সত্যিকার বোধ একবার ফুটে উঠলে, ব্যতিক্রমী চলন তার পক্ষে সম্ভবই হবে না।

গীতার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গীতার মত একখানা বই পাওয়া দুষ্কর। ওতে সংক্ষেপে সব আছে। আর, পড়লে আমাদের মত দুঃখ-পীড়িত সাধারণ মানুষ আশা-ভরসাও

পায় খুব। কেমন সুন্দর বলেছেন—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' (হে কৌন্তেয়! নিশ্চিত জেনো যে আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না)। আবার বলেছেন—

'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।'

(অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তির সঙ্গে আমাকে ভজনা করে, তাকে সাধু ব'লে মনে করবে, কারণ তার সঙ্কল্প সাধু)।

জগদীশদা—আমরা যে আমাদের দোষ-দুর্ব্বলতা ছাড়তেই পারি না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যা'ই করি, আমাদের ভিতর ভাল-মন্দ যা'ই থাক, তাই নিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নাছোড়বান্দা হ'য়ে তাঁর দিকে মুখ ক'রে যদি এগোতে থাকি, তাহ'লে আর ভাবনা নেই। তাঁর দিকে পিছন ফিরে অন্যদিকে মুখ ক'রে যত ভাল কাজই করি, তার কোন সার্থকতা নেই। আবার, ভুল-ত্রুটি হবে সেই ভয়ে যদি কেউ সৎপথে, সৎকাজে না এগোয়, তা'ও কিন্তু বোকামি। গীতায় আছে—

'সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।'

(হে কুন্তীপুত্র! দোষযুক্ত হ'লেও জন্মনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, অগ্নি যেমন ধূমে আচ্ছন্ন, সকল কাজই তেমনি দোষযুক্ত)।

এরপর নিজে থেকে বললেন—গীতার শ্লোকগুলি যদি মুখস্থ থাকতো, মাঝে-মাঝে প্রয়োজনমত সুর ক'রে আবৃত্তি করতে পারতাম। খুব ভাল হ'তো। এখন হয়তো আর পারব না। আগে চেষ্টা করলে হ'তো।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর চঞ্চল হ'য়ে ব'লে উঠলেন—দেখ্ তো কুকুরটা কাঁদে কেন?

তাঁর বলার পর সবার খেয়াল হ'লো যে দূরে একটা কুকুর কাঁদছে।

মহেন্দ্রদা (হালদার) দেখে এসে বললেন—কুকুরটার ঘায় আইডিন দেওয়া হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেওয়া হ'য়ে গেছে?

মহেন্দ্রদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্মরজিৎদাকে বললেন—দুখানা গাড়ী ঠিক করে রাখ্। এখান থেকে কর্ম্মীরা কলকাতায় গেলে enormous work (বিপুল কাজ) করতে পারবে। সময় সঙ্গীন। এখন ঝড়ের বেগে কাজ করতে হবে। এক মাসের কাজ একদিনে করতে হবে।……এইতো সুখ, বাপ-মা'র কাছ থেকে যে শরীর পেয়েছি তার প্রত্যেকটিতে স্নায়ু, প্রত্যেকটি পেশী, প্রত্যেকটি কোষ, প্রত্যেকটি রক্তকণা দিয়ে with utmost energy (চরম উৎসাহ-শক্তি নিয়ে) তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করব।

এই তো লীলাবিলাস। সে যে কী ব্যাপার! কহন না যায়। যার হয়, সেই বোঝে। তার প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি কথা মানুষকে unlimited, enormous, eternal becoming (অসীম, বিপুল, অনন্ত বিবর্দ্ধন)-এর দিকে goad (চালিত) করে। কি কও ? এইরকম জীবন পছন্দ কর কিনা! আমি কই, তোমাদের দৌলতে মরণের মৃত্যু হো'ক অমৃতত্বে।

একটু থেমে বললেন—গীতার 'সাধুরেব স মন্তব্যঃ' কথাটা বড় ভাল লাগে। শালা চুরি, জুয়োচুরি, পরস্ত্রীহরণ, ডাকাতি, খুনখারাপি যা'ই ক'রে থাকি আমার সব-কিছু নিয়ে, আমার সব-কিছু দিয়ে তাঁকে যদি fulfil (পরিপূরণ) করতে লেগে যাই, তখনই 'সাধুরেব মন্তব্যঃ'। আর কি তো! মনেও আসে না। ভুতের মুখে রামনাম! একটু আগে ক'লাম, এখনই আবার ভুলে গেলাম।

কেষ্টদা—সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! হ্যাঁ!

একটি দাদা এসে গভীর মানসিক অবসাদের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

'উত্থানেরই পতন আছে কবীর কহে সাধু
ভক্তিটাকে ছাড়িসনে তুই কভু।'

মন্মথদা—যেমনটা হওয়া উচিত আমরা তেমনটা হ'তে পারছি না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোনা, ভাবা, কওয়া, করার সঙ্গতিকে কয় হওয়া। হ'তে চাইলেই হওয়া যায়। ভালবাসাই মন্ত্র, ভালবাসাই তুক। ভালবাসি না এ-কথা কইতেই নেই। ভালবাসিই, আর ভালবাসি ব'লেই এমন কিছু করব না যাতে তাঁর বুকে দাগা লাগে। আমার যতটুকু শক্তি আছে, তাই নিয়েই ভালবাসতে থাকব। Ounce-measure-glass-এ (আউন্স-মাপা-গ্লাসে) মাপতে যাব না কতটুকু ভালবাসি। আমার সামনে হয়তো মহা-মহীরুহের মত কেউ আছে, কেউ আছে আগাছা, কেউ বা এভারেষ্টের সামিল। তা' দেখে আমি কুঁচকেই বা যাব কেন ? বা অহঙ্কারে ফুলেই বা উঠব কেন ? আমি আমিই।

জনার্দ্দনদা (বসু)—আমরা অনেক সময় বলি—ভালবাসি না, তাই পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর! ভালবাসা আছে ব'লেই ভুল ধরা পড়ে।

শরৎদা—কর্ম্মী তো জোগাড় হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন মেতে উঠলে ভাষা বেরুবে, কায়দা বেরুবে, কথা বেরুবে বিবেকানন্দের মত। মানুষও সে-কথা শুনে পাগল হ'য়ে উঠবে। ভাববে, দূর শালা! কি নিয়ে প'ড়ে আছি! এইভাবে জীবন আর নষ্ট করব না। এই তাঁর জন্য

পথে বেরুলাম (বলতে-বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লেন। কী ভঙ্গীতে বেরিয়ে পড়ে তা' দেখালেন)।

পরক্ষণেই বেঞ্চিতে গিয়ে ব'সে বললেন—বলবে, পরমপিতার কাজ করতে হবে। পাবে না কিছু। তাতেও খুশি থেকে কাজ ক'রে চলতে হবে। এমনতর যদি কেউ থাক, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়, এখনই এসো। সুভাষবাবু যে বিদেশে গিয়ে এত মানুষ জড় ক'রে এত বড় কাণ্ড করলেন, কাউকে কিন্তু কোন ব্যক্তিগত লোভ দেখাননি। দেশ ও দশের জন্য আত্মদানের নেশাটাই জাগিয়ে দিয়েছেন। নিজে ত্যাগী ছিলেন, তাই অন্যকেও ত্যাগ-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। নিজের প্রাণ না কাঁদলে অন্যের প্রাণ কাঁদান যায় না। তোমরা বলবে—কোন গোলাপী আশা তোমাদের সামনে ধরতে চাই না। তোমরা পাবে অত্যাচার, দুর্দশা, বিপাক, বিধ্বস্তি, শত পদাঘাত, এমন-কি হয়তো মরণও আসতে পারে। কিন্তু যতদিন জানু থাকবে—আর তাঁর সেবার জন্য তা' বেশী দিন টিকিয়ে রাখাই কাম্য,—ততদিন মানুষকে দিতে হবে স্বস্তি, শান্তি, স্বধা;—প্রত্যেককে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে তোমার আদর্শে for the final achievement (চরম প্রাপ্তির জন্য)।

মন্মথদা—তাতে লোকে ভাববে, অতো দিয়ে কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই কি হয় ? স্বদেশী movement-এ (আন্দোলনে) নেমেছিলেন কেন আপনারা ? তখন তো মাজায় কাপড় বেঁধে নেমেছিলেন। (উঠে দাঁড়িয়ে মাজায় কাপড়টা ক'ষে বাঁধলেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতোয়ারা হ'য়ে কথা বলছেন। চোখ-মুখ প্রচণ্ড আবেগে আরক্তিম ও স্ফীত হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি কথা ও অভিব্যক্তি থেকে যেন প্রেরণার অগ্নিকণা ছুটে বেরুচ্ছে।

মন্মথদা—একবার ভাবি চুপ ক'রে থাকব, কিন্তু তা' পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে শয়তানের হাতছানি আর কাবু করতে পারে না। ভিতরে আগুন আছে, সেই আগুন জ্ব'লে ওঠে। স্থির থাকতে দেয় না। এমনটা চললে, যা' শ্রেয় তার আর মার নেই। শ্রেয়নেশা যার automatic (স্বতঃ), যে-নেশাকে দাবান যায় না, তার কাছে আর-সব নেশার কাম সারা। মার দিতে এসে ঐগুলিই মার খেয়ে যায়। স্কুল-পালানর কথা শুনেছি, কিন্তু ওকালতি থেকে পালানর কথা তো শুনিনি। নেশা আছে, তাই ভাবেন—থাকগে কোর্ট-কাছারি-মোকদ্দমা, আর মোটা ফি। ক'দিন ঠাকুর বাড়ী থেকে ঘুরে তো আসি। (ব'লেই প্রাণ খুলে হাসলেন। মন্মথদা ও অন্য সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরের খুশিভরা ভঙ্গী দেখে তৃপ্তির হাসি হাসছেন)।

পরক্ষণেই ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—Blessed is he who is not repelled by anything in me. (আমরা কোন-কিছুতেই যে আমা থেকে বিচ্যুত হয় না, সেই ধন্য)। কিছুতেই যখন ইষ্টটান টলে না, তখনই বোঝা গেল, তা' প্রবৃত্তিকে ভেদ ক'রে অস্তিত্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে। তাকে আর ঠেকান যাবে না। অমনটা যদি হয়, তবে আপনার কথায় যা' কাজ হবে, শত স্পিনোজা, মিল, ক্যাণ্ট, স্পেন্সার, হেগেল গুলে খেয়ে বার্ক-এর মত বক্তৃতা করলেও সে effect (ফল) হবে না।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।'

Problem (সমস্যা) আসার আগেই solution (সমাধান) হ'য়ে যাবে।

প্রফুল্ল—যদি সাময়িক উম্মাদনা হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার মধ্যে যদি temporary (সাময়িক) হয়, সঞ্চারণাও হবে তেমনতর। নচেৎ তোমার মধ্যে যদি পাগলপারা রকম হয়, তোমার বুকের মধ্যে যদি আঁকুপাঁকু করতে থাকে, তোমার কথার ভিতর-দিয়ে তখন আগুনের ঝলক বেরুবে। যারা শুনবে তারা বলবে—'কানের ভিতর-দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।' ভোলার জো নেই। পেয়ে বসে যেন। তখন ভাবে—সবই তো শুনলাম, এখন আমি কী করব? এ্যাঁ! আমি কী করব? ঝাঁপ যে দেব, কিন্তু আমার যে অমুক আছে, তমুক আছে, তাদের কী হবে? Resistance (বাধা)-গুলি প্রাণের ভিতর যেন ভূমিকম্পের সৃষ্টি করতে থাকে। কারণ, মহৎ জীবনের আকর্ষণ তার অন্তরে অহরহ ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। এ তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের মত। 'মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।'

'দেব-ভিক্ষা'-নামক বাণীটির কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—পড়বি নাকি?

পড়া হ'লো—

ওগো
ভিক্ষা দাও—
ঝাঁঝাল ঝঞ্ঝার
পিশাচী জৃম্ভণ সুরু হয়েছে—
বাতুল ঘৃণ্ণী বেভুল স্বার্থে
কলঙ্ক-কুটিল ব্যবচ্ছেদ
সৃষ্টি করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে,
প্রেত-কবন্ধ-কলুষ কণ্টকে

বেতাল আক্রমণে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে,—
অবদলিত কৃষ্টি
অজচ্ছল অশ্রুপাতে ভিক্ষুকের মত
তাঁরই সন্তানের দ্বারে
নিরর্থক রোদনে রুদ্যমান ;
অলক্ষ্মী-অবশ প্রবৃত্তি-শাসিত বেদ-স্মৃতি—
ঐ দেখ—
মর্ম্মান্তিকভাবে নিষ্পেষিত,
ত্রস্ত দোধুক্ষিত দেবতা
আজ নতজানু,—
তোমাদেরই দ্বারে
তোমাদেরই প্রাণের জন্য
তোমাদেরই প্রাণভিক্ষায়
তোমাদেরই সত্তার সম্বর্দ্ধনার জন্য
ব্যাকুল হ'য়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন ;
কে আছ এমন দরদী আর্য্য-আত্মজ সন্তান !
তাঁকে মানুষ ভিক্ষা দেবে—
তাঁকে অর্থ ভিক্ষা দেবে—
সব হৃদয়ের সবটুকু উৎসর্গ ক'রে
তোমাদেরই জন্য
সেই দেবোজ্জ্বল প্রচেষ্টাকে
সার্থক ক'রে তুলতে ;
যদি থাক কেহ—
ওগো ধী-ধুরন্ধর উৎসর্গপ্রাণ,
নিরাশী-নির্ম্মম !
এস, উৎসর্গ কর—
আত্মাহুতি দাও—
জীবন-নিঙড়ান যা'-কিছু সঙ্গতি
তাঁকে দিয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
নিজেকে বাঁচাও,
মানুষকে বাঁচাও, কৃষ্টিকে বাঁচাও ;

আর বাঁচাও
পরপদদলিতা মহা-ঐশ্বর্য্যশালিনী
আর্য্যস্তন্যদায়িনী
পরম-পবিত্রা ভিখারিণী মাতা ভারতবর্ষকে—
নন্দিত হও,
ঈশ্বরের অজচ্ছল আশীর্ব্বাদকে
মাথা পেতে লও—
শান্ত হও, শান্তি দাও
অস্তি ও অভ্যুত্থানকে
অনন্তের পথে
অবাধ ক'রে রাখ—
স্বস্তি ! স্বস্তি !! স্বস্তি !!!

পড়া শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেন benumbing (বিবশকারী) মনে হয়। পড়া বা শোনার পর মাথায় কিছু থাকে না।

কেষ্টদা দেব-ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কয়েকটি গীতার শ্লোক আবৃত্তি করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাসের মত কবি তো দেখি না।

কেষ্টদা—হ্যাঁ ! ব্যাসের মত কবি দেখা যায় না। ব্যাসের উপমা আর কালিদাসের উপমায় অনেক তফাৎ !

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা scientist (বিজ্ঞানী), তাঁরাই ভাল কবি হন। Scientist (বিজ্ঞানী) মানে ঋষি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্রমথদা (দে), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি আছেন।

বহিরাগত একটি দাদা বললেন—ভাগ্যই তো ফলে সর্ব্বত্র। বিদ্যা-বুদ্ধিতে যে বড় একটা ঘাস-জল খায়, তা' তো মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগ্য মানে—ভজনদীপ্ত কর্ম্মের ফল। বিদ্যা-বুদ্ধি যদি কাউকে actively fulfil (সক্রিয়ভাবে পরিপূরণ) না করে, তা' যদি সেবায় সার্থকতা লাভ না করে, তবে তাতে মানুষের অবস্থা ফিরবে কী ক'রে ? গীতায় আছে—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে অকাট্য শ্রেয়-অনুরাগ চাই, অনুসন্ধিৎসা চাই, সক্রিয় সেবামুখরতা চাই। তবেই সে-বিদ্যা-বুদ্ধির দাম আছে।

প্রশ্ন—মানুষ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল একজন্মে পরিবর্ত্তন করতে পারে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারে through attachment (অনুরাগের ভিতর-দিয়ে)। আমি আমার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের ও তৎসূত্রসঙ্গত পূর্ব্বপুরুষের ধারা বহন ক'রে চলেছি। আমি যদি এখন নিজেকে mould (নিয়ন্ত্রিত) করি, manipulate (বিন্যস্ত) করি, তার ভিতর-দিয়ে আমার পিতৃপুরুষের ও নিজের অতীত ধারাই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে চলে।

প্রশ্ন—রামকৃষ্ণদেব বিষয়-কর্ম্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন ব'লে মনে হয়। কিন্তু বিষয়-কর্ম্ম যদি জোর দিয়ে না করা যায়, জগৎ অনিত্য ব'লে যদি বৈষয়িক কর্ম্মে উৎসাহ ক'মে যায়, তাতে কি দেশের পক্ষে ফল ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি কখনও আলস্যের প্রশ্রয় দেননি। কর্ম্ম করতেই বলেছেন। কিন্তু কর্ম্মের গন্তব্য ও প্রাপ্তব্য হ'লেন ঈশ্বর। ঈশত্বের মধ্যে আছে আধিপত্য। আধিপত্যের মধ্যে আছে আয়ত্তীকরণ। কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে সামান্য বিষয়কে যে আয়ত্ত করতে পারে না, বড় কিছু আয়ত্ত বা অধিগত করা তো তার পক্ষে সুদূরপরাহত। কর্ম্ম ছাড়া কিছুই হয় না। আমি যদি কাজ না করি, মনের সৎ-চিন্তাগুলিকে যদি materialise (বাস্তবায়িত) না করি, হওয়া হয় না। হওয়াগুলি যদি গুরুতে সার্থক না হয়, জীবন গঠিত হয় না, অর্থপূর্ণ হয় না। করা ও হওয়াগুলি যার গুরুমুখী ও সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন, বৈষয়িক উন্নতি তার পিছনে-পিছনে ছোটে। তার বৈষয়িক উন্নতির পিছনে ছোটা লাগে না। কারণ, তার যোগ্যতাই তাকে ও আর দশজনকে খাওয়ায়-পরায়। দুনিয়াকে মিথ্যা ব'লে আমি তো মিথ্যা হ'য়ে যেতে পারছি না। আমার পেট যখন চোঁ-চোঁ ক'রে ওঠে, তখন ক্ষুধাটাকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিতে পারি না। আমার অস্তিত্বে যা' রয়েছে, যাকে রক্ষা করতে আমি বাধ্য, তার সার্থকতা কোথায়, সেইটে দেখতে হবে। নইলে জীবজন্তুর মত শুধু অস্তিত্ব রক্ষাই হবে। যে-জন্য মানুষের অস্তিত্ব-রক্ষা, তার কিছু হবে না। রামকৃষ্ণদেব ঠিকই বলেছেন, তিনি ভুল বলারই পাত্র নন। আদত কথা, ইষ্টানুরাগ বাদ দিয়ে কিছুতেই মানুষের সব-দিককার ফয়দা হয় না। রামকৃষ্ণদেব যা' বলেছেন তার অর্থ হ'চ্ছে,—পরমপিতাই যেন মুখ্য হন আমাদের জীবনে, আর সব যেন তাঁর জন্য হয়। বিষয়াসক্তির উর্দ্ধে থাকলে বৈষয়িক কাজ দক্ষতার সঙ্গে করা যায়। তাই গীতায় আছে—'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'।

শরৎদা—মহাপুরুষদের সম্বন্ধে 'অযোনিসম্ভব' ইত্যাদি আজগবী কথা বলা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তান এসে বুদ্ধিবিভ্রম ঘটায়, যাতে আর কোন মহাপুরুষ আসলে মানুষ ঐ ধারণার মাপকাঠিতে মেপে তাঁকে reject (বাতিল) করতে পারে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ৯ । ৬ । ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। বেলা পাঁচটা বাজে, বাইরে এখনও বেশ রোদ। মাঝে-মাঝে গরম হাওয়া দিচ্ছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে), বঙ্কিমদা (রায়), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কাগজের কী খবর ?

কেষ্টদা সংক্ষেপে খবরগুলি মুখে-মুখে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবস্থা ভাল ব'লে মনে হয় না। ভাল-মন্দ যা' হো'ক বা না হো'ক—এখন থেকে চেষ্টা ক'রে একটা Rehabilitation Co. (পুনর্ব্বাসন সংস্থা) করতে পারলে ভাল হয়। দেড় কোটি লোকের বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়। কোম্পানির খরচায় বাড়ী ক'রে ভাড়া দিতে হয়, কয়েক বৎসর পর বাড়ীটা যে ভাড়া নিয়েছে, তার হ'য়ে যাবে, অবশ্য কতকগুলি সর্ত্ত থাকবে। বাড়ী আর চাষের জমি দুটোরই ব্যবস্থা করতে হবে। লাইনকে লাইন ঠিক ক'রে ফেলতে হবে। বঙ্গ-মগধ-সীমানা থেকে সুরু ক'রে এগিয়ে যেতে হবে। Circular Colony (বৃত্তাকার উপনিবেশ) হবে। এর মধ্যে জায়গায়-জায়গায় ক্ষাত্রবীর্য্য-সম্পন্ন মানুষ এনে বসাতে হয়। কয়েকটা fall (জলপ্রপাত) বেছে নিয়ে Hydro-electric (জল-বিদ্যুৎ) ও নানারকম industry (শিল্প) করতে হয়। Circular Road (বৃত্তাকার রাস্তা) ক'রে ট্রাম, বাস ইত্যাদি দিয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেলতে হয়। কোম্পানিটার নাম দেওয়া যায় হিন্দু রিহ্যাবিলিটেশন কোম্পানি।

কেষ্টদা—পরিকল্পনাটাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে অনেক-কিছু ভাববার ও করবার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হ'লে কি হয় ? না করলে পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থেকে যায়।······অবস্থা কিন্তু দিন-দিন ঘোরালো হ'য়ে উঠছে। মান, ইজ্জত, সত্তা সব যেতে বসেছে। এখনই কোমর বেঁধে লাগেন।

কাশীনাথদা (মুখোপাধ্যায়)—বাড়ী, জায়গা-জমি যদি কোম্পানির হয়, বরাবর ভাড়া দিয়ে থাকে, তাহ'লে কেমন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা হোটেলে বাস করার মত হয়। তাতে বাড়ী ও জমির উন্নতি করার প্রচেষ্টা থাকে না। বাড়াবার অধিকার আছে, বিক্রয় করবার অধিকার নেই—এমনটা মন্দ নয়। দানের অধিকার থাকলেও অবাঞ্ছনীয় লোককে দান করা চলবে না। এমন ব্যবস্থা করতে হয় যাতে becoming (বৃদ্ধি)-এর পথ খোলা থাকে, deterioration (অপকর্ষ)-এর পথ যথাসম্ভব রুদ্ধ হ'য়ে যায়।

সন্ধ্যার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের নীচে মাঠের মধ্যে এসে বসলেন। সূর্য্য তখন অস্ত যায়-যায়। পদ্মাচরের দূর-দূর গ্রামগুলি যেন ছবির মত শোভা পাচ্ছে। শ্যামল, সুন্দর অথচ করুণ ও আবছায়া। কি যেন মায়া জড়িয়ে আছে দূরান্তের ঐ গাছপালা ও মাটির ঘরগুলিতে। দরিদ্রের আবাস, তবু যেন কত শান্তি, প্রীতি ও কমনীয়তায় ভরা। হাওয়া, জল, বর্ষা-বাদল, রোদ-মেঘ, আকাশ-নদী-প্রান্তর, গাছপালা, ফসল-ফল সব-কিছুর সঙ্গে ওরা যেন একাত্ম হ'য়ে আছে। ভাবতে ভাল লাগে কৃত্রিমতাবর্জ্জিত, প্রকৃতির অঙ্কলগ্ন এইসব সহজ-সরল মানুষের অনাড়ম্বর জীবনের কথা। ও-পারের কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের চোঙের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ মনে হয়, বিংশশতাব্দীর সভ্যতা, বিজ্ঞান ও মহাযন্ত্রের বিজয়যাত্রার কথা। দুইয়ের টানা-পোড়েনের মধ্যে প'ড়ে মানুষ হাবুডুবু খাবে? না, সে একটা সঙ্গতিশীল সমন্বয়ের ভিত্তিতে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সমৃদ্ধ জীবনের চাবিকাঠি খুঁজে পাবে? প্রকৃতির এই উদার উন্মুক্তির মধ্যে ব'সে কত কথাই মনে হয়!

কাশীনাথদা কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—উত্তর মেরুপ্রদেশ যদি আর্য্যদের আদিম বাসভূমি হয়, তবে তো রাশিয়ায় সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য থাকা উচিত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর্য্যরা এক বিরাট জাতি, তাদের নানা শাখা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আর সংস্কৃত তাদের আদিম ভাষা নয়, এ-দেশে আসার পর যে reformed language (সংস্কৃত ভাষা) evolve করেছে (বিবর্ত্তিত হয়েছে), তাকে বলে সংস্কৃত। স্থান, কাল, আবহাওয়া ও পরিবেশ মানুষের শরীর, মন, ভাব ও ভাষার গঠনে অনেকখানি সহায়তা করে। তাই নানাপ্রভাবের ফলে ভাষা কত রূপান্তরিত হ'য়ে চলে।

প্রফুল্ল—গৌহাটির কাছে বশিষ্ঠাশ্রম আছে। মুনি বশিষ্ঠদেব কি ওখানে থাকতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বশিষ্ঠ যে একজন ছিলেন তা' মনে হয় না। বশিষ্ঠ একটা title (পদবী) মনে হয়। মানুষের বিশেষ একস্তরের spiritual attainment (আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি) হ'লে তাঁকে হয়তো তখন বশিষ্ঠ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হ'তো। আমি ঠিক জানি না। আমার এইরকম মনে হয়।

কাশীনাথদা—কোন মহাপুরুষ যখন আসেন, প্রায়ই তো দেখা যায়, তাঁকে কেন্দ্র ক'রে একটা নূতন দলের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ক্রমে দলই তো বাড়ে, বিভিন্ন দল আর মিলতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূরয়মাণ মহাপুরুষ যাঁরা আসেন, তাঁরা কোন দল করতে আসেন না। তাঁরা আসেন মানব-সমাজকে বাঁচা-বাড়ার পথ দেখাতে। পূর্ব্বতনদের furtherance ও fulfilment (আরোতর পরিণতি ও পরিপূরণ)-ই থাকে তাঁদের

লক্ষ্য। তিনিই সব সম্প্রদায়ের মিলনবেদী। তাঁদের মধ্যে কোন গোল থাকে না। গোল বাধায় তথাকথিত ভক্তরা। তারাই গণ্ডী সৃষ্টি ক'রে তোলে। যত দল বা গণ্ডীই থাক সবাই যদি ধর্ম্ম বা জীবনবৃদ্ধির উপাসক হয়, তাদের মধ্যে সঙ্গতি থাকতে বাধ্য। ধর্ম্মের নামে যেখানে প্রবৃত্তিপরায়ণতার উপাসনা সুরু হয়, সেখানেই দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য। অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম আর বুদ্ধদেবের বৌদ্ধধর্ম্ম কিন্তু এক জিনিস নয়। গৌরাঙ্গদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং আজকালকার তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম কিন্তু আলাদা। ভক্তদের মধ্যে অনেকে তাদের রুচি ও পছন্দ-অনুযায়ী মহাপুরুষদের কতকটা নেয়, কতকটা বাদ দেয়। সমগ্রভাবে তিনি যেমনটি চান, তেমনটি চলে না। এমনি ক'রে deviation (ব্যতিক্রম) আসে। মহাপুরুষরা সব মানুষকেই নিজের মানুষ ব'লে ভাবেন, সব সম্প্রদায়ই তাঁদের কাছে আপন। বর্ত্তমান যিনি, তিনি প্রাচীনেরই নবকলেবর, তাই প্রাচীনের প্রতি প্রকৃত নিষ্ঠাসম্পন্ন যারা, তারা স্বতঃই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ, ভগবানও এক, ধর্ম্মও এক, পথও এক। রকম আলাদা। সেই একই বিভিন্ন যুগে আসেন এবং সেই-সেই যুগের প্রয়োজন-অনুযায়ী-রকমে ধর্ম্মকে পরিবেষণ করেন। স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী রকমারি থাকবেই। সব জীবের মধ্যেই আছে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা; তোমারও আছে, পোকাটারও আছে, তবে রকম আলাদা। তুমি একই মানুষ, তা'ও সুস্থ অবস্থায় তোমার যে আহার চলবে, অসুস্থ অবস্থায় তা' চলবে না। এই পড়তায় ফেলে বুঝতে পার যুগবৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কেমন ক'রে পরিবেষণের রকমারি হয়। তাঁরা যা' দিয়ে যান, মানুষ তা' থেকে যখন বিচ্যুত হয়, তখন ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি ঢোকে। মানুষের অন্তরাত্মা আবার কেঁদে ওঠে—বাঁচাবাড়ার পথের সন্ধানে। তিনি তখন আবার আসেন। মাঝে-মাঝে বড়-বড় সাধু পুরুষের আবির্ভাব হয়—তাঁরা হ'লেন propounders of the teachings taught by the prophet of the age (যুগপুরুষের শিক্ষার ব্যাখ্যাতা এবং প্রদর্শক)।

আকাশে তারা উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে তারা দেখছেন। মাঝে-মাঝে উপস্থিত সবাইকে চিনিয়ে দিচ্ছেন—কোন্‌টা কোন্ তারা।

শরৎদা (কর্ম্মকার) জিজ্ঞাসা করলেন—অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারে বৈ কি ? গ্রহ-উপগ্রহ তো কল্পনার জিনিস নয়! এর বাস্তব অস্তিত্ব যখন আছে, তখন দূরত্ব অতিক্রম ক'রে সেখানে পেঁছান অসম্ভব নয়। আজ যেমন বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদান চলছে, এক সময় হয়তো তেমনি বিভিন্ন গ্রহের মধ্যে আদান-প্রদান চলবে।

কাশীনাথদা—অন্য গ্রহে হয়তো অন্য রকম জীব বাস করে। তারাই বা আমাদের ভাব-ভাষা বুঝবে কি ক'রে ? আর আমরাই বা তাদেরটা বুঝব কি ক'রে ? এমনও হ'তে পারে যে তাদের কোন ভাষা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুস্পষ্ট ভাষা না থাকলেও, জীব থাকলে তার ভাব থাকবেই। আর ভাব থাকলে তার অভিব্যক্তি থাকবেই। তার উপর দাঁড়িয়ে আদান-প্রদান চলতে পারে। আমাদের দ্বারা তারা উপকৃত হ'তে পারে, তাদের দ্বারাও আমরা উপকৃত হ'তে পারি। যত রকমে পারা যায়, জীবনকে enrich (সমৃদ্ধ) করতে হবে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ১০।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। স্পেন্সারদা সৎসঙ্গ সম্বন্ধে একখানি বই লিখছেন। তার উপক্রমণিকাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে গভীর মনোযোগ-সহকারে শুনলেন। পড়া শেষ ক'রে স্পেন্সারদা শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন—যদি তিনি কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করতে বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোহাগ-সুরে গেয়ে উঠলেন—ও কে গান গেয়ে যায় পথে পথে নদীয়ায়।

স্পেন্সারদা না বুঝেও যেন সব বুঝলেন। চোখ-মুখ কৃতজ্ঞতায় আরো কোমল ও কমনীয় হ'য়ে উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—এইভাবে লিখতে পারলে scripture dictionary of human life (মানব-জীবনের শাস্ত্র-অভিধান) হ'য়ে যাবে। এই রকম গল্পের মধ্য-দিয়ে যদি লেখা যায়—politics (রাজনীতি), economics (অর্থনীতি), marriage (বিবাহ), freedom (স্বাধীনতা), industry (শিল্প), agriculture (কৃষি), eugenics (সুপ্রজনন), education (শিক্ষা), womanhood (নারীত্ব)—ইত্যাদি রকমারি বিষয়,—তাহ'লে খুব ভাল হয়। যে-সমস্ত প্রশ্ন উঠতে পারে, তা' anticipate (আঁচ) ক'রে গল্প দিয়ে melt ক'রে (গলিয়ে) দিতে হয়। এমনভাবে লেখা চাই যাতে peasant to Solomon (কৃষক থেকে সলোমন পর্য্যন্ত) সবাই বুঝতে পারে।

প্রীতিপ্রসন্ন মধুর দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে স্পেন্সারদার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। সেই দৃষ্টিপথ বেয়ে যেন স্নেহ-করুণার ঝরণাধারা নেমে এসে তাকে পুণ্য-নিষিক্ত ক'রে তুলছে। এইবার বললেন—এই সময় milk (দুধ), honey (মধু), fruits (ফল), diet (খাদ্য) হওয়া উচিত। তাতে fine thinking (সূক্ষ্ম চিন্তা) আসে।

স্পেন্সারদা—জাতিতত্ত্ব ও বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে লিখব কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সোল্লাসে, উচ্চকণ্ঠে)—হ্যাঁ ! সব-কিছু লিখবে। May heaven bless you ! (পরমপিতা তোমার মঙ্গল করুন !)

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখার ধরণ হবে—আমি science (বিজ্ঞান) লিখছি না,—কিন্তু এমন লেখা লিখছি যাতে সমস্ত science (বিজ্ঞান) explained (ব্যাখ্যাত) হ'চ্ছে, logic (ন্যায়শাস্ত্র) লিখছি না, কিন্তু সবটা logically (ন্যায়শাস্ত্র-অনুযায়ী) adjusted (বিন্যস্ত) হ'য়ে যাচ্ছে। লিখতে গেলে সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে সুরু ক'রে একেবারে মাথা-মাথা যারা—সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বাস্তব সংযোগ থাকা দরকার। কোন্ ধরণের লোকের কি প্রশ্ন, কি সমস্যা, জীবন সম্বন্ধে কি ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী ও তার ফলাফল কি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাই। আর চাই action (কাজ) অর্থাৎ practical application of the principles you propagate (যে-নীতি তুমি প্রচার করছ, তার বাস্তব প্রয়োগ)। সঙ্গে-সঙ্গে চাই meditation ও thinking (ধ্যান ও চিন্তন)। বাইরে থেকে যে-সব impulse (সাড়া) পেলে, সেগুলি think (চিন্তা) ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা দরকার। এ না হ'লে run to perfection (পূর্ণতামুখী গতি) হয় না। যেখানে ঠেকে যাবে সেখানে ইষ্টসান্নিধ্যে এসে ঠিক ক'রে নিতে হয়। বইটইও পড়তে হয় বুঝে-বুঝে—ভিতরে বোধসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে। বই প'ড়ে বই হ'য়ে যাওয়া ভাল না।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—কাজের মধ্যে collection of funds (অর্থ-সংগ্রহ)-ও তো আছে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখার মধ্যেও সেটা আছে। লিখতে গেলে profitable collection of facts and ideas (তথ্য এবং চিন্তার লাভজনক সংগ্রহ) দরকার।

কাশীদা (মুখোপাধ্যায়)—লেখার জন্য বাস্তব কাজ-কর্ম্মের প্রয়োজন কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সঙ্গে চলাফেরা, বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ, বাস্তব প্রয়োজন ও প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হওয়া ও তার সমাধান করতে চেষ্টা করা—ইত্যাদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি লেখকের থাকে, তার মধ্য-দিয়ে লেখাও reality (বাস্তবতা) পায়। নিজ পরিবারের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে তাদেরও towards Ideal progressive (ইষ্টাভিমুখে প্রগতিমুখর) ক'রে তুলতে সচেষ্ট হ'তে হয়। তারা deteriorate করলে (অপকৃষ্ট হ'লে) টেনে নাবাতে চেষ্টা করে। তোমার character (চরিত্র) থাকলে তারাই তোমার কাছে yield (নতি স্বীকার) করে। ক্ষুদ্রাকারে নিজ পরিবারের মধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার কৃতকার্য্যতামণ্ডিত অভিজ্ঞতা যদি থাকে, তবে সমাজে, দেশে-বিদেশে আদর্শ-প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে একটা

প্রত্যয় জাগে। লেখকের জীবনে এই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

কেষ্টদা—যাদের শুভ-সংস্কার নেই, তাদের কি আপনার কথায় কোন কাজ হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের কাছে এটাকে কার্য্যকরী ক'রে তোলা পরিবেষকের করণীয়—apostle's duty (ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ)। যার যে instinct (সহজাত সংস্কার) আছে, সেইটেকে অবলম্বন ক'রে তার ভিতর ঢুকে, ঐ পথে ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণে তাকে interested ও active (অন্তরাসী ও সক্রিয়) ক'রে তার ভিতর desirable habit (বাঞ্ছনীয় অভ্যাস) form (গঠন) করিয়ে দিতে হবে। Induce (প্রবুদ্ধ) ক'রে, elate (উদ্দীপ্ত) ক'রে, এমন ক'রে active (সক্রিয়) ক'রে তুলতে হবে, যাতে he may achieve enthusiastic interest (সে উৎসাহদীপ্ত আগ্রহের অধিকারী হ'তে পারে)। এমনি ক'রেই উন্নততর অভ্যাস গ'ড়ে উঠবে। তার ভিতর-দিয়ে তার original instinct (মৌলিক সহজাত সংস্কার)-ও evolve ক'রে (বিবর্ত্তিত হ'য়ে) higher becoming (উন্নততর বিবর্দ্ধন)-এর দিকে অগ্রসর হবে। ভালর সম্ভাবনা একেবারে খতম হ'য়ে যায় কমই। একটু জায়গা পেলে সূচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বারান লাগে। তবে কিছু-কিছু লোকের এমন থাকে, যাদের কাঠামো বদল না হ'লে কিছু হবার নয়।

কেষ্টদা—Unadjusted complex (অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি) কি মৃত্যুর সময় দেখা দেবেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা complex (প্রবৃত্তি)-এর সাথে ইষ্টার্থপূরণী ধান্ধা কিছুটা জড়ান থাকলে, তা' মানুষকে খুব একটা বেকায়দায় ফেলতে পারে না। ভালবাসা হ'লেই হয়।

কেষ্টদা—ভালবাসার test (পরখ) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসার একটা নেশা আছে, বোধ আছে। সে কখনও প্রিয়কে ত্যাগ করতে চায় না। যখন প্রবৃত্তি তাকে পাড় ক'রে ফেলার উপক্রম করে, ভালবাসাও তখন প্লাবনের মত ফেঁপে-ফুলে ওঠে। প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলেও সে ততটুকুই দেয়, যাতে প্রিয়ের গায়ে হাত না পড়ে। সে-সীমারেখা লঙ্ঘন ক'রে সে তাকে একচুলও অগ্রসর হবার সুযোগ দেয় না।

কেষ্টদা—অনেক সময় দুর্ব্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ করার পর ইষ্টের কথা স্মরণ ক'রে তীব্র অনুশোচনা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও তো good sign (ভাল লক্ষণ)। মনটাকে আগভাগে চেতন ও দৃঢ় ক'রে তুলতে পারলেই হয়।

কেষ্টদা—রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—মৃত্যুর সময় কা'রও কা'রও হয়তো পাঁচফোড়নের কথা মনে প'ড়ে যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচফোড়নের মধ্যে যদি ঠাকুর থাকেন, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়েও উচ্চগতি হ'তে পারে।

পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য)—ছেলের নাম ছিল নারায়ণ, মৃত্যুর সময় অজামিল ছেলের নাম করতে-করতে মুক্তি পেয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো ঐ-ভাবের নাম রাখে।

কেষ্টদা—রামকৃষ্ণদেব দুই রকম ভক্তের কথা বলেছেন। একরকম বিড়ালছানার মত, মা যখন যেখানে যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই খুশি। নিজের কোন ওজর-আপত্তি নেই, শুধু মিউ-মিউ ক'রে ডাকে। দরকার হ'লে মা তাকে ধ'রে অন্যত্র নিয়ে যায়। আর একরকম বানরছানার মত, সে নিজেই মাকে আঁকড়ে ধরে। মা'র তার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বিড়ালছানার মত প'ড়ে-প'ড়ে মিউ-মিউ করা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিড়ালছানার আছে passive surrender (নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ)। ওটাও একটা রকম। ওখানেও যে একেবারে activity (কর্ম্ম) নেই, তা' নয়, ডাকার activity (কর্ম্ম) আছে। তার নিজের কোন choice (পছন্দ) নেই। ছাইয়ের গাদায় রাখুক, তা'ও রাজী, বিছানার উপর নিয়ে রাখুক, তা'ও রাজী। বানরছানার আছে active pursuit (সক্রিয় অনুসরণ)। নিজের চেষ্টায় মাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে। দুজনেরই মায়ের প্রতি ভালবাসা আছে। তবে আমার বানরছানার রকম ভাল লাগে। আমি যাকে ভালবাসি, তাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকার দায়িত্ব তো আমার। পরমপিতা আমাকে যখন পুরুষকার দিয়েছেন, সেই পুরুষকারের প্রয়োগে আমি আমার বাঞ্ছিতে লগ্ন হ'য়ে থাকব সেই তো ভাল। আর তাঁকে কষ্ট যতটা না-দিয়ে পারি তাই-ই তো দেখা উচিত। বানরছানার মত effort (চেষ্টা) এবং বিড়ালছানার মত সব অবস্থায় খুশি ও রাজী থাকার মনোবৃত্তি যদি একসঙ্গে থাকে, সেই-ই উত্তম।

কেষ্টদা—অনেকে নির্ভরতার উপর খুব জোর দেন। তাঁরা বলেন—ভক্ত ভাববে—পরমপিতার রাজ্যে আমার নিজের জন্য আমার কোন ভাবনার প্রয়োজন নেই। যা' করার তিনি করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিঃশেষে ভজনশীল হ'লে ওই feeling (বোধ) আসে। তার আগে অমনতর ভাবা বা বলা মানে ফাঁকিবাজি, চালাকি বা আলসেমি।

কেষ্টদা—একটা কথা আছে, 'গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে'। এ-কথা বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুকে গ্রহণ ক'রে গুরুর অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলা ও বাস্তবে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার ভিতর-দিয়েই হয় আত্মনিয়ন্ত্রণ। একেই বলে সাধনা। নিজের মত চললাম, প্রবৃত্তিগুলির গায়ে হাত পড়লো না, তাতে কাজের কাজ কিছু হয় না। জীবন্ত সদ্‌গুরুকে বাস্তবভাবে সেবা ও অনুসরণ করার ভিতর-দিয়ে আমরা বোধ, জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী হই। গোবিন্দই গুরুরূপে আসেন জগতে। Unrepelling attachment (অস্খলিত অনুরাগ) ও Love-Service (প্রীতিমুখর সেবা)-এর ভিতর-দিয়ে যখন আমরা তাঁর ভিতর গোবিন্দকে অবলোকন করি, তখনই হয় গোবিন্দ-প্রাপ্তি। সমস্ত জীবনটাই তখন divinely transformed ও endowed (ভাগবত-ভাবে পরিবর্ত্তিত ও বিভূতিসমন্বিত) হ'য়ে ওঠে। ভাবের ঘোরে একটু নেচে-কেঁদে সব শেষ হ'য়ে যায় না। তার প্রতিটি নিঃশ্বাস ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে হাসতে-হাসতে বললেন—আমি যে বইটই পড়িনি, রকমারি ব্যাখ্যা শুনিনি, রকম-বেরকম সাধুগুরুর সঙ্গ করিনি, তা' একদিক-দিয়ে পরমপিতার দয়ায় ভালই হয়েছে। বাড়ী ব'সে মা'র কাছ থেকে নাম পেয়ে গেলাম। আগ্রা সৎসঙ্গে যেয়ে যদি বেশী মেলামেশা করতাম, মনটা হয়তো অযথা ধারণা-রঙ্গিন হ'য়ে উঠতো। আজ যেমন firsthand observation ও perception (প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুভব)-এর উপর দাঁড়িয়ে দুনিয়াটাকে স্বচ্ছ-দৃষ্টিতে দেখতে পারি, তা' হয়তো পারতাম না। নিজের বোধের কাছেও হয়তো সবটার সঙ্গতি ফুটে উঠতো না। ধর্ম্ম যে নিতান্ত বাস্তব ব্যাপার, এর মধ্যে যে মনগড়া ধারণা বা কল্পনার স্থান নেই এইটেই অনেকে বোঝে না।

শরৎদা (হালদার)—সদ্‌গুরু যে-কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসুন, তাঁর তো সেই সম্প্রদায়গত ধাঁজ কিছুটা থাকে, অন্য সম্প্রদায়ের লোক যদি তাঁকে গ্রহণ করে, তাতে তাদের কিছুটা ভাবে ব্যাঘাত হয় না কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে সত্তার fulfilment (পরিপূরণ) আছে, fine conception (সূক্ষ্ম ধারণা) আছে, পূর্ব্বাপর সব-কিছুর meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) আছে, যেখানে পূর্ব্বতনদের সঙ্গে বিরোধ নাই এবং uncontrasted adherence to Guru (গুরুর প্রতি নির্দ্বন্দ্ব অনুরাগ) আছে, এমনতর কামেলপীর বা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, শিখ যে-ই দীক্ষা নিক না কেন, তাতে স্ব-স্ব ভাব ও বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ ছাড়া ব্যাঘাত হয় না।

কেষ্টদা—একজন মহাপুরুষ বা সদ্‌গুরু আসা মানে নতুন ক'রে আর-একটা সম্প্রদায়ের ভিত্তিপত্তন। এটা কেমন যেন ভাল লাগে না !

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাপুরুষদের কেউ সম্প্রদায় করতে আসেন না। তাঁরা সবাই

একমুখী। তাই তাঁরা আপনা থেকেই পরস্পর interested (স্বার্থান্বিত)। সঙ্গতিও তাঁদের মধ্যে স্বতঃ। মহাপুরুষদের ধারাটা ধ'রে রাখতে গেলে গুরুপারম্পর্য্য বজায় রাখতে হয়। এই গুরুপরম্পরা ও শিষ্যপরম্পরার মধ্যে কালক্রমে গলদ ঢুকে মূল ধারা অবান্তর পথে বাঁক নেয়। তখন সঙ্গতি-সূত্রটা ছিঁড়ে যায়। পরিপূরণী ব্যাপ্তি বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ে। ছোট-ছোট দলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু শ্রেয়ের প্রতি সহজ অনুরাগের থেকে যে বিশেষ রকম দেখা দেয়, তাতে কিন্তু কোন ক্ষতি হয় না। ধরেন, আপনারা আমাকে ভালবাসেন, এই ভালবাসার মধ্য-দিয়ে আপনাদের ও আপনাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে normally (স্বভাবতঃই) আমার কিছু-কিছু traits (গুণ) ঢুকে যাচ্ছে। এমন-কি, আমার মিষ্টির প্রতি নেশা পর্য্যন্ত। Son by culture (কৃষ্টি-সন্ততি)-দের মধ্যে এই যে প্রিয়পরমের চরিত্রগত বিশিষ্ট ধরণের সংক্রমণ হয়, তাতে কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাদের সঙ্গতিসূত্র ব্যাহত হয় না। Completely belonging to Superior Beloved (সর্ব্বতোভাবে প্রিয়পরমের ছন্দানুবর্ত্তী) যারা, তারা অল্পবিস্তর ঐ তাঁর begotten children (ঔরসজাত সন্তানগণ)-এর মত হয়।

আশ্রমের একদল ছেলে জাম পেড়ে নিয়ে এসে বকুলতলায় ব'সে মিলেমিশে আনন্দে জাম খাচ্ছে। কেউ-কেউ তার ভাগের থেকে সেধে-সেধে অন্যকে দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি মনে সেই সব লক্ষ্য করছেন।

পরে বললেন—দেওয়ার সুখটা এখানকার বড়-ছোট অনেকেই টের পেয়ে গেছে। চ্যাংড়াকাল থেকেই বুঝতাম—অন্যের যতটুকু সুখ-সুবিধা ক'রে দিতে পারলাম, সেইটুকুই আমার লাভ, সেইটুকুই আমার তৃপ্তি। বড়খোকা, মণি, কাজল—এদের মধ্যেও সেইটে বার-বার নিজস্ব-রকমে ঢুকে গেছে। এখানকার অন্যান্যদের দু'চারজনের মধ্যেও এটা চারিয়ে যাচ্ছে। ভালবাসায় অজ্ঞাতসারে গুণ-সংক্রমণ হ'তে থাকে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এখান থেকে উঠে পড়লেন।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ১১।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাঁধের কাছে একখানি চৌকীর উপর ব'সে আছেন। গরমের সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে লোকের ভিড় জমে গেছে। একদল শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন। অনেকে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা দলে-দলে খেলাধুলো করছে। কোথাও কয়েকজন মিলে গল্পগুজব করছেন। সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু আশপাশের গ্রামের লোক কাশীপুরের হাট থেকে বেচা-কেনা সেরে আশ্রমের উপর দিয়ে বাড়ী ফিরছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একজনকে ডেকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কি কিনল্‌ রে ?

সে খুশি হ'য়ে তার মাথা থেকে ডালা নামিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে মেলে ধরলো।

ডালার মধ্যে তরিতরকারি, শাকপাতা, আম-কাঁঠাল অনেক কিছুই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেশ বাজার করিছিস্‌। তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যা। ছাওয়াল-পাওয়াল বৌ-ঝিরা এত জিনিস পেয়ে খুশি হ'য়ে যাবিনি।

লোকটির মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো। সে আবার ডালা মাথায় নিয়ে উৎসাহদীপ্ত পদক্ষেপে ঘরের পানে এগিয়ে চলল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রীতিমুগ্ধ স্নেহঝরা দৃষ্টি অল্পক্ষণের জন্য তার গতিপথের অনুগামী হ'লো। পরক্ষণেই কলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক আসলেন। তিনি সরকারী অফিসের হিসাব পরীক্ষার জন্য পাবনায় এসেছেন। দিনের কাজ সেরে আশ্রমে বেড়াতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখামাত্র পাশের বেঞ্চখানি দেখিয়ে দিয়ে সস্নেহে বললেন—বসেন দাদা!

ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। তারপর বললেন—আমি দুই-একটি প্রশ্ন করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! করেন। আমি তো লেখাপড়া জানি না। আমি যেমন বুঝি বলতে চেষ্টা করব।

প্রশ্ন—সৃষ্টির গোড়া কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরম উৎসে গেলে পরে নির্ব্বাকত্ব ছাড়া উত্তর নেই। বলতে গেলেই যা' বোধ করা যায় তা' আর পুরো বলা যায় না, কিছুটা বাদ প'ড়ে যায়। সেই পরম উৎস থেকেই সত্তা ভেসে ওঠে। Positive (ধনাত্মক) যেখানে থাকে, সেখানেই অন্যপ্রান্তে থাকে negative (ঋণাত্মক), আবার negative (ঋণাত্মক) যেখানেই থাকে, সেখানেই অন্যপ্রান্তে থাকে positive (ধনাত্মক)। এদের মধ্যে থাকে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও স্থৈর্য্যায়ণ। উভয়ের সঙ্গম, সঙ্কর্ষণ ও সঙ্ঘর্ষের ভিতর-দিয়ে রকমারি অস্তিত্বের উদ্ভব হয়। স্বয়ম্ভূবলে, positive (ধনাত্মক) এবং negative (ঋণাত্মক) তাদের সমন্বয়ে আলো যেন ঠিকরে উঠলো, অথচ আলাদা ক'রে এ-দুটোর কোনটার মধ্যেই আলো নেই। এক থাকলে সব এসে পড়ে। সব হ'য়ে ওঠে। এক চিরকাল আছেন এবং সেই একের বহু হবারও বিরাম নেই। তাই বলে, সৃষ্টি অনাদ্যন্ত। এর আদিও নেই, অন্তও নেই। চিরকাল হ'য়ে চলেছে। আগেও যেমন, পরেও সেই ধারায়।

এ-সবগুলি সত্তা দিয়ে বোধ করার জিনিস। তপস্যার পথে কারণ-স্তরের ক্রিয়াকাণ্ডগুলি বোধের সামনে হাজির হয়। এমন-এমন স্তর আছে যেখানে অস্তিত্ব

যেন সাবাড় হ'য়ে যেতে চায়। Stand (সহ্য) করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। বেত্তাগুরু যদি হন, তাঁর উপর কঠোর নেশা যদি থাকে, তবে তাঁর দয়ায় স্মৃতিচেতনা অক্ষুণ্ণ থাকে, নচেৎ গায়েব হওয়ার উপক্রম হয়। বিশেষ কিছু ইয়াদে থাকে না, fine tracing (সূক্ষ্ম সূত্রানুসন্ধান)-ও হয় না।

উক্ত ভদ্রলোক—এ তো theory (উপপত্তি)!

শ্রীশ্রীঠাকুর (জোরের সঙ্গে)—Theory (উপপত্তি) কাকে কন? এ একেবারে hard fact (নিরেট তথ্য)! Laboratory-তে (বিজ্ঞানাগারে) experiment (পরীক্ষা)-এর মত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে 'চলার সাথী' বই থেকে 'সৃজনপ্রগতি' প'ড়ে শোনাতে বললেন।

প'ড়ে শোনান হ'লো।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হাতায়ে দেখেন। বিজ্ঞানেও এই-ই পাবেন। তাই একে বিজ্ঞান কয়। ঠিকঠিকমত যে করবে সেই পাবে। একেবারে universal (সার্ব্বজনীন)।

ভদ্রলোক খুব উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। পরে বললেন—আপনার শিষ্য মহিমবাবু (দে), কেশববাবু (রায়) প্রভৃতি আমার পরিচিত। তাঁদের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। তাই পাবনায় এসে মনে করলাম, আপনার দর্শনলাভের এই সুযোগ ছাড়ব না। মনে-মনে ভয় ছিল, আপনি আমাদের মত নগণ্য লোকের সঙ্গে কথা বলবেন কিনা! এখন দেখছি সেই ভয়ে যদি না আসতাম তাহ'লে ঠ'কে যেতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার ঠকা কী হ'তো তা' জানি না, তবে আমার যে ঠকা হ'তো এ-কথা ঠিকই। দয়া ক'রে আইছেন, তাই দেখতে পেলাম। আমি তো কোথাও বড় একটা যেতে পারি না, দয়া ক'রে যাঁরা এখানে আসেন, তাঁদের দেখে, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে তৃপ্ত হই। সবই পরমপিতার অনুগ্রহ ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় ভদ্রলোক একেবারে গ'লে গেলেন। চোখ-মুখ ছলছল করতে লাগল। অপলক নেত্রে তাঁকে দেখতে লাগলেন।

একটু পরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফাঁক পেলে দয়া ক'রে আবার আসবেন।

ভদ্রলোক—আপনার দয়া, ভগবানের দয়া, তাঁর প্রেরণা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেরণা তিনি দিয়েই দিয়েছেন। সেটা যেভাবে খাটাবেন, সেইরকম ফল পাবেন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৩। ৬। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সধ্যায় খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কাশীনাথদা (মুখোপাধ্যায়), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— মা অনুলোম বিয়ে support (সমর্থন) করার জন্য কি পড়াটাই না পড়েছিলেন ! ওই বিদ্যে নিয়ে কি খাটাই না খেটেছিলেন !

আশ্রমে যে কলেজ হবে সে সম্বন্ধে কথা উঠলো। ভোলানাথদার (সরকার) উপর এর তদ্বিরের ভার আছে। সেই সম্পর্কে কেষ্টদা বললেন—নরেনদা (মিত্র) ভোলানাথদার কথা কী বললেন, তা' তো বোঝা গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝিয়ে বলার মত হয়তো প্রশ্ন ক'রে শুনে আসেনি। প্রশ্ন করতে হ'লেও বিষয়-সম্বন্ধে অনেকখানি জানতে হয়।

হরিজন-আন্দোলন সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ঐ-রকম ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, আভিজাত্য নষ্ট না ক'রে আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা যাতে হয়, তাই করাই ভাল। আভিজাত্য মানে, পূর্ব্বপুরুষের গৌরবে অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মে নিজেকে অভিদীপ্ত ক'রে রাখা। হরিজন-আন্দোলন না ক'রে মহাজন-আন্দোলন করা ভাল, যাতে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শ্রদ্ধাপূত অনুশীলনে উন্নতির উপাসনা করে। মানুষকে অশ্রদ্ধা করাও ভাল না এবং কারও ভিতর অশ্রদ্ধার ভাবকে পুষ্ট হবার সুযোগ দেওয়াও ভাল না।

কাশীনাথদা—যে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছে, সে কি অন্যের চেয়ে বড় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার superior instinct (উন্নত সংস্কার) থাকে। কিন্তু অনুশীলন না করলে, পরিবেশ ভাল না হ'লে সবটা ধরা পড়ে না।

কাশীনাথদা—তিন-চার পুরুষ ধ'রে যদি বিপ্রত্বের চর্চ্চা ঠিক না থাকে, তবে তো সে নীচু হ'য়ে যাবে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঁঠালের বীচি পুতলে তা' থেকে কাঁঠালই হবে, ছোট কাঁঠালও হ'তে পারে, কিন্তু তা' থেকে পেয়ারা হবে না।

কাশীনাথদা—ফল নাও হ'তে পারে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঁঠাল নাও হ'তে পারে। তবে পাতাগুলি কাঁঠালের পাতার মত হবে।

কাশীনাথদা—মানুষ তো একই জাতি, তার মধ্যে আবার ভাগাভাগি কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেক জাতির মধ্যেই grouping (গুচ্ছ) আছে। কাঁঠালের মধ্যে পর্য্যন্ত আছে। হিন্দুরা পশুপক্ষী, গরু, ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদিকেও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছে। আজকের Biology (জীববিজ্ঞান)-ও শুনেছি এই দিকে

অগ্রসর হ'চ্ছে।·········বিয়ে-থাওয়া খুব হিসাব ক'রে না দিলে গোল ঢুকে যাবে। আগে এ-বিষয়ে খুব কড়াকাড়ি ছিল। বাবার কাছে শুনেছি, সেকালে কোন বিয়ের আগে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের ঘটকদের নিয়ে বিচার-সভা হ'তো। উভয়পক্ষের কুলশীল ও পাত্রকন্যার প্রকৃতির সঙ্গতি দেখে বিয়ে ঠিক করা হ'তো। আবার শুনেছি, যে-ঘটক বিচারে ভুল করতো, ধান দিয়ে তার কপাল কেটে দেওয়া হ'তো।

প্রফুল্ল—উচ্চবর্ণোদ্ভূত অনেকের মধ্যে চরিত্র, গুণ ও যোগ্যতার দৈন্য বিপুল পরিমাণে দেখা যায়, আবার নিম্নবর্ণোদ্ভূত কিছু-কিছু লোকের মধ্যেও এর উল্টো দেখা যায়। তাই শ্রদ্ধা, ভক্তি, সরলতা, সংযম, হৃদয়বত্তা ইত্যাদিকে যদি মানদণ্ড ধরা যায়, তাহ'লে বোঝা যায় না, বর্ণবিধানের সঙ্গে এর মৌলিক সম্পর্ক কতখানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোহাই হো'ক, তামাই হো'ক, সোনাই হো'ক, proper treatment (যথাযথ পোষণ) না হ'লে কিছুই ঠিক থাকে না।·········গুণ মানে instinctive tenor of intellect (বুদ্ধির সহজাত ধাঁজ ও ধরণ)। একটা ছোট হ'য়ে গেল, তা' দিয়ে বোঝা যায় না। যে অন্তর্নিহিত গুণদীপনা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল। শীর্ণ কুকুরের বাচ্চাকে বা বানরের বাচ্চাকে জলে ফেলে দাও, সে সাঁতার কাটবে। কিন্তু বলিষ্ঠ মানব-শিশুকে জলে ফেলে দাও, সে তা' পারবে না। আমি বলি, যার ভিতর যে সম্ভাবনা আছে, সেইটেকেই পোষণ দিয়ে বাড়িয়ে তোল। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সাধনার ফলে যে-সব গুণ বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল, সেগুলি আজ ম্রিয়মাণ হ'য়ে থাকলেও, উপযুক্ত তদ্বিরে আবার স্পষ্টপুষ্ট ক'রে তোল। সমীচীন বিবাহ, সুসঙ্গত তপস্যা ও গুণগ্রহণমুখর, উৎসাহ-সন্দীপী প্রেরণাই স্তিমিত গুণগুলিকে কালে-কালে জ্বলন্ত ক'রে তুলতে পারে।·········সব চাইতে বড় জিনিস হ'লো untottering conviction (অটুট প্রত্যয়)। ঐ দেখেই বোঝা যায়, কা'র ভিতর মাল কতখানি আছে। মানুষের ভিতরে যদি সার পদার্থ কিছু না থাকে, সে একবার একটা বুঝেও পরক্ষণে অন্য কথায় অন্যরকম বুঝবে। সে হয়তো তেত্রিশ রকম হবে, তেত্রিশ রকম কথা কবে। তার বিচারের মাপকাঠি হ'চ্ছে ইতর প্রবৃত্তি-চাহিদার পূরণ বা অপূরণ। সত্তার ধার সে কমই ধারে, অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত পাছা পাছবেড়ায় ঠেকে না যায়।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ১৪।৬।১৯৪৬)

আজ বিকালে বৃষ্টি হয়েছে। তারপর থেকে আকাশটা মেঘলা হ'য়ে আছে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য দিনের মত আজ সন্ধ্যায় বাইরে না ব'সে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। প্রমথদা (দে), যোগেশদা (চক্রবর্তী), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), কাশীনাথদা (মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—ইষ্টস্বার্থী, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতাসম্পন্ন কয়েকজন এম্-এ চাই। মানুষ না পেলে বাঁচার পথ নেই। কিছু মানুষ পেলে একজন আমেরিকায়, একজন বিলেতে, একজন মধ্য ইউরোপে পাঠাতাম, আর পাঁচ জন ভারতে কাজের জন্য রাখতাম।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন—না আছে বিহিত চিন্তা, না আছে বিহিত চেষ্টা। মানুষ হ'লে ছয় বছরের বেশী লাগতো না, অবশ্য যদি তারা ardent will (ব্যগ্র ইচ্ছা)-ওয়ালা হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেশদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—তিলমাত্র সময়ও নষ্ট হ'তে দেবেন না। মানুষ-ধরার জেলে হ'য়ে সারা দেশে জাল ফেলতে-ফেলতে এগিয়ে যান। আমার মনে হয়, বাংলার বাইরে মানুষ পাওয়ার সম্ভাবনা ঢের আছে।………গোপাল বেঁচে থাকলে অনেকখানি পারতো। কত রকমের dress (পোষাক) করেছিল। একটা হীরের আংটি জোগাড় করেছিল। আর কথাও কইতে পারতো। কথার নমুনা তো দেখতে পান 'Nature's Dharma' (প্রাকৃত ধর্ম্ম)-এর মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—কেষ্টদাকে বলিস্ এরপর যে অর্ঘ্য-প্রস্বস্তি ছাপা হবে তাতে যেন 'ঋত্বিকী' ও 'প্রাতিষ্ঠিকী' এই দুটো কথা যোগ ক'রে দেয়।

প্রফুল্ল—প্রাতিষ্ঠিকী মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাতিষ্ঠিকী মানে প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধীয়। অনেক কিছু হ'তে পারে। এখন তো লিখে রাখ্, এর পরে অনেক কর্ম্মে লাগবে।

প্রফুল্ল—মাঝে-মাঝে অনেক ভুলত্রুটি হ'য়ে যায়, পরে যখন ধরা পড়ে, নিজের উপর উগ্র প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের উপর প্রতিশোধ নেওয়া মানে, যা' করনি তা' শুদ্ধরূপে করা। অপরের উপর প্রতিশোধ নেওয়া মানে, তাকে এমন ক'রে পরিশুদ্ধ ক'রে তোলা যাতে সে যে-অন্যায় করেছে অমন অন্যায় আর না করতে পারে। আমরা অনেকে প্রতিশোধ নিতেই জানি না। ছোটবেলা থেকে প্রতিশোধ নেওয়া বলতে বুঝতাম, ভালবেসে সেবা দিয়ে মানুষের দ্রোহবুদ্ধিকে বিতাড়িত করা, তার হৃদয়কে প্রতিশুদ্ধ ক'রে তাকে সত্তাবান্ধব ক'রে তোলা। কেউ আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করলে, তার ভাল করার জন্য জিদ চেপে যেত।

অজিতভাই (গঙ্গোপাধ্যায়)—কতকগুলি খারাপ ভাব মাঝে-মাঝে পেয়ে বসতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ হওয়া যখন তোর চাহিদা নয়, তখন খারাপকে আমল দিতে যাবি কেন ? খারাপ নিয়ে থেকে তোর সুবিধা কী ? যাতে নিজের ও পরের ভাল

হয়, সুখ হয়, উন্নতি হয়, ক্রমাগত তাই ক'রে চল্। দীক্ষা বাড়া, কর্ম্মী বাড়া। দীক্ষিত যারা, তাদের আশ্রমে নিয়ে আসবি। খুব ক'রে চাঙ্গা ক'রে দিবি—শুভসন্দীপনায়।

অজিতভাই—আমার সঙ্গে চারজন এসেছে। ভাল ক'রে লুচি, আম, কাঁঠাল খাইয়ে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভালই করেছ। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের লুচি যদি দিতে পার, তাহ'লে আসল কাম হবে। লহমায় মানুষকে বান্ধব ক'রে তোলা চাই, তার হৃদয় আয়ত্ত করা চাই। এই যদি করতে পারিস্, miracle (অলৌকিক ঘটনা) হ'য়ে যায়।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৫।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় এসে বসেছেন। প্রমথদা (দে), কাশীনাথদা (মুখোপাধ্যায়), সুরেশভাই (রায়) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—যখনই লোকের সঙ্গে কথা বলবে, কথাগুলি এমন হওয়া চাই যাতে lovingly (প্রীতিপূর্ণভাবে) penetrate (অনুপ্রবেশ) করে, তখন মানুষ তোমার কথা বুকের দরদ ঢেলে দিয়ে গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হবে। ধর, তুমি মাছ খাও না, সদাচারমুখর সাত্ত্বিক চলনে চল, কেউ হয়তো এ-সব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো। প্রত্যেকটার জবাব সুন্দর সূক্ষ্ম হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। Sweet fanatic (মিষ্টি গোঁড়া) হওয়া দরকার। Yield (বশ্যতা স্বীকার) করলে, যার কাছে yield (বশ্যতা স্বীকার) করা যায় তারই শ্রদ্ধা তোমার প্রতি ক'মে আসে। Sweet fanatic (মিষ্টি গোঁড়া) হ'লে মানুষ ভাল না বেসে পারে না, আর সেই ভালবাসা তাদেরও অসীম উন্নতির পথে নিয়ে যায়।

তোমার কথাবার্ত্তার সঙ্গে তোমার চারিত্রিক রূপ যেন এত sweetly (মিষ্টভাবে) imparted (সঞ্চারিত) হয়, যাতে রাত্রে শুয়ে-প'ড়েও তোমার কথা ভাবে।

চরিত্রে, তপস্যায়, সৌন্দর্য্যে, দক্ষতায় pilotman (চালক)-দের অনুপম হওয়া চাই। শুধু কথা নয়, ধর্ম্মের রূপ ফুটে ওঠা চাই চরিত্রে। আর-একটা কথা—কখনও compromise (আপোষরফা) করতে যেও না, কিন্তু তাই ব'লে বিরোধও ডেকে এনো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কি টিকি রেখেছিস্ ?

প্রফুল্ল—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেশকে দেখিয়ে বললেন—ও রেখেছে। শিখা আমার মনে হয়, গুরুর resemblance (সাদৃশ্য)। শিখরের যে বেণী, সে ওই-ই।

কাশীদা—গুরু বদলান যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু বদলান যায় না। গুরু মানেই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু ছাড়া অন্যত্র দীক্ষা নেওয়ার পর সদ্‌গুরু পেয়ে তাঁর কাছে মন্ত্র নিলে গুরুত্যাগী হয় না। দীক্ষাদানের অধিকারী হ'লেন সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু মানে world-teacher (জগদ্‌গুরু), যাঁর পরিচর্য্যায় সাত্ত্বিক সন্দীপনা অর্থাৎ অস্তিত্বের সন্দীপনা উচ্ছল হ'য়ে ওঠে।

কাশীদা—সদ্‌গুরু না হ'লে তাহ'লে গুরু বদলান যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচশো বার বদলান যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ হ'তে গেলে গুরুর শাসন মাথা পেতে নিতে হয়। গুরুর কাছে কোন মান-অভিমান রাখতে নেই। তাঁর বিধি-বিধান ও আদেশ যতই কঠোর হোক না কেন, তা' প্রীতিপূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে পালন করতে গিয়ে প্রবৃত্তিগুলি কাবেজে আসে। সেইটাই বড় লাভ। শিবাজী ছিল রাজা, কিন্তু সেই রাজা-শিবাজীকে রামদাস কত কৃচ্ছ্রতার ভিতর-দিয়ে খাঁটি সোনা ক'রে তুলতে চেয়েছেন। শুনেছি তিনি নাকি বলতেন—আমি ওকে এমন ক'রে তুলতে চাই, যাতে আমার অবর্ত্তমানে ওর আওতায় একটা পিঁপড়েও কষ্ট না পায়। কাঠিয়া বাবা তাঁর শিষ্যদের প্রতি খুব কঠোর ছিলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলতেন, 'আমি ওদের এমনভাবে মানুষ করতে চাই, যাতে জগতের কোন কষ্ট ওদের কষ্ট দিতে না পারে।'

বাইরে একটু-একটু বৃষ্টি হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি মনে কথাবার্ত্তা ব'লে চলেছেন। হঠাৎ এমন সময় হাসি-হাসি মুখে Mr. Ripley এসে হাজির হ'লেন। তিনি এইমাত্র কলকাতা থেকে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে মহোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠলেন —স্ফূর্ত্তি ! স্ফূর্ত্তি ! স্ফূর্ত্তি !—ব'লেই প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। পরক্ষণেই মাথা দুলিয়ে হাত ঘুরিয়ে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে গানের সুরে বললেন—আজি বাদল ধারায় তোমার আগমন।

সাহেব শ্রীশ্রীঠাকুরের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে খুশিতে ভরপুর হ'য়ে উঠলেন।

১লা আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৬।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রমেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), স্পেন্সারদা, ফেনুদা, নগেনভাই (দে) প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে ছিল বিজ্ঞানের চর্চ্চা। Climate (আবহাওয়া)-টাই ঐ-রকম হ'য়ে গিয়েছিল। এখন দার্শনিক চর্চ্চাই চলে বেশী। এখন যদি আমাকে কেউ manipulale (কৌশলে নিয়ন্ত্রণ)-ও ক'রে, তবু আগের মত science (বিজ্ঞান) বলতে পারব ব'লে মনে হয় না।

ফেনুদা—Matter (পদার্থ) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Energy in condensed form is matter (শক্তির ঘনীভূত রূপই পদার্থ)। Energy (শক্তি)-র পিছনে আছে vibration (স্পন্দন)।

ফেনুদা—স্পন্দনের উৎস কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Positive (ঋজী) যেখানে থাকে তার অপর প্রান্তেই থাকে negative (রিচী)। কিন্তু এদের মধ্যে আছে affinity (টান)। তাই পরস্পরকে করে আকর্ষণ। এর ভিতর থেকে জাগে স্পন্দন ও চাঞ্চল্য। একটা আর-একটাকে যখন আত্মসাৎ করতে চায়, তখন দ্বিতীয়টা নিজে identity (স্বরূপ) বজায় রাখার তাগিদে jerk (ঝাঁকুনি) দিয়ে ছিটকে যায়। এই সংযোগ-বিয়োগ, আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে নূতনের আবির্ভাব হয়, যা' ছিল না তা' জেগে ওঠে। এই আনা-গোনা, চলাফেরার বিরাম নেই। চললো তো চললই। এই চিরচলৎশীলতাই আত্মিকতা বা আত্মার গতিশীলতা। এই চলৎশীলতার পথে অনেক স্তরের পরে nebula (নীহারিকা) যাকে কই, তা' পাই। Prime one (পরম এক)-এর prime factor (মূল উপাদান)-গুলি কিন্তু ধাপে-ধাপে সংক্রামিত হ'য়ে চলে। Nebula (নীহারিকা) হ'লো material condensation of energy (শক্তির বাস্তব ঘনীভবন)। তারপর nebula (নীহারিকা) আবার spiral motion-এ (কুণ্ডলীকৃত গতিতে) চলতে লাগলো। তার থেকে পাক সৃষ্টি হ'তে লাগলো। এর মধ্যে more condensed layer of energy (বেশী ঘনীভূত শক্তির স্তর) ও less condensed layer of energy (কম ঘনীভূত শক্তির স্তর) দুই-ই flow করতে (বইতে) থাকে। এরা পরস্পর ধাক্কা খায়। সেইজন্য spiral whirlpool (কুণ্ডলীকৃত আবর্ত্ত)-এর মধ্য দিয়ে lump (পিণ্ড) হ'য়ে তারা আবার ছিটকে যেতে থাকে। কিন্তু টানের দরুন তার পাশে ঘুরতে থাকে। দুটো pole (মেরু)-এর মাঝে যে টান তাকে বলে prime libido (মূল সুরত)। যখনই negative (রিচী) positive (ঋজী)-এর উপর influence (প্রভাব বিস্তার) করতে থাকে—তাকে আত্মসাৎ করতে, তখন হয় female condensation of energy (রিচী শক্তির ঘনীভবন)। positive (ঋজী) যখন negative (রিচী)-কে influence (প্রভাবিত) করতে থাকে, তখন হয় male condensation of

energy (খাড়ী শক্তির ঘনীভবন)। এ সবই being (সত্তা)। মায় ধূলিকণা পর্য্যন্ত living (জীবন্ত)।

কেষ্টদা—সেই পরমকে বোধ করার পন্থা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমের বুকে সৃষ্টি অনেকগুলি স্তরবিন্যাস ও রকমারির ভিতর-দিয়ে জেগে উঠেছে। প্রত্যেক যা'-কিছু তাঁরই হওন। আমার হওনের ক্রমটা যদি আস্থূল সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত বোধ করতে না পারি—মরকোচসহ, তাহ'লে হবে না। আমার এই system (বিধান)-এর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তেমন যদি কিছু থাকে তাকে বোধ করতে পারব না। যে basis (ভিত্তি)-এর উপর দাঁড়িয়ে আছি, তার বাইরে যদি কিছু থাকে, তা' ধরা পড়বে না। এই রকমটা, এই rulings (অনুশাসন) যেখানে কাজ করে না, আমাদের বোধ সেখানে বোবা। সেইজন্য পরমের সহজ স্মৃতি ও চেতনাসম্পন্ন মানুষকে ধ'রে ছাড়া আমরা ঐ বোধে উপনীত হ'তে পারি না। অস্খলিত ভাল-বাসার সম্বেগ নিয়ে যদি তাঁর স্মরণ, মনন, ধ্যান, জপ, প্রীতিকর্ম্ম ও পূরণ-পোষণ ক'রে চলা যায়, তাঁর অন্তর্নিহিত বোধ আমাদের মত ক'রে আমাদের ভিতর উদিত হ'য়ে ওঠে।

শরৎদা (হালদার)—পরমপুরুষের বোধের বাইরে কি কিছু থাকতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—That Prime He alone knows it (সেই পরম তিনিই জানেন তা')।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর ফিসফিস ক'রে কতকটা স্বগতভাবে বললেন—কতকগুলি sincere (একনিষ্ঠ) পাগল অর্থাৎ sane insane (সুব্যবস্থ পাগল) যদি জোগাড় করা যেত, তাহ'লে অনেক কিছু determine (নির্দ্ধারণ) করা যেত। তারা যদি আমার পেছনে থাকত এবং পরমপিতা যদি আমাকে দিতেন, আমি কুড়িয়ে-কুড়িয়ে দিতাম। তার মধ্যে আবড়ো-খাবড়ো কিছু থাকলে ওরাই ঠিক ক'রে দিত।

আণবিক বোমার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মূল জিনিসটা আমার কাছে অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। Energy (শক্তি)-এর দুটো phase (দিক্) আছে—fusional (মিলনাত্মক) and fissional (এবং ভাঙ্গনাত্মক)। যেটা break (ভাঙ্গন)-সৃষ্টি করে সেটাই fissional (ভাঙ্গনাত্মক)। শক্তির নাশ নেই, তার ক্রিয়া হবেই। হয় গঠনের দিকে, না হয় ভাঙ্গার দিকে। মিছরি ভাঙ্গলে টক ক'রে আলো হ'য়ে যায়, এতো হয় যে কোন-কোন সময় মুখ ঝলসে যায়। আমার একবার মুখ পুড়ে গিয়েছিল, চুণ খেলে যেমন হয়। সুসংহত স্ফটিক সংগঠনটা ভাঙ্গতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটে।

একটু পরে বললেন—যে-ব্যাপারের অনুশীলনে খুব keen concentration

(তীব্র একাগ্রতা) লাগে, সেখানে নানা রকমের মানুষ থাকলে ভেঙ্গে যায়, পরিশ্রম হয়। আমার যখন ঐ mood (ভাব) আসে, তখন জোগান দিলে আরো বেরোয়। আমাকে যদি জোগান দেওয়ার মত ব্যবস্থা থাকতো, তাহ'লে হ'তোও, পারতামও। চারিদিকের নানা আবিলাতে চিকন কথা চাপা প'ড়ে যায়। মাথার মধ্যে মাঝে-মাঝে একটা irritating calmness (উত্তেজক শান্তভাব) জাগে। সেই অবস্থায় দেখে-দেখে অনেক কিছু কওয়া যায়, দেওয়া যায়—যদি পরিবেশ ও পরিস্থিতি favourable, receptive ও responsive (অনুকূল, গ্রহণমুখর ও সাড়াশীল) হয়।

কেষ্টদা—আগে যারা আপনার কাছে থাকতো, তারা এইভাবে surcharged (ভরপুর) হ'য়ে থাকতো।

স্পেন্সারদার দিকে চোখ পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর ফিক ক'রে হেসে বললেন—স্পেন্সার যদি ভাল meditation (ধ্যান) করে, coast-এ (তীরে) গিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখতে পারে।

স্পেন্সারদা শুনে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বর্ণবিধান-সম্বন্ধে যে আমি অত ক'রে কই, সে কিন্তু প্রকৃতিরই আলেখ্য দেখে। আমরা যা'ই দেখি, বৈশিষ্ট্য ও মরকোচসহ না দেখলে দেখাটা ঠিক হয় না। বর্ণবিধান উঠিয়ে দেবার কথা কয়—সেটা হ'লো স্বেচ্ছাচার, monstrously unscientific (ভীষণভাবে অবৈজ্ঞানিক) অজান কথা, vanity-whimmed diction (অহংমত্ত খেয়ালী কথন), ignorant, foolish and capricious utterance (অজ্ঞ, বোধহীন, খামখেয়ালী ভাষণ), কারণ, creatures are constitutionally cast in the cast of Varna (জীবগুলি সংগঠনিকভাবে বর্ণের ছাঁচে ঢালা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় চুপ ক'রে থাকার পর বললেন—এখনও মাথার মধ্যে reeling (ঘোরার) মত আছে। মাথা চ'ড়ে আছে। (নিভৃত-নিবাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে)—আমার ঐ ঘরখানা হ'লে ভাল হ'তো।

কেষ্টদা—সূক্ষ্ম স্তরের বর্ণনাগুলি দেন কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখা জিনিস। Feel (অনুভব) করি। Feeling (অনুভূতি)-টা supported (সমর্থিত) হ'লে ভাল লাগে। Factful events (তথ্যসমন্বিত ঘটনা) narrate (বর্ণনা) করি, science (বিজ্ঞান) তার মধ্যে প'ড়ে যায়। এটা more than visualisation (দর্শনেরও বেশী)। এটা কখনো foggy (ধোঁয়াটে), কখনো cloudy (মেঘলা), কখনো clear (পরিষ্কার) থাকে। সঞ্জয় যেমন বলেছিল কুরুক্ষেত্রের কথা।………একটা atmosphere (আবহাওয়া) সৃষ্টি করা লাগে।

কেষ্টদা—ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিব্যচক্ষু মানে যাতে প্রকাশিত হয়।.........আমার মনে হয়, আমার দেখাটা যদি সত্য হয়, তবে science (বিজ্ঞান) বলুক না বলুক, আমি যা' বলছি তা' আছেই। Scientists may support or may not, but it is true (বৈজ্ঞানিকরা সমর্থন করতেও পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু এটা সত্য)।

কাশীদা—অন্য লোক যদি যুক্তি দিয়ে ভুল বুঝিয়ে দেয় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু এটাই ঠিক। তার ঐ reason (যুক্তি)-ই astray (ভুল)। ....এইটে যদি pursue (অনুসরণ) করা যায়, সব explanation (ব্যাখ্যা) দেওয়া যায়। বকুলগাছটা অমন কেন, আমগাছটাই বা অমন কেন। কালো কোকিলের চোখ লাল কেন, আবার কাকের চোখ কালো কেন—সব বলা যায়।

স্পেন্সারদা—আমি বিজ্ঞান জানি না, আমার বিষয় হ'লো ইতিহাস—কিন্তু তা' সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই—সবই explained (ব্যাখ্যাত) হ'তে পারে। মানুষ originally (মূলতঃ) সবই—scientist (বৈজ্ঞানিক), artist (শিল্পী), psychologist (মনোবৈজ্ঞানিক) ইত্যাদি। এটা পারি, ওটা পারি না, তার কারণ blockade (অবরোধ) থাকে, blockade (অবরোধ) off ক'রে (সরিয়ে) দিলে সব পারে। এটা bestowed (প্রদত্ত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে বললেন—Meditation (ধ্যান) কখনও ছাড়তে নেই। Meditation (ধ্যান) আমাদের সব aspect (দিক্)-কে enrich (সমৃদ্ধ) ক'রে তোলে। ধ্যানের ভিতর-দিয়ে যা'-কিছুর ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান হওয়ার ফলে blockade (অবরোধ)-গুলি ঘুচে যায়।......... ধ্যান-ধারণা ভাল ক'রে করতে গেলে খাওয়াটা manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুই-এক মিনিট চুপ ক'রে থাকলেন। পরে বললেন—কত অদ্ভুত ব্যাপারে যে আছে ব'লে শেষ করা যায় না। মাথাটাকে passive (নিষ্ক্রিয়) ক'রে যদি হাতটা উঁচু ক'রে রাখা যায়, তাহ'লে মনে হয়, হাতটা যেন aerial (বেতার-বার্ত্তা সংগ্রহ করবার মাধ্যম)-এর কাজ করে। বিশেষ-বিশেষ ripples (ক্ষুদ্র তরঙ্গ) perceive (বোধ) করা যায়, সেগুলি আবার মস্তিষ্কে তজ্জাতীয় ভাব ও বোধকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। স্পেন্সার experiment (পরীক্ষা) ক'রে দেখলে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ! Prayer (প্রার্থনা) যেটা আমাদের আছে, সেটা সবার পক্ষেই খাটে না ?

স্পেন্সারদা—এটা প্রত্যেকের পক্ষেই প্রযোজ্য।

কাশীদা—কোন-কোন সম্প্রদায় আছে যারা ঈশ্বরকে পিতা হিসাবে ভাবাটা পছন্দ করে না, প্রভু হিসাবে ভাবে। ঈশ্বরকে পিতা হিসাবে ভাবাটা কি খারাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ হবে কেন? তাইতো বলে পরমপিতা। 'পিতা' কথায় বুক ভ'রে ওঠে, আপন মনে হয়। আর, সত্যিই তিনি জগতের পিতা, তাঁ' থেকেই তো যা'-কিছু এসেছে। পিতার মধ্যে 'প্রভু'ও included (অন্তর্ভুক্ত)। তবে যার যা' বলতে ভাল লাগে, তাই-ই তার কাছে ভাল। প্রধান জিনিস হ'লো unrepelling attachment (অচ্যুত অনুরাগ)।

প্রফুল্ল—শান্তভাব মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তভাব মানে state of equilibrium (সাম্য অবস্থা)। প্রবৃত্তি-অভিভূতি ও স্বার্থান্ধতার আকুলি-বিকুলি যত কমে তত মানুষ শান্ত হয়। শান্ত অবস্থায় সতের প্রতি আসক্তি জাগে। মানুষ ঈশ্বরমুখী হয়, গুরুমুখী হয়। এমনটা হ'লেই গুরুকে সেবা করার আগ্রহ জাগে। একে বলে দাস্যভাব। গুরুর সেবা করতে-করতে টান যত বাড়ে তত মনে হয়, তার মত প্রিয় বান্ধব আমার আর কেউ নেই। মানুষ যেমন বন্ধুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না, ভক্তেরও গুরুর জন্য তেমন ভাব হয়। তাকে বলে সখ্য। সখ্যভাব যখন প্রগাঢ় হয়, তখন গুরুর প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ মমতার ভাব জাগে, বাপ-মা'র যেমন সন্তানের প্রতি হয়। তাঁর পালন-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা সজাগ আকুল চেষ্টা ও চিন্তা লেগে থাকে। মনে হয়, আমি না দেখলে তাঁকে দেখবে কে? তিনি অত কোমল, অত পবিত্র। তিনি কি সংসারের কোন কঠোর আঘাত সইতে পারেন? আমি তাঁকে আগলে রাখব। এ-দেহে প্রাণ থাকতে তাঁকে তিলমাত্র কষ্ট পেতে দেব না। কষ্ট যা' সওয়ার আমিই সইব। এই রকমটার নাম বাৎসল্য। এরপর আসে মধুরভাব। মধুরভাবের তাৎপর্য্য হ'চ্ছে নিজের জীবন ও চরিত্রকে সর্ব্বতোভাবে তাঁর উপভোগ্য ক'রে তুলে' তাঁর উপভোগে সুখী হওয়া। নিজের বলতে কিছু থাকে না তখন আর। মধুরভাবও যা' সন্ন্যাসও তাই, সন্ন্যাস মানে সতে মনের সম্যক্ ন্যস্ততা। সর্ব্বভাবের পরাকাষ্ঠা।

প্রফুল্ল—মধুরভাব বলতে অনেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বোঝে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মধুর কথাটার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী নেই। প্রেষ্ঠের রূঢ়তম ব্যবহার সত্ত্বেও যখন তাঁকেই তোমার মধুরতম মনে হয় জগতে, তাঁকে ছেড়ে যখন তোমার চলে না, তাঁকে সুখী করাই যখন তোমার আত্মসুখের একমাত্র উপকরণ হ'য়ে দাঁড়ায়, তা'-ছাড়া আর চারা থাকে না, সেই অটুট ও নিনড় অবস্থাতেই মাধুর্য্য স্বতঃস্রোতা হ'য়ে

ব'য়ে চলে জীবনে, তাই তাকেই বলে মধুরভাব। সতী স্ত্রীর স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে অনেকখানি এমনতরই হ'য়ে থাকে। তাই বোধহয় ঐ উপমা দেয়।

সিরাজ ব'লে গ্রামের একজন মুসলমান-ভাইকে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা ভাল জামা করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। সিরাজ জামা তৈরী ক'রে সেইটে গায় দিয়ে এসেছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে বলল—বাবা! এই জামা করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—এন্তোরে (এখানে) আয়।

সিরাজ সামনে এসে দাঁড়ালো।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল ক'রে দেখে বললেন—বা! বেশ হয়েছে।

সিরাজ খুশি হ'য়ে চ'লে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে আপন মনে আবৃত্তি করলেন—

'ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের
রহি অন্তরালে তার শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন রক্ষণ বিশ্বে করেন নিয়ত—
কদাচারে পাপাচারে সম্ধুক্ষিত যেথা,
বিধিরোষ নিঃসন্দেহ জানিও তথায়;
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।'

২রা আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ১৭। ৬। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের পিছনে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), আশুদা (রায়), কাননদা (নন্দী), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), শরৎদা (হালদার), স্পেন্সারদা প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

কেষ্টদা একখানি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের বই প'ড়ে শোনাচ্ছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমেরিকায় নাকি বড়-বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম্মের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মনোবৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমাদের দেশে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পারস্পরিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ রেখে চলত। এতে প্রত্যেকের কাজই progressive (উন্নতিমুখর) হ'য়ে উঠত। প্রত্যেক বর্ণেরই অন্য প্রত্যেক বর্ণের service and nurture (সেবা ও সম্পোষণা)-এর প্রয়োজন আছে। এরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লে মুশকিল। প্রত্যেকটি মানুষের পিছনে পুরোহিত বা ঋত্বিক্-জাতীয় মানুষ যদি না থাকে—নিয়ন্ত্রণী ও উচ্চেতনী প্রেরণা নিয়ে,—তবে মানুষের efficiency (দক্ষতা) ক'মে যায়। তাই, সমাজের উন্নতির জন্য উপযুক্ত ঋত্বিকের সংখ্যা বাড়াতে হয়, যাতে

একটা মানুষও uncared-for (অযত্নে) ও unnurtured (পোষণরহিত অবস্থায়) না থাকে। এরা পয়সার চাকর হ'লে কিন্তু পতিত হ'য়ে যাবে। এরা দাঁড়াবে মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ শ্রদ্ধার অবদানের উপর। এরা লোকেদের দেখবে আর লোকেরা এদের দেখবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কেষ্টদাকে বললেন—লোকের উপকারে লাগে এমনতর ভাল-ভাল বই অন্যান্য ভাষায় যেগুলি আছে, সেগুলির বাংলা ক'রে ফেলা লাগে। 'মনের পথে' যেমন প্রাঞ্জলভাবে লিখেছেন, ঐ-ধরণে আরো অনেক বিষয়ে নিজেদের standpoint (দৃষ্টিকোণ) থেকে লেখা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে বললেন—তুমি নাম-সম্বন্ধে বাইবেলে যা'-যা' পেয়েছ, কেষ্টদাকে দেখাবে নাকি ?

স্পেন্সারদা 'হ্যাঁ' ব'লে উঠে গিয়ে বাইবেল এনে প'ড়ে শোনালেন—"I have made Thy Name known to the men, whom Thou hast given to me from the world."

St. John, 17th Chapter, 6th Verse.

"When I was with them, I kept them by the power of Thy Name, which Thou hast given me."

St. John, 17h Chapter, 12th Verse.

"Many another sign did Jesus perform in presence of His disciples, which is not recorded in this book but the signs are recorded, so that you may believe Jesus is the Christ, the son of God, and believing may have life through His Name."

St. John, 20th Chapter, 30th & 31st Verses.

প্রফুল্ল—এই নাম মানে কি বীজমন্ত্র ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ'তে পারে।

ইতিমধ্যে শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) এসে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদাকে বললেন—আপনার ফুলটুন আমাকে কত সেবা করে, কিন্তু বাড়ীতে তো শুনি অন্যরকম।

শ্রীশদা—হ্যাঁ! ঠিক এর উল্টো করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা criticise (সমালোচনা) ক'রে-ক'রে আরো খারাপ করেছেন। ছেলেপেলেদের সইতে-বইতে হয়, গুণ যেগুলি আছে, সেগুলির জন্য তারিফ করতে হয়, তাতে বাপ-মার প্রতি টান বাড়ে। সেই টানই তাদের বড় ক'রে

তোলে। "ভালবাসার টান কর্ম্মে আনে সবলতা, জীবনে উত্থান।"

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বাঁধের পাশে চৌকীতে বসেছেন। কেষ্টদা মনোবিজ্ঞানের যে-বইটি পড়ছেন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। কোন-কোন মোটর-চালকের হাতে মোটর-দুর্ঘটনা কেন বেশী হয়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে co-ordination (সমন্বয়)-এর অভাব। Accident (দুর্ঘটনা) avoid করতে (এড়াতে) গেলে চাই অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি, উপস্থিত বুদ্ধি, বোধসঙ্গতি। শুধু বোধের সঙ্গতি থাকলে হবে না, বোধের স্নায়ুর ক্রিয়াশীলতারও সঙ্গতি থাকা চাই। আর, ঘাবড়ালেই মুশকিল। নিজের ভিতরটা যে অবস্থা-অনুযায়ী co-ordinate (সমন্বয়) করতে পারে, বহির্জগৎকেও সে co-ordinate (সমন্বয়) ক'রে চলতে পারে। সামান্য-সামান্য ব্যাপারে মানুষকে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। হয়তো একজনকে একখানা বেঞ্চ আনতে বললেন, সে বাধ্য খুব, আনতেও চায়, তবু হয়তো উঠতেই দেরী করলো আধ মিনিট, তার মানে সাড়া-দেওয়ার ব্যাপারে সে মন্থর। তারপর বেঞ্চ এনে কোন্ জায়গায় পাতবে ঠিক পায় না, ইতস্ততঃ করে। তার অর্থ, সিদ্ধান্তেও সে চট্‌পটে নয়। এইরকম অনেক ব্যাপার আছে।

কেষ্টদা—বইটার মধ্যে এক জায়গায় বলেছে—দুর্ব্বল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে থাকা খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অগ্রসর যারা তাদের সঙ্গে চলতে মাথা খাটাতে হয়। তাতে লাভ হয়। মানুষের grouping (বিভাগ) আছেই। উন্নত হ'তে গেলে উন্নতদের সঙ্গ করা ভাল। ঋত্বিক্‌দেরও শ্রেষ্ঠ-যাজী হওয়া দরকার, নইলে তারা উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। শুধু নিম্নযাজী হ'লে বুদ্ধিবৃত্তি ঢিলে হ'য়ে যায়। যারা মানুষকে উপরের দিকে টেনে তুলবে, তারা নিজেরা যদি সর্ব্বদা ক্রমোর্দ্ধ্বগমনশীল না হয়, তাহ'লে মানুষ তাদের কাছ থেকে তপঃপ্রেরণা পাবে না। তাতে সবারই ক্ষতি। ঋত্বিকের কাজের মত এমন দায়িত্বপূর্ণ, এমন গৌরবজনক কাজ আর নেই। তাদের নিষ্ঠানন্দিত তপঃপ্রাণতা সমাজের লোকের মধ্যে চারিয়ে গিয়ে সমাজকে উন্নত ক'রে তোলে।

সতুদা (সান্যাল)—একবার যাদের চিন্তা ও চলন উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে, তাদের শোধরান কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গানের সুরে বললেন—'হরি নামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে'। চাইলেই পারা যায়। অত্যন্ত কুৎসিত যে, যার দিকে চাইতে ইচ্ছা করে না, অন্তরে জোর ক'রে ভালবাসার ভান এনে, তার সঙ্গে যদি ভালভাবে বাক্যালাপ ও

প্রীতিপ্রদ ব্যবহার করা যায়, তাহ'লে একদিন তা'কেই কত সুন্দর ও প্রিয় মনে হয়। যোগেন সেনের কী দুরবস্থা ছিল! মায়েদের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারত না, 'মা' ব'লে ডাকতে পারত না, সেই মানুষের কতখানি পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। ভাব আরোপ করতে-করতে মানুষ বদলে যায়। ভীষণ চোর হয়তো সাধু হ'য়ে গেল। যা' হ'তে চাও বা পেতে চাও—আগ্রহসহকারে ভাবা, বলা, করাকে সেই খাতে বইয়ে দাও, উল্টো রকমের ভাবা, বলা, করাকে আমল দিও না। দেখবে, চাহিদা তোমার সিদ্ধ হ'তে চলেছে। ইষ্টকে ভাল যদি বাসতে চাও—ভাব—'ভালবাসি', কও—'ভালবাসি', কর—ভালবাসার মত ক'রে। ওতেই সব কাম ফর্সা।

কেষ্টদা—ইষ্টকে ভালবাসব কোন্ উদ্দেশ্যে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদ্দেশ্য থাকলে হবে না। কোন-কিছুর জন্য হ'লে ভাব জমবে না। আঠা লাগবে না। তাঁকে খুশি করা ছাড়া অন্য কোন কাম-কামনা মাঝখানে থাকলে, সেই কাম-সংস্রবে সব ঘোলাটে হ'য়ে যাবে, মাঝখানে একটা screen (পর্দ্দা) প'ড়ে যাবে, তা' ভেদ ক'রে ভালবাসা আদত জায়গায় যেয়ে পৌঁছাতে পারবে কমই। তাঁর জন্য তাঁকে ভালবাসা কঠিন কিছু না। এইটেই সহজ, এইটেই স্বাভাবিক। এইটেই সত্তার ধর্ম্ম।

কেষ্টদা—যে-কোন ভাবে হো'ক, ইষ্টের সঙ্গে সংস্রব হ'লে তার তো একটা ফল আছেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! 'স্বাতী-নক্ষত্রের জল, পাত্র বিশেষে ফল।' সতের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও তাঁর সঙ্গ করার ভিতর-দিয়ে মানুষের উন্নতি যেমন হয়, আবার অসতের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও তার সঙ্গ করার ভিতর-দিয়ে মানুষের তেমনি অবনতি হয়। একজন মাতালের প্রতি ভালবাসা থেকে একজন মদ খাওয়া শিখে ফেলতে পারে। ঐ ভালবাসা যতদিন থাকে, ততদিন তার পক্ষে মদ ছাড়াও কঠিন। তবে একটা অবস্থা আছে—

পাপে যখন আসে ঘৃণা,
আসে আক্রোশ অপমান,
ইষ্টপ্রাণন উথলে ওঠে
তখনই পাপের পরিত্রাণ।

প্রফুল্ল—গুরুজনের প্রতি ভালবাসা থেকে যদি তাদের কোন দোষ কেউ নকল করে, তার ফল কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুজনকে প্রীত করার বুদ্ধি যদি থাকে, তাহ'লে তাদের দোষ নকল করার বুদ্ধি হয় না, বরং গুণটা আয়ত্ত করার চেষ্টা হয়। কারণ, হিতাকাঙ্ক্ষী

গুরুজন যাঁরা, তাঁদের নিজেদের দোষ যা'ই থাক, সাধারণতঃ তাঁরা চান না যে ছোটরা সেই দোষে দোষী হো'ক। বরং তারা যাতে ভাল হ'য়ে ওঠে, সেই থাকে তাঁদের চাহিদা এবং তেমনতর উপদেশ ও পরামর্শ'ই তাঁরা দিয়ে থাকেন। অবশ্য তাঁদের আচরণে যদি ঐ উপদেশ মূর্ত্ত না হয়, তবে তাতে তেমন ফল হয় না। আবার, গুরুজনের প্রতি ভক্তিও হওয়া চাই ইষ্টানুগ। নইলে তা' সার্থক হয় না············ বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুজনকে সুখী করার জন্য কেউ যদি অন্যায় কাজও করে, তা'ও দেখা যায়, সেই অন্যায় সে একদিন সহজেই অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। কারণ, তার চরিত্রের প্রধান সম্বল হ'লো শ্রেয়শ্রদ্ধা। ঐ শ্রেয়শ্রদ্ধা থাকার দরুন মহত্তর শ্রেয় বা দেবোপম চরিত্রের কাউকে পেলে সে তাঁতেও অনুরক্ত হ'য়ে উঠতে পারে সহজে। আর এমনি ক'রেই তার পরিশুদ্ধি এসে যায়। রত্নাকরের মা-বাবার উপর গভীর টান ছিল, তাঁদের সুখে রাখবে ব'লে ডাকাতি, মারধোর কত কী করত। কিন্তু নারদঋষির সংস্পর্শে যখন তার চৈতন্যোদয় হ'লো, দেখা গেল মুহূর্ত্তেই জীবনটা পাল্টে গেল। রত্নাকর হ'য়ে উঠলেন বাল্মীকি। তার কারণ, তাঁর libido (সুরত) ছিল তাজা ও তরতরে।

কেষ্টদা—আপনার সেবক যারা, তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি প্রীতি না থাকে, তাহ'লে তাতে কী বোঝা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার ধরুন পাঁচ জন সেবক আছে, এই সেবাটা যদি কোন স্বার্থ-চাহিদাপ্রণোদিত হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে মারামারি লেগে থাকবে। কিন্তু যেই তাদের মধ্যে আপনার প্রতি সত্যিকার ভালবাসা গজাবে, অমনি তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব হ'য়ে যাবে। কারণ, তারা দেখবে, প্রত্যেকের দ্বারা আপনি fulfilled (পরিপূরিত) হ'চ্ছেন। তাই, দোষ-ত্রুটি থাকলেও পরস্পর পরস্পরকে স'য়ে-ব'য়ে নেবে।

কেষ্টদা—সেই হিসাবে সতীন-প্রীতি হ'লো স্বামিভক্তির একটা Ipecac test (মোক্ষম পরীক্ষা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—একেবারে !

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে বললেন—রামদাস কেমন বলেছেন 'মুখ্য হরিকথা নিরূপণ' ! নিরূপণ মানে নিঃশেষে রূপ দেওয়া, materialise (বাস্তবায়িত) করা। কেমন গেঁয়ো ভাষায় আদত কথাটি বলেছেন।······Politics (রাষ্ট্রনীতি)-ও হরিকথা অর্থাৎ ভাগবত-নির্দ্দেশকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য, ইষ্ট ও কৃষ্টিকে বাদ দিয়ে যে politics (রাষ্ট্রনীতি) তা' বিনষ্টি নিয়ে আসে। জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে 'মুখ্য হরিকথা-নিরূপণ'-এর ধান্ধা যেই চ'লে গেল, সেই আর সব গেল।

একজন কাঠের মিস্ত্রী এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কতদূর হ'লো রে ?

মিস্ত্রী—করাত করা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে বললেন—একটু তামুক লাগাও।

কেষ্টদা—আপনার কাছে কাজের যেন ছোট-বড় নেই। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন ব্যাপারই আপনি ভোলেন না, এ কী ক'রে সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিকথা নিরূপণের জন্য যে সবটাই লাগে। পরমপিতার সেবায় কি ত্রুটি থাকা ভাল ? তবুও তো মন যতটা চায়, শরীরের দরুন তা' পেরে উঠি না।

৪ঠা আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ১৯। ৬। ১৯৪৬)

বেলা আন্দাজ দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর বকুলতলায় ব'সে আছেন। প্যারীদা (নন্দী), সুশীলাদি, ননীদি, হেমপ্রভামা প্রভৃতি কাছে আছেন। ঘরোয়া-কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে।

সুশীলাদি সাংসারিক অসুবিধার কথা বলছিলেন। তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাস্তব পারদর্শিতা যার যেমনতর, বিজ্ঞান ও দর্শনও তার তেমনতর সহজ ও সুন্দর। তোমার পারগতায় আমার অধিষ্ঠান—আমার প্রতিষ্ঠা। তোমার পারগতা মুষড়ে গেলে আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ি।

৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ২১। ৬। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। নরেনদা (পাল) লাইগেটের শেয়ার নেবেন কিনা ভাবছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—দিল্‌সে যদি নাও, পিয়ারসে যদি নাও, তবে নাও, নচেৎ নিও না। দ্বিধাকম্পিত-চিত্তে নিলে, দ্বিধাকে প্রশ্রয় দিলে, দ্বিধাই পেয়ে বসে।

৮ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ২৩। ৬। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। সনৎদা (ঘোষ), প্রমথদা (দে), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কালুদা (আইচ), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), কুমুদ-দা (বল) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। আশ্রমের ফুড কমিটির কাজকর্ম্মে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—তোমাদের ভুলচুক অন্যায় থাকতে পারে, কিন্তু তার সমাধানের জন্য বাইরের লোক ডেকে এনে পৃথ্বীরাজ-জয়চন্দ্রের কাণ্ড বাধানর বুদ্ধি ভাল না। এর চাইতে পরিতাপের আর কিছু নেই। তোমরা নিজেদের শাসন যদি নিজেরা না করতে পার, তবে তো তোমরা নোকর। বাঁচার আকুতি না থাকলে

integration (সংহতি) আসবে কী ক'রে ? Integration (সংহতি) আসে এক বাঁচার আকুতিতে, আর আদর্শের আকুতিতে। কোনটা যদি না থাকে উপায় কি ? আমি বলি, আমাদের একজন যদি দু'পয়সা পায়, সে তো আমাদেরই একজন। তাতে ঈর্ষ্যার উদ্রেক হবে কেন ?

ভেঙ্কু—এই সামান্য ব্যাপারে এইরকম হ'লে বড় ব্যাপারে কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ম্লান হেসে বললেন—এমনি ক'রেই হবে। পিছনে ফিঙ্গে হ'য়ে লেগে থাকতে-থাকতে হবে।

ভেঙ্কু—তোমার সামনেই এইরকম !

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহু দিনের বিকৃত মাথা তো ?

এরপর মতিদা (চট্টোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে 'ঋত্বিকী' বই নিলেন। বই দেবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

'বিপ্রকুলে জন্ম তার
নিষ্ঠা যদি দুর্নিবার
লবে রাজ্য দক্ষ জ্ঞানবলে।'

ক্ষত্রিয়ের kingdom (রাজ্য) মাটি, বামুনের kingdom (রাজ্য) heart (মনুষ্য-হৃদয়) আর বৈশ্যের kingdom (রাজ্য) অর্থ ও সেবা।

একজন বললেন—আমাকে একজন বলছিলেন, ধর্ম্মগুরুরা ধর্ম্মীয় ব্যাপার ছাড়া ধর্ম্মবহির্ভূত বিষয়ে যদি মতামত প্রকাশ করেন, সেটা ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের scope ও jurisdiction (ইয়ত্তা ও এলাকা) কতদূর তা' ধর্ম্মবেত্তারাই জানেন। মানুষের অস্তিত্ব ও বিকাশের সঙ্গে জড়িত যা'-কিছুই ধর্ম্মের আওতার মধ্যে পড়ে। সে দিক-দিয়ে ধর্ম্মবেত্তাদের সব বিষয়েই কথা বলার অধিকার আছে। ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্তাসম্বর্দ্ধনার সঙ্গে যে বিষয় বা ব্যাপারের সঙ্গতি নেই, তার কোন দাম নেই। ধর্ম্মই যা'-কিছুকে ধ'রে রাখে। আইন-আদালত, রাজা-প্রজা যা'-কিছুই ধর্ম্মের অধীন। কোর্টকে বলে তাই ধর্ম্মাধিকরণ, king (রাজা)-কে বলে তাই defender of faith (ধর্ম্মরক্ষক)।

অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য)—আজকাল লোকমতই সব-কিছুর নিয়ামক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Truth (সত্য)-কে কেউ মানুক না-মানুক, তাতে truth (সত্য) মিথ্যা হ'য়ে যায় না। Law is law (বিধি বিধিই)।

৯ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ২৪।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। বীরেনদা (পাণ্ডা), নগেনভাই

(দে), খগেনদা (তপাদার) এবং আশ্রমের মায়েদের মধ্যে কতিপয় কাছে আছেন। বাইরে থেকে একটি দাদা এসেছেন, সম্প্রতি তাঁর একটি ছেলে মারা গেছে। শোকবিহ্বল হ'য়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি মাকে দেখিয়ে বললেন—এই মা'র একমাত্র মেয়ে ছিল, সে চ'লে গেল, কিন্তু তখন এদিকে ঝোঁক দিল, তাই ইষ্টকর্ম্ম নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কয়—শোক ক'রো না, শোক ক'রে লাভ কি ? তবু কি শোক যায় ? সুস্মৃতি মানুষকে যেমন সুখ দেয়, দুঃস্মৃতি তেমনি তাকে বেদনা দেয়ই। তবে এর প্রতিকার হ'লো এমনতর কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকা, যাতে শোক করার ফুরসুতই না জোটে। আর, খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দিতে হয়।

প্রফুল্ল—শোকার্ত্ত লোকদের সবার পক্ষেই কি আহার-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। Liver (যকৃৎ) damaged (ক্ষতিগ্রস্ত) হয়, nerves (স্নায়ু) shocked (আঘাতপ্রাপ্ত) হয়, তাই ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য তিতো খাওয়ার কথা বলে, easily assimilable nutritious food (সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য) খেতে বলে, উচ্ছে, পাটপাতা ভিজান জল, মিছরির সরবৎ ইত্যাদি খাওয়ার বিধান দেয়।

উক্ত দাদা—পুত্র অকালে মারা যায় কার দোষে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ পিতামাতা উভয়েরই। উপগতির সময় আমরা যে মনোভূমিতে আরূঢ় থাকি, তদানুপাতিক souls (জীবাত্মা) আমরা draw (আকর্ষণ) করি। তাদের শরীর, মন, আয়ু ঐ ধরণের হয়। আঘাত পাই, সংশ্লিষ্ট আছি ব'লেই, মমত্ব আছে ব'লেই। আমরা বিয়ে করি, সে রক্তের সংস্রবের কেউ নয়, কিন্তু একসঙ্গে চলতে-চলতে মমত্ব ঠেসে ধরে। তার অসুখ, তার বিসুখ, তার খারাপ আমাকে নিজেকে শুদ্ধ ঠেসে ধরে। এর কারণ সংশ্লিষ্ট দোষ।

১০ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ২৫। ৬। ১৯৪৬)

বেলা আন্দাজ এগারটা। শ্রীশ্রীঠাকুর বকুলতলায় ব'সে আছেন। বঙ্কিমদা (রায়), কাশীদা (রায়চৌধুরী), সতীশদা (দাস) প্রভৃতি আছেন। আহেদ, গন্ধ, ইয়াদালী প্রভৃতি এসে হাজির হ'লো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'পুকুর নষ্ট করে পানা, দেশ নষ্ট করে কানা।' কানা মানে যার এক চোখ নেই। হিন্দু নেতা হো'ক, মুসলমান নেতা হো'ক, তারা যদি একচোখা হয় অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের দিকে চোখ থাকে, আর-একদিকে না থাকে, তবে দেশের সর্ব্বনাশ। চোখ থাকা বলতে শুধু কতকগুলি অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া পূরণ নয়, বরং তাদের শুধরে তোলা, যোগ্য ক'রে তোলা, তাদের

বরাবরের জন্য ভাল যাতে হয়, তাই করা। তা' করতে গেলেই, খোদাতালার পথে চলতে হয়, চালাতে হয় মানুষকে সেই দিকে। খোদাতালা একজন ছাড়া দুজন নেই, তাঁর প্রেরিত যাঁরা, তাঁরাও এক পথের পথিক। সেই পথ হ'লো ধর্ম্মের পথ, বাঁচা-বাড়ার পথ। সে-পথও এক বই দুই নয়। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ জিনিসটা আগে ছিল না, চেষ্টা ক'রে বাধিয়েছে। হিন্দু মুসলমানের মসজিদ ক'রে দিয়েছে, মুসলমান হিন্দুর মন্দির ক'রে দিয়েছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

গন্ধ—আপনার কথাগুলি কত সুন্দর !

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই কথাই চিরকালের কথা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আবার বকুলতলায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রমথদা (দে), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), স্পেন্সারদা, কাশীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—লোকের ভাল যদি চাও, তাহ'লে একজনের খারাপ ক'রে আর-একজনকে ভাল করতে চেও না। তাতে শেষ পর্য্যন্ত কা'রও ভাল হয় না। যাতে সবার ভাল হয়, সেই বুদ্ধি আঁটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই ভালই টেকে। মনে রেখো—কাউকে বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। আমেরিকার ভাল করতে গিয়ে যদি সেখানকার নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের ভালর কথা না ভাব, তাহ'লে তার মধ্যে কিন্তু অতোখানি খুঁত থেকে যাবে। নিজের দেশের ভাল করতে গিয়ে আবার অন্যান্য দেশের ভাল করার বুদ্ধিও রাখতে হয়—আত্মরক্ষণী অসৎনিরোধকে অক্ষুণ্ণ রেখে।

ভারতের স্বাধীনতা-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চিকিৎসকের লক্ষ্য রাখতে হবে রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে। ফোড়া থাকলে ছুরির সাহায্য দরকার হ'তেও পারে, নাও হ'তে পারে। স্বাস্থ্য যদি খুব ভাল থাকে, ফোড়া এমনিই ফেটে যেতে পারে। মূল বাদ দিয়ে শুধু আনুষঙ্গিক ও বাহ্যিকের উপর জোর দেওয়া ভাল নয়। মূলের সঙ্গে সেগুলি জুড়ে দিতে হয়। মূল কাজ হ'লো—নিজেদেরকে অন্তরে-বাহিরে purify (পরিশুদ্ধ) করা, improve (উন্নত) করা, strengthen (শক্তিমান) করা। সঙ্গে-সঙ্গে খারাপকে প্রতিরোধ করা দরকার।

কেষ্টদা—বেশীর ভাগ জায়গায়ই দেখা যায় যে পারস্পরিক অমিলটা দিন-দিন প্রবল হ'য়ে উঠছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আগেকার মত ঘোরাফেরার অভ্যাস যদি থাকতো, যদি এইরকম ব'সে থাকতে না হ'তো, তাহ'লে দেশে শত্রুতাই থাকতে দিতাম না। আগে আমি যেখানে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার কথা শুনতাম, সেখানে পরস্পরের কাছে বলতাম—যাকে সে শত্রু মনে করে, সে তাকে কত ভালবাসে, কত তার সুখ্যাতি করে। শত্রুতার পরিবর্ত্তে পারস্পরিক ভালবাসার ভাব যাতে জাগে, তেমনতরভাবে দূতিয়ালি করতাম। বিরূপ-ভাবাপন্ন পরস্পরের মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গ'ড়ে তুলতে গেলে এ কাজ করা লাগে। আগে আমি যেখানে যেতাম, আমার সঙ্গে কিশোরী আর মহারাজ থাকতো। আমি একটু চোখ টিপলেই বুঝতে পারতো এবং সেই অনুযায়ী যা' করণীয় করতো, এতখানি tuning (সঙ্গতি) ছিল। তারপর লোক যত বাড়তে লাগলো, ততই আমি যেখানে যেতাম, সেখানেই একদল আমাকে ঘিরে থাকতো। তারা সবাই আবার বুঝতো না, আমি কী উদ্দেশ্য নিয়ে কোথায় কী কই। অনেক সময় একজনের কাছে যে-কথা পাড়তাম একটা কিছু overcome (অতিক্রম) করার জন্য, তখন সেখানে হয়তো এমন কথা পাড়তো, যাতে আমার চেষ্টার উল্টো চ'লে যেত। এ অবস্থায় ভারী অসুবিধা হ'তো। তা' ছাড়া, মা যাওয়ার পর থেকে আগের মত উৎসাহও পাই না, তবু কা'রও কষ্ট বা অসুবিধা দেখলে স্থির থাকতে পারি না। স্বভাববশে সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করি। আমার করাটা আপনারা যদি করেন এবং সবার মধ্যে চারান, তাহ'লে দেখবেন কত জায়গায় কত জঞ্জাল সাফ হ'তে থাকবে।

১১ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ২৬। ৬। ১৯৪৬)

বেলা প'ড়ে এসেছে। তবে এখনও সূর্য্যাস্তের একটু দেরী আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের নীচে মাঠের মধ্যে এসে বসেছেন। কাছে আছেন প্রমথদা (দে), পঞ্চাননদা (সরকার), প্যারীদা (নন্দী), প্রভাসদা (চৌধুরী), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি এবং রেণুমা ও কালিদাসীমা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে বললেন—আমার বুকটা যেন উদ্বেগে ব্যথা ও ভারী হ'য়ে থাকে।

প্যারীদা—কিসের উদ্বেগ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার জন্য উদ্বেগ। কি অবস্থা দাঁড়ায়, মানুষগুলি কোন্ বেঘোরে পড়ে।

প্রফুল্ল—আপনি কি ছোটবেলা থেকে ভাবতেন, মানুষের জন্য কী করবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবতাম মানুষ কী চায় অর্থাৎ আমি কী চাই। আমার স্বার্থ আছে তাই মানুষের স্বার্থ বুঝি। আমার ব্যথা আছে, তাই মানুষের ব্যথা বুঝি।

আমাকে দিয়ে মানুষের প্রয়োজন বুঝতাম।

রায়টা থেকে এক দাদা এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিভাবে পল্লীর হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চাননদাকে তাঁর সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করতে বললেন।

পঞ্চাননদার সঙ্গে ঠিক হ'লো যে পরে কথাবার্ত্তা হবে।

উক্ত দাদা—কোন্-কোন্ পল্লী-শিল্পের দিকে নজর দিতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিল্প করব কেন? ক্ষুধা কি জেগেছে? ক্ষুধা জাগলে যে-যার পথ দেখতো। ক্ষুধা জেগেছে, লোভ জেগেছে চাকরীর। চাকরী পেতে পাশ করা লাগে। তাই পড়ি। যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য পড়ি না। মানুষকে সেবা দেবার, খেটেখুটে দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করবার আগ্রহ এখনও আমাদের জাগেনি। স্বাধীনতার আন্দোলন করছি, তার পিছনেও একদলের আছে ভাল-ভাল চাকরী-বাকরী, সুযোগ-সুবিধা, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা হাতড়ানর লোভ। ফাঁকি দিয়ে বড় হওয়ার লোভ আমাদের। মাথা খাটাতে চাই না, পরিশ্রম করতে চাই না। নিজেদের দোষত্রুটি শোধরাতে চাই না। সমীচীন চলনায় চলতে চাই না। ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্যের ধার ধারি না। প্রবৃত্তির পেখম তুলে পুরুষ-মেয়ে ময়ূরের মত নেচে বেড়াচ্ছে! এর মধ্যে কুটির-শিল্পের জায়গাটা কোথায় আমাকে বের ক'রে দেখান। সমীচীন করণীয়ের ব্যাপারে যে মজ্জাগত অক্ষুধা, তা' যায় কী ক'রে? ক্ষুধার উদ্রেক হবে কী ক'রে?

প্রমথদা—চরকা ও তাঁত প্রবর্ত্তনের কথা অনেকে বলেন, কিন্তু সাধারণতঃ তাতে মজুরী পোষায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের এখানে চরকা ও তাঁত দুটোই দেখা হয়েছে। হয়তো করায় ত্রুটি ছিল, কিন্তু শেষটা দেখা গেল, যত পরিশ্রম করা যায় তত loss (লোকসান) হয়। ঘোষের চরকাও আনা হয়েছিল, ঢের করেছিল, তুলোগাছও কি কম পুতেছিল? কিন্তু stand করতে (দাঁড়াতে) পারলো না, তাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো। কিছু করতে গেলে বৈশিষ্ট্য ও ক্ষেত্র বুঝে করতে হয়। একঢালা ব্যবস্থায় হয় না।

একজন বললেন—আজকাল দেশে বক্তৃতাই সার হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বক্তৃতাও চাই, কাজও চাই। শোনা, কওয়া, করার সঙ্গতি এনে দিতে হবে। মূল প্রশ্ন হ'লো করার ক্ষুধা জাগান যায় কিভাবে? যারা করাটার প্রবর্ত্তন করতে চায়, তাদের চরিত্র এমন হওয়া চাই, যাতে মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করতে ও ভালবাসতে বাধ্য হয়। অমনতর কর্ম্মী যত হবে, ততই করার ক্ষুধা জাগবে। তাদের জীবনে চাই আদর্শপ্রাণতা, তবেই পারবে তারা মানুষের life-urge (জীবন-সম্বেগ)-কে সার্থক ক'রে তুলতে।.........লেখাপড়া যদি যার-যার নিজের কাজকে ঘৃণা করতে

শেখায়, তার মত বিশ্রী জিনিস আর নেই। একজন কৃষকের ছেলে লেখাপড়া করার সঙ্গে-সঙ্গে চাষবাস, গরুপোষা ইত্যাদি কাজে যদি লজ্জা পায়, সেটা কিন্তু সুলক্ষণ নয়। লেখাপড়া শিখে সে চাষবাস আরো ভাল ক'রে করতে শিখুক, তাতেই তার লেখাপড়ার সার্থকতা। লেখাপড়া শিখলেই যে মানুষের মন চাকরীমুখী হ'য়ে ওঠে, সেইটেই হ'চ্ছে আজকের শিক্ষার পরম অভিশাপ।

শিবদা (কোঁয়ার)—যাতে মানুষের খারাপ হয়, তা' তো উঠিয়ে দেওয়া ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উল্টো বুঝিলি রাম! একবার শুনেছিলাম, লোকে তাড়ি খায় ব'লে অনেক তালগাছ কেটে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতে তাড়ি খাওয়া কিন্তু গেল না। যাবেই বা কী ক'রে? তালগাছ তো তাড়ির নেশার জন্য দায়ী নয়। তার আর দোষ কি? সে তো বলে না যে আমাকে দিয়ে তাড়ি ক'রে খা। বরং তার নীরব নির্দ্দেশ —আমার ফল খা, রস খা, মিছরি ক'রে খা, পেট ভাল থাকবে। সব ছেড়ে তুই রস পচিয়ে অতো বিস্বাদ তাড়ির দিকে ছুটলি কেন? তাড়ি খেয়ে ঢোলক নিয়ে সে কী বাজানো! আর মাথা ঝাঁকানো! মজা এমনি, মিছরি খেয়ে আবার মাথা ঝাঁকানো আসে না। বিদ্যার যখন বদহজম হয়, তখনই মানুষ বিনয়ী না হ'য়ে বিকৃত হয়, অহঙ্কারী হয়।

প্রশ্ন—বালবিধবার বিবাহ-সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাস্ত্রে বিধান আছে। শাস্ত্র বলে—বর্ণাশ্রম মেনে চল, বিধিমত সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহ কর, প্রতিলোম বাদ দাও। এতে ভাল মানুষের জন্ম হবে, জীবিকার বিপর্য্যয় হবে না, বেকার থাকবে না, অযথা প্রতিযোগিতা হবে না, লোকের দক্ষতা বাড়বে, সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তা' কি আমরা শুনছি? আমরা চলছি উল্টো। প্রতিলোম চালাচ্ছি। শাস্ত্রে আছে 'যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ, রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।' একটা কথা শুনে-ছিলাম, 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে?' আমি বলি 'এ কুৎসিত জলতরঙ্গ রুধিবে কে?' সতীত্বের কথায় আজ অনেকে হাসে, তারা বলে, জীবনটা উপভোগের জন্য, মৌমাছির মত ফুলে-ফুলে মধু খেয়ে বেড়াব। এক জায়গায় নিজেকে আবদ্ধ করতে যাব কেন? এই সব কত মুখরোচক কথা! সব যেন মরণের ফাঁদ!

প্রমথদা (দে)—সৎশিক্ষার অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষা মানে কিন্তু শুধু পড়াশুনা নয়। আচরণ চাই। পড়ুয়ার থেকে করুয়া ভাল। পড়ুয়া যদি মোটে না হয়, তাতেও ক্ষতি হয় না, যদি tremendous (প্রচণ্ড) করুয়া হয়। শিবাজীর কথা ভেবে দেখেন না কেন? কতখানি adherence (অনুরাগ), কতখানি suffering (কষ্ট স্বীকার), কতখানি activity (কর্ম্ম-

প্রয়াস)! ভাবলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। অতো যে করেছে, তা'ও কেমন অনাসক্ত-ভাবে? নিজের কোন ধান্ধা নেই, কোন হীনস্বার্থ নেই, একমাত্র স্বার্থ—গুরু রামদাস, তাঁর ইচ্ছাপূরণ। ঐটেই হ'লো ইহপরকালের সার্থকতার তুক। Fixity of purpose to the principle (আদর্শানুগ উদ্দেশ্যের স্থিরতা) যদি না থাকে, তবে সব ব্যর্থ।

আজ দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা হ'চ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থাৎ প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য যদি না আসে, তবে শুধু রাষ্ট্র বা দেশের স্বাধীনতায় কিছু হবে না। সুযোগ-সুবিধা উন্নতির উপকরণ না হ'য়ে অবনতির উপকরণ হ'য়ে উঠবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দরকার। সবই যদি রাষ্ট্রের করতলগত হয়, রাষ্ট্রের অঙ্গুলিহেলনে প্রত্যেকটি মানুষের কাজ-কর্ম্ম, খাওয়া-পরা ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় যা'-কিছু যদি নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে, সত্তাপোষণী স্বাতন্ত্র্য যদি না থাকে, তবে মানুষের জীবন বলদের জীবনের মত হ'য়ে উঠবে।

বহিরাগত দাদাটি জিজ্ঞাসা করলেন—এখন পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চাই আমাদের কেন্দ্রে একজন দ্রষ্টাপুরুষ। তাঁতে adhered (যুক্ত) হ'তে হবে, অর্থাৎ তাঁর disciple (শিষ্য) হ'তে হবে। এর ভিতর-দিয়ে মানুষগুলি disciplined (নিয়ন্ত্রিত) হ'তে থাকবে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে integrated (সংহত) হ'য়ে উঠতে থাকবে। এর ভিতর-দিয়ে যা' গজাবার গজিয়ে উঠবে। 'দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।' ভিতরের গলদ না সেরে বড়-বড় কথা বললে কিছু হবে না।

যীশুখ্রীষ্ট এসেছিলেন, তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, প্রতিদানে মানুষ তাঁকে মেরে ফেলল treacherously (বিশ্বাসঘাতকভাবে)। তবু শিষ্য-সামন্তরা চারদিকে গেল তাঁর বার্ত্তা বহন ক'রে, তাঁর বাণী নিরুদ্ধ হ'লো না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অর্থাৎ বৃদ্ধির ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রাণপাত করলেন। অথচ ব্রাহ্মণ-কুলতিলক দ্রোণাচার্য্যই তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন। ভীষ্ম অন্নের কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে কৌরবদের পক্ষে গেলেন। কিন্তু যে-অন্ন তিনি খেয়েছিলেন সে-অন্নের অর্দ্ধেক মালিক পাণ্ডবরা। যা' হো'ক, ধর্ম্ম কোথায়, ন্যায় কোথায়, লোকহিত কোথায়, কৌরবপক্ষ তা' না বোঝার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হ'য়ে উঠলো। এত সব বিপর্য্যয় সত্ত্বেও কেষ্টঠাকুর ঘরে-ঘরে ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক পাঠিয়ে লোকের মনন ও চলনের ধারা দিলেন বদলে। করলেন ধর্ম্মের সংস্থাপনা। বুদ্ধদেব আসবার পর বৌদ্ধভিক্ষুরা দেশ ছেয়ে ফেললো, যার পরিণাম অশোক। অশোকের ভুলত্রুটি যা'ই থাক, শোনা যায়, অমনতর সম্রাট ও অমনতর সাম্রাজ্য নাকি

কমই হয়েছে। রসুল আসার পর ইসলামের যাজনের ঢেউ কী রকম উঠেছিল। তা' কা'রও অজানা নয়। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান সবাই তাদের যাজনের রেশটা কম-বেশী ধ'রে রেখেছে। প্রচারক আছে, প্রচেষ্টা আছে। অবশ্য, আচরণহীন প্রচারণায় যতটুকু হ'তে পারে ততটুকুই হ'চ্ছে। তবু মানুষের কানের ভিতর কথাগুলি ঢুকছে। কিন্তু আমাদের ঘরে-ঘরে হানা দেওয়ার কেউ নেই। তারা কেউ জুটলো না। অথচ হুজুগ করার এত লোক জুটছে। হুজুগ ক'রে দল বেঁধে জেলে গেলে তাতে মানুষ কতখানি গ'ড়ে উঠবে তা' বুঝতে পারি না। 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম-চেতসা, নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।' Ideal-এ (আদর্শে) surrender (আত্মসমর্পণ) চাই, তাঁর প্রীত্যর্থে কাজ করা চাই। তখনই প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার জ্বর ছুটবে। কল্যাণকর কাজ যদি কিছু হয়, ঐ অবস্থায়ই হবে, তার আগে নয়। জ্বরের ঘোরে যে হাত-পা ছোড়াছুড়ি, তা' কিন্তু কাজ নয়। স্বার্থ-প্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে তাঁতে সংলগ্ন হ'লেই জ্বর ছুটে যাবে। জ্বরহীন সুস্থ দেহমনে তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রে চলতে হবে। চুপ-চাপ ব'সে থাকলে হবে না। সংসারের জন্য যেমন হন্যে হ'য়ে খাটেন, তাঁর জন্য তেমনি খাটতে হবে। এই-ই পথ। ভেবে দেখুন, আমরা তাঁকে কতখানি অনুসরণ করছি। গীতাকে এড়াতে পারি না, তাই বাজারে পাওয়া যায়। তা'ও কি বোঝার জো আছে? টীকা-টিপ্পনিতে ডানকে বাম ক'রে ফেলেছে।

পঞ্চাননদা—বাসুদেবের সোজা মানে যে বসুদেবের ছেলে—তা' কিছুতেই বলবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, মানুষকে মানবে না। ভগবান যদি মানুষ হ'য়ে আসেন, তবে তো মুশকিল। তাঁকে গ্রহণ করা লাগবে, বহন করা লাগবে, কথা কবেন, আদেশ করবেন, তা' শোনা লাগবে, অর্থাৎ মেনে চলতে হবে। ভাবের ঘোরে নিজের মনের খেয়ালটাকে তাঁর ইচ্ছা ব'লে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। হাঙ্গামা কি কম?……… এখন করব কী? বাঁচব, না নিকেশ হবার পথে চলব? কী করব? করব কী? হবে কী? আপনার কাছে শুনতে চাই।

পঞ্চাননদা—কী করতে হবে আমাদের, তা' তো আপনি আগেই স্পষ্ট ক'রে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আমার যা'-কিছু করা, তা' তাঁর অভিপ্রেত কিনা বুঝতে হবে। রামদাস বেশ বলেছেন—'মুখ্য হরিকথা নিরূপণ', হরিকথা নিরূপণ মানে সদ্‌গুরুর আদেশ, নির্দ্দেশ ও অনুশাসনকে বাস্তব কর্ম্মে রূপ দেওয়া। Mere pious wish is of no avail until and unless it is executed with

enthusiasm and tact (নিছক সাধু ইচ্ছার কোন দাম নেই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা' উৎসাহ ও কৌশলসহকারে উদ্‌যাপন করা না হয়)। সত্যিকার উৎসাহ ও প্রেরণা তখনই আসে, যখন আমরা আপনভোলা হ'য়ে তাঁকে নিয়ে মেতে থাকি। তাই বলে—'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'। তখন এন্তার কর্ম্ম, এন্তার আনন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার চুপচাপ ব'সে আছেন। তাঁর সুন্দর, সুঠাম, কোমল, উজ্জ্বল দেহখানি আনন্দের আবেগে ঈষৎ দোলায়মান।

১২ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ২৭।৬।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বকুলতলায় এসে বসেছেন। সুধাংশুদা (মৈত্র), প্রভাকরদা (ভট্টাচার্য্য), কাশীদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

যাজন-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লোকের সঙ্গে কথা বলা লাগে শ্রদ্ধা, প্রীতি, দরদ ও গুণগ্রহণমুখরতা নিয়ে। না হ'লে ধরে না। ঐ আঠা না থাকলে জোড়া লাগে না। নিজের দাঁড়ায় ভেবে দেখতে হয় কিসে মানুষের ভাল লাগে। ভাল লাগার মধ্য-দিয়ে ভালয় পেঁছে দিতে হয়। যাজন যদি যাজক ও যাজিত উভয়ের কাছে প্রীতিকর ও উপভোগ্য না হয়, তাহ'লে হ'লো না। Rational factful (যুক্তি-সম্মত তথ্যপূর্ণ) আলোচনা করতে হয়—প্রত্যেকের কাছে তার মত ক'রে, যাতে ভালমন্দ সে নিজেই তার অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দ্ধারণ করতে পারে। Argument (বাদানুবাদ)-এর দিকে যেতে নেই, ওতে মানুষের vanity (অহংকার) excited (উত্তেজিত) হয়, সে rigid (অনমনীয়) হ'য়ে ওঠে, ভাল কথাও গ্রহণ করতে পারে না।

প্রভাকরদা—তিনি না ধরালে তো ধরা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন আমরা তাঁনপ্রাণ হই, তখন ও-কথা খাটে। তিনি করাচ্ছেন ব'লে যখন জানি, তখন তিনিই তো আমার মন জুড়ে থাকেন। আর-কাউকে সে-স্থান অধিকার করতে দিই না। আর, তিনি কখনও খারাপ করান না, খারাপ করায় শয়তান।

প্রভাকরদা - প্রবৃত্তিও তো তিনি দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি প্রবৃত্তি দিয়েছেন তার সত্তাপোষণী ব্যবহারের জন্য। 'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!' যা'-কিছুর সত্তাপোষণী বিন্যাস ও বিনিয়োগই হ'লো শিক্ষার মূল লক্ষ্য। আজকালকার শিক্ষা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে চলেছে। তাই মানুষ তৈরী হ'চ্ছে না। আমার ইচ্ছা ছিল, ছোটবেলা থেকে কল্পনা ছিল—কাশীপুরের মাঠে university (বিশ্ববিদ্যালয়) করব এবং তার নাম দেব

শাণ্ডিল্য university (বিশ্ববিদ্যালয়)। Education (শিক্ষা) কা'কে বলে, তার একটা sample (নমুনা) রেখে যাব।

কাশীদা—এমন লোক পাওয়া খুব মুশকিল, যারা আজীবন গবেষণা নিয়ে থাকবে, পয়সার দিকে নজর দেবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ বনে কোন্ বাঘ লুকিয়ে আছে তার ঠিক কি? যাজন লাগে। মানুষ খুঁজে বের করা লাগে। ঋত্বিক্‌দের কাজ হ'লো মানুষ গড়া। তাই, তার মত position (মর্য্যাদা) আর কারও নয়। এখনও ইউরোপে যদি ভোট নেও, সেন্ট অগস্টিন বা সেণ্ট পলের মত ভোট কেউ পাবে না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্রমথদা (দে), প্রফেসর সিং (আগ্রার) প্রভৃতি দাদারা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান হ'লো। তারপর নানা কথার অবতারণা হ'লো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জমিদারী-প্রথার ভিতর গলদ যা' ঢুকেছে, তা' সংশোধন করা ভাল, কিন্তু জমিদারী-প্রথা তুলে দেওয়া ভাল না। জমিদারী-প্রথা উঠে গেলে জমিদারদের চাইতে দরিদ্র লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশী। অনেকে মিসমার হ'য়ে যাবে। তাদের তুলে ধরার কেউ থাকবে না।

সারা ভারতের, সারা জগতের মঙ্গলের জন্য বাংলাকে সুস্থ, উন্নত ও শক্তিশালী ক'রে তোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয়, বাংলার problem (সমস্যা) solved (সমাধানপ্রাপ্ত) হ'লে whole India (সারা ভারত), whole world (সারা জগৎ)-এর problem (সমস্যা) solved (সমাধানপ্রাপ্ত) হওয়ার পথ খুলে যাবে।

কথা বলতে-বলতে নবাগত অধ্যাপক-দাদাটির দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কথায় অসন্তুষ্ট হবেন না। দুঃখিত হবেন না। এ-কথা আমি সকলের স্বার্থের দিকে চেয়ে বলছি। কলুজে বাঁচলে সব বাঁচবে। কলুজে-সহ গোটা দেশটাকে, গোটা জগৎটাকে বাঁচান। ব'সে-ব'সে কী করছেন? বেরিয়ে আসতে পারেন? ঘর বাঁধতে হ'লে ঘর ছাড়তে হয়।

হিন্দুদের হ'য়ে আজ কোন কথা বলতে গেলে অনেকে মনে করে যে সাম্প্রদায়িক কথা বলা হ'চ্ছে। এই ধারণাটাই বিশ্রী। আমরা যদি ভগবানের কাছে, ধর্ম্মের কাছে, কৃষ্টির কাছে, সমাজের কাছে, বিবেকের কাছে খাঁটি না হই, তাহ'লে দেশের ও জগতের কাছে আমরা খাঁটি হব কী ক'রে? হিন্দু-মুসলমান

প্রত্যেকেই যদি প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহ'লেই তাদের মনুষ্যত্বের জাগরণ হবে, প্রকৃত মিলমিশ হবে। মানুষ ঈশ্বরমুখী না হ'লে শয়তানমুখী হবে। তাতে যা' হবার তাই হবে। তাই হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মবোধের জাগরণ যাতে হয়, তাই করতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে এই চেষ্টাটা আছে, যদিও তা' ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটি, বিচ্যুতি ও বিকৃতি যা' আছে তা' সংশোধন করাই লাগে। কিন্তু হিন্দুরা তো এটা বাদ দিয়েই চলতে চায়। নেতারাও কেউ এ-জন্য একটা হাঁচিও দেন না। মানুষগুলি যে সংযত, সংহত ও সমন্বিত হ'য়ে উঠবে, সে কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে? শুধু sound view (সুষ্ঠু চিন্তাধারা) দিলে হবে না, vigorously active (প্রবলভাবে সক্রিয়) হ'তে হবে সেই অনুযায়ী। Fight (সংগ্রাম) করতে হবে—প্রীতি-উর্জ্জনা নিয়ে, মাঙ্গলিক অভিসারে—আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য। ২৫000 লোক রোজ পাঁচ টাকা ক'রে যদি অর্ঘ্য দেয়, তা' দিয়ে বিরাটভাবে পরমপিতার কাজের প্রচার প্রসার করা যায়। তার ভিতর-দিয়ে ঈপ্সিত অনেক কিছুই গজিয়ে ওঠে। সব কথা আগে বলা ভাল না। সেই লোকগুলি খুঁজে বের করুন তো!

প্রফেসর সিং বললেন— আমি সামান্য মানুষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর— মানুষ সামান্য থাকে ততদিন, যতদিন সে নিজের ধান্ধায় ঘোরে। আর, সেই মানুষই অসামান্য মানুষ হ'য়ে ওঠে যখন সে পরমপিতার জোঙ্গাল বওয়াটাকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ ক'রে নেয়।……আসল যদি integration (সংহতি) না হয়, তবে কিছু হবে না। Integration (সংহতি) আসে common Ideal (এক আদর্শ)-এর প্রতি adherence (নিষ্ঠা) থেকে। দোকান সাজায়ে movement (আন্দোলন) করলে চলবে না। পোষাকী রকমে একটু চাষবাস করলাম, একটু শিল্প করলাম, একটা সেবা-প্রতিষ্ঠান চালালাম—তাতে হবে না। এখন হাতে-কলমে কাজ করতে হবে দেশের লোকের মধ্যে তাদের গ'ড়ে তোলবার জন্য। তার জন্য চাই ঘরে-ঘরে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির অনুশীলন ও পারস্পরিক দরদ ও সেবা। যদি কতকগুলি whole-time (পূর্ণকালিক) ঋত্বিক্ পেতাম, তাহ'লে সমস্ত বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে বজ্রকপাট সৃষ্টি করতে পারতাম। হিন্দু-মুসলমান সকলেই দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা পেত। যারা এখন ঋত্বিক্ আছে, তাদের প্রত্যেকেই যদি দু'জন ক'রে whole-time (পূর্ণকালিক) ঋত্বিক্ করতো, তাহ'লেই হ'তো। Whole-time worker (পূর্ণকালিক কর্ম্মী)-এর সংখ্যা বাড়লে, সকলেরই সুবিধা হ'তো। এক-এক জেলায় কুড়ি জন ক'রে whole-time (পূর্ণকালিক) ঋত্বিক্ থাকলে কি কম ব্যাপার হ'তো? আর কয়েকটা কাগজ বের করতে হয়। লেংটের অসাধ্য কাণ্ড নেই, করলেই হয়। আর, যে বঙ্গ-মাগধ পরিকল্পনার কথা বলেছি, তা' তাড়াতাড়ি করা

লাগে। বাংলা-বিহারের সঙ্গমস্থলে স্বাস্থ্যকর স্থানে কয়েক হাজার বিঘা জমি নিয়ে কলোনি, ইউনিভার্সিটি, কৃষি, শিল্প, হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী ইত্যাদি করলে বেশ হয়।

প্রমথদা—তাতে অনেক টাকার প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকার ভাবনা নেই। মানুষের ভাবনা। এখানে তো একটা পয়সাও ছিল না, out of nothing (কিছু না থেকে) যা'-কিছু হয়েছে। প্রত্যাশারহিত হ'য়ে ভালবেসে আপনারা আমাকে যা' দেন, তার উপর দাঁড়িয়েই তো এত লোক চলছে। আপনাদের মত লোক মেলে না। এখন কতকগুলি লোক ফিঙ্গে হ'য়ে লাগতে হয় যাতে একটা মানুষও অক্ষম বা অপারগ না থাকে, প্রত্যেকে তার সম্ভাব্যতা-মত সব-দিক দিয়ে বেড়ে ওঠে। পরিবেশকে উন্নত ক'রে তুলতে না পারলে কিছুই হ'লো না।

প্রফুল্ল—লোককল্যাণের জন্য মহাপুরুষদের তীব্র আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে খুব কম লোকই তো এ-বিষয়ে মনোযোগী হন—এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে একটুখানি হাসলেন। পরে দরদভরা কণ্ঠে বললেন—মানুষের সাধারণ tendency (ঝোঁক) হয়, তাঁর bliss (আনন্দ)-এর উপর দিয়ে roll on করতে (গড়িয়ে চলতে)। তপ্ত হ'য়ে থাকে কিনা, সেই অবস্থায় যদি দখিনা বাতাস বয়, তখন যেমন অবস্থা হয়, উঠতে চায় না, নড়তে চায় না, এও তেমনি। আর্ত্ত, ক্লিষ্ট সাধারণ-মানুষের এমনতর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমি চাই সেই মানুষ যে-মানুষ সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে পরমপিতার ছন্দে নাচিয়ে না-তোলা পর্য্যন্ত ক্ষান্ত না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষের কথাগুলি শুনে সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে এসে বসলেন। এখানেও লোকের ভিড়। বিশিষ্ট কর্ম্মীদের সম্পর্কে একজনের বিরূপ সমালোচনা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর তেজস্বী ভঙ্গীতে বললেন—বুকে রক্ত যদি থাকে, মাথায় জ্ঞান যদি থাকে, অন্তরে adherence (নিষ্ঠা) যদি থাকে, তবে বাইরে দাঁড়িয়ে সমালোচনা না ক'রে, এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, এদের কাজে সাহায্য কর। যারা নিজেরা কিছু করে না অথচ করনেওয়ালাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ও নিন্দা ছড়িয়ে বেড়ায়, তাদের অন্তর ফাঁকা। আমরা যাই ক'রে থাকি বা ক'রে না থাকি, আরোর অন্ত নেই। সেই আরোর দিকে প্রবোধনা জাগানই ভাল। সব নস্যাৎ ক'রে দিলে কারও ভাল হয় না। এটা ঠিক জেনো—আমাদের কর্ম্মীদের মত কর্ম্মী বাইরে পাওয়া যাবে না। আমি এদের দোষের কথা কই, দোষ সারাবার জন্য, আরো ভাল ক'রে তুলবার জন্য। তার মানে এ নয় যে এরা অখাস্তা।

১৩ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ২৮। ৬। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বকুলতলায় বসেছেন। প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), নগেনদা (বসু) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

প্রফুল্লদা—ঋত্বিকতার কাজে কৃতকার্য্য হ'তে গেলে, আমাদের অবশ্য করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকতা করতে গেলে যা' চারাতে চাও অর্থাৎ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার—তার নিষ্ঠানন্দিত মূর্ত্তি তোমার মধ্যে ফুটে ওঠা চাই। তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ স্বতঃই ইষ্টকে ব'য়ে চলবে এবং লোকের সামনে তাঁকেই উপস্থাপিত করবে—এমনতর হওয়া চাই।

প্রফুল্লদা—একটা মানুষের হয়তো সামান্য কুড়ি টাকা আয়, তাকে আমরা যদি শুধু ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী করার কথা বলেই ক্ষান্ত হই, আয় বাড়াবার পথ না দেখাই, তাহ'লে তো সে উৎসাহ পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে এইটে মাথায় ধরিয়ে দেওয়া চাই যে ইষ্টভরণ সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান। আত্মভরণের চাইতেও ইষ্টভরণের ধান্ধাটা প্রবলতর হওয়া চাই। ঐ আবেগই শক্তিকে প্রস্ফুটিত ক'রে দেয়। 'ভালবাসার টান কর্ম্মে আনে সবলতা, জীবনে উত্থান।' তোমরা ঋত্বিকরা হ'লে vanguard of prosperity (উন্নতির অগ্রসাধক), চলার সাথীয়া, উন্নতির সাথীয়া। প্রত্যেককে সামনের দিকে এগিয়ে দাও, পথ দেখাও। হতাশ হ'তে দিও না কাউকে, নিথর হ'তে দিও না কাউকে। বালবাচ্চার জন্য যেমন ক'রে কর, তেমনি ক'রে করতে থাক দীক্ষিতদের জন্য, তাদের আশপাশের যারা, তাদেরও চেতিয়ে তোল। একজন পারছে না, কিছু টাকা হয়তো ভিক্ষা ক'রে তাকে দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী একটা ব্যবসা চালু ক'রে দিলে, একজোড়া জাঁতা কিনে হয়তো মহুয়ার ময়দা করতে বললে। পেছনে লেগে থাকলে, যাতে দাঁড়াতে পারে। অভ্যাসগুলি ঠিক ক'রে দিতে হয়, যাতে উঠতির দিকে ছাড়া পড়তির দিকে না যায়। অর্জ্জী হ'লো কিনা সেইটে বিশেষ ক'রে দেখবার। শুধু বুঝ গজিয়ে দিলে হবে না, করায় কৃতী ক'রে তুলতে হবে।

প্রফুল্লদা—Experience (অভিজ্ঞতা) না থাকলে অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ভাবছ, করছ, করাচ্ছ, observe (পর্য্যবেক্ষণ) করছ—এই-ভাবেই তুমি experienced (অভিজ্ঞ) হ'য়ে উঠবে।.........ঋত্বিকরা যাতে অনন্য-মনা হ'য়ে, অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে এই কাজ করতে পারে, সেইজন্য যজমানদের উচিত ঋত্বিকদের দেখা, ঋত্বিকী করা। ঋত্বিকীটা তাড়াতাড়ি চারিয়ে দাও। ঋত্বিকী বই নিয়ে যাও। সই করিয়ে ফেল। ঋত্বিকী বইয়ের ২৫০ পাতায় যত টাকা উঠবে, তা'

যে সব তুমি পাবে, তা' মনে ক'রো না। আমি যতটুকু প্রয়োজন মনে করি, ততটুকু দেব। উদ্বৃত্ত যা' থাকবে, তা' দিয়ে আর পাঁচজনকে বাঁচান যাবে। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে যদি দেখ, পরস্পর পরস্পরের জন্য যদি কর, তাহ'লে দুঃখ তোমাদের কাবু করতে পারবে না। নিজেদের করা দিয়ে এই রকমটা ব্যাপকভাবে চারিয়ে দাও।

নগেনদা—আর্য্যকৃষ্টি-সম্বন্ধে যদি কেউ সংক্ষেপে জানতে চায়, তবে কী বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শনিষ্ঠার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সহজাত সংস্কার-অনুযায়ী জীবিকা অর্জ্জন ক'রে, সুবিবাহ ও সুজননে ক্রমোন্নত হ'য়ে, সেবায় সমাজকে সমুন্নত ক'রে সব্যষ্টি সমষ্টির সুকেন্দ্রিক ক্রমবিবর্ত্তনই আর্য্য-কৃষ্টির মূল কথা।

একজন বাউল এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললো—আপনাকে একটা গান শোনাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—বেশ তো! শোনাও।

বাউল দেহতত্ত্ব-সম্বন্ধে গান গাইলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহ-সহকারে শুনলেন। পরে বললেন—আনন্দবাজার থেকে খেয়ে-দেয়ে যেও।

হরিপদ-দাকে ইঙ্গিত করলেন দুটো টাকা দিয়ে দিতে।

১৭ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ২।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বেঞ্চের উপর উত্তরাস্য হ'য়ে বসেছেন। আকাশে খণ্ড-খণ্ড মেঘ আছে, মাঝে-মাঝে পূর্বদিকের বাঁশবনে সোঁ-সোঁ ক'রে হাওয়া বইছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনাভাবে আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। আকাশের ভাবগতিক লক্ষ্য করছেন। মনটা তাঁর ইদানীং বড় উদ্বিগ্ন।

সুধাংশুদা (মৈত্র), সতুদা (সান্ন্যাল), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমার কিছুই ভাল লাগে না। কেমন যেন একটা দূরপনেয় দূরদৃষ্টি নিয়ে জন্মেছি। লোকের এত যে দুর্ভোগ, কিন্তু বুঝে-শুনেও কিছু করতে পারলাম না। মানুষই পেলাম না। নানা বাদ-বিবাদের মাঝে প'ড়ে কেমন যেন বিশৃঙ্খল, বেহুঁশ ও মোহগ্রস্ত হ'য়ে আছে।

সবাই চুপচাপ আছেন।

কিছুক্ষণ পর রাজমহলের একটি দাদা বললেন—মুর্শিদাবাদ জিলায় ছাপ-ঘাটির মোহনার কাছে নাকি এক-সময় নদীগর্ভে তামার পাত দেওয়া ছিল। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর একটা সুবিধা ছিল—যে-জলটা ওখান থেকে ব'য়ে যেত, তা' anti-septic (পচন-নিবারক) হ'য়ে যেত।

প্রশ্ন—কেউ বলে শঙ্করাচার্য্য প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ, আবার এটা তো ঐতিহাসিক ঘটনা যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব করলেন, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, তিনি হয়তো তদানীন্তন বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতিকে তাড়িয়ে বুদ্ধের শিক্ষার মূলগত গভীরতর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন—তন্ত্রের মধ্যে বহু প্রবৃত্তিমূলক অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়, তার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তন্ত্রের উদ্দেশ্য হ'লো মানুষের passionate cry (প্রবৃত্তিমুখর চাহিদা)-কে higher becoming (উন্নততর বিবর্দ্ধন)-এর জন্য utilise করা (কাজে লাগান)। সাধারণ মানুষ যারা, তারা চায় eat, drink and be merry (খাও-দাও, স্ফূর্ত্তি কর) এবং তা' ছাড়া মানুষ চায় power (শক্তি)। এইটেরই খোরাক জুগিয়ে সার্থক পরিণতির দিকে টানার সঙ্কেত দিলেন নাগার্জ্জুন তন্ত্রের ভিতর-দিয়ে। যে যাই করুক, উদ্দেশ্য হ'লো শক্তিস্বরূপিণী মাকে প্রীত করা, প্রসন্ন করা। ঐটে যদি স্মরণ থাকে, তবে ধীরে-ধীরে প্রবৃত্তি-চলন শিথিল হ'তে বাধ্য।

প্রশ্ন—অনেকের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি-উপভোগই মুখ্য হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে মায়ের পূজা করে না, প্রবৃত্তির পূজা করে। তবে শতকরা অন্ততঃ পাঁচ জন লোকেরও যদি মোড় ফেরে, যারা অন্যথা কিছুতেই তপঃ-প্রাণতার দিকে আকৃষ্ট হ'তো না, সেইটুকুই লাভ।

সতুদা—যারা মানুষকে ফাঁকি দেবার জন্য এইসব অনুষ্ঠান ক'রে টাকা রোজগার করে তাদের শাস্তি হয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইসব অনুষ্ঠান করার ফলে পরিবারের psychical atmosphere (মানসিক আবহাওয়া) change করে (পরিবর্ত্তন হয়), তার দরুন physical change (বাহ্যিক পরিবর্ত্তন)-ও আসে। ধর, কা'রও জন্য স্বস্ত্যয়ন করা হ'লো, তখন সবার মনের মধ্যে একটা healthy effect (সুষ্ঠু প্রভাব) চারিয়ে গেল। তারা সেইভাবে চলা সুরু করলো, তাতেই হয়তো অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। Indirectly (পরোক্ষভাবে)-ও একটা ফল হয়।

কাশীদা—আমাদের অনেক জায়গায় যে পূজা-অর্চ্চা করে, আর কিছু করে না, তাতে কি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু ওইটুকুই সব নয়, তবুও মন্দের ভাল। অবশ্য, মাত্র ওতেই সমাজ উন্নতিমুখর হ'য়ে চলতে পারে না। যে দেবদেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা করা

হয়, তিনি যে-গুণ ও শক্তির প্রতীক, ভক্তির সঙ্গে বাস্তবে সেইসব গুণ ও শক্তির অনুশীলন করতে হয়। আচরণসিদ্ধ গুরু চাই, গুরুনিষ্ঠা চাই।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—শোনা যায় কর্ম্মফল অনিবার্য্য। কিন্তু অনেকে অন্যায় ক'রেও তো বেশ অক্ষত থেকে যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যে ক্ষত দেখতে জানি না। হয়তো বাহ্যিক ক্ষত নেই, কিন্তু অন্তর ক্ষতবিধুর। প্রতিটি কর্ম্ম মন ও মস্তিষ্কের উপর তজ্জাতীয় দাগ কেটে-কেটে চলে। তার হাত থেকে রেহাই নেই। তবে ভরসা এইটুকু যে, সৎকর্ম্ম অর্থাৎ স্বার্থ-বুদ্ধিরহিত ইষ্টকর্ম্ম দিয়ে অপকর্ম্মের ফল অনেকখানি এড়ান যায়।

সুধাংশুদা—রোগভোগের ভিতর-দিয়ে নাকি কর্ম্মফল খণ্ডন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোগ মানে psycho-physical maladjustment (শারীরমানস অসঙ্গতি)। আরোগ্য হ'লো মানে readjustment (পুনর্বিন্যাস) হ'লো। রুগ্ণ অবস্থায় নামপরায়ণ ও আত্মবিশ্লেষণমুখর হ'য়ে অভ্যস্ত দৈহিক ও মানসিক অনাচার-কদাচারগুলিকে প্রত্যক্ষ ক'রে, সেগুলির নিরসন করতে সুরু করলে, তাতেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। ভবিষ্যতের অনেক দুর্ভোগও এতে প্রশমিত হয়।·········শারীরিক ও মানসিক সদাচার একান্ত প্রয়োজন। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা-সম্বন্ধে খুব সাবধান হ'তে হয়। খাদ্য যতই ভাল হো'ক না কেন, অপ্রবৃত্তি ও অপ্রসন্নতার সঙ্গে খেলে, সে-খাদ্য শরীরের কোন কাজে লাগে না, বরং মানসিক অপ্রবৃত্তি ও অপ্রসন্নতার ফলে কতগুলি gland and organ (গ্রন্থি এবং শরীরের অংশ) work (ক্রিয়া) করে না, তার থেকে অসুখ আসে। তাই, যার-তার হাতে খাওয়া ভাল না। শরীরের জন্য বিশেষ প্রয়োজন unicentric psychophysical elatement (একমুখী শারীর-মানস উৎফুল্লতা)। ঐটে যার যত বেশী থাকে, তার resistance-power (রোগ-প্রতি-রোধ ক্ষমতা) তত বেড়ে যায়। হয়তো মশার কামড় খেয়েও ম্যালেরিয়া হয় না। অবশ্য, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন ক'রে চলাই ভাল।

একটু থেমে বললেন—নিজস্ব observation (পর্য্যবেক্ষণ) থাকলে অনেক জিনিস ধরা পড়ে। বোঝা যায় কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। আমি যখন মাছ খেতাম, দু-চার দিন এক জায়গায় প্রস্রাব করলে সেখানকার ঘাস ম'রে যেত। কিন্তু মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে দেখতাম অমন মরতো না। আমার মনে হয়, মাছ খাওয়ায় শরীরে toxin (বিষক্রিয়া) বাড়ে। তাই অমন হয়।

১৮ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ৩।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বাইরে এসে বসেছেন। আশ্রমের অনেকে উপস্থিত আছেন।

স্থানীয় মুসলমান-ভাইদের মধ্যেও কয়েকজন এসেছে। চাষবাস, ঘর-গৃহস্থালী ইত্যাদি সম্পর্কে কথা হ'চ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খোদা এক, তাঁর থেকেই যা'-কিছু পয়দা হয়েছে। যারা পয়দা হয়েছে, তারা স্ব-স্ব রকম বজায় রেখেও খোদাপ্রাণতা নিয়ে যদি এক হ'য়ে উঠতে না পারে, তবে দুনিয়ায় খোদার আসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। সৃষ্টির কোন দুটি জিনিষ অবিকল একরকম নয়, প্রত্যেকটাই এক, অদ্বিতীয়, পুরোপুরি তার মত আর এক নেই। এত যে রকমারি, তা' কিন্তু একেরই রকমারি। সেই মূল এক হ'লেন খোদা, তাঁর উপর দাঁড়িয়ে সব একতে স্বীকার ক'রে নিয়ে ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে। মানুষ যখন খোদাকে অস্বীকার করে, তখন শয়তানের হাতে প'ড়ে যায়। শয়তান চায় বিভেদ সৃষ্টি করতে। মানুষ খায় খোদার দয়ায়, আর গীত গায় শয়তানের, বেইমান আর কারে কয়!

১৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ৪।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন। সুধাংশুদা (মৈত্র), জিতেনদা (চট্টোপাধ্যায়), কালীদা (সেন), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), নিবারণদা (বাগচী), উমাদা (বাগচী), শশধরদা (সরকার), হেমগোবিন্দদা (মুন্সী), হরিদাসদা (ভদ্র), মিঃ ফেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে সুধাংশুদা বললেন—আমরা কী ধরণের কুটিরশিল্প করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতরকম করা যায় তার কি ইয়ত্তা আছে? ডালডা-জাতীয় জিনিস তৈরী করা যায়, তিলের তেলকে ঘি-এর মত করা যায়, কলার ডেগো থেকে লবণ করতে পার। নানারকম ফল যা' পাওয়া যায়, তা' থেকে রকমারি সিরাপ করতে পার। খুব ছোট্ট ধরণের কল করা যায়, যাতে কাপড়, গামছা, রুমাল ইত্যাদি তৈরী হ'তে পারে। ঐ রকম কল হাজারখানেক টাকার মধ্যে বাড়ীর একখানা ঘরের মধ্যে চালু করা যায়। ছোট তেলের কল করা যায়—ঘানির পরিবর্ত্তে। এই সব লাভজনকভাবে চালু করতে গেলে ইলেক্‌ট্রিসিটি সহজপ্রাপ্য ক'রে তোলা লাগে। নানারকম ফল যেমন কমলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদির রস জমিয়ে candy (মিছরি) জাতীয় জিনিস তৈরী করা যায়। সোডাওয়াটার তৈরীর কল, লজেন্স তৈরীর কল ইত্যাদি চালান কঠিন কিছু না। মালগুলিও চালু করার ব্যবস্থা করা দরকার। দৈনন্দিন প্রয়োজনে যা' লাগে, তেমনতর জিনিস তৈরী করলে খরিদ্দারের অভাব হয় না। ব্যবস্থা করতে গেলে পাকা ব্যবসায়ীর আওতায় থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়।.........ফেনু বিজ্ঞানের ছাত্র আছে, ওর সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধি ক'রে বের করা লাগে—কুটির-শিল্পের উপযোগী ছোট-ছোট যন্ত্রপাতি কী-কী উদ্ভাবন করা যায়।

সুধাংশুদা—সুইজারল্যাণ্ডে ঘড়ি তৈরী করে কুটিরশিল্পের পর্য্যায়ে। এক-এক জায়গায় এক-একটা অংশ করে, পরে সেইগুলি একত্র করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! ঐ-রকম অনেক কিছু করা যায়।

সুধাংশুদা—প্রতিযোগিতায় পারা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু হাতে পারবে না। ছোট-ছোট যন্ত্রের উদ্ভাবন যদি করতে পার, তাহ'লে অসুবিধা হবে না।.........ফিতে ও সুতো করার মেসিন তৈরী করা যায়। মোজার কল, গেঞ্জীর কল ইত্যাদি তো খুব সহজ ব্যাপার।

এরপর একজন মুসলমান-ভাই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা তুললো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খোদার পথে চলাই ধর্ম্ম। খোদার মালুম পাওয়া বড় শক্ত। সেই জন্য 'প্রেরিত' লাগে। প্রেরিত মানুষ খোদা ধরার যন্ত্র। খোদার সরিক নাই, ধর্ম্মেরও সরিক নাই। সব প্রেরিত মানুষই একই খোদার কথা ক'ন। এঁদের মধ্যে প্রভেদ করায় খোদাকেই প্রভেদ করা হয়। আর তা'ই-ই হ'লো কাফেরত্ব।

প্রশ্ন—জাত কি খোদা সৃষ্টি করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গরু, গাছপালা সবটার মধ্যেই জাত আছে। ধান চাষ কর, তার মধ্যেই দেখ কত রকমের ধান আছে। এক-একটা এক-এক সময়ে হয়, ফলানর কায়দা আলাদা, ধানের চেহারা আলাদা, চালের স্বাদ আলাদা। জাত মানে জন্ম। যার যে-ধরণের বীজে জন্ম, তার জাতও তেমনতর। হুবহু এক, এমনতর দুটো দেখতে পাবে না। এক ভগবান সৃষ্টির প্রতি বস্তুতে প্রতি-একরকম। ন্যাংটাবেলায় দেখতাম—গাছের দুটো পাতা একরকম নয়। বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে দুটো বাঁশ একরকম নয়। দেখতাম আর ভাবতাম—ভগবান বোধহয় একই, তাই তাঁর সৃষ্টিতে একটির মত আর-একটি মেলে না। সবটার ভিতর-দিয়ে তিনি বলছেন—আমি এক। একটু বড় হ'য়ে স্কুলে গেলাম। মাষ্টারমশায় বললেন—এক আর এক দুই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? দুই হ'লো কেমন ক'রে? এ একটা ও আর-একটা, দুটো এক তো দেখি না, তবে দুই এক আসে কোত্থেকে? এবং এক আর একে দুই-ই বা হয় কী ক'রে? ....মাষ্টারমশায় আমার কথা বুঝলেন না, আমাকে কেবল মারলেন।.........ঐ যে বলছিলাম বীজের কথা। এক-এক জাতীয় বীজের থেকে এক-এক রকম শ্রেণী বা বর্ণ হয়। তাদের ধরণ-ধারণ, করণ-কারণও আলাদা হয়। তোমাদের মুখেই তো শুনেছি—নিকেরী, নলে, কষাই ইত্যাদি শ্রেণী আছে। আবার কত সম্ভ্রান্ত মুসলমান আছে। সবাই তো এক পর্য্যায়ের না। এদের মধ্যে বুদ্ধিবিবেচনা, চালচলন, আচার-ব্যবহারে ঢের ফারাক আছে।

উক্ত ভাই—তাই, বড় ঘরের মুসলমানরা ঐ-সব ঘরে ভাতজল খায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাতজল খায় না, তার মানে এ নয় যে ঘৃণা করে। ভাবটা উন্নত রাখতে গেলে আচার-বিচারও তেমনি মেনে চলতে হয়, যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ আহার-বিহার করা চলে না।

২২শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ৭।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে সুধাংশুদার (মৈত্র) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মণীন্দ্রদাকে (বসু) বলছিলাম আনন্দবাজারের ভার নিতে। এক-এক জন যদি এক-একটা কাজ নিয়ে responsible (দায়িত্বশীল) হয়, তাহ'লে ভাবনা থাকে না।

পরে কুটিরশিল্প-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রেড়ীর তেল, রয়নার তেল, চালমুগরার তেল, নিম-তেল ইত্যাদি করা যায়। গার্হস্থ্যজীবনে ব্যবহারের উপযোগী ছোটখাট oil expeller (তৈল-নিষ্কাশক) করতে হয়। Differential pulley (পার্থক্যসূচক কপিকল)-এর arrangement (ব্যবস্থা) করা লাগে। ....গোলাপ, বকুল, রজনীগন্ধা, বেলী, যুঁই, চাঁপা ইত্যাদি ফুল থেকে আতর করা যায়। পাঁচ বিঘা জমিতে ফুলের চাষ ক'রে এই সব যদি করা যায়, সে একটা জমিদারীর মত হয়। শুনেছি ফ্রান্স, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া ইত্যাদি জায়গায় করে। সয়াবীন, মাষকলাই, নারকেল, চিনেবাদাম ইত্যাদি থেকে উদ্ভিজ্জ মাখন, ননী, প্রভৃতি তৈরী করা যায়। তেল থেকে স্টিয়ারিক এসিড ও গ্লিসারিন হ'তে পারে।.........যন্ত্রপাতি যেমন দিতে হয়, কাঁচামালও তেমনি সরবরাহ করতে হয়। কাজের দায়িত্ব দিয়ে হাতেকলমে সাহায্য ক'রে উপযুক্ত সময়ে করিয়ে নিতে হয়। যা' করলো তা' বিক্রীর ব্যবস্থা ক'রে কিছু তাকে দিতে হয় আর কিছু যন্ত্রের দাম বাবদ কেটে রাখতে হয়। এইভাবে ধীরে-ধীরে দামটা দেওয়া হ'য়ে গেলে যন্ত্রটা তার হ'য়ে যাবে। মানুষ যে পারে, এই বিশ্বাসটা তার ভিতর গজিয়ে দিতে হবে। বাড়ী ব'সে হাতেকলমে ক'রে যদি বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে পারে, তাতে স্ফূর্ত্তি বেড়ে যাবে। কাজে উৎসাহও পাবে।

সুধাংশুদা—এ বড় বিরাট কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে চাকরী ক'রে দেওয়া এক জিনিস আর স্বাবলম্বী ক'রে দেওয়া অন্য জিনিস। চাকরী গেলে আবার সে আগের মত বেকার। কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা যে লাভ করে, সে মাথা খাটিয়ে একটা-না-একটা কিছু ক'রে দাঁড়াতেই পারে।.........তুমি যে ঘাসলতাপাতা দিয়ে ইঞ্জিন চালাবার চেষ্টা করেছিলে, সেটা

হ'লে power (শক্তি) খুব cheap (সস্তা) হ'য়ে যায়, তাতে কাজের সুবিধা হয়। ....ভাল ক'রে লাগলে কুটির-শিল্প দিয়ে সারা দেশের অনেক প্রয়োজন মেটান যায়। অপরিহার্য্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছাড়া বিরাট-বিরাট কল-কারখানা করা ভাল না। যন্ত্রের বিরোধী আমি নই, কিন্তু আমি বলি—গার্হস্থ্য যন্ত্র যত বেশী হয়, ততই ভাল। আর ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হো'ক, যাতে যন্ত্রগুলি তার সাহায্যে চালান যায়। Biological evolution of culture and efficiency (কৃষ্টি ও দক্ষতার জীববিদ্যাসম্মত বিবর্ত্তন)—এটাই হ'লো আর্য্যদের বৈশিষ্ট্য। তাই বংশগত নৈপুণ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তেমনতর গার্হস্থ্য-যন্ত্র ও গার্হস্থ্য-শিল্পের প্রবর্ত্তন করতে হবে—পারিবেশিক প্রয়োজন-পূরণে লক্ষ্য রেখে।

কেষ্টদা—উজিরপুরের কামারদের কথা যা' শুনি, সে তো অপূর্ব্ব। অমন temper (পোলাদ) দেওয়ার হাত পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সব করতে সুরু করলে আবার হাত হ'য়ে যাবে। মানুষের আত্মবিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা জাগিয়ে দেবার মত সেবা আর নেই। আমরা কাজে লাগাতে জানি না, তাই বহু মানুষ অকেজো হ'য়ে থাকে। চালালে চলার মত ক্ষমতা বেশীর ভাগেরই আছে। চালায় কে ?

এরপর বোতাম, বকলস্, চশমার ফ্রেম, ব্রাশ, চিরুণী, কাঠের খেলনা, মহিষের শিং-এর জিনিসপত্র, ফাউণ্টেনপেন ইত্যাদি তৈরী করার কথা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে আমি ফাউণ্টেনপেন তৈরী করেছিলাম—কঞ্চির সামনে শোলা দিয়ে আটকে নিব দিয়ে। প্রথমে দেখি কালি পড়ে না। তারপর একটা ফুটো ক'রে কালি পড়ার ব্যবস্থা করি। তখন আমি পাঠশালায় পড়ি।

কুটিরশিল্পের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় বললেন—টাকা জোগাড় করতে হয়। তারপর উপযুক্ত লোক রেখে research (গবেষণা) চালাতে হয়, যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হয়। ঘোরাফেরা, খাটা, দেখাশোনা, বিবেচনা, গবেষণা, আবিষ্কার ইত্যাদি করা, লোকের পেছনে লেগে থেকে তাদের ভিতর আর্থিক সচ্ছলতা এনে দেওয়া—ইত্যাদির জন্য ইষ্টপ্রাণ, দরদী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও পরিশ্রমী লোকের প্রয়োজন।

প্রমথদা এসেছেন। তাঁর একটু কাশি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, কলার সিরাপের সঙ্গে এডোক্সিলিন ও থিওকল মিশিয়ে খেলে lungs (শ্বাসযন্ত্র)-এর সাধারণ যে-কোন গোলমাল সেরে যেতে পারে।

২৭শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ১২ । ৭ । ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপ্‌দার বারান্দায় এসে বসেছেন। এবারকার ঋত্বিক্-অধিবেশনে এবং আগামী তিন মাসে কোন্-কোন্ বিষয়ে নজর দিতে হবে, সে-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ জানবার জন্য খেপ্‌দা (চক্রবর্ত্তী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), প্রমথদা (দে), সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস), শরৎদা (হালদার), বীরেনদা (মিত্র), চুণীদা (রায়চৌধুরী), শরৎদা (কর্ম্মকার), নরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ভোলানাথদা (সরকার), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), রাজেনদা (মজুমদার), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), প্রকাশদা (বসু), যোগেনদা (হালদার), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য), কালিদাসদা (মজুমদার), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), হরেনদা (বসু), গুরুদাস ভাই (বন্দ্যোপাধ্যায়), অমরভাই (ঘোষ), চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি অনেকেই সমবেত হয়েছেন।

প্রথমে কেষ্টদা কথা উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আপনাদের কাছে আগেই বলেছি যে বিশেষ-বিশেষ কাজের জন্য যদি বিশেষ-বিশেষ লোকের উপর দায়িত্ব দেওয়া যায় এবং অন্য সবাই যদি তাদের সাহায্য করে তাহ'লে ভাল হয়। বঙ্কিম ও যতীনদাকে বলেছি প্রতিষ্ঠান-অবদান ও শিক্ষা-অবদানের ভার নিতে। ওরা খুশি মনে রাজীও হয়েছে। শিক্ষার-অবদান মানে শিক্ষায়তন-অবদান। কলেজ ও তপোবন ইত্যাদির জন্য যে-সব দালান-কোঠা করা লাগবে, তার ব্যবস্থা করা। আর, প্রতিষ্ঠান-অবদান হ'লো এখানে ও বাইরে আমাদের organisation (সংস্থা)-কে শক্ত-সুদৃঢ় করতে যা' লাগে তা' করা। বর্ত্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব আপনারা তো বুঝতেই পারছেন। খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে প্রস্তুত না থাকলে বিপদ আছে। প্রত্যেকের কাছে tactfully (কৌশলে) বলা লাগবে, যাতে nervous (ভীত) না হয়, অথচ সৎসঙ্গের জন্য, নিজেদের জন্য ও পরিবেশের জন্য যা' করার করে। এইটে বুঝিয়ে দেবেন যে আত্মরক্ষার জন্য যে sacrifice (ত্যাগ), সেটা sacrifice (ত্যাগ) নয়, সেটা prudence (বিজ্ঞতা)। এই ব্যাপারে ত্রিশ হাজার লোকের প্রত্যেকের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা ক'রে যদি নেওয়া যায়, তাহ'লে অনেকখানি ঝড়-ঝাপটা সামাল দেওয়া যায়।.........আর সোনা ও শ্রীশদা ইষ্টায়নীর ভার নিলে হয়। ওদের এ-ব্যাপারে খুব উৎসাহ আছে। তোমরা তো সঙ্গে আছই। আর-একটা বড় ব্যাপার হ'লো ঋত্বিকী। ঋত্বিক্‌রাই হ'লো main pillars of the movement (আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ)। তাদের maintenance (ভরণপোষণ)-টা যদি spontaneous (স্বতঃ)

না হ'য়ে ওঠে, তবে কাজ হবে কী ক'রে? এটা প্রত্যেকের করণীয়। সংসারের প্রতিপাল্যদের মধ্যে ঋত্বিক্‌ও একজন। ঋত্বিক্ যদি তাজা না থাকে, তাহ'লে যজমানদের দেখবে কে? যজমানদের উচিত তাই ঋত্বিক্‌দের সুস্থ রাখা, চলৎশীল রাখা। প্রত্যেকে যদি ভালবেসে ঋত্বিক্‌দের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করে, তাহ'লে তাদের ভেসে যায়। পেটের দায়ে তাদের এদিক-ওদিক করা লাগে না। সময় ও সামর্থ্য ইষ্টার্থী লোকপালী সেবায় নিয়োগ করতে পারে। এতে সবারই ভাল। যজমানরা ঋত্বিকী করলো, কিন্তু ঋত্বিক্‌রা যদি অবহিত হ'য়ে তাদের জন্য যা' করার তা' না করে, সেটা কিন্তু তাদের অপরাধ। প্রমথদা সবার সাহায্য নিয়ে ঋত্বিকী চালাবার দিকে যদি বিশেষভাবে নজর দেয়, তাহ'লে কাজটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। ফলকথা, চাই মানুষ, চাই সংহতি, চাই অর্থ। দীক্ষিতের সংখ্যা না বাড়ালে হবে না। দীক্ষা নিয়ে ঠিকমত চলতে আরম্ভ করলে তখন অনেক আবিল্যি সাফ হ'তে থাকে। সত্তাপোষণী দক্ষতার আবির্ভাব হয়। তাতে মানুষগুলি asset (সম্পদ্) হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—যাদের উপর আপনি কাগজের জন্য লিমিটেড কোম্পানী করার ভার দিয়েছেন, তারা তো আজকাল দীক্ষার দিকে নজর দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তারা এমনতর ভুলের মধ্যে আছে, যাতে তাদের নিজেদের কাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। Fundamental work (মূল কাজ অর্থাৎ যাজন ও দীক্ষা) disregard (উপেক্ষা) ক'রে, যাই করতে যাওয়া যাক, তাতে ফয়দা কিছু হবে না। গাছের গোড়ায় জল ঢাললে, ডালপালা আপনি তাজা থাকে। গোড়াটা শুকিয়ে তুলে ডালপালায় যতই জল ঢালা যাক না কেন, তাতে লাভ কী? যেটা করলে সবগুলিই পুষ্ট হয়, সেইটে বাদ দিতে নেই। আমি বলি—যত পার লোক দীক্ষা দিয়ে নিয়ে আসবে। 'বাকী যাহা কাজ আমিই করিব, মোর কাছে পাঠাইবে।' খোসামুদি ক'রে দীক্ষা দেওয়া ভাল না। জীবনের পথ, বাঁচার পথ, সার্থকতার পথ এমন ক'রে ধরতে হবে মানুষের সামনে, যাতে সে নিজেই তা' গ্রহণ করার জন্য আগ্রহবিধুর হ'য়ে ওঠে।

বঙ্কিমদা—আপনি বঙ্গ-মাগধ রিহ্যাবিলিটেশনের কথা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আমরা একটা পুণ্যক্ষেত্র তৈরী করতে চাই, যেখানে আর্য্যদের শিক্ষা ও সাধনার শীর্ষস্থানীয় যা', রত্নপেটিকাস্বরূপ যা' তা' রক্ষিত হবে। সেই সুধর্ম্মার আবার প্রয়োজন হ'য়েছে, কেষ্টঠাকুরের সময়ে যেমন হয়েছিল।

ভোলানাথদা—আপনার শরীর ঠিক থাকলে সব হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—আমি তো শালগ্রাম, চিৎ করলে চিৎ, কাৎ

করলে কাৎ।

হরেনদা (বসু)—একসঙ্গে অনেক কাজ প'ড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-এক group (দল) যদি এক-একটার জন্য বিশেষভাবে responsible (দায়িত্বশীল) থাকে, তবে অসুবিধা হবে না। কর্ম্মী বাড়াতে হবে, আর যারা আছে তাদের more vigorously (আরো জোরের সঙ্গে) চলা লাগবে। দোষ আমাদের। ইঞ্জিন যদি জোরে চলে, গাড়ীগুলিও সেই সঙ্গে চলে।

বিরাজদা—অনেক সময় অফিস থেকে অর্ঘ্য-প্রস্বস্তি ঠিকমত যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রস্বস্তি যায় না, তার মানে যাওয়াই না।

যতীনদা—অনেক সময় কর্ম্মীদের ভিতর গোলমাল দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে যা' করার তা' করি না। করারই শ্লথতা। তাই weeds (আগাছা) grow করে (জন্মে)। করার তুফান তুলতে পারলে, ওসব কোথায় ভেসে চ'লে যাবে। পাঞ্জাবীরা যারা, তারা যদি আত্মশাসনপরায়ণ অর্থাৎ disciplined (সুশৃংখল) না হয়, তাহ'লে organisation (সঙ্ঘ) ঢিলে হ'য়ে পড়ে।.........আর, প্রত্যেকের কয়েকজন ক'রে responsible personal assistant (দায়িত্বশীল ব্যক্তিগত সহকারী) জোগাড় করা লাগে। আপনার দু'খানা হাত, দু'খানা পায়ের বেশী বাড়বে না। সব দিক রক্ষা করা যায়, যদি হাতে লোক থাকে। নিজের চাল-চলন দুরস্ত হ'লে, সঙ্গের যারা তাদের মধ্যেও ঐ ধাঁজ ফুটে ওঠে, অবশ্য যদি তাদের ভিতর সে মেকদার থাকে এবং আপনার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে।.........কাগজ ও ট্রান্স-পোর্ট কোম্পানী সবই সব ঠিক ক'রে ফেলেন। ভাল-ভাল দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়লে, তাড়াতাড়িই সব গজিয়ে উঠবে। Enthusiasm (উৎসাহ) জিইয়ে রাখতে ক্রমাগত ঢেউ দেওয়া লাগে, উপযুক্ত কয়েকটি দল ক্রমাগত ব্যাপকভাবে ঘোরা লাগে। মানুষের ভিতর একটা উৎকর্ষমুখী কর্ম্মমাতাল নেশা চারিয়ে দিতে হয়। আর, ঋত্বিকীর কথা যে বললাম, ওটা ভাল ক'রে চালু করতে গেলে আগে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি রপ্ত হওয়া দরকার। প্রধান জিনিস হ'লো মানুষগুলিকে ভিতর থেকে গ'ড়ে তোলা। ঐটে হ'লে কোনটাই বাদ থাকবে না।

১লা শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ১৭।৭।১৯৪৬)

আজ মিঃ টেনিসন ও মিসেস্ টেনিসন—এই দুইজন বিদেশী অতিথি এসেছেন আশ্রমে। রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের পাশে চৌকীতে ব'সে আছেন। স্পেন্সারদা ও হাউজারম্যানদার সঙ্গে ওরা আসলেন তাঁর কাছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (দাস), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি কাছে আছেন। ইটালির সম্বন্ধে আগ্রহ-সহকারে

অনেক বিষয় খ্ুঁটিয়ে-খ্ুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর। ওরাও গল্পচ্ছলে অনেক কথা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহমধুর, সহজ, সরল ব্যবহারে ওরা খুব খুশি। অন্তরঙ্গ আমেজে মশগুলভাবে কথাবার্ত্তা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—টেনিসন! তুমি গান গাইতে জান?

মিঃ টেনিসন—অল্প-অল্প।

মিসেস্ টেনিসন—ও খুব ভাল গান গায়। বাংলা গানও শিখেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ঔৎসুক্য-সহকারে)—তাই নাকি ?·········তাই নাকি? আমাকে শোনাবে?

মিঃ টেনিসন বিশেষ কোন ওজর-আপত্তি না ক'রে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি গেয়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে বললেন—বাংলা গান তুমি এত মিঠে গলায় গাও, তোমার নিজের দেশের গান তোমার মুখে জানি কত সুন্দর শোনায়!

মিঃ টেনিসন তারপর একখানি ইতালীয় গান গাইলেন এবং তার মর্ম্মার্থ বুঝিয়ে বললেন।

তারপর আরো গল্প-সল্প হ'লো। পরে ওরা খেতে গেলেন।

২রা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৮। ৭। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় একখানি হাতলওয়ালা বেঞ্চিতে দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। এমন সময় মিঃ টেনিসন ও মিসেস্ টেনিসন আসলেন। তাঁদের একখানি বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া হ'লো। বসার পর ধীরে-ধীরে কথাবার্ত্তা সুরু হ'লো। আলাপ-আলোচনা শুনবার জন্য আরো অনেকে এসে হাজির হলেন।

মিঃ টেনিসন বললেন—সারা পৃথিবীতে মানুষের ভালর প্রতি আগ্রহ ক'মে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ জানে না, ভাল যা' তার প্রয়োজন কতখানি। এই ignorance (অবজ্ঞা)-ই ভালকে ignore (অবজ্ঞা) করতে শেখায়। আমরা যদি পরমপিতাকে ভালবাসি, তাহ'লে কি আমাদের এটা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত না—যাতে ignorance (অজ্ঞতা)-এর veil (আবরণ) আমরা ছিঁড়ে ফেলতে পারি? আমরা ভালকে যখন অবজ্ঞা করি তখন শুধু আমাদেরই ক্ষতি করি না, আমাদের environment (পরিবেশ)-এরও ক্ষতি করি—যে-অধিকার বিধি কখনও মঞ্জুর করেন না। ·········আমি যাকে ভালবাসি, তার সম্বন্ধে সব সময়ই alert (সতর্ক) থাকি, যাতে তাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ না করে। সর্ব্বদা চিন্তা থাকে কেমন ক'রে তার ভাল হয়, আর তার ভাল করতে গিয়ে যে-সব বাধা আসে, সেগুলি জয় করতে আপ্রাণ হ'য়ে

উঠি। ভালবাসার টানে বাধাবিঘ্নকে জয় ক'রে মঙ্গলস্পর্শী হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করি। এই জিনিসটা আছে ব'লেই enjoyment (উপভোগ) ব'লে জিনিস আছে।

মিসেস্ টেনিসন—জগতে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব আছে। শুধুমাত্র উপভোগ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমনতর একঘেয়ে উপভোগ থাকলেও তা' উপভোগ্য হয় না। আনন্দময়ের সঙ্গে একাকার হ'য়ে মিশে গিয়ে মানুষ যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনা হারিয়ে ফেলে, তাহ'লে কিন্তু আর আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। মাঝখানে বাধা ও ব্যবধান থাকবে আর তা' অতিক্রম করার প্রয়াস থাকবে। এই যে তন্মুখী আগ্রহবিধুর গতি—এইটুকু না হ'লে সুখ থাকে না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে চাই। নিজে চিনি হ'য়ে গেলে চিনিকে taste (আস্বাদ) করবে কে ?

মিঃ টেনিসন—অদ্বৈতবাদ ঠিক, না দ্বৈতবাদ ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-ই ঠিক। অদ্বৈত দ্বৈতেরই পরিণতি। দ্বৈত না হ'লে পরমপিতার লীলারস আস্বাদন হয় না। আবার মূলে অদ্বৈত আছে ব'লেই ভক্ত-ভগবানের মধ্যে এত গভীর আকর্ষণ। বাপ আর ছেলে স্বতন্ত্র হ'য়েও একাত্ম, তাই বাপেরও ছেলের প্রতি টান এবং ছেলেরও বাপের 'পরে নেশা।

বেলা প'ড়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বাঁধের কাছে এসে বসলেন। সকলেই আসলেন সঙ্গে-সঙ্গে। হাউজারম্যানদা এসে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাকুল স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন, আনন্দমধুর হাসিতে তাঁর মুখখানি ফুল্ল শতদলের শোভা ধারণ করেছে, হাউজারম্যানদাও তন্ময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিত করতেই তিনি বসলেন।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হাউজারম্যান যে-ভাবে চুল কেটেছে, ওটা Indo-Aryan type (আর্য্য-ভারতীয় ধরণ)-এর চুল কাটা। Simple, sweet (সরল, মিষ্টি)।

এই আনন্দময় পরিবেশে সকলেই আনন্দিত।

মিঃ টেনিসন প্রশ্ন করলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর কি অহিংসার নীতি প্রচার করেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহিংসা যখনই আমরা বলি, তারই পিছনে আছে হিংসাকে দলন করা।

মিঃ টেনিসন—কেমন ক'রে দলন করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' নাকি হিংসা অর্থাৎ সত্তাকে ক্ষয় করে, তার সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে তাকে নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা, আর অহিংসা অর্থাৎ সত্তাকে পুষ্ট করে যা',

তাকে সব দিক-দিয়ে বাড়িয়ে তোলা—এই দুই রকমে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

মিঃ টৌনিসন—ঠাকুর কি বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত নীতি হিসাবে ছাড়া অহিংসাকে রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে গ্রহণ করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে অহিংসার কথা বললাম, তা' যতখানি মানুষের মধ্যে establish (প্রতিষ্ঠা) করতে পারি, তাদের life and growth (জীবন ও বৃদ্ধি)-এর elixir (অমৃত) ক'রে তুলতে পারি, রাষ্ট্র ততটা তাই হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রধান জিনিস হ'লো ভালবাসা। ভালবাসাই সব করতে পারে। ভালবাসা যদি না থাকে, অহিংসাটা sterile (বন্ধ্যা) হ'য়ে পড়ে।

মিঃ টৌনিসন—শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ধারণা যে অহিংসা যেখানে অকৃতকার্য্য হয়, সেখানে ভালবাসারই খাঁকতি আছে এবং প্রকৃত অহিংসা কখনও অকৃতকার্য্য হ'তে পারে না ? তা' ছাড়া অহিংসা কি সব সময় হিংসাকে জয় করতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন মানুষই চায় না যে অন্যে তাকে হিংসা করুক। এতেই বোঝা যায় যে হিংসার প্রতি সত্তার কোন আগ্রহ নেই। তবু যে মানুষ হিংসা করে, তার কারণ weakness and passionate lust (দুর্ব্বলতা এবং আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিমুখর আসক্তি)। এইগুলিকে যত জয় করা যাবে, ততই অহিংসার জয়জয়কার হবে।

মিঃ টৌনিসন—সমাজ-জীবনে কি অহিংসা কার্য্যকরী হ'তে পারে ? কী-রকম সমাজবিধান অহিংসার পরিপোষক হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের society (সমাজ)-কে এমনতরভাবে তৈরী করা লাগবে যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের interest (স্বার্থ) হ'য়ে ওঠে এবং আমাদের run of life (জীবনগতি) towards becoming (বৃদ্ধির দিকে) moulded (নিয়ন্ত্রিত) হয়। Growth (বৃদ্ধি) না থাকলে liberty (স্বাধীনতা) ব'লে জিনিস থাকে না। আর growth (বৃদ্ধি)-টা consummated (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) হয় Lord-এ (পরমপুরুষে)। আর, এমনি ক'রে দুনিয়া ভগবানের দিকে এগিয়ে যায়। আর, সেটা করতে গেলে grouping of varieties of similar instincts (সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছবিভাগ অর্থাৎ বর্ণবিভাগ) করা দরকার। ওতে biological efficiency (জৈব দক্ষতা) বাড়ে, unemployment (বেকারত্ব) দূর হয়, mutual co-operation (পারস্পরিক সহযোগিতা) আসে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি directly interested (প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থান্বিত) হয়, individual personality (ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্ব) ও collective personality (সমষ্টি-ব্যক্তিত্ব) দুই-ই growth করে (বেড়ে ওঠে)। মনে রাখতে হবে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমাজের organic relationship (অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ), প্রত্যেকটি মানুষই সমাজ-শরীরের একটি অপরিহার্য্য

কোষ, তাই কাউকে বাদ দেওয়া বা উপেক্ষা করার জো নেই। একটা লোকের বাঁচা-বাড়াও যদি উপেক্ষিত হয়, সমাজের মধ্যে ততখানি গলদ আছে বুঝতে হবে এবং সমাজও তাতে ততদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটা সত্তাও উপেক্ষণীয় নয়, প্রত্যেকেই এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতীক। তার সেই বৈশিষ্ট্য যাতে স্ফুরিত হ'য়ে সমাজের কাজে লাগে, তেমনতর nurture (পোষণ) ও adjustment (বিন্যাস)-এর ব্যবস্থা সমাজকেই করতে হবে। অযোগ্য যারা, অসৎ যারা তাদের শিক্ষা ও সংশোধনের ব্যবস্থাও সমাজ ও রাষ্ট্রকে করতে হবে। এতে সমাজ-রাষ্ট্রে heaven (স্বর্গ) এসে দেখা দেবে।

মিঃ টেনিসন—সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী গুচ্ছ-বিভাগ জিনিসটা কী? এবং তা' করতে হবে কী ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন গাছ, গরু, ভেড়া, মুরগীর মধ্যে variety (রকমারি) আছে, মানুষের মধ্যেও তেমনি আছে। এর পিছনে রকমারি instinct (সহজাত সংস্কার) আছে। Instinct (সহজাত সংস্কার) আত্মপ্রকাশ করে activity-তে (কর্ম্মে)। এই instinct (সহজাত সংস্কার)-অনুযায়ী সমাজের শ্রেণীবিভাগ ক'রে যদি কর্ম্মের ব্যবস্থা করা যায়, তবে ব্যক্তিও efficient (দক্ষ) হয় এবং সমাজও প্রত্যেকের efficient service (দক্ষ সেবা) পাওয়ার ফলে বাড়তির পথে যায়। জন্মগত ক্ষমতার অপব্যয় হয় না। অসুস্থ প্রতিযোগিতার লড়াইও ক'মে যায়। যার যেখানে স্থান সে সেখানেই সন্তুষ্ট থাকে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি আসে, স্থৈর্য্য আসে, সামঞ্জস্য আসে—শুভ সন্দীপনা নিয়ে।

যতীনদা (দাস) উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—কোনে যান?

যতীনদা—এই আসছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (চোখমুখ ঘুরিয়ে) টক্ ক'রে চ'লে আসেন। দেরী হ'লে মৌতাত ক'মে যাবিনি।

গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যে হঠাৎ সবার মুখে হাসির হিল্লোল খেলে গেল।

মিঃ টেনিসন পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে প্রশ্ন করলেন—যে ভাগ হবে সেটা কি বংশপরম্পরায় চলবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—There should be biological evolution of superior qualities (উন্নত গুণের জীববিদ্যাসম্মত বিবর্ত্তন হওয়া উচিত)। তা' হ'তে গেলেই বংশানুক্রমিক জীবিকা হওয়া দরকার। অনেক পুরুষ ধ'রে এক কাজ করতে-করতে সাধারণতঃ সন্তান জন্মসূত্রেই ঐ কাজের একটা বিশেষ knack (নৈপুণ্য) পেয়ে যায়। তার দাম অসাধারণ। যেমন আমাদের দেশে আগে ছিল ঢাকাই মসলিন।

একদল বিশেষ তাঁতি পুরুষ-পরম্পরায় এই কাজ করত। তারা হাত দিয়ে যে সূক্ষ্ম কাজ করত, তার তুলনাই হয় না। সব তাঁতি কিন্তু অমনটা পারত না। যেমন কুতুব-মিনারের কাছের লৌহস্তম্ভে নাকি rust (মরচে) পড়ে না, একই রকম বরাবর। হয়তো এমন একদল ছিল, যারা জানত এর secret (রহস্য)। একদল স্থপতির কথা শোনা যায়, তারা নাকি এমনতর বজ্রলেপ তৈরী করেছিল যাতে পাথরের সঙ্গে পাথরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হ'য়ে যায়। কোনদিনই তা' নষ্ট হয় না।

মিসেস্ টেনিসন—একজন দক্ষ হ'লে তার দক্ষতা যে সন্তান-পরম্পরায় সঞ্চারিত হবে তা' নাও তো হ'তে পারে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষ যদি উন্নত-যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, তার বিয়ে যদি বিধিমাফিক সুসঙ্গত হয়, তাদের মধ্যে যদি ardent love (উদগ্র ভালবাসা) থাকে এবং তারা উভয়ে যদি একজনকে ভালবেসে তাকে fulfil (পরিপূরণ) করবার active urge (সক্রিয় আকূতি) নিয়ে চলে—উৎকর্ষ আহরণ করতে-করতে,—তবে সন্তান শুধু বাপেরটা পায় না, আরো উন্নত হয়। এমনি ক'রে বংশপরম্পরায় from higher to higher (উচ্চতর থেকে উচ্চতরে) চলে।

মিসেস্ টেনিসন—এতে যে সন্তান উন্নততর হয়, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কী ? আর, সন্তান যদি উন্নততর হয়ও, তা' বংশানুক্রমিকতার দরুন, না পরিবেশের দরুন, তাই বা বোঝা যাবে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Science (বিজ্ঞান) যদি এ-কথা না জেনে থাকে, তবে জানবে যদি এ-পথে চলে। তার কারণ, এটা একটা fact (বাস্তব ব্যাপার)। Environment (পরিবেশ)-এর impulse (সাড়া) মনের উপর প'ড়ে তরঙ্গ তোলে according to our receptive capacity and instinct (আমাদের গ্রহণক্ষমতা ও সহজাত-সংস্কার-অনুযায়ী)। তাই আমাদের অন্তরে যদি এমনতর কোন মালমশলা না থাকে যাতে তা' receive (গ্রহণ) ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে, তবে কিছু হবে না। Environment (পরিবেশ) থেকে মানুষ তাই-ই receive (গ্রহণ) করে, যা' তার ভিতরে আছে। একজন হয়তো পরিবেশের ভিতর থেকে খুঁজে একজন গেঁজেল বের ক'রে নিয়ে গাঁজা খাওয়া শিখবে। পঁচিশ জন মানুষকে একই পরিবেশে রাখ, প্রত্যেকে তার মত গ্রহণ ক'রে পঁচিশ রকম হ'য়ে দাঁড়াবে।

মিসেস্ টেনিসন—কিসে যে সন্তান ভাল হবে, সে-সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব কিছুরই বিধি আছে। সব চাইতে বড় জিনিস হ'লো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীণ ও গভীর সঙ্গতি ও সম্প্রীতি। আমি নিজে দেখেছি, মুসলমান কৃষক, লেখাপড়া জানে না, বেশ উন্নত-আকূতিসম্পন্ন ও সৎ। তার এবং তার স্ত্রীর

মধ্যে এমন মিল যে বিতৃষ্ণার কোন স্থান নেই সেখানে। ফাঁক পেলেই সে বেড়াতে-বেড়াতে কোর্টে যায়, চারিদিক দেখে-শোনে, জজসাহেবকে দেখে' তার খুব শ্রদ্ধাও সম্ভ্রম হয়, বাড়ী এসে স্ত্রীর কাছে জজসাহেবের গল্প করে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অমনতর একটি সোনার চাঁদ ছেলের স্বপ্ন দেখে। পরে ছেলে হ'লো, কী shining (দীপ্তিমান)! যেন তাদের চাহিদার picture (ছবি)! সেই ছেলে দেখতে-দেখতে ঠেলে উঠলো, জীবনে উন্নতিও করলো খুব। বংশের মুখ, বাপমা'র মুখ উজ্জ্বল ক'রে তুললো—তাদের কত সুখশান্তি দিল! আবার দেখেছি—স্বামী জেল্লাওয়ালা মানুষ। স্ত্রী খুব ঝগড়াটে, স্বামীকে শ্রদ্ধা করে না, চোখ প'ড়ে দেখতে পারে না, ঝগড়াঝাটি করে, মনে কষ্ট দেয়, টাকার জন্য মোচড় দেয়—তার গর্ভের ছেলে হ'লো বাপের ঠিক উল্টো।……নিজেরা পরীক্ষা ক'রে দেখলে হয়। হয়তো ভগবান বুদ্ধদেবের থিয়েটার দেখলে। ঐ পবিত্রভাবে enchanted (মুগ্ধ) হ'লে দুজনে। সেই অবস্থায় মিলনে একটি ছেলে আসলো। তার ছেলেবেলা থেকে সে হাত নাড়বে দেবতার মত ক'রে। Science (বিজ্ঞান) স্বীকার করুক না করুক—এটা একটা অকাট্য সত্য। আমার কথা শুনলে হয়তো মন খারাপ হ'তে পারে। আমি Christ (যীশুখ্রীষ্ট)-এর জন্ম-সম্বন্ধে যেমন বুঝি, আর বোঝাটা যেমন জানি, তাতে মালুম হয়, তাঁর বাপ-মা খুব pious (ধর্ম্মপ্রাণ) ছিলেন, loving (ভালবাসাপ্রবণ) ছিলেন। তাঁদের বিবাহ-সম্বন্ধও ঠিক হয়েছিল। কেবল সামাজিক অনুষ্ঠানটুকু হয়নি। কিন্তু পরস্পরের পবিত্র আন্তরিক স্বীকৃতি উভয়কে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে তুলেছে। এই অবস্থায় মিলনে যীশুর আবির্ভাব হয়েছিল। সামাজিক বিধানের ব্যত্যয় হয়তো এতে হয়েছিল কিন্তু ভগবানের বিধান তাঁরা উল্লঙ্ঘন করেননি।

মিঃ টেনিসন—মুসলমানটির কথা বললেন, সে তো নিজে ছিল অনুন্নত অথচ সন্তান কত উন্নত হ'লো। এমন যদি সম্ভব হয় তবে বংশানুক্রমিক বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে উচ্চতর গুণের অনুশীলনের কথা বলা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উন্নত যে তার প্রতি active admiration and interest (সক্রিয় শ্রদ্ধা ও আগ্রহ)-ই উন্নতির জন্মদাতা, তা' নিজের বেলায়ও যেমন, বংশানুক্রমিক গুণসংক্রমণের বেলায়ও তেমন। ঐ যে অশিক্ষিত কৃষক, তার যে জজসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম হ'লো, নেশা হ'লো, লাগোয়া ঝোঁক হ'লো, সবার তো অমন হয় না। ওর যে অমনটা হ'লো তার মানে ওর ভিতর এমন কিছু ছিল, যা' উৎকর্ষকেই কায়মনোবাক্যে কামনা করে। ওর যদি স্ত্রীর সঙ্গে অতোখানি মিল না থাকত, স্ত্রীর তার প্রতি যদি মনোবৃত্ত্যনুসারিণী ঝোঁক না থাকত, তাহ'লে কিন্তু ছেলে অমন হ'য়ে দাঁড়াত না।

যতীনদা—স্ত্রী যদি স্বামীর চাইতে উচ্চ স্তরের হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বীজ-অনুপাতিক মাটি হ'লে বীজ উদ্গত হয় ভাল। যা' উদ্গত হয়, তা' বীজ—মাটি নয়। মাটি যদি বীজের উপযোগী না হয়, তবে বীজের সুষ্ঠু উদ্গম হয় না। বীজের তুলনায় মাটি আবার অতিরিক্ত ভাল হ'লে বীজ জ্ব'লে যায় বা তার গুণ অনেকখানি বরবাদ হ'য়ে যায়।

মিসেস্ টেনিসন—ভালবাসতে গেলে তো দোষগুণ, ভালমন্দ সবটাই ভালবাসতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা গুণকেও ভালবাসি না, দোষকেও ভালবাসি না, ভালবাসি মানুষটাকে। কাউকে ভালবাসলে, তার যাতে ভাল হয়, তাই করার বুদ্ধি আসে। তার গুণ যাতে বাড়ে, দোষ যাতে কমে অর্থাৎ যাতে সে সুখী ও সার্থক হ'তে পারে—সহ্য, ধৈর্য্য-সহকারে তেমন করার চেষ্টা হয়।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় মালদহের একটি দাদা তাঁর নিজের গাছের ফজলি আম নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুশি হ'য়ে বললেন—বাঃ! চমৎকার আম তো! গন্ধে, বরণে, গানে মন মাতায়ে তোলে। বেশীক্ষণ এখানে রাখিস্ না। বড়বৌ-এর কাছে দিয়ে আয় গিয়ে।

দাদাটির পথশ্রমজনিত ক্লান্তি যেন মুহূর্ত্তেই উবে গেল। আনন্দে ভরপুর হ'য়ে আমের ডালাটি উঠিয়ে নিয়ে দ্রুতপদে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের দিকে গেলেন।

মিঃ টেনিসন প্রশ্ন করলেন—বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তো পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব'লে একটি জিনিস আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারস্পরিক নির্ভরশীলতা জিনিসটা হয় না, যদি স্বামী স্ত্রীর পরিপূরণী না হয় এবং স্ত্রী স্বামীর পরিপোষণী না হয়। স্বামী যত superior caliber-এর (উন্নত ধরণের) ও penetrating (তীক্ষ্ণবুদ্ধি) হয়, স্ত্রীকে ততখানি exalted (উন্নত) ও blooming (স্ফোটনদীপ্ত) ক'রে তুলতে পারে। স্বামীকে দিয়ে তার being (সত্তা) superior fulfilment (উন্নত পরিপূরণ) পায় ব'লে admiration (শ্রদ্ধা)-ও বেড়ে যায়। সে অনুরাগদীপ্ত সশ্রদ্ধ উন্মাদনা নিয়ে সেবায়-যত্নে স্বামীকে আরো বড় ক'রে তুলতে চায়। স্বামীও এতে more vigorous (আরো তেজোদীপ্ত) হ'য়ে ওঠে। তার বৈশিষ্ট্য আরো স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে। একজন সাধারণ mathematician (গণিতজ্ঞ) বা writer (লেখক) বা singer (গায়ক) বা আর কিছু হয়তো কত excel (উৎকর্ষ লাভ) ক'রে যায়। Nurture (পোষণ) না পেলে মানুষের capacity (ক্ষমতা) atrophied (ক্ষয়প্রাপ্ত) হ'য়ে যেতে

থাকে। সাংসারিক জীবনে স্ত্রীর দরদী শ্রদ্ধা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা পুরুষের জীবন-সম্বেগ ও কর্ম্মশক্তিকে অনেকখানি জ্বলন্ত ক'রে তোলে। Superior caliber (উন্নত ধরণ) মানে superior conception (উন্নত বোধশক্তি)। বোধের কার্য্যকরী উন্নতি হয় আবার সক্রিয় শ্রেয়োনিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে। তাই পুরুষকে যদি fulfilling (পরিপূরণী) হ'তে হয়, তাহ'লে আচার্য্যপরায়ণ হ'তে হয়, নইলে higher tension (উন্নতের প্রতি টান) ও superior impulse (উন্নত প্রেরণা)-এর অভাবে অন্তর-সম্পদের পুষ্টি হয় না।

হাউজারম্যানদা—Superior impulse (উন্নত প্রেরণা) মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, যে প্রেরণা বা উদ্দীপনা মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে উচ্ছলতায় পরিপূরিত ক'রে তোলে। সত্তাই হ'চ্ছে প্রকৃত বিচারক। সে-ই টের পায়, সে বাড়তির পথে চলছে কিনা, শরীর-মন বিবর্দ্ধনের দিকে চলছে কিনা, স্বস্তির অধিকারী হ'চ্ছে কিনা। মানুষ fulfilment (পরিপূরণ) যদি না পায়, তবে ভালবাসা পাকে না, tasteless (বিস্বাদ) হয়। Fulfilment (পরিপূরণের)-এর supreme source (পরম উৎস) হ'লেন Ideal (আদর্শ)। তাই দাম্পত্য প্রণয় পরিপক্ব হয় তাদেরই যাদের এই common third-point-এ (একই তৃতীয় বিন্দুতে) প্রবৃত্তিভেদী অনুরাগ থাকে। তখন দাম্পত্য প্রেম সত্তাপোষণী সম্বেগ নিয়ে চলে, প্রবৃত্তির ডোবায় হাবুডুবু খায় না।......স্বামী-স্ত্রী হওয়া চাই সম অথচ বিপরীত। স্বামীর যে সহজাত সংস্কার ও প্রকৃতি তার সঙ্গে স্ত্রীর শ্রদ্ধানন্দিত সঙ্গতি ও মিল থাকা চাই। তখনই স্বামীর পৌরুষ ও স্ত্রীর নারীত্ব স্বতন্ত্রধর্ম্মী হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের পরিপূরণী হ'য়ে ওঠে। স্ত্রী যদি বুদ্ধি-বিবেচনায় অনেকখানি খাটোও হয়, তাতেও আটকায় না, যদি স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাদীপ্ত নেশা থাকে। ওই-ই তার ভিতরের মানুষকে টেনে লম্বা ক'রে তোলে।

উপগতির সময় স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের চিন্তাধারা ও ভাবভূমির সঙ্গতি থাকা দরকার। আর এই চিন্তাধারা ও ভাবভূমি যত উন্নত ও পবিত্র হয়, সন্তানও আসে তত উচ্চ-প্রকৃতির। ঐ সময়কার স্বামী-স্ত্রীর tuned psychical charge (মিলিত মানসিক ভাবভরণ) সন্তানের পরবর্ত্তী জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ওইটেরই vitalised material embodiment (সঞ্জীবিত বাস্তব মূর্ত্তি) হ'লো সন্তান। তার চোখ, মুখ, নাক, কান, এক-কথায় প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, চিন্তা, চলন, ঝোঁক, ইত্যাদি অনেক কিছুই ওর দ্বারা moulded (নিয়ন্ত্রিত) হয়। তাই নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে সে newer achievement (নবতর অধিগমন)-এর দিকে এগিয়ে চলে।

অনেক সময় এমন হয় spirit is willing but flesh is weak (অন্তর

আগ্রহদীপ্ত কিন্তু শরীর অপটু)। এটা হয় sperm (শুক্রকীট) ও ovum (ডিম্বাণু)-এর charge (ভাবভরণ)-এর incoherence (অসঙ্গতি)-এর দরুন। Both should be in tune and should be equally charged (দুইটিরই সমতাল-সমন্বিত ও সমভাবভরণ-ভৃত হওয়া উচিত)। Science (বিজ্ঞান) কী কয় জানি না, তবে আমার science (বিজ্ঞান) এই।

মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার প্রস্রাব করতে গেলেন। যাবার আগে অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন—আমি যাই!

সকলেই একবাক্যে ব'লে উঠলেন—হ্যাঁ! হ্যাঁ!

প্রস্রাব ক'রে ফেরার পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ছোটমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাজলার ওষুধ ঠিকমত পড়ছে তো?

ছোটমা বললেন—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরে এসে বসলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে বহু আগে। আকাশে তারা জ্বলজ্বল করছে। বিজলী বাতির আলোর জেল্লায় এবং লোকসমাগমে জায়গাটা গমগম করছে। কিন্তু রাত্রির আঁধারে সামনের পদ্মার চর যেন বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। ওদিকে চাইতেই মনটা যেন খাঁ-খাঁ ক'রে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসতেই সবাই যার-যার জায়গায় ব'সে পড়লেন।

মিসেস্ টেনিসন জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের জন্য কি বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ আছে। তবে তার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে প্রতিটি ব্যষ্টির জীবন ও বৃদ্ধি।

মিসেস্ টেনিসন—এই আইন প্রণয়ন করবে কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে বিধির পথে চ'লে তাকে জেনেছে।

মিসেস্ টেনিসন—অন্য সবাইকে কি সেই বিধি মানতে বাধ্য করা হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারাই ভাল চায়, তারাই তা' অনুসরণ করবে। যদি কেউ কা'রও ভাল করতে বদ্ধপরিকর হয়, সে প্রয়োজন হ'লে তাকে compel (বাধ্য) করবে। সেই ডাক্তারই ভাল ডাক্তার, যে অনিচ্ছুক রোগীকেও জোর ক'রে ধ'রে ওষুধ খাইয়ে তাকে ভাল ক'রে তোলে। ভালবাসাই মানুষকে মানুষের উপর জোর করার অধিকার দেয়। অহমিকা, ক্রোধ বা প্রবৃত্তি-অভিভূত জিদের বশবর্ত্তী না হ'য়ে মঙ্গলবুদ্ধি থেকে সুকৌশলে যদি কেউ কা'রও উপর ভালবাসার জোর চালাতে পারে, তাহ'লে অসম্ভব কাণ্ড হয়। অবশ্য যার উপর

জোর চালাবে, তার আবার, যে জোর চালাবে তার উপর কিছুটা টান চাই। নইলে ছিঁড়ে যায়।

মিসেস্ টেনিসন—প্রাজ্ঞ একজনই কি বিধি-সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেবেন? না, অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরাও দেবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা জানে তারাই দেবে। আমি বলি, 'vox populi vox dei' (জনতার বাণী ভগবানের বাণী) এ-কথা না ব'লে বলা উচিত, 'vox Fulfiller vox dei' (পূরণ-পুরুষের বাণী ভগবানের বাণী)।

মিসেস্ টেনিসন—কী ক'রে মানুষকে বিধি অনুসরণ করতে বাধ্য করা যায়—বিশেষতঃ যারা অনিচ্ছুক ও অবাধ্য তাদের?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের nurture (পোষণ) দিতে হবে এমনভাবে যাতে follow (অনুসরণ) করে, কারণ, তারাও চায় বাঁচতে-বাড়তে।

মিসেস্ টেনিসন—অত্যন্ত কঠিন ক্ষেত্রে কী করবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা কি ভাল চায় না? জীবন চায় না? তা' যদি চায়, তাহ'লে উপায় আছে। অনিবার্য্য প্রয়োজন হ'লে বাস্তবে ক্ষতি না ক'রে ভয় দেখিয়ে ভীত ক'রে তুলে অপকর্ম্ম ও অসৎ চলন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হয়।

মিসেস্ টেনিসন—বিভিন্ন দলের সংস্কারকদের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উভয়ে যদি fulfilling (পরিপূরণী) হয়, তবে মিল হ'য়ে যাবে।

মিসেস্ টেনিসন—প্রবল-শক্তিসম্পন্ন কেউ শত্রুভাবাপন্ন হ'লে সেখানে করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তার psychical kingdom (মনোরাজ্য)-এর মধ্যে ঢুকে যাব।

মিসেস্ টেনিসন—যেখানে সে-সম্ভাবনা নেই সেখানে মরব, না প্রতিরোধ করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence (অস্তিত্ব) বজায় রাখার আকুতিই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

মিসেস্ টেনিসন—আত্মিক শক্তির প্রয়োগে যদি শান্তি স্থাপন করা না যায়, সে-ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কি বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা সঙ্গত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মিক শক্তি মানে সেই শক্তি যার উপর দাঁড়িয়ে জীবনের গতিশীলতা সুষ্ঠু, সুন্দর ও অবাধ হ'য়ে চলে। জীবন্ত আদর্শের প্রতি অস্খলিত নিষ্ঠা, ভক্তি, ভালবাসাই এই শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তোলে। ফলকথা, Ideal (আদর্শ), individual (ব্যষ্টি) ও environment (পারিপার্শ্বিক)—এই তিনের concordance (সমন্বয়)-এর ভিতর দিয়েই আসে জীবনের বোধদীপ্ত পূর্ণতা। আর, তাকেই বলে spiritual life (আধ্যাত্মিক জীবন)। এইটে বুঝতে হবে ও বাস্তব

আচরণের ভিতর-দিয়ে প্রতিফলিত করতে হবে যে পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। শুধু নিজেরা বুঝলে ও মানলে হবে না, সবাই যাতে বোঝে ও মানে তা' ক'রে তুলতে হবে। আমরা যদি ধরতে পারি তেমন ক'রে, তবে সবাই বুঝবে। প্রত্যেকটি ব্যষ্টি, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ও প্রত্যেকটি দেশ অন্য সব ব্যষ্টি, অন্য সব সম্প্রদায় ও অন্য সব দেশের প্রতি interested (অন্তরাসী) ও sympathetic (সহানুভূতিসম্পন্ন) হ'য়ে উঠবে। সেবা ও ভালবাসার হাওয়া চারিয়ে দিতে হবে নিজেরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হ'য়ে। অসৎ যা' তা'কেও নিরস্ত করতে হবে। কাউকে যদি আসুরিক চলনে চলতে দেওয়া হয়, সেটাও অন্যায়, আবার যার প্রয়োজন তাকে যদি সেবায় সমৃদ্ধ ক'রে তোলা না হয়, সেটাও অন্যায়। জীবন না নিয়ে মানুষের মন যাতে ফেরে তাই করতে হবে। যে-জীবন আমি দিতে পারি না, সে-জীবন নেওয়ার আমার অধিকার কোথায়?

মিসেস্ টেনিসন—কখনও তাহ'লে কাউকে হত্যা করা চলবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাণপণ চেষ্টা করব যাতে না মারতে হয়।

যতীনদা—আত্মরক্ষার জন্য যদি দরকার হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনও চেষ্টা করব যাতে না মেরে পারি।

মিসেস্ টেনিসন—আমার মৃত্যুতে যদি আরো পাঁচজন অসহায় হ'য়ে পড়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করব সেও যাতে বাঁচে, আমিও যা'তে বাঁচি। এই চেষ্টা সত্ত্বেও যা' ঘটবে তা' ঘটবে।

মিসেস্ টেনিসন—অপরে আমাকে মেরে ফেললে, আমি বরং মরে যাব, তবু তা'কে মারব না, এই তো আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় strength (শক্তি) সেখানেই যেখানে নিজের existence (অস্তিত্ব)-এর সঙ্গে environment (পারিপার্শ্বিক)-এর existence (অস্তিত্ব) exalt (উন্নীত) করি, environment (পারিপার্শ্বিক)-এর life and growth (জীবন ও বৃদ্ধি)-কে enrich (সমৃদ্ধ) ক'রে তুলি। আমি যদি মরি, মরলে পরে যে তার জ্ঞান ফিরে আসবে, তা' নয়। আর, উল্টো একটা ভয়ের কারণ আছে যে, মানুষকে মেরে ফেলাটাই একটা credit (বাহাদুরী)-এর কাজ ব'লে সে মনে করবে। আমি যদি এর মধ্য-দিয়ে এমন একটা পন্থা বের করতে পারি, যাতে সে আমাকে মারতে না পারে এবং আমারও তাকে মারতে না হয়, তবে সেইটেই strength (শক্তি)। যীশুকে crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হ'তে দিয়ে আমরা যে অপরাধ করেছি তার তুলনা হয় না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যতদিন না করব, ততদিন শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাব না। তিনি মানুষকে বাঁচাতে পারতেন, তাই মানুষের উচিত

ছিল তাঁকে বাঁচান। তিনি অন্যের জন্য সব করতে রাজী, কিন্তু নিজের জন্য কিছু করতে নারাজ।……যীশুখ্রীষ্ট যখন চ'লে গেলেন—মেরি ম্যাগডেলিন পাগলের মত হ'য়ে গেল। পাতায়-পাতায়, লতায়-লতায়, পাথর ও মাটির বুকে তাঁকে খুঁজতে লাগল। তাঁর কথা কইতে লাগল। কত মানুষ তার উচ্ছ্বসিত আকুলতা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেল, কিন্তু সে কা'রও পানে তাকায় না। নিজের agony (তীব্র বেদনা) নিয়ে পড়ে রইলো। শিষ্যরা যখন দেখল, যীশুর কথা লোকে শুনতে চায়, তখন তারা নোট বই, রুমাল ইত্যাদি নিয়ে বের হ'লো। যীশু-সম্বন্ধে প্রথম যে মানুষের মনে আগুন ধরিয়েছিল সে কিন্তু ঐ মেরী ম্যাগডেলিন-ই।

এরপর ধীরে-ধীরে ওরা গাত্রোত্থান করলেন। সবাই যেন এক গভীর ভাবাবেশে মাতোয়ারা। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন প্রত্যেকের চেতনার এক অতল তল স্পর্শ ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। সবার মন এখন অন্তর্মুখী, ধ্যানানন্দ অন্বেষী।……

খেয়েদেয়ে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—আমার এইসব কথা কওয়ার পর ঘুম আসতে চায় না, নেশার মত লেগে থাকে। মাথায় ঐ সব রাজ্যের কথার ঢেউ জাগতে থাকে। তখন মনে হয়, সমঝদার কয়েকজনকে নিয়ে জাবর কাটি, খোয়াড়ি ভাঙ্গি। ভক্তি-প্রেমকে যে হাফিজ মদের নেশার সঙ্গে তুলনা করেছেন, সে খুব ঠিক কথা। এই নেশার কাছে অন্য কোন নেশা খাটে না। এ সময় কেউ খাওয়ার কথা বললে বা ঘড়িতে কটা বেজেছে বললে ভাল লাগে না।

৪ঠা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ২০।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় খেপুদার বারান্দায় ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুরেশদা (মুখোপাধ্যায়), ভোলানাথদা (সরকার) প্রভৃতি কাছে আছেন। এমন সময় বনচারীদার (মিশ্র) সঙ্গে শ্রীমেনন (আই, সি, এস) ও তাঁর স্ত্রী আসলেন।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর শ্রীশ্রীঠাকুর যখন শুনলেন যে মেনন ভাল মারাঠী জানেন, তখন তিনি আগ্রহ-সহকারে বললেন—রামদাসের কথাগুলির তর্জ্জমা ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলে হয়।

কেষ্টদা রামদাসের উপদেশ-সম্বলিত মারাঠী ভাষায় লিখিত বই এবং 'রামদাস স্বামী ও শিবাজী' নিয়ে আসলেন।

শ্রীমেনন মারাঠী ভাষায় বই প'ড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। বনচারীদা 'রামদাস স্বামী ও শিবাজী' থেকে বাংলায় তার অনুবাদগুলিও পড়ছিলেন।

'রাজকরণ বহুত করিবে'—এই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তার মানে—

সন্তানরঞ্জনী লোককল্যাণী কর্ম্ম খুব করবে, একটা ক'রে ব'সে থাকবে না। ক্রমাগত ক'রেই যাবে। জনসাধারণের চিত্ত যদি উন্নতভাবে রঞ্জিত না হয় আর সেই রঞ্জনা যদি কল্যাণ-উৎসৃজী কর্ম্মে প্রতিফলিত না হয়, তাহ'লে গণজীবন সম্বর্দ্ধনার সন্ধান পাবে না। রাজকরণ মানে politics (রাজনীতি)। Politics is what fulfils people (রাজনীতি মানে তাই, যা' লোককে পূরণ করে)। লোকের পূরণ-পোষণ করতে হ'লে ধর্ম্মের ভিত পাকা ক'রে তুলতে হবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমেনন বললেন—আজকালকার পরিবেশে মানুষের ধর্ম্মপথে চলার সুবিধা-সুযোগ কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—সুবিধিতে অর্থাৎ সুনিয়মে চলার ভিতর-দিয়ে শুভ বা সু-ফল প্রাপ্তির যোগ আসে। তাই সুবিধা-সুযোগ বিহিত করণ-পরিক্রমার ভিতর-দিয়ে পেতে হয়। আবার, অসুবিধাকেও সুবিধা ক'রে নেওয়া যায় বর্ত্তমানে সু-বিধিমত চ'লে। ভাল পাওয়া ও ভাল হওয়া আমাদের ইচ্ছা ও করার মুঠোর মধ্যে। ভালটাকে create (সৃষ্টি) করা লাগবে।

পরে পড়া হ'লো—'অনেক বিদ্যা শিখিল প্রসঙ্গ যদি না বুঝিল, সে বিদ্বানে পোছে কেবা ?'

এই কথা শুনে বললেন কখন কোনটা apply (প্রয়োগ) করতে হবে, তার tactics (কৌশল) যদি না জানা যায়, সে বিদ্যে মিছে। পড়ে-শুনে যেটা জানা যায়, তার বাস্তব প্রয়োগ কিভাবে করতে হবে, তা' শিখতে হয়। আগে গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনার সঙ্গে-সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় রকমারি কাজের ভিতর-দিয়ে যে-শিক্ষাটা হ'তো, তা' খুব পাকা হ'তো। ঐ যে আচার্য্যের জন্য ভিক্ষা করতে হ'তো,—যা'কে আমি বলি ইষ্টভৃতি,—ওর মধ্য দিয়ে শিখতো—কিভাবে মানুষকে তার প্রয়োজন অনুধাবন ক'রে সেবা দিতে হয়, স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে কখন কা'র সঙ্গে কোথায় কেমনভাবে ব্যবহার করতে হয়, যাতে আদর্শও ঠিক থাকে, লোকেও সুখী হয়। আদর্শনিষ্ঠা বাদ দিয়ে যে লোকতোষণ, তাতে কিন্তু ব্যক্তিত্ব বাড়ে না। লোকেও বুঝে নেয়—তার মেকদার কতখানি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের কাছে এসে বসলেন। চারুদা (করণ) ব্যক্তিগত কতকগুলি অসুবিধার কথা বললেন।

তাঁর অবসন্ন ভাব লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহ দিয়ে বললেন—বড় হওয়া মানে বড় বাধাকে অতিক্রম করা। বাধা জিনিসটা আমোদের। সেখানেই তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের পরিচয় দেবার সুযোগ। বাধাকে জয় ক'রেই মানুষ শক্তিকে আয়ত্ত করে। বাধাবিঘ্নও তাই পরমপিতার দয়ার দান। যদি মুষড়ে না যেয়ে

রুখে যাও, টের পাবে পরমপিতার দয়ায় কী অসম্ভব কাণ্ড হয়। তবে মনে রেখো—মূল জিনিস হ'লো—হরিকথা নিরূপণ অর্থাৎ ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা।

চারুদা—স্থানীয় কেন্দ্র ভালভাবে চালান যায় কেমন ক'রে তাই ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে মুখ্য ক'রে চললে, ভাবতে হবে—যেখানে যত centre (কেন্দ্র) আছে, সবগুলিরই দায়িত্ব তোমার উপর। শুধু ওইটের নয়। Centre (কেন্দ্র) চালাতে সবচেয়ে বড় জিনিস হ'লো কর্ম্মী। এমন কর্ম্মী তৈরী করতে হয়, যাতে তুমি ওখানে না থাকতে পারলেও কাজের ক্ষতি না হয়। আর, আগে থাকতে জমি-জায়গা, টাকা সবটার ব্যবস্থা করবে। যখন যেটা ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, তখন কেবল সেইটের ব্যবস্থাই যদি কর এবং আগে থাকতে ভবিষ্যৎকে এঁচে নিয়ে তার জন্য prepared (প্রস্তুত) যদি না হও, তবে কাজে এগুতে পারবে না। এক-একটা অবস্থা এসে চেপে ধ'রে তোমাকে overwhelm (অভিভূত) ক'রে ফেলবে। ধান, চাল, ডাল সংগ্রহ করবে। দু' 'শ'-পাঁচ 'শ' পাতা যাতে রোজ ওখানকার centre-এ (কেন্দ্রে) পড়ে তার ব্যবস্থা করবে।

৫ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ২১।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (দাস), স্পেন্সারদা প্রভৃতি আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শব্দগুলির মূলে আছে root (ধাতু)। Impulse (সাড়া বা প্রেরণা)-গুলি মনের মধ্যে ripple (তরঙ্গ) সৃষ্টি করে, ripple (তরঙ্গ)-এর দরুন reaction (প্রতিক্রিয়া) হয়, reaction (প্রতিক্রিয়া) আত্মপ্রকাশ করে যে sound (ধ্বনি)-এর ভিতর-দিয়ে, তাই-ই root (ধাতু)। যেমন অস্, আস্, ঈষ্, সুষ্ ইত্যাদি। মানুষের ভিতরেই সব আছে। উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রেরণার ফলে সেগুলি জেগে ওঠে।

আমি যে কোনদিন ইংরাজীতে কিছু বলতে পারব, তা' কখনও ভাবিনি। কেষ্টদা নাছোড়বান্দা হ'য়ে যখন ধরল তখন তার হাত থেকে রেহাই পাবার attitude (মনোভাব) নিয়ে বলতে সুরু করলাম। ভাবলাম—আমি যে পারি না, সেইটেই বুঝিয়ে দিই। সেটা বুঝতে পারলে তো আর বারে-বারে বলবে না। খেলাচ্ছলে বলতে আরম্ভ করার পর ওরা বলল যে বেশ হচ্ছে। তখন ভাবলাম —হয় তো হো'ক। পরমপিতার যদি মর্জ্জি হ'য়ে থাকে—আমাকে দিয়ে কিছু বলাবার, আমার আপত্তির কী আছে?………এমনতর অনেক সময় হয়, affair (বিষয়)-গুলির সঙ্গে word (শব্দ)-গুলি যেন নাচছে।

………কাল দুপুরে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম—লোকদের কাছে বলছি, ইষ্টভৃতি অর্থাৎ সামর্থ্যীযোগ যদি অধ্যাত্মযোগের সঙ্গে combined (যুক্ত) না হয়, তবে হবে না। অধ্যাত্মযোগ সামর্থ্যীযোগ ছাড়া sterile (বন্ধ্যা)।

পরে ঐ কথার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যা'ই করি, যদি ইষ্টভৃতিরূপ একটা sacramental endowment (পূত অবদান) না থাকে, সব ব্যর্থ। ইষ্টভৃতি হ'লো material concentration (বাস্তব একাগ্রতা)। ভাব-ভক্তির বাস্তব বিনিয়োগ না হ'লে তা' প্রবহমান জীবন্ত গতি পায় না, স্থায়ী হয় না, মনে উঠে মনেই লয় পেয়ে যায়। ইষ্টভৃতি হ'লো ইষ্টানুরাগের বাস্তব বিনিয়োগ।…… সামর্থ্যীযোগ অধ্যাত্মযোগকে help (সাহায্য) করে, অধ্যাত্মযোগ সামর্থ্যীযোগকে help (সাহায্য) করে। সমগ্রভাবে জীবন বাড়তির পথে চলে। বহু সাধু-সন্ন্যাসী যে কিছু করতে পারে না তার কারণ সামর্থ্যীযোগের অভাব। যখনই কোন লোক ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী বন্ধ করে, প্রায়ই দেখা যায় disaster (বিপর্যয়)-এর সৃষ্টি হয়। তার কারণ, চলার গতিটা ও লক্ষ্যটাই upset (বিপর্যস্ত) হ'য়ে পড়ে। বুদ্ধি-বিপর্যয়ের ফলে অপ্রধানটা প্রধান হয়, প্রধানটা অপ্রধান হয়। তাই, ভুলভ্রান্তিও বেড়ে যায়। তা' ছাড়া জীবনপথের আগন্তুক বাধাবিঘ্নগুলিকে জয় করতে যে উদ্বৃত্ত মনোবল ও শক্তির প্রয়োজন হয়, ঐ অবস্থায় তারও যোগান পায় কম। ফলে, ধীরে-ধীরে বেকায়দার বেড়াজালে প'ড়ে যায়।

কেষ্টদা—যারা দীক্ষা নেয়নি কোথাও, তারা কী করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, ছেলেপেলে শিশুকাল থেকে যাতে বাপ-মাকে দেয়, সেই অভ্যাস করান লাগে। তাতে ability (সামর্থ্য) বাড়ে, মা-বাপের 'পর ঝোঁক হয়, জীবনে successful (কৃতকার্য) হয়। প্রত্যেক দিন দেওয়া উচিত। এটা হ'লো sacramental offer (পূত অবদান), love-offer (প্রীতি-অবদান)-এর মত। ছেলেপেলের মধ্যে বাপ-মাকে রকমারি জিনিস দেওয়ার ধান্ধা ও ইচ্ছা গজিয়ে দেওয়া দরকার। এতে দেখবেন, family (পরিবার)-কে-family (পরিবার) কেমন enriched (সমৃদ্ধ) হ'য়ে উঠছে। কওয়া লাগে—বাবা ! তোমার মাকে কিছু দাওনি ? তিনি দেবতার চাইতেও বড়। তাঁকে দিলে ভগবান খুশি হন। মার আবার কওয়া লাগে—তুমি আমাকে দিলে, তোমার বাবাকে কিছু দিলে না ? তিনি তো আমারও পূজার পাত্র। তাই বোঝ, কত বড় তিনি তোমার কাছে। তাঁকে দিতে পারা তো ভাগ্যের কথা !…এইভাবে নেশাটা গজিয়ে দেওয়া চাই। Compulsion (জোরাজুরি) হ'লে হবে না। দিয়ে ভাল লাগান চাই। এইসব ছেলের যখন গুরুকরণ হবে, তখন গুরুর প্রতিও এরা অটুট-টানসম্পন্ন হবে।

পরে জপধ্যান ও ইষ্টভৃতির সম্পর্ক-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Psychic concentration (মানসিক একাগ্রতা) ও material concentration (বাস্তব একাগ্রতা)-এর common point (অভিন্ন বিন্দু) হলেন ইষ্ট। পরিবেশকে নিয়ে সত্তার সম্বেগ, মস্তিষ্ক, শরীর, মন এই সবগুলিকে ইষ্টের দিকে সমতালে কেন্দ্রীভূত ও উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোলাই সাধনা। তাতে সব দিকই রক্ষা পায়। Equilibrium (সমতা) নষ্ট হয় না।

কেষ্টদা বললেন—উইলিয়াম জেমস্ বলেছেন—মানুষের আছে sensory nerve (বোধস্নায়ু), motor nerve (কর্ম্মস্নায়ু) ও central nervous system (কেন্দ্রীয় স্নায়ুবিধান)। এই তিনটে দিকেরই উৎকর্ষসাধন প্রয়োজন, নচেৎ জীবন ক্ষুণ্ণ হয়।

এ-কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হ্যাঁ! সেটা ঠিক।

এরপর ধীরেনবাবু আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হেসে বললেন—কি খবর ?

ধীরেনবাবু—কাজ বেশ এগোচ্ছে। ঝোঁক চেপে গেলে অনেক কাজ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝোঁকের মূলে কেন্দ্র ঠিক থাকা চাই। নইলে ঝোঁক আবার কোথায় থেকে কোথায় যেয়ে পড়ে তার কি ঠিক আছে ?

একটু পরে ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্দীপনী ভঙ্গীতে বললেন—আগের দিন ফিরিয়ে নিয়ে এসো। Volunteer mason corps (স্বেচ্ছাসেবী রাজমিস্ত্রী-বাহিনী) করো—কাজ চলতে থাক্ দিনরাত with military discipline (সামরিক শৃংখলা-সহ)। Mason department (রাজমিস্ত্রী-বিভাগ) আগে ছিল কী আগুন! সব ব্যাটা যেন কাজে মাতাল!

৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ২২। ৭। ১৯৪৬)

বেলা আন্দাজ দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—Mason department-এ (রাজ-মিস্ত্রী-বিভাগে) কাজ করতে পারবি ?

ছেলেটি—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারবি তো ? এখানে আছে অত্যাচার, অনাহার, দুঃখ, বিপদ। পারবি ?

সে বললো—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—খুব ভাল। (পরে কেষ্টদার দিকে চেয়ে বললেন)—Allurement never creates enthusiasm (লোভ কখনও উৎসাহের সৃষ্টি করে না)।

একটু পরে আবার বললেন—Instigation of allurement is a demon that devours enthusiasm (লোভের উত্তেজনা এমন একটি দৈত্য যে উৎসাহকে খেয়ে ফেলে)।

ঐ প্রসঙ্গে বললেন—যে কর্ম্মী হ'তে আসে, তাকে কোন লোভ দেখাতে নেই, বরং বলতে হয়—তুমি সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরাম পাবে না, প্রশংসা পাবে না, পাবে দুঃখ, কষ্ট, ভর্ৎসনা, নিষ্ঠুর ব্যবহার। কিন্তু সবাইকে দিতে হবে শান্তি, তৃপ্তি, সুখ। এতখানিতে যদি রাজী থাক, তবে পরমপিতার কাজে ঝাঁপ দাও। এইভাবে যারা আসে, তাদের নিজেদের লাভ হয় সব থেকে বেশী। ওতে obsession (অভিভূতি) কেটে যায়, ভিতরটা খালি হ'য়ে যায়, কিন্তু nature abhors vacuum (প্রকৃতি শূন্যতাকে অশ্রদ্ধা করে)। তাই প্রকৃতিই তার পূরণ-পোষণে যত্নবান হয়। পরমপিতার দয়ায় তার কিছু আটকায় না।

কেষ্টদা—গ্যারিবল্ডির কথা শুনেছি, তিনি নাকি একবার একদল সৈন্য পরিচালনা ক'রে এক যায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। সৈন্যদল ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে কাতর হ'য়ে নেতিয়ে পড়ল। বলল—এ অবস্থায় আর আমরা এগুতে পারব না। গ্যারিবল্ডি উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—আমি তোমাদের দেব আরো দুঃখ, আরো ক্লেশ। দেশের জন্য তা' যারা হাসিমুখে বরণ করতে প্রস্তুত আছ—তারা এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। তাঁর কথা শুনে সৈন্যদল উদ্দীপ্ত হ'য়ে নূতন তেজে এগিয়ে চলল।······মানুষকে আমরা আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারি না, তাই বৃত্তিতে তেল মালিশ ক'রে যাজন করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-জীবন এক আলাদা জীবন। আশ্রমের প্রথম আমলের যে-জীবন তা' কি এখন আর আছে? সে-জীবন অতুলনীয়, অনিন্দ্যসুন্দর। তখন খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকার মধ্যে, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের বালাই ছিল না, তবু অশেষ আনন্দ। কারণ, লোকগুলি ইষ্টনেশায় মসগুল হ'য়ে, তচ্চিন্তাপরায়ণ হ'য়ে কাজে-কর্ম্মে মেতে থাকতো। কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করতো না। আদত কথা—প্রবৃত্তির থেকে মানুষ যদি একটু আলগা না হ'তে পারে, তাহ'লে সত্তার গভীরদেশে যে চিরন্তন সুখের উৎস আছে, তার সন্ধান পায় না। কেষ্টঠাকুরের প্রথম কথাই ছিল—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

ঐ ভাবটা আস্‌লে তখন energy (শক্তি) আসে, power (পরাক্রম) আসে, activity (কর্ম্ম) আসে, sincerity (আন্তরিকতা) আসে। সত্তার ভিতরের মাল যা' আছে, তাকে জাগাতে গেলে, আদিপর্ব্ব থেকে সুরু করতে হয়। সেই আদিপর্ব্বের সূত্রপাত হয় তাঁকে ভালবেসে নিরাশী-নির্ম্মম হ'য়ে তাঁর জন্য সংগ্রাম করার ভিতর-দিয়ে। সংকীর্ণ স্বার্থের ধান্ধা না গেলে ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ লাভই হয় না। তাই তৃপ্তিও আসে না, জেল্লাও ফোটে না।

দু'জন লোক আসল। তাদের ইচ্ছা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা কীর্ত্তন গেয়ে শোনায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে অনুমতি দিলেন—বেশ তো! কর না!

ওরা ভাবমধুর কণ্ঠে গাইলো—

জানি, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, শ্রীহরি,
আমি অভাজন, অকৃতী অধম, আমারেও কি দিবে চরণতরী?
কেমনে যাব, ঐ চরণতরী বিনা হরি, তোমার পারে কেমনে যাব?
তোমার ভক্ত ছিল যারা, চরণতরী পেয়ে তারা
অবহেলে ত'রে গেল অকূল এ ভব-বারি।
শুনেছি গো সাধুমুখে, কাঙ্গালেরে ধর বুকে,
তাই কাঙ্গাল-শরণ বলে লোকে, তবে কেন ভয়ে মরি?
পতিতেরে দিয়ে শরণ, নাম ধরেছ পতিত পাবন
তোমার দয়ার কথা ক'রে স্মরণ, দীনদাস দয়ার ভিখারী।

গানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল…………চরণতরী মানে কী জান তো?

গাইয়েরা—আজ্ঞে, বুঝায়ে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরণতরী মানে চলনতরী। গুরু যে-চলনে চলতে বলেন, সেই চলনে চলতে থাকলে মনের হাবিজাবি থেকে ত'রে যাওয়া যায়, অর্থাৎ রেহাই পাওয়া যায়, তাই বলে চরণতরী। গুরুর উপর ভক্তি রেখো, তাঁর কথামত চ'লো। ওতেই সব হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ফরিদপুরের কিশোরীদাকে (চৌধুরী) ইশারা ক'রে বললেন—যাতে ওদের কিছু দিয়ে দেওয়া হয়।

কিশোরীদার সঙ্গে ওরা চ'লে গেল।

কেষ্টদা বললেন—আপনি বলেন—প্রত্যাশা মানুষের যোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে, কিন্তু আমরা তো দেখি, আশাই মানুষের কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বার্থকামনাপূর্ণ আশার ভিতর-দিয়ে মানুষের যতটুকু কর্ম্মশক্তি

ও যোগ্যতার স্ফুরণ দেখতে পান, তা' তার সম্ভাবনার তুলনায় কিছুই না। মানুষের ভিতরের শক্তি ঠিক-ঠিক জেগে ওঠে ভগবৎপ্রীতির ভিতর-দিয়ে। স্বার্থপ্রত্যাশা ঐ প্রীতিকে screen (আবৃত) ক'রে দেয়, তাই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ হ'তে পারে না। ফলে, ability (যোগ্যতা)-ও নষ্ট হয়। যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে fatherhood (পিতৃত্ব) থাকে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে Godhood (ভগবত্ত্ব) থাকে, এবং সেটা সেই পরিমাণে প্রকাশ হয় যতখানি সে তার Ideal (আদর্শ)-এর মধ্যে God (ভগবান)-কে realise (উপলব্ধি) করে। এবং এই realisation (উপলব্ধি)-টা যত sincere (একনিষ্ঠ), fanatic (তীব্র-উৎসাহদীপ্ত) ও divine (ভাগবত) হয়, তার inner Godhood (অন্তর্নিহিত ভগবত্ত্ব)-ও দুনিয়ার সামনে তৎখানি bloomy (পুষ্পিত) ও divine (ভাগবত) হ'য়ে ফুটে ওঠে।

গ্রামের একদল লোক একটা নতুন ধরণের পাখী ধরেছে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে নিয়ে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুব খুশি হ'লেন। ভাল ক'রে যত্ন নিতে বললেন—যাতে ওর কোন কষ্ট না হয়।

ওরা চ'লে যাবার পর হাসতে-হাসতে বললেন—দুনিয়াটা থিয়েটারের মত। একটার পর একটা scene (দৃশ্য) আসছে। এখন একরকম, পরমুহূর্ত্তে আর-এক রকম। একটার পর আর-একটা এসে যাচ্ছে। সবটার সঙ্গে জড়িত থেকেও দর্শকের মত মনটাকে একটু আলগা রাখতে পারলে বেশ উপভোগ করা যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে গেলেন।

ঘুম থেকে ওঠার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আবার খেপুদার বারান্দায় এসে বসলেন। ইদানীং ডাকবিভাগের ধর্ম্মঘট চলছে। বাইরের থেকে টাকা-পয়সা আসা বন্ধ।

নবাব মিস্ত্রী এসে জানাল—অফিস থেকে টাকা দিচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোঝ তো মণি! দেবে কোথা থেকে? আমরা তো মজুতের মানুষ নই। কোনভাবে দিন-চলা মানুষ। নদীর কূলে ব'সে থাকি, নদী যে জল ব'য়ে আনে, অঞ্জলি ভ'রে তাই পান করি। এখন আগমই যে বন্ধ। এদের সঙ্গে তোমারও কটা দিন একটু কষ্ট ক'রে চালিয়ে নাও। খোদার দয়ায় আবার জোয়ার এসে যাবে, ভাবনা কী?

নবাব মিস্ত্রী খুশী হ'য়ে হাসতে-হাসতে চলে গেল। অথচ এসেছিল কিন্তু ফিলানথ্রপি অফিসে কথা-কাটাকাটি ক'রে খুব রাগত হ'য়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাঁধের কাছে চৌকীতে এসে বসেছেন। Volunteer mason-corps (স্বেচ্ছাসেবী রাজমিস্ত্রী-বাহিনী) সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগের থেকেও ভাল ক'রে করা চাই।

ভূষণদা—আগে লোকের ইচ্ছা ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন কাজের সঙ্গে পয়সার সম্পর্ক ছিল না, তাই ইচ্ছা ছিল।

ভূষণদা—অনেকে এর ভেতরে থেকে লেখাপড়া শিখবার আশায় ঢুকছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন allurement (প্রলোভন) থাকলে হবে না। Allurement devours enthusiasm and ability (প্রলোভন উৎসাহ ও যোগ্যতাকে খেয়ে ফেলে)। কোন allurement (প্রলোভন) না থাকলে অবশ্য অনেক কিছুই হ'তে পারে।

ভূষণদা—আগের সে-ইচ্ছা ফিরিয়ে আনা যায় কি-ভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের ইষ্টানুপূরণী বাক্, চরিত্র, কর্ম্মপটুতা, অধ্যবসায় ও আপ্রাণতা দিয়ে।

সেচ-বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আসলেন। তিনি প্রণাম ক'রে একখানি বেঞ্চিতে বসার পর প্রশ্ন করলেন—দেশের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান কি-ভাবে আসবে, কবে আসবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Solution (সমাধান) আসবেই। আমাদের চরিত্র যত তৈরী হবে, integrity (সততা) যত বাড়বে, principle-এ (আদর্শে) adherence (নিষ্ঠা) যত keen (তীব্র) হবে, তত তাড়াতাড়ি হবে। Lead (নেতৃত্ব) ভাল হওয়া চাই। Haphazardly (এলোমেলোভাবে) চললে হবে না।

ইঞ্জিনীয়ার—সাম্য সম্বন্ধে আপনার কী মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব যা'-কিছুর latent cause (সুপ্ত কারণ) এক। তাই causal plane-এ (কারণ-ভূমিতে) সাম্য থাকলেও, প্রকাশের স্তরে, সৃষ্টির স্তরে প্রত্যেকেই কিন্তু স্বতন্ত্র। ঐ বৈচিত্র্য না থাকলে, কাজ চলে না। আপনাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন মেটে না, আমাকে দিয়ে আপনার প্রয়োজন মেটে না। তাই equitability (বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যথাপ্রয়োজন-ব্যবস্থা) ভাল। আপনার এবং আমার ক্ষুধাটা common (এক), কিন্তু উভয়ের খাদ্য যে এক হবে, তার কোন মানে নেই।

একটু পরে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আবার আসবেন।

৯ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ২৫।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন।

কেষ্টদার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। কেষ্টদা কয়েকজন কর্ম্মীর আচরণ-সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—সব সত্ত্বেও পরমপিতার কাজ এগিয়ে চলবে।

পরক্ষণেই আপন মনে সুর ক'রে গাইলেন—গুরু-গুরু দেয়া ডাকে, মুখে এসে পড়ে অরুণ-কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

গান গাওয়ার পর কেষ্টদার চোখে চোখ রেখে রহস্যময় ভঙ্গীতে হাসতে লাগলেন।

কেষ্টদাও মুহূর্ত্তে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হ'য়ে উঠলেন।

জগতের সভ্যতা ও কৃষ্টি-সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, পৃথিবীতে সত্তাপোষণী যতরকম সভ্যতা ও কৃষ্টি আছে, তার পিছনে কোন-না-কোন প্রকারে ভারতবর্ষের অবদান আছে। আর-কিছু থাকুক না-থাকুক অন্ততঃ প্রেরণা আছে।

১০ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ২৬।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। কথাপ্রসঙ্গে যামিনীদাকে (রায়চৌধুরী) বললেন—দ্যাখ্ লক্ষ্মী! ঋত্বিকীটা তাড়াতাড়ি চারিয়ে দে। ঋত্বিক্‌রা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে, তাহ'লে কাজের ভিত্তিটা পোক্ত হবে না। প্রত্যেক ঋত্বিকের চেষ্টা করা উচিত যাতে অন্য সব ঋত্বিক্‌দেরও ঋত্বিকী বাড়ে। তুমি এক জায়গায় গেলে, সেখানে হয়তো আর-পাঁচজন ঋত্বিকের দীক্ষা-দেওয়া লোক আছে, তুমি তাদের ঋত্বিকী করা সম্বন্ধে সজাগ ক'রে দিলে, আবার তারা যেখানে গেল, সেখানে হয়তো তোমার দীক্ষা-দেওয়া লোক আছে, তারা তাদের দেখল। এইভাবে mutual co-operation (পারস্পরিক সহযোগিতা) নিয়ে কাজ করলে সংহতিও দানা বেঁধে ওঠে, তোমরাও free (স্বাধীন) হ'য়ে যেতে পার। ঋত্বিক্‌দের যদি ঋত্বিকীর উপর দাঁড়াতে হয়, তাহ'লে দীক্ষিত পরিবারগুলিকে nurture (পোষণ) দেওয়া, service (সেবা) দেওয়া, তাদের life-interest (জীবন-স্বার্থ) হ'য়ে উঠবে। এতে ঋত্বিক্ ও যজমান উভয়েই বেড়ে উঠবে। মানুষগুলিকে তৈরী করতে গেলে তাদের নিজেদেরও তৈরী হ'তে হবে। আর, ঐ ধরণের লোক-রাখাল যদি পরিবারগুলির পিছনে লেগে থাকে, তারাও ধাপে-ধাপে এগিয়ে যাবে। ঐভাবে কতকগুলি পরিবার ঠিক হ'লে তার influence-এ (প্রভাবে) তার আশপাশের বাদবাকী পরিবারগুলিরও উন্নতি হবে। ঋত্বিকী হ'লো motility of the soul of the people (জনসাধারণের আত্মার গতিশীলতা)।

যামিনীদা—বহু বেকার চাকরীর খোঁজে আসে, কী করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাণপণে চেষ্টা করা লাগে যাতে প্রত্যেকের একটা রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হয়। আর, স্বাধীন জীবিকা যত হয়, ততই ভাল। যারা অল্পের উপর দাঁড়িয়ে বড় হয়েছে, তাদের সঙ্গে মানুষ যুতে দিতে হয়, যাতে তাদের আওতায়, তাদের তত্ত্বাবধানে অন্যেরাও দাঁড়াতে পারে। যাদের স্বাধীনভাবে কিছু করবার মত মেকদার নেই, তাদের চাকরীর ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয়। এই সব করতে গেলে বড়-বড় বহু চাকরে ও ব্যবসাদারকে দীক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। আর, তাদের এমনভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়, যাতে অক্ষমদের সক্ষম ক'রে দাঁড় করাবার জন্য তারা উঠে-প'ড়ে লাগে। কৃতী লোকদের দীক্ষিত ক'রে তাদের মধ্যে এই নেশা চারিয়ে দিলে অনেকের একটা হিল্লে হবে। তাদেরও কল্যাণ হবে। রোজ পাঁচ টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করতে পারে, এমনতর পঁচিশ হাজার লোক যদি ঠিক ক'রে ফেলতে পারে, তাহ'লে দেখতে পাবে, লোককে যোগ্য উন্নতিশীল, করিৎকর্ম্মা ও কৃতকার্য্য ক'রে তোলার ব্যাপারে তোমরাই কত বড় jump (লাফ) দিতে পারবে। ওই point-এ (বিন্দুতে) reach কর (উপস্থিত হও), তখন সব হবে, এক লহমায় হবে।

'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়
নাহি আর আগুপিছু
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ
নাহি তার কাছে জীবন-মরণ
নাহি নাহি আর কিছু।'

কথা ও আবৃত্তি শেষ হ'তে-না-হ'তেই মধুর ভঙ্গীতে গান ধরলেন—

'যাঁর নামে এত মধু ঝরে
প্রেমে না জানি কি করে
কি আনন্দ পেলে তাঁরে
যার জাগে তার জাগে রে।'

এক ব্রহ্মাবগাহী আনন্দের তরঙ্গ খেলতে লাগল সারাটা জায়গায়। ইতিমধ্যে সুধাংশুদা (মৈত্র), অবিনাশদা (ভট্টচার্য্য), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। জমজমাট হ'য়ে উঠেছে আবহাওয়াটা।

অন্য প্রসঙ্গ উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বললেন—যে-কোন কাজ করতে যাও না কেন, তাকে যদি নিখুঁত ক'রে তুলতে চাও, তবে সেই কাজের বিপ্র aspect (দিক), ক্ষত্রিয় aspect

(দিক), বৈশ্য aspect (দিক), শূদ্র aspect (দিক)—এই চতুর্দ্দিক ঠিক রাখবে। তাহ'লেই চৌকস ও স্থায়ী কাজ হবে। কাজ-সম্পর্কে বিপ্রত্বের দিক হ'লো—সুষ্ঠু, সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন, সুচিন্তিত পদ্ধতি ও পরিকল্পনা উদ্ভাবন, ক্ষত্রিয়ত্বের দিক হ'লো সেই কাজের উপর যাতে কোন অপঘাত না আসতে পারে তেমনতর প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা-সহ তার সর্ব্বসমাহারী নেতৃত্বসুলভ পরিচালনা, বৈশ্যত্বের দিক হ'লো তার জন্য রসদ অর্থাৎ মানুষ, অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী যা' লাগে তা' সংগ্রহ, সরবরাহ ও সমাবেশের ব্যবস্থা, আর শূদ্রত্বের দিক হ'লো সেই কাজের উদ্‌যাপনী শ্রম ও সেবাবিনিয়োগ। এই চতুরঙ্গ ঠিক রাখতে পারলে চতুর্দ্দোলায় চ'ড়ে চরিতার্থতায় আরূঢ় হ'তে পারবে।

রত্নেশ্বরদা—কামারের ছেলে কামারের কাজ বাদ দিয়ে যদি প্রফেসর হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কামারের ছেলে প্রফেসর হ'তে পারে। বামুনের ছেলে কামারের কাজ শিখতে পারে, কিন্তু earning (উপার্জ্জন) সেটা হবে না। বামুনের ছেলে বৈশ্যের কাজ করতে পারে কিন্তু সেইটে profession (বৃত্তি) বা livelihood (জীবিকা) হিসাবে গ্রহণ ক'রে তা' থেকে পয়সা নিতে পারবে না। জীবিকা-আহরণ করতে হবে বর্ণোচিত কাজ দিয়ে। এতে বৃত্তি অপহরণ হবে না। বর্ণ-ধর্ম্ম ঠিক থাকবে। বর্ণ-ধর্ম্ম ঠিক থাকলে biological efficiency (জৈবী দক্ষতা) ঠিক থাকবে। Unemployment (বেকার), undue competition (অবিহিত প্রতিযোগিতা), social unrest and uncertainity (সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা), জনজীবনে নৈরাশ্য ইত্যাদি দেখা দেবে না, যা' কিনা আজ সারা জগতের ব্যাধি। মহাযন্ত্র যত প্রবর্ত্তন না ক'রে পারা যায় ততই ভাল। গার্হস্থ্য-যন্ত্র হো'ক। মানুষ বাড়ীতে ব'সে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শ্রমের ভিতর-দিয়ে উৎপাদন বাড়াক। যন্ত্র মানুষের দাসত্ব করুক। মানুষ যন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাক, পরাধীন জীবিকার পাপও মানুষের যথাসম্ভব ঘুচে যাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর যামিনীদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—তুমি যদি economical growth of the country (দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি) চাও, এই নিয়ে খাটতে-খাটতে করতে-করতে এর মধ্য-থেকে তুমি ব্রহ্মযজ্ঞ হ'য়ে যেতে পার। সেটা আবার বংশপরম্পরা চলার ফলে biological evolution-এ (জৈবী বিবর্ত্তনে) বিপ্রবর্ণ প্রাপ্তি ঘটতে পারে তোমার বংশধরদের in course of time (কালক্রমে)। আর এটা যদি self-centric (আত্মস্বার্থী) হ'য়ে কর, তবে পাতিত্য আসবে।

যামিনীদা—সর্টহ্যাণ্ড শিখব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে শিখলে হ'তো। এখন শেখার সময় কোথায় ?

যামিনীদা—মোটামুটিভাবে expert (দক্ষ) হ'তে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Parts (ক্ষমতা)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'লে তবেই তো expert (দক্ষ) হওয়া যায়।

যামিনীদা—মাঝে-মাঝে ডেবে যাই কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর - ঢেউয়ের মত। ওঠানামা করে। নামার পরবর্ত্তী অবস্থাটাই ওঠা। তাই, ভাবনার কিছু নেই যদি চলার ক্রমাগতি ঠিক থাকে।

যামিনীদা—শিবাজী, নেতাজী ইত্যাদির কথা যখন চিন্তা করি, তখন বিস্মিত হ'য়ে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমিও ঐ-রকম পার, যদি ইচ্ছা কর।

যামিনীদা—ইচ্ছা তো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছাটা এমন নয় যে তা' শরীরটাকে হিচকে টেনে যা' করার তা' করিয়ে নেয়। কাউকে এ-কথা অকপটে বলতে পার না—'কেশে ধরি করহ উদ্ধার'। বরং কেউ চুলে হাত দিতে গেলে ছিটকে দাও। শুধু তোমার কথা বলছি না, অনেকেরই এমনতর। প্রকৃত ইচ্ছারই অভাব।

১১ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ২৭।৭।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), অধীরদা (হালদার), হরপ্রসন্নদা (দাস), গুরুদাসভাই (বন্দ্যোপাধ্যায়), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। কাল খুব বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আকাশ এখনও বেশ মেঘলা। তবু তার ভিতরে একটু রোদ চিকচিক করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল সন্ধ্যায় একটা ছড়া দিয়েছিলাম, পেয়েছিস্ ?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী পড়্‌তো।

পড়া হ'লো—

উৎস যে তোর রক্ষণা তা'র
সুখ-সুবিধার চেষ্টা—
যেই হারালি ভরজীবনেও
মিটবে না তোর তেষ্টা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে ?

কেষ্টদা – খুব ঠিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আপনি এমন ক'রে কথা কইতে জানেন যে শুনলেই যেন উৎসাহ লেগে যায়।

পরক্ষণেই বললেন—Be in the service of the fundamental and everything will be added unto you (মূলের সেবায় থাক, সব-কিছুই পাবে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার জিতেনদাকে (চট্টোপাধ্যায়) বললেন—Action of the drugs on the system (দেহ-বিধানে ঔষধের ক্রিয়া) সম্বন্ধে যে যত educated (শিক্ষিত), সে তত ভাল চিকিৎসক। সবার শরীরে সব ওষুধ কিন্তু খাটে না। আবার, ওষুধের মাত্রাও সবার পক্ষে একরকম নয়। বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে এই সব সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যজ্ঞান যার যত বেড়ে যায়, চিকিৎসক হিসাবে সে তত successful (কৃতকার্য) হয়।

হরিজন-আন্দোলন সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হরিজন ব'লে একটা তকমা লাগিয়ে দিচ্ছে যার প্রভাব অতিক্রম করতে একটা century (শতাব্দী) লেগে যাবে। আমাদের দ্রষ্টব্য হ'লো বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমাজের সংহতি কিসে বাড়ে।

যামিনীদা—একদল বলে—'লাঙ্গল যার, জমি তার'। এ-সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ logic (যুক্তি) যদি খাটাতে চাও, তবে চাষীকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কামার বলতে পারে—'লাঙ্গলের ফালা যার, লাঙ্গল তার'। আবার, বলদটা বলতে পারে—'লাঙ্গল টানবে যে, শস্য খাবে সে'। সব জিনিসেরই মাত্রা আছে। মালিক ও চাষী কেউই যাতে বঞ্চিত না হয়, তাই করাই সঙ্গত। পরস্পর পরস্পরকে যদি না দেখে, তাহ'লে কেউই কি টেকে?

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—চাণক্যের কি কথা আছে তো—'সুখস্য মূলং ধর্ম্মঃ'?

কেষ্টদা—'সুখস্য মূলং ধর্ম্মঃ,
ধর্ম্মস্য মূলম্ অর্থঃ
অর্থস্য মূলং রাজ্যম্,
রাজ্যস্য মূলম্ ইন্দ্রিয়জয়ঃ,
ইন্দ্রিয়জয়স্য মূলং বিনয়ঃ
বিনয়স্য মূলং বৃদ্ধোপসেবা
বৃদ্ধ-সেবয়া বিজ্ঞানম্।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ হ'লো ধর্ম্মের একটা নিশানা। ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনের যা'-কিছু একসূত্রে গাঁথা থাকবে, ধরা থ'কবে, বাঁধা থাকবে। জীবনের কোন দিক বাদ পড়লে ধর্ম্মের ততখানি অঙ্গহানি হবে।

প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়)—'স্বভাবগুণে অভাব নষ্ট, এটা কিন্তু খাঁটি স্পষ্ট'—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে পেতে হয় বিধিমাফিক ক'রে। মানুষের স্বভাবটা যদি এমনতর হয় যাতে বিধিমাফিক করাটা তার স্বতঃ হ'য়ে ওঠে, সেবায় মানুষের হৃদয় জয় করার অভ্যাস তাকে পেয়ে বসে, উৎস-অভিমুখতা অকাট্য হ'য়ে তাকে অপ্রমাদী ক'রে তোলে—তাহ'লে মা-লক্ষ্মী তো তার পিছনে-পিছনে ছোটেন। নারায়ণী অর্থাৎ সত্তাবর্দ্ধনী সেবা যার স্বভাব, প্রকৃতিই তার পরিচর্য্যার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। কেউ যদি প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে দু'চারদিন ঐ ধাঁজে চ'লে উপযুক্ত ফল না পেয়ে ঐ চলন ছেড়ে দেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে ওটা তার স্বভাবগত হয়নি। তাই, অভাব তাকে ছাড়ে না। স্বভাব হ'লে প্রত্যাশার বালাই থাকে না। ঐভাবে না চ'লেই পারে না। তাই ধীরে-ধীরে ফল যা' হবার হয়ই।

যামিনীদা—আমি এত লম্বা হয়েছি কেন? আমার বাবা তো লম্বা ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর মা বা দাদামশায় বা ঠাকুরদা বা তারও আগের পুরুষ কেউ হয়তো লম্বা ছিলেন। তাদের কা'রও-না-কা'রও Pituitary efficiency (পিটুইটারী গ্রন্থির পটুতা) ছিল ব'লে মনে হয়।

রত্নেশ্বরদা—ব্যক্তিগত প্রয়োজন যখন উৎস-পূরণী প্রচেষ্টাকে পিছিয়ে দেয়, তখন কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিগত অপলাপ হয়। ঐ চলন অভিনন্দিত করার বদলে অভিদণ্ডিত ও অভিদ্বন্দ্বিত ক'রে তোলে। উৎস-পূরণী আবেগ-চলনের ফলে যে agility, alertness, tactfulness, presence of mind (তৎপরতা, সতর্কতা, কৌশলী চলন, উপস্থিতবুদ্ধি) জেগে উঠছিল, তা' ধীরে-ধীরে মিইয়ে যেতে থাকে। প্রবৃত্তি-স্বার্থের ঊর্দ্ধে না উঠলে সত্তাপোষণী গুণগুলি জেগে ওঠার সুযোগ পায় না। তাই, প্রকৃত বড় হ'তে গেলে অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সত্তাপোষণী গুণ ও শক্তিকে প্রকাশিত ক'রে তুলতে গেলে ইষ্টস্বার্থী হওয়া ছাড়া পথ নেই। অন্যভাবে চ'লে দেখতে পারেন, কিন্তু নিষ্ফলতা ছাড়া আর কোন ফল পাবেন না।

১৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ১।৮।১৯৪৬)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদার বারান্দায় বসেছেন। পূজনীয় বড়দা ও হরিদা

(গোস্বামী) উপস্থিত আছেন।

সৎসঙ্গের কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমাদের scope (সুযোগ) অসাধারণ। একটু লাগলেই বিরাট achievement (কাজ) হ'য়ে যায়।

এরপর নিভৃতে বড়দার সঙ্গে কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে আশ্রমের সামনে বাঁধের পাশে চৌকীতে এসে বসেছেন।

কাছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), বঙ্কিমদা (রায়) প্রভৃতি আছেন।

ভারতের প্রাচীন গৌরব-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর্য্যভারতে নিবীর্য্য ব'লে কেউ ছিল না। Hero of excelling order (উঁচু দরের বীর) সব ছিল।

কেষ্টদা—এমন ছিল—কাশীতে গঙ্গার ঘাটে অস্থি দিতে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা করলো—এ কা'র অস্থি? তখন আর-একজন ব্যাধি ও মৃত্যুর বর্ণনাসহ যে-গ্রামের যার ছেলের অস্থি ব'লে পরিচয় দিল, তাতে প্রশ্নকর্ত্তা বুঝতে পারল যে এ তারই ছেলের অস্থি। এতে তার ভেঙ্গে পড়ার কথা। কিন্তু সে ধীরচিত্তে প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করল—তুমি যে পরিচয় দিচ্ছ তাতে দাঁড়ায় যে এ আমারই ছেলের অস্থি। কিন্তু আমি এ-কথা মানতে পারি না। আমার কুলে কা'রও এভাবে অকালমৃত্যু হ'তে পারে না। কারণ, আমরা বংশপরম্পরায় বর্ণধর্ম্ম মানি, আশ্রম-ধর্ম্ম মানি, গুরুগতপ্রাণ হ'য়ে চলি, বিবাহ ও দাম্পত্য আচরণের অভ্রান্ত শাস্ত্রীয় নীতিবিধি অক্ষরে-অক্ষরে পালন ক'রে চলি, দশবিধ-সংস্কার ও সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যবিধি ও সদাচারের কোন ব্যত্যয় হয় না। আমাদের কুলে কোনপ্রকার পাপ প্রবেশ করেনি। আমরা পরিবেশের হিত ছাড়া করি না, আমরা অপ্রমত্ত, ত্রুটিহীন পবিত্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত, আমাদের সংসারে অকালমৃত্যু অসম্ভব ঘটনা। তখন দ্বিতীয় লোকটি হেসে বলল—আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, এ অন্যের অস্থি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব যেন materialised fact (বাস্তবায়িত ব্যাপার)। ধর্ম্ম জিনিসটা হ'লো out and out (পুরোপুরি) science (বিজ্ঞান)। ধর্ম্ম পালন করতে পারলে ব্যাধি, অকালমৃত্যু, অজ্ঞতা, চরিত্রহীনতা, নিষ্ঠুরতা, সর্ব্বপ্রকার অপারগতা, দারিদ্র্য, দুঃখ, অনৈক্য ইত্যাদি যে ধীরে-ধীরে অপসারণ করা যায়, এ একেবারে নির্ঘাত সত্য।

কেষ্টদা—আশ্রমেও প্রথমটা এমন ছিল যে লোকের মনে ধারণা গ'ড়ে উঠেছিল—এখানে কেউ অকালে মরবে না। প্রথম যখন কানাই মারা গেল, সবার মনে প্রশ্ন

জাগলো—কানাই মরলো কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! ঐ-রকমই ছিল। একেবারে গোড়ায় ডাক্তারের মধ্যে তো আমি ও মহারাজ। যতদিন ডাক্তারি করেছি—ধান্ধা ছিল কেমন ক'রে মরণকে রোখা যায়। এখনও ঐ কারবারই ক'রে চলেছি—মরণ ও পতনকে রোধ না করতে পারলে শান্তি নেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। উদাস দৃষ্টিতে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। মন তখন তাঁর দূরে, বহু দূরে।

১৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ২।৮।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে খেপুদার বারান্দায় এসে বসেছেন। আশ্রমের দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিখুশি হ'য়ে সবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। একজন নবাগত ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন। বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে স্নেহল কণ্ঠে বললেন—দাদা আমার! লক্ষ্মী আমার! এখনই উঠে দাঁড়াও। বামুনের কর্ত্তব্য মানুষকে বাঁচান, সেই কাজের ভার নাও। তোমরা না দেখলে লোকগুলিকে কে দেখবে ? কে তাদের পথ দেখাবে ?

ভদ্রলোক বললেন—আমাদের আর ক্ষমতা কতটুকু ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা ক্ষমতা দিয়েই দিয়েছেন। তাঁর নাম নিয়ে কাজে লাগলেই টের পাবে। স্বার্থান্ধ হ'য়ে থাকলে শক্তি রুদ্ধ হ'য়ে যায়। ইষ্টরঙে রঙিল হ'য়ে সবার স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে চললে পরমপিতাই অহরহ জোগান দিয়ে চলেন। তাঁর জন্য নিজেকে খালি ক'রে দাও, সব ভ'রে উঠবে।

সাম্প্রতিক ডাক ও তার-বিভাগের ধর্ম্মঘট-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা ভাল বৈশ্য, যার আভিজাত্য-বোধ আছে, যার অন্তরে বৈশ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, সে strike (ধর্ম্মঘট) control (নিয়ন্ত্রণ) করলে, তার economical farsightedness (অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টি) নিয়ে সরকারকে বলতো—আমাদের অর্দ্ধেক মাইনে দাও, তা'তেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দেশে সম্পদ্ বৃদ্ধি পায় এমনতরভাবে river-training (নদী-নিয়ন্ত্রণ), irrigation (সেচ-ব্যবস্থা), electrification (বৈদ্যুতীকরণ), agriculture (কৃষি), industry (শিল্প) ইত্যাদির সম্ভাব্য ব্যবস্থা যদি না কর, তাহ'লে আমরা শুনব না, হয়তো strike (ধর্ম্মঘট) করতে বাধ্য হব। সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে চাপ দিয়ে এই সব কাজ যদি করিয়ে নেওয়া যায়, তাতে শেষ পর্য্যন্ত সবাই লাভবান হয়। কৃষিশিল্পের প্রসারে

বেকারসমস্যার সমাধান যদি হয়, জিনিসপত্রের দাম যদি কমে, irrigation-এ (সেচ-ব্যবস্থায়) agricultural production (কৃষিগত উৎপাদন) যদি বাড়ে, খাদ্যের প্রাচুর্য্য যদি হয়, দেশের লোকের স্বাস্থ্য যদি ফেরে, তার সুফল থেকে কেউই বঞ্চিত হয় না।

নবাগত ভদ্রলোক বললেন—আপনার এই idea (ধারণা)-টি অতি চমৎকার।

১৮-ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ৩। ৮। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় আছেন। প্রমথদা (দে), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), নগেনভাই (দে), প্যারীদা (নন্দী), প্রকাশদা (বসু), শরৎদা (হালদার), অমূল্যদা (ঘোষ), শরৎদা (কর্ম্মকার), নবাগত এক ভদ্রলোক, সুষমা-মা, তপোবনের শৈল-মা, কুমিল্লার মা, রত্নেশ্বরদার মা, বিন্দু-মা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

নবাগত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—এখন কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি—এখনই ঝাঁপ দাও। দীক্ষা যদি না হ'য়ে থাকে, তবে সদ্গুরুর কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও। তাঁকে ভালবাস মনপ্রাণ দিয়ে। বামুনের ছেলে তুমি। চেয়ে দেখ—চারিদিক বিপন্ন—দেশ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, নারীর সতীত্ব এক-কথায় সব-কিছুই। ভাল চাও তো এখনও এর প্রতিবিধান কর।

নবাগত—আমার ছেলে আছে তার maintenance (ভরণ-পোষণ)-এর কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে কা'র maintenance (ভরণ-পোষণ) চালায় ? প্রত্যেকের activity (কর্ম্ম)-ই তাকে maintain (ভরণ-পোষণ) করে। বামুন যে সত্যি এতটুকু হয়েছে, সে রাস্তায় চলতে লাগলে তার পায়ের কাছে টাকা গড়িয়ে আসে।

নবাগত—সে-শিক্ষা তো পাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-শিক্ষা পেয়েছ, ঐ শিক্ষা কি তোমার নিজস্ব শিক্ষা ? ওটা হ'লো পরধর্ম্ম। ও দিয়ে কী হবে ? তোমার বাপ, বড়বাপ যা' ক'রে গেছেন, যে-শিক্ষা নিয়েছেন, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হও। সে-শিক্ষা হ'লো ধারণ, পালন ও নিয়ন্ত্রণে ভিতর-দিয়ে লোককে উৎকর্ষ-অভিমুখী ক'রে তোলার শিক্ষা।

নবাগত—আমার profession (বৃত্তি)-এর সঙ্গে কি এই কাজ করা সম্ভব নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার profession (বৃত্তি) কী তাই-ই ঠিক হ'লো না। তোমার profession (বৃত্তি) হ'লো active love to your principle (তোমার আদর্শের প্রতি সক্রিয় অনুরাগ)। Profess him and have profession

(তাঁকে স্বীকার কর এবং তোমার বৃত্তি ঠিক কর)। আমরা এতকাল কি এদিকে নজর দিয়েছি ?

নবাগত—টাকার লোভ আমার এখনও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-জন্যই তো টাকা পাওয়া যায় না। লোককে বাঁচাবার লোভ হো'ক—শাণ্ডিল্যের বাচ্চার যে লোভ হবার। লক্ষ্মীর আরাধনা যদি কর নারায়ণকে বাদ দিয়ে, তখন লক্ষ্মী বেজার হ'য়ে যাবেন। প্রত্যাশাহীন অনুরাগে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' ব'লে যদি আর্ত্তভাবে ডাক, লক্ষ্মী অমনি ধান-চাল, টাকা-পয়সা নিয়ে এসে হাজির হবেন, বলবেন—'বাবা! এই নাও।'

প্রশ্ন—অনেকে টাকা করেছে। তার পিছনে নারায়ণ কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই টাকার ছালার মধ্যে কী আছে? তা' দিয়ে তাদেরই বা সত্তাপোষণী উপকার কী হয়েছে? অন্য কা'রই বা কতটুকু কী হয়েছে? আমি বলি—রামকৃষ্ণ ঠাকুর, বুদ্ধদেব, কেষ্ট ঠাকুর—এঁদের মত বড়লোক ক'জন ?

নবাগত—আমার চলার পথে যে-সব নির্দ্দেশ দরকার, কা'র কাছে পাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা আছে, শরৎদা আছে। আর দরকারমত আমি তো আছিই। আমার যতখানি সাধ্যি বলবো।·········জগতে এমন দেখা যায় না, অন্ততঃ আমার জানা নেই যে একজন Superior Beloved-এ (প্রেষ্ঠে) earnestly interested (আগ্রহ-সহকারে অন্তরাসী) নয়, intensely attached (গভীরভাবে অনুরক্ত) নয়, অথচ সে successfully (কৃতকার্য্যতা সহকারে) goal of life (জীবনের লক্ষ্য) achieve (সাধন) করেছে। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। আমার complex (প্রবৃত্তি) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে আমার beyond-এ (বাইরে, উর্দ্ধে) এমন একজন থাকা লাগে, যাঁর প্রতি attachment-এ (অনুরাগে) ব্যাপারটা সহজ হ'য়ে ওঠে। রাণা প্রতাপ idealistic (আদর্শবাদী) ছিল, কিন্তু তার living Ideal (জীবন্ত আদর্শ) ছিলেন না, তাই মান-অভিমানের উপরে উঠতে পারেনি। শিবাজীর কিন্তু অন্য ব্যাপার। রামদাসের খুশির জন্য না করতে পারত, এমন কাজ তার ছিল না। সমস্ত সাম্রাজ্য রামদাসকে লিখে দিয়ে, গেরুয়া প'রে, গেরুয়া পতাকা নিয়ে রামদাসের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্লিপ্ত অথচ নিখুঁতভাবে রাজকর্ম্ম চালিয়ে গেছে সে। একই সঙ্গে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের মোক্ষম দেখিয়ে গেছে।

কেষ্টদা আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে 'রাডার'-সম্বন্ধে পড়ছিলেন—কেমন ক'রে রাডারের সাহায্যে চাঁদের ফটোগ্রাফ নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—মাঝে-মাঝে চাঁদে যেতে পারলে মন্দ হয় না।

হাওয়া বদল হয়। একদিন হয়তো হবে। এমন-কি, হয়তো দুই জায়গার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যও চলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

২৯শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ১৪।৮।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খেয়েদেয়ে এসে মাতৃমন্দিরের ভিতরে বিছানায় ব'সে আছেন। মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এক-একজনের কাছে ঘর-গৃহস্থালী ও রান্নাবাড়ার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করছেন। একটার থেকে আরো পাঁচটা প্রসঙ্গ উঠছে। ঘরোয়াভাবে নানারকম গল্পসল্প হ'চ্ছে।

এমন সময় প্রমথদা (দে) বাংলার সরকারী শিল্প-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন। ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। ব'সে বললেন—আপনার লেখা পড়েছি, আপনার idea (চিন্তাধারা) খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনীতভাবে বললেন—আমি কিছু জানি না, পরমপিতা যা' বলান, তাই বলি। একটা কথা এই বুঝি যে, পরিবেশের ভাল না করলে, আমাদের ভাল হ'তে পারে না। আমার স্বার্থের সঙ্গে আমার পরিবেশের স্বার্থ জড়ান। এইটে ভুলে গেলেই যত গোলমাল। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য দায়ী—নিজেদের জন্য এবং অপরের জন্যও।

প্রশ্ন—মহাত্মাজী প্রাকৃতিক চিকিৎসার কথা বলেছেন। সে-সম্বন্ধে আপনার কী মত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানই আমাদের ভিতর curative force (আরোগ্যকারী শক্তি) দিয়ে দিয়েছেন। সেটাকে যদি ঠিকভাবে manipulated (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারি, তবে বিশেষ ওষুধের প্রয়োজন হয় না।

ডেপুটি ডিরেক্টর খুব সরল ও আন্তরিকভাবে বললেন—দরিদ্রের ছেলে আমি, ভগবানের দয়ায় একটা সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'য়ে বিদেশে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পরের সেবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যই গিয়েছিলাম। সব সময় ভাবতাম—কি ক'রে মানুষের সেবায় লাগব। দেখেছি অপরের হিত-কামনা ও মঙ্গলেচ্ছা যদি প্রবল হয়, তাহ'লে তার প্রভাবে স্বাস্থ্যটাও যেন ভাল হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—খুব ঠিক কথা। মনে যে-ভাবের তরঙ্গ ওঠে, সমস্ত শরীরে তা' ছড়িয়ে যায়। আমার চিন্তা যদি সুস্থ, স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়, আমার দেহের গঠনও ধীরে-ধীরে তদ্রূপ হ'য়ে ওঠে। বাস্তব কর্ম্ম যদি ঐ চিন্তাধারাকে

অনুসরণ করে, তাহ'লে ফল তাড়াতাড়ি হয়।

প্রশ্ন—আমাদের শরীরের পক্ষে যা' প্রয়োজন তা' যদি আমিষ-আহার থেকে নিই, তাতে দোষ কী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ছেলেবেলায় ঐ ধারণা ছিল। তাই, মাছ আমি নিজে খেয়ে দেখেছি। কিন্তু দেখতাম, যখনই মাছ খেতাম তারপর অন্ততঃ ১২।১৪ দিন পর্য্যন্ত finer vision (সূক্ষ্ম দর্শন)-গুলি কেমন যেন obscure (অস্পষ্ট) হ'য়ে যেত। মনের একাগ্রতাও ব্যাহত হ'তো। ছেড়ে দিলে কিছু দিন পরে ঠিক হ'তো। পরে ভাবলাম, আমি আর কতটুকু জানি। বহুদর্শন থেকে মহানরা যে নিরামিষ-আহারকে শ্রেয় বলেছেন, তাই-ই মেনে চলা ভাল। আর-একটা জিনিস আমি নিজে বোধ করেছি। আমিষাহারী অবস্থায় কোন অসুখবিসুখ হ'লে শরীর যত vitally affected (গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত) হ'তো, নিরামিষাহারী অবস্থায় তজ্জাতীয় অসুখ-বিসুখে শরীর কিন্তু অতখানি বিপন্ন হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহ এবং মনুষ্য-দেহ সবই জীবদেহের মধ্যে পড়ে, ওরা-আমরা অনেকাংশে এক, অবশ্য বৈশিষ্ট্যানু-পাতিক ব্যতিক্রম আছে। যা' হো'ক, animal diet (আমিষ-আহার) যে সহজ-পাচ্য নয়, এটা খুব ঠিক। তার দরুন শরীরে যে টক্সিনের সৃষ্টি হয়, তাতে মানুষের nerve (স্নায়ু) irritate (উত্তেজিত) ক'রে তোলে। ফলে, সওয়া-বওয়ার ক্ষমতা ক'মে যায়। যে-কোন কারণেই হো'ক, স্নায়ু যার যত অপটু ও সাম্য-সঙ্গতিহারা, তার অহমিকা, ক্রোধ, হিংসা, অসহিষ্ণুতা তত বেড়ে ওঠে। অবশ্য জন্মের থেকে অনেকে হয়তো সুপটু, স্বস্থ স্নায়ু পায়, আমিষ-আহার সত্ত্বেও তাদের স্নায়ুর সওয়া-বওয়ার ক্ষমতা অনেক নিরামিষাশীর থেকে বেশী দেখা যায়, তার মানে কিন্তু এ নয় যে, আমিষ-আহারে তাদের আদৌ কোন ক্ষতি হ'চ্ছে না এবং নিরামিষ-আহারে এদের আদৌ কোন উপকার হ'চ্ছে না। প্রত্যেকটার সূক্ষ্ম প্রভাব হ'তেই থাকে। আমাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম নয় ব'লে হঠাৎ ধরতে পারি না। পিতামাতার থেকে যে দেহ-মন আমরা পাই সেটা পিতৃপুরুষের পুঞ্জীভূত সাধনার ফল। তাকে যাতে আরো উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই করাই ধর্ম্ম। Instinct (সহজাত সংস্কার) ও তন্নিহিত libido (সুরত)-ই আমাদের প্রধান সম্পদ্। এই মালমশলা নিয়ে ঈশ্বর-পরায়ণ হওয়া চাই। লোকসেবা বা যাই কিছু করতে চান, তা' ইষ্টার্থে না হ'লে, কালের ডাইনী আকর্ষণে কোন্ দিকে যে ভেসে যাবে বা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তার কিন্তু কোন হদিশই পাবেন না। সেইজন্য জীবনবৃদ্ধির জীয়ন্ত খুঁটি পাকড়ে ধ'রে তাঁর থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত না হ'য়ে, তাঁর জন্য সংসারের যা'-কিছু কাজকাম করতে হয়। এই আমি যা' বুঝি। তাকেই বলে যোগ। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে বললেন—আপনার কথাগুলি শুনে যেন এক নূতন আলো পেলাম। ঠিক এভাবে আগে কখনও ভাবিনি। আমি অনেক কিছু চিন্তার খোরাক পেয়ে গেলাম। সুযোগ পেলে আবার আসব। এই অসময়ে আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে বললেন—বিরক্ত কী? এতেই আমার ভাল লাগে। যখন খুশি, আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বসেছেন। সম্প্রতি আশ্রমে মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনলজি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিজ্ঞান কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেষ্টদা, প্রফুল্ল প্রভৃতি অধ্যাপনার সুষ্ঠু পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Science (বিজ্ঞান) ভাল ক'রে শেখাতে গেলে mathematics (অঙ্ক) ও logic (যুক্তিবিদ্যা)-এর উপর ভিত্তি করা লাগে। Science (বিজ্ঞান)-এর মধ্যে arts (কলা) কোথায়, এবং arts (কলা)-এর মধ্যে science (বিজ্ঞান) কোথায়, তা' দেখিয়ে দিতে হয়। Inter-relation of subjects (বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ) ধরিয়ে দিতে না পারলে ছাত্রদের বোধ পাকা হয় না। সেইজন্য অধ্যাপকদের বহু বিষয়ের সুসমন্বিত জ্ঞানের প্রয়োজন। আবার, যা'-কিছু জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও উপযোগিতা সম্বন্ধে যদি অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহ'লে মানুষ করিৎকর্ম্মা হয় না। জ্ঞানটা জীবনের সঙ্গে জড়ায় না। তাই, ব্যক্তিত্ব বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদাকে বললেন—কলেজের গভর্ণিং বডি যেমন করবেন, তেমনি একটা creative body (সৃজনী সংস্থা) করবেন। Creative body (সৃজনী সংস্থা)-র কাজ হবে, কলেজের উন্নতির জন্য man, money, materials (মানুষ, টাকা, জিনিসপত্র) সংগ্রহ করা। মানুষের মধ্যে ভাল প্রফেসর, ভাল ছাত্র দুই-ই জোগাড় করা লাগবে। বাইরের প্রফেসর আসলে আপনি, সুশীলদা, শরৎদা, প্রফুল্ল ইত্যাদি তাদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপসালাপ ক'রে ধরিয়ে দেবেন—আমরা শিক্ষা বলতে কী বুঝি। ভোলানাথদা (সরকার), রাজেন (মজুমদার), স্মরজিৎ (ঘোষ), আশু (বন্দ্যোপাধ্যায়), বীরেন (মিত্র) প্রভৃতিকে ব'লে রাখবেন—কলেজের জন্য আর কী কী এখন প্রয়োজন।

৪ঠা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ২১।৮।১৯৪৬)

গত ১৬ই আগষ্ট কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ-দিবস

পালন-উপলক্ষ ক'রে কলকাতায় যে বীভৎস হত্যালীলা ঘ'টে গেল, তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন অত্যন্ত খারাপ। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের কাছে এসে চৌকীতে বসেছেন। প্রকাশদা (বসু) পরমপিতার দয়ায় কেমন আশ্চর্য্যজনকভাবে রক্ষা পেয়েছেন, সেই সব কথা বলছিলেন। শুনে মনে হচ্ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং সশরীরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাঁকে ধ'রে রক্ষা করেছেন। টুলুমা ও নিরুদার বিপদ-মুক্তির কথা যা' জানা গেল তা'ও অভাবনীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি একটু নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে পরমপিতার দয়ায় বিপদের বেড়াজালের মধ্যেও যে কত সুঘটন ঘটে তা: লেখাজোখা নেই। বার্ম্মার যুদ্ধের সময়ের কত কী ঘটনা তো তোমরা জান।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের যতই বিদ্যাবুদ্ধি থাক, আত্মরক্ষা করার মত সাহস, বীর্য্য, প্রস্তুতি ও সংহতি যদি না থাকে, সেটা কিন্তু একটা অপরাধ। শয়তানী বুদ্ধি ও পশুবলের কাছে অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করার মধ্যে ধর্ম্ম নেইকো। সমাজের মুরুব্বি যারা তাদের কাজ হ'লো মানুষকে বাঁচার পথ দেখান। অহিংসার নামে যদি আমরা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিই, হিংসাকে নিরস্ত করার মত শক্তি ও সংহতি যদি আয়ত্ত না করি, তাহ'লে তা' দিয়ে পরোক্ষে হিংস্রতাকেই উৎসাহিত করা হয়। ওতে অহিংসার প্রতিষ্ঠা না হ'য়ে হিংসার প্রতিষ্ঠা হয়। আমি বলি মেরোও না, অন্য কেউ তোমাকে মারতে সাহস পায়, এমনতর প্রস্তুতিহীন হ'য়েও থেকো না। বরং নিজে বাঁচ, অন্যকেও বাঁচাও। এমন অবস্থার সৃষ্টি ক'রে তোল, যাতে তোমার সামনে কেউ কা'রও ক্ষতি করতে না পারে, কেউ কা'রও জীবন নিতে না পারে। আত্মরক্ষার প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা না ক'রে অন্যের হাতে নির্ব্বিরোধে মৃত্যুবরণ করাটা যদি অহিংসা হয়, তাহ'লে আত্মহত্যাও একটা বড় রকমের অহিংসা।

কথা বলতে-বলতে রুদ্ধ আবেগে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠলো।

কেষ্টদা বললেন—দেশের সমস্ত অবস্থাটা তলিয়ে সমগ্রভাবে বোঝে এবং তার প্রতিকারের ব্যাপক ব্যবস্থা করে এমনতর লোকের বড় অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—আপনারা বুঝেও যেমন প্রচণ্ডবেগে লাগা দরকার, তা' কিন্তু লাগেননি। আমি অনেকদিন আগের থেকেই কিন্তু আভাস দিয়ে আসছি। অনেক দিন আগেই আমি স্বাস্থ্যসেবক তৈরী করার কথা বলেছিলাম।

অনেক দিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য ভাল নয়। চিকিৎসকগণ বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই যেতে চাননি। ইদানীং তিনি নিজেই সবাইকে বলতে লাগলেন যে বাইরে যাবেন। সুশীলদা (বসু) ও কাশীদা (রায়-চৌধুরী) দেওঘর গেলেন বাড়ী ঠিক করতে। চারিদিকে লোকজনের মধ্যে একটা

সাড়া প'ড়ে গেল যে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যত্র যাবেন। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অনেকে এসে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি না যান। তিনিও সকলকে বুঝিয়ে বললেন, স্বাস্থ্যের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছেন, তবে সবাই সমবেতভাবে যেন আশ্রম ও এতদঞ্চলের সবার শান্তি-স্বস্তির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁরাও সানন্দে সম্মতি জানালেন। অতঃপর ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুর সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন দেওঘর-অভিমুখে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেদিন আশ্রম থেকে রওনা হ'য়ে আসেন, সেদিন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, হিমায়েতপুরের পল্লী-প্রকৃতি যেন তাঁর প্রিয়তম সন্তানের বিদায়-বেদনায় অধীর হ'য়ে ক্রমাগত নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন ক'রে চলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার, দেওঘরে রোহিণী রোডে, বড়াল-বাংলোয় (অধুনা ঠাকুর-বাংলা) এসে উঠলেন।

সংকলয়িতা পাবনা সৎসঙ্গ-আশ্রমে নবগঠিত কলেজের দায়িত্ব নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘর আসার পর প্রথম দিককার কিছু দিনের কথোপকথন তার পক্ষে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। মাঝে-মাঝে যখন এসেছেন, তখন কিছু-কিছু লেখা হয়েছে।

২১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ৮। ১০। ১৯৪৬)

স্থান—দেওঘর, বড়াল-বাংলো।

সম্প্রতি এখানে ৩৪তম ঋত্বিক্-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘরে আসার পর এখানকার এই প্রথম ঋত্বিক্-অধিবেশন। বেলা আন্দাজ দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর আমগাছের তলায় পশ্চিমাস্য হ'য়ে চৌকীতে ব'সে তামাক খেতে-খেতে গল্প করছেন। এই সময় এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল। না ঠাণ্ডা, না গরম। বড়াল-বাংলোর পশ্চিম পাশেই রোহিণী রোড, রোহিণী রোডের পশ্চিমে দিগন্ত-বিস্তৃত ঢেউখেলান মাঠ, তারই মাঝখান দিয়ে ব'য়ে চলেছে শীর্ণ দারোয়া নদী। নদী, মাঠ, রেল লাইন পেরিয়ে দূরে অটল প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে ঐ ডিগরিয়া পাহাড়। একদিকে যেমন ডিগরিয়া অন্যদিকে তেমনি তপোবন, ত্রিকুট ইত্যাদি পাহাড়ের মেলা। পায়ের তলায় কাঁকরবেছান লালমাটি। আশে-পাশে সারি-সারি ইউক্যালিপটাস গাছ। শিশিরভেজা ইউক্যালিপটাস থেকে-থেকে বাতাসে এক মধুর সুবাস ছড়ায়। শুষ্ক স্নিগ্ধ হাওয়া শরীরে যেন একটা আমেজের সৃষ্টি করে। ভালই লাগে এই আবহাওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুরও আগের থেকে ভালই আছেন এখানে এসে। হাসিখুশি হ'য়ে প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা বলেন, আনন্দ করেন। বেশ লাগে, খুব ভাল লাগে।

অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন, দেওঘরের স্থানীয় এবং এখানে বেড়াতে

এসেছেন এমন কয়েকজনও আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষগুলি যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, একের অপরের জন্য দরদ ও দায়িত্ববোধ না থাকে, তাহ'লে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে যতই ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী, হো'ক না কেন, প্রত্যেকেই সমানভাবে অসহায়। এমন-এমন সময় আসে যখন সংহত, শক্তিসম্পুষ্ট, সুগঠিত জনবল না থাকলে, ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতাই কাজে লাগে না। পরাধীন থেকে আমাদের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে এই দিক-দিয়ে যে আমরা মানুষের কদর ও সমাজ-সংহতির অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একেবারে বেহুঁশ হ'য়ে গেছি। ঐ বোধই যেন বোবা হ'য়ে গেছে, বুজে গেছে।

আগন্তুক একজন বললেন—আমাদের সাহসেরও অভাব ঘটেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাহসের সঙ্গে সহ আছে। মানুষ যখন বোঝে যে তার সঙ্গে তার পিছনে আরো অনেকে আছে, তখনই তার মনে সাহস জাগে।

অনেকে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপন মনে বললেন—

দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক?

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), মন্মথদা (দে), প্রমথদা (দে), বিপিনদা (সেন), সুবোধদা (সেন) প্রভৃতি-সহ বড়াল-বাংলোর ভিতরে ঘুরতে-ঘুরতে কয়েকটা অশথগাছ ও আমগাছের তলা দেখিয়ে বললেন—এই সমস্ত জায়গায় বসার জায়গা ক'রে যাজনের আড্ডা করতে হয়। বাইরে যাজনের ঘূর্ণি সৃষ্টি করতে গেলে এখানে তার ভিত্তিপত্তন করা লাগে, যাতে এখান থেকে সেই নেশার হাওয়ায় মন ভ'রে নিয়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে এসে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে বাংলার বিভিন্ন জেলার দাদাদের কাছে সে-সমস্ত জায়গার খবরাখবর নিতে লাগলেন।

সব কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৎসঙ্গী এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্যদের খোঁজখবর রাখবে। কেউ যাতে বিপন্ন না হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখবে। সঙ্কটজনক অবস্থায় যারা আছে, তাদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে এনে রাখবে। দীক্ষিতের সংখ্যা যাতে বাড়ে, তা' করাই চাই। প্রাণ বিপন্ন, এই বোধে যা' করতে হয় করবে। কয়েকটা মানুষ পাগল হ'লেই যথেষ্ট। নিত্য পাঁচ টাকা ক'রে ইষ্টভৃতি করতে পারে, এমনতর পঁচিশ হাজার লোক ঠিক করতে হবে। তা' ছাড়া, প্রত্যেকে তার কর্ম্মশক্তি ও উপার্জ্জন-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে maximum amount (সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ) ইষ্টভৃতি

যাতে করে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। ইষ্টভৃতি এমন একটা জিনিস, যাতে পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের সম্মিলন হয়। এই দুর্দ্দিনে শুধু দৈববলেও হবে না, শুধু পুরুষকারেও হবে না। এই দৈব ও পুরুষকারের combined effect (সমন্বিত প্রভাব)-কে বাড়িয়ে তুলতে ইষ্টভৃতি-সম্বন্ধে আরো বেশী আগ্রহ ও একাগ্রতা-সহকারে প্রচেষ্টা-পরায়ণ হওয়া লাগবে। তা' ছাড়া, এর ফলে তোমাদের সমবেত অবদানের উপর দাঁড়িয়ে মানুষকে বাঁচাবার জন্য অনেক কিছু করা যাবে। মানুষের প্রকৃত ইচ্ছা ও সংকল্প যদি জাগে, তাহ'লে প্রতিকূলতার মধ্যেও যে কী অসাধ্য সাধন করতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন নেতাজী। অসুস্থ অবস্থায়, নিঃসম্বল একক একটি মানুষ, বিদেশ বিভুঁইয়ে কী কাণ্ডটাই ঘটিয়ে তুললেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকারের কীর্ত্তিকলাপের কথা যত শোনা যায়, ততই মন আনন্দে নেচে ওঠে। তোমরাও যদি পরমপিতার ইচ্ছা-পূরণের জন্য, লোকের কল্যাণের জন্য পিছটান ছেড়ে সর্ব্বস্ব পণ ক'রে লাগ, তাহ'লে তাঁর দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হবে।

২২শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ৯।১০।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোয় অশথ-তলায় এসে বসেছেন। প্রীতিসুধামাখা মুখখানি তাঁর লাবণ্যে ঢলঢল। দেখে দুঃখ-কষ্ট-অশান্তি ভুলে যেতে হয়। মনে হয়, অহর্নিশি তাঁর মধুর সান্নিধ্যে, তাঁর প্রিয়কর্ম্মে আত্মহারা হ'য়ে থাকি। ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে বিভোর হ'য়ে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বলছেন—এক লহমা সময় আছে, এর মধ্যে আমাদের কাম সারা লাগবে। অন্যায় যা', অধর্ম্ম যা', বাঁচা-বাড়ার প্রতিকূল যা', তাকে নিরস্ত ক'রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই হ'লো প্রধান করণীয়—যাতে কিনা সবার মঙ্গলের পথ খুলে যায়। Our fight is not against any man or group or community or nation, it is against Satan (আমাদের সংগ্রাম কোন মানুষ বা দল বা সম্প্রদায় বা জাতির বিরুদ্ধে নয়, তা' হ'লো শয়তানের বিরুদ্ধে)। অহিংসা মানে হিংসাকে হিংসা করা। মানুষের প্রতি হিংসা হবে কেন? হিংসা হ'লো মানুষের একটা ব্যাধি। তার কবল থেকে উদ্ধার ক'রে মানুষকে সুস্থ ক'রে তোলবার জন্য যেখানে যা' করণীয় তাই করতে হবে। অনেকে এমন আছে যে ভালবাসায় সাড়া দেয় না, কিন্তু ভয়ে সংযত হয়। সেখানে ঐ ভয় সৃষ্টি করার জন্য যা' করণীয় তা' যদি না করা হয়, তাহ'লে ক্ষতিই করা হয়। মাথায় সব সময় বুদ্ধি রাখতে হয়, যাতে কা'রও ক্ষতি না হয়। ইষ্টানুগ সংহতি হ'লেই শক্তি ঠেলে ওঠে। সেই শক্তির কাছেই শয়তান কাবু থাকে। ভালবাসায়, ছলে, বলে, কৌশলে যেমন ক'রে

হো'ক সবার মঙ্গল যাতে হয় তাই করতে হবে। একদেশদর্শী নীতিবাদের টেক নিয়ে মানুষকে যদি বাস্তবে অমঙ্গলের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, সেও এক রকমের দুর্নীতি।

হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী)—আজকাল তো বহুরকম বাদের কথা শোনা যায়, কোন্‌টাকে আমরা কোন্ ভাবে নেব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর যে-বাদ ধর্ম্ম অর্থাৎ being and becoming (বাঁচা এবং বাড়া)-কে যতখানি fulfil (পূরণ) করে, তা' ততটুকু ঠিক। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামগ্রিক সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে যা' দেখে না, তার মধ্যে ভ্রান্তি আছে। ভ্রান্তি এলো সেই, উৎসহারা চলনবলন বসলো পেয়ে যেই। আদর্শহারা হ'লেই সর্ব্বনাশ। সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতীক-পুরুষই হ'লেন আদর্শ।

বিপিনদা—বাঁচা-বাড়ার কথা ভাবতে গিয়ে আমরা যার-যার নিজের পরিবারের কথাই তো বড় ক'রে ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবার বৃহত্তর সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্রেরই একটা অঙ্গ। গোটা সমাজদেহটা যদি না বাঁচে, তবে তাঁর অঙ্গীভূত একটা পরিবারের বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচা কষ্টকর। তাই, ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে নিজেদের বাঁচা-বাড়ার জন্য যা' করণীয়, তা' করার সঙ্গে-সঙ্গে বৃহত্তর পরিবেশে আদর্শ-সঞ্চারণার জন্য সাধ্যমত দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে তাকে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টা করতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে অসৎ যা' তারও নিরাকরণ করতে হবে। এতখানি করার তালে না থাকলে, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বাস্তবতা সম্বন্ধে অচেতন থাকলে, কা'রও বাঁচা বাঁচবে না। তাই আছে, যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। পরিবেশের কথা ভোলা মানেই নিজের বাঁচার পথ খতম করা।

নগেনদা (সেন)—ইষ্টকর্ম্মে অকৃতকার্য্যতার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ উৎসবিমুখ চলন-বলন। Straying away from Ideal (আদর্শ থেকে বিপথে চ'লে যাওয়া)। ওর ফলে শুধু ইষ্টকর্ম্মেই অকৃতকার্য্যতা আসে না। যে-কোন কাজে failure (অসাফল্য) ডেকে আনতে ঐ একটি জিনিসই যথেষ্ট।

নগেনদা—কাজে উৎসাহ আসে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসমুখিনতায় কাজে energy (শক্তি) আসে, vigour (তেজ) আসে। ঐ উস্‌কানিতেই ছাইচাপা আগুন ফুটে বেরিয়ে দাবানলের সৃষ্টি ক'রে তোলে। উন্নতির সাথীয়া তো ঐ সবেধন নীলমণি। প্রবৃত্তি চেপে ধরলে দ্বন্দ্ব আসে। তাতেই শক্তি ক্ষয় হ'য়ে যায়। লাভজনক কাজ করার শক্তি কম প'ড়ে যায়। তাই, প্রবৃত্তির ফুসলানিতে সায় না দিয়ে উৎসমুখী আবেগ নিয়ে কর্ম্মরত থাকতে হয়।

বিপিনদা—ইষ্টকাজের সম্বেগটা তাড়াতাড়ি আসে কি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা ঝাঁপ দেয়, ঝম্ ক'রে লাফায়ে পড়ে, তারাই পারে। যারা কেবল ভাবে 'to do or not to do' (করতে হবে কি হবে না), তারা কমই পারে। এই মুহূর্ত্তেই হয়। সুরু ক'রে দিয়ে ক্রমাগত ক'রে যেতে হয়—বাধাবিঘ্নের তোয়াক্কা না ক'রে। এই ছাড়া আর কোন জারিজুরি, তুকতাক নেই।

প্রফুল্ল—আপনার সামনে থাকলে মনে হয়—পারা যাবে না, এমন কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (জোরের সঙ্গে)—হ্যাঁ। ঠিক তাই। কতজনে কত irrational programme (অযৌক্তিক কর্ম্ম-পদ্ধতি) নিয়ে দুনিয়া মাত ক'রে দিচ্ছে, যা' খুশি তাই করছে। আর, তোমরা তো প্রতিটি মানুষের কল্যাণের ধন নিয়ে দাঁড়িয়েছ। কল্যাণ-চাহিদার হুজুগ তুলতে পারলেই হয়। সে শুধু দুদিনের জন্য নয়, আবহমান-কালের জন্য।

একটা গাড়ীর শব্দ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ গাড়ী রে ?

অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—বোধহয় মালগাড়ী। যশিডির দিকে যা'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলন্ত গাড়ী, ষ্টীমার, কলকারখানা এই সব দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। যেখানেই motion (গতি) ও activity (কর্ম্মতৎপরতা), সেখানেই যেন একটা প্রাণের স্পন্দন বোধ করা যায়।

প্রফুল্ল—গতিশীলতা ও কর্ম্মতৎপরতা যদি উৎসবিমুখ হয় ? সত্তাসম্বর্দ্ধনী উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হ'য়ে প্রবৃত্তি-তাড়িত হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে ভাল হয় না। তবে জড়তার থেকে কর্ম্মতৎপরতা ভাল। তাতে ভুলভ্রান্তির ভিতর-দিয়েও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হয়। মানুষ ধীরে-ধীরে আত্ম-শুদ্ধির দিকে যেতে বাধ্য হয়।

বিপিনদা—হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভেঙ্গে-গ'ড়ে একটা নূতন জাত করা যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভেঙ্গেচুরে একাকার করতে যাব কোন্ দুঃখে ? বরং বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরো পুষ্ট ক'রে তুলব। আদর্শকে সঞ্চারিত ক'রে গ্লানি দূর করব। ঘৃণা ও বিরোধকে অপসারিত ক'রে সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করব। যুগ-যুগ ধ'রে যে বৈশিষ্ট্যগুলি গজিয়ে উঠেছে, তা' ভেঙ্গে ফেলা মানে evolution (বিবর্ত্তন) ও progress (উন্নতি)-কে গলা টিপে মেরে কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায় যেয়ে পেঁছান। Primitive stage (প্রাথমিক অবস্থা)-এর থেকেও তা' খারাপ। তার একটা নিজস্ব character (চরিত্র) থাকে, evolutionary possibility (বিবর্ত্তনী সম্ভাব্যতা) থাকে। কিন্তু সব যদি জগাখিচুড়ী ক'রে ফেলেন, সে-সম্ভাব্যতাও বরবাদ হ'য়ে যাবে। সে যে কত বড় অভিশাপ, তা' এখন বুঝতে পারছেন না। জৈবী-সম্পদ্ একবার

হারালে কে'দেও কুল পাবেন না।

বিপিনদা—মানুষ তাই-ই চায় যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন পাগল যদি আপনাকে পরামর্শ দেয় যে বিষ খাওয়া খুব ভাল, তাহ'লে কি আপনি তাই খাবেন ? আমাদের কি সত্তা ব'লে কিছু নেই ? আমরা যদি নিজেদের আভিজাত্য না বুঝি, তাহ'লে আমাদের জীবনের মূল্য কী ?

২৩শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ১০।১০।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় শতাধিক ভক্ত-পরিবেষ্টিত হ'য়ে অশথ-তলায় ব'সে আছেন। কেউ-কেউ ব্যক্তিগত সমস্যাদির কথা বলছেন। একজনের ছেলের খুব সর্দ্দিকাশি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—রোজ খুব ভাল ক'রে তেল মাখাবি। পুদিনা, সুলপো আর ধনেপাতা, পুরোন তে'তুল, লঙ্কা ও চিনি দিয়ে বেটে চাটনি মত ক'রে রোজ খেতে দিবি। দরকার হ'লে স্কট'স্ ইমালসনও খাওয়াতে পারিস্। খুব সদাচারে থাকবি। ভক্তির সম্বেগ যত বেড়ে যায়, জীবনীশক্তি তত বেড়ে যায়। তাতে রোগবালাইও কমে। তোরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের আচরণ এমন ক'রে তুলবি, যাতে ছেলে তোদের উপর ভক্তিতে ডগমগ হ'য়ে ওঠে।

কয়েকজন কর্ম্মী দেওঘরের নানা দ্রষ্টব্যস্থান দেখে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কাছে খু'টিয়ে-খু'টিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—তারা কোথায় কী দেখলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন—ভারতবর্ষে আপনার আর ঘুরতে বড় বাকী নেই। আপনার কাছে গল্প শুনি আর মনে হয়, আপনার চোখ দিয়ে আমারই দেখা হ'চ্ছে।

কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে, এমন সময় শান্তুভাইয়ের একজন অধ্যাপক আসলেন তাঁর এক বন্ধুসহ। তাঁদের বসতে দেওয়া হ'লো।

প্রাথমিক কথাবার্ত্তার পর তাঁরা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জীবনের যতদিন প্রয়োজন আছে, ধর্ম্মের প্রয়োজনও ততদিন থাকবে। ধর্ম্ম মানে তাই করা যাতে পরিবেশকে নিয়ে আমরা সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, উন্নতির পথে চলতে পারি—আনন্দে, শান্তিতে, প্রীতিতে, গৌরবে। এর সঙ্গেই আছে এর প্রতিকূল যা' তার নিরাকরণী প্রচেষ্টা। সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে ধর্ম্ম হবে না। আমার সামনে আপনাকে একজন অত্যাচার ক'রে যাচ্ছে, আমি মুখ বুজে আছি, আঙ্গুলটা নাড়ছি না, ভাবছি—আমার তো কোন ক্ষতি হ'চ্ছে না। এমনতর বেদরদী ভাব যতদিন থাকবে, ততদিন সমাজে কা'রও জীবন নিরাপদ

হবে না। আদর্শনিষ্ঠা, দরদ, সেবাবুদ্ধি, ত্যাগশক্তি, সংযম, পরাক্রম ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণ, যাতে জীবনটা সার্থক ও সুখকর হ'য়ে ওঠে, তা' ধর্ম্মেরই অবদান।

হিন্দু-বিবাহ-বিধান সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুদের এমন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, যাতে ঘরে-ঘরে নারায়ণ জন্মে, একটা মানুষও inferior (নিকৃষ্ট) হ'তে না পারে। যারাই জাতির স্থায়ী কল্যাণ চায়, তা' পৃথিবীর যে-কোন দেশেই হো'ক না কেন, তাদেরই এই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি কোন-না-কোনভাবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সমাজেও অবান্তর গলদ যেগুলি ঢুকেছে, সেগুলি দূর করতে হবে।

এরপর ওরা বিদায় গ্রহণ করলেন।

২৫শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ১২। ১০। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় অশথতলায় এসে ব'সেছেন। ঝির-ঝির ক'রে হাওয়া দিচ্ছে। এখানকার হাওয়াটা যেন অনেক হালকা। বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিতে আরাম লাগে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনেকেই ব'সে আছেন। পাথরের নুড়ি বিছান আছে, তার উপরেই ব'সে গেছেন। বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন। তাঁরা প্রণাম ক'রে বেঞ্চিতে বসলেন।

একজন বললেন—দয়া ক'রে আমাদের কিছু ধর্ম্মোপদেশ শোনান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু বলতে হবে আমাকে, এ মনে ক'রে বলতে পারি না। কথা উঠে গেলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়।

যিনি কথা বলছিলেন তাঁর পরিচয় জানা গেল যে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডক্টর মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন—আপনার পাবনা আশ্রমের নাম খুব শুনেছি। ওখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আছে, গবেষণাদি হয়—খবরও শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে দেখিয়ে পরিচয় দিয়ে বললেন—কেষ্টদা এবং আরো কয়েক-জন এইসব কাজ করতো। কেষ্টদার দোসর একজন ছিল গোপাল। সে অকালে চ'লে গেল। কেষ্টদারও অনেক কাজকাম। ওদিক দেখবার সময় পেয়ে ওঠে না। লোকও পাওয়া কঠিন। ওরা টাকা দিয়ে মানুষ রেখে দেখেছে, কিন্তু পয়সার মানুষ দিয়ে ওসব কাম হয় না।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—কর্ম্মীর অভাব। টাকার অভাব নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—একেবারে ঠিক কথা কইছেন। কর্ম্মীর ভীষণ অভাব।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—আপনাদের এখানে সংস্কৃতের কি বিশেষ আলোচনা আছে?

কেষ্টদা—তেমন ধারাবাহিকভাবে কিছু নেই। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সবরকম আলোচনাই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা করে সংস্কৃতের পঠন, পাঠন, জ্ঞান, গবেষণা ইত্যাদির ভালরকম ব্যবস্থা করতে। আশু প্রধান দরকার, বিপন্ন যারা তাদের অস্তিত্বরক্ষা ও নিরাপত্তা-বিধান। তার সঙ্গে-সঙ্গে চাই ধর্ম্ম ও কৃষ্টির জাগরণ। সংস্কৃতটা ভাল ক'রে না জানলে আমাদের ঘরে যে কী আছে তা' টের পাই না, বাইরের এক-আধটা দেখেই তাক লেগে যায়। হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের নিজস্ব যদি একটা দাঁড়া ঠিক থাকে, তাহ'লে বাইরের আর-পাঁচটা জিনিসের ভিতর থেকে প্রয়োজনমত গ্রহণ-বর্জ্জন ক'রে নিজেকে enrich (সমৃদ্ধ) ক'রে তুলতে পারে। যার স্বকীয় ব'লে কিছু নেই, থাকলেও তাতে নিষ্ঠা নেই, সে হ্যাংলার মত যা' দেখে সেই-দিকেই ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু কোন-কিছুরই সদ্ব্যবহার করতে পারে না। কারণ, তার চালকই হয় passionate desire (প্রবৃত্তিপরায়ণ আকাঙ্ক্ষা) ও inferior ambition (হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা)। ভাল কিছু পেলেও তা' থেকে ঐ রসদই সংগ্রহ করে। তাই, তার সদ্ব্যবহার অর্থাৎ সত্তাপোষণী ব্যবহার করবে কিভাবে ?

কেষ্টদা—আমরা নিজেরা বেদের কদর বুঝি না। কিন্তু পাশ্চাত্যের কত পণ্ডিত সংস্কৃত শিখে বেদের অনুবাদ ক'রে ফেললেন।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—কাশীতে বেদ-বিদ্যালয় আছে। সেখানে শুধু আবৃত্তি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনও ধ'রে রেখেছে, সেও ভাল। হয়তো কেউ unfold (বিকশিত) করতে পারবে। পাখীর বুলির মত হয়তো ধ'রে রেখেছে, কিন্তু পাখীর বুলির থেকেও সূত্র পাওয়া যায়।…………কৃষ্টিকে বাঁচাতে গেলে কৃষ্টির ধারক, বাহক যারা, তাদেরও বাঁচিয়ে রাখতে হয়। পুরোহিতদের উপর আজ আমাদের খুব রাগ। তারা কিছু জানে না, মর্ম্ম বোঝে না, ব্যবসাদারী করে। আমি বলি, তবু তো তারা রেখাটা ধ'রে রেখেছে। তাদের কাছ থেকে তোমরা যে অনেক কিছু আশা কর, তাদের জন্য তোমরা কর কতটুকু ? তাদেরও তো বাঁচার প্রয়োজন আছে। সেই ধান্ধায়ই তো তারা অস্থির। তারা যাতে নির্ভাবনায় জ্ঞানগবেষণা করতে পারে, তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে পারে, তার সুযোগ ক'রে দেওয়ার দায়িত্বও তো দেশের লোকের আছে !

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ, বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ'। এ থেকে তো বোঝা যায়, বেদবাদ সম্বন্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা করা হয়েছে আচরণহীন জ্ঞানের কচকচির বিরুদ্ধে। ওতে distortion (বিকৃতি) আসে। আচরণের ভিতর-দিয়ে যে-জ্ঞান আসে, সেই জ্ঞানই

কার্য্যকরী। আবার, বেদে যে ক্রিয়াকাণ্ডের কথা আছে, নিছক প্রবৃত্তিসুখ ও স্বার্থ-কামনার জন্য যারা তার অনুষ্ঠান করে, সত্তাপোষণী আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে, ইষ্টের অভিলাষ পূরণের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেইকো, তাদের ঐ আচরণেও কিন্তু ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রকৃত কল্যাণ বিশেষ কিছু হয় না। তাই গীতার ঐ কথা।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—ক্রিয়াকাণ্ডের পুনঃ-প্রবর্ত্তন কি দরকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাপোষণী আগ্রহ থেকে এটা যদি ফিরিয়ে আনি, এবং তাতে যদি যথাযথ ফল পাই, তবে আনব না কেন ? এটা মনে রাখতে হবে যে, প্রবৃত্তিপোষণী সুযোগ-সুবিধা বা শক্তি-আহরণ কিন্তু ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্য নয়কো। বেশীর ভাগ লোকই এই জায়গায় গোল ক'রে বসে। শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয় নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য। অমনতর শক্তি কিন্তু অধঃপতনেরই কারণ হয়।

কেষ্টদা—কাঠ আর ঘি পুড়িয়ে কি লাভ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটারই বিহিত উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রের ছন্দ আছে, দেবতা আছে, ঋষি আছে, বিনিয়োগ আছে। পূর্ব্বাপর সামগ্রিক সামঞ্জস্য না বুঝে, একটা জিনিসের এককোণা বা উপরের খোলসটা দেখে ছেড়ে দিলাম, ভাল ক'রে মিলিয়ে দেখলাম না, তাতে কি হয় ? আর, আমরা চেষ্টা করলে পারবও সব বের করতে। কাঠ আর ঘি পোড়াবার কথা বলছিলেন, কিন্তু যজ্ঞের ধূম inhale (নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ) করলে যে নানা ব্যাধি দূরীভূত হয়, এ তো জানা কথা। এ তো গেল একটা দিক। আরো কত দিক আছে। পরিবেশের মধ্যে পবিত্রতা ও উন্নতির সন্দীপনা জাগান একটা কম কথা নয়। যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানাদির ভিতর থেকে এটা খুব সুন্দরভাবে হয়। লোকবর্দ্ধনাই হ'লো লক্ষ্য। যাতে যত বেশী ক'রে এই কাম হাসিল হয়, তাই-ই কাম্য। মানুষকে ক্ষেপায়ে দিতে হয় সপরিবেশ উন্নতির সাধনায়।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—একটা খারাপ প্রকৃতির লোক যদি নিখুঁতভাবে যজ্ঞ করে, তাহ'লে কি তার উপযুক্ত ফল পাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিখুঁতভাবে করলে ফলই পাবে। নিখুঁতভাবে করতে গিয়ে habits, behaviour (অভ্যাস, ব্যবহার) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, অর্থাৎ চরিত্রও পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে। মূল জিনিস হ'লো ইষ্টনিষ্ঠা। জপ-তপ-যজ্ঞ-আরাধনা যা'-কিছু একমাত্র তাঁর খুশির জন্য, তাঁর তৃপ্তি, তুষ্টির জন্য। নইলে স্বার্থসন্ধিক্ষু কসরতের বিশেষ কোন দাম নেইকো। যজ্ঞ মানে সম্বর্দ্ধনী কর্ম্ম।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—এমনতর উক্তি আছে যে যজ্ঞপুরুষ দেবতা ভগবানকে যজ্ঞের বিহিত ফলদানে বাধ্য করেন। তিনিই ভগবানের কাছ থেকে সেই ফল আদায় ক'রে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা আমার খুব ভাল লাগলো। তার মানে কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

প্রাপ্তির পথ সর্ব্বদাই খোলা। আমাদের শাস্ত্রে সর্ব্বত্র কর্ম্মের উপর জোর দেওয়া আছে। কিন্তু আজকাল ধর্ম্মের নামে না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধিই প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ওতে কিন্তু হতাশা ও আপসোস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া ঘটে না। ধর্ম্ম মানেই ধৃতিবিজয়ী কর্ম্ম। দেশকে যদি জাগাতে চান, তবে ধৃতিপোষণী কর্ম্মোৎসাহের বান ডাকিয়ে তুলুন। আমাদের দেশে সেকালে জ্ঞান-গবেষণা যা'-কিছু হ'তো, তার সঙ্গে-সঙ্গে চেষ্টা থাকতো তা'কে বাস্তব কর্ম্মে প্রতিফলিত ক'রে life (জীবন)-কে enrich ও exalt (সমৃদ্ধ ও উন্নত) করবার। আপনারা লেগে থাকুন, আপনাদের মাথা চুইয়ে পরমপিতার আশীর্ব্বাদ কতভাবে নেমে আসবে তার কি ঠিক আছে? কোথাও থেমে থাকবেন না, আরো, আরো এগিয়ে যাবেন। আরোর অন্ত নেই।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—আগের সে-রকম কি আবার ফিরে আসবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো অগাধ বিশ্বাস—সেই রকমটা ফিরিয়ে আনলেই আনা যায়। অবশ্য সে-রকম কিভাবে বর্ত্তমানে আনতে হবে, তার একটা রকম আছে। গ্লানি যেগুলি ঢুকেছে সেগুলি দূর করা লাগবে। দেশকালপাত্রোপযোগী ব্যবস্থাগুলি করা লাগবে। আমাদের কৃষ্টিটা যে অম্লান বিজ্ঞান, তা' ধরিয়ে দেওয়া লাগবে। যিনি এই সামঞ্জস্য দেখিয়ে দেবেন, তিনিই আমাদের নমস্য। পাতঞ্জলে আছে, 'সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ', অর্থাৎ বর্ত্তমান মহাপুরুষ যিনি, তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের যা'-কিছু তা' তো আছেই, আরো আছে তাঁদের পরিপূরণ। তাই, তিনি তাঁদেরও গুরু। এমনতর গুরুত্বসম্পন্ন যিনি, তাঁকে ধরায় পূর্ব্বতন কাউকে ছাড়া হয় না। বরং আরো ক'রে ধরা হয়। পাতঞ্জলে আরো আছে, 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ'। সেই জাগ্রত পুরুষকে আমাদের চাই। অপরামৃষ্ট মানে যে দুঃখকষ্ট বোধ করেন না তা' নয়, তার মানে তাতে upset (বিপর্য্যস্ত) বা unbalanced (সাম্যহারা) হ'য়ে আদর্শ বা উদ্দেশ্য-চ্যুত হন না। অচ্যুত তিনি। আমরা প্রত্যেকেই তেমন হ'তে পারি যদি বৃত্তিগুলি control (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারি। কিন্তু বৃত্তিগুলি control (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে অচ্যুত হয়েছেন যিনি, তেমন কা'রও প্রতি attachment (অনুরাগ)-এর ভিতর-দিয়ে ছাড়া বৃত্তিগুলির উপর আধিপত্য আসে না। বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্তে আনা mathematically (গাণিতিকভাবে) সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু বাস্তবে সম্ভব হয় না। তাই, আমাদের অল্প বয়সে আচার্য্য-সন্নিধানে যাবার কথা ছিল। আচার্য্য মানে যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, আচার্য্যভক্তি এইগুলিই ছিল শিক্ষার ভিত্তি। ভক্তিটাই ছিল জীবনের মেরুদণ্ড। মায়ের স্বামী-ভক্তি, বাপের পিতামাতা ও গুরুর প্রতি ভক্তি—এই সব দৃষ্টান্ত দেখে ভক্তিটা তাদের ভিতরে স্বতঃই

গজিয়ে উঠতো। আবার, মায়ের পেটের থেকেই ঐ ধাঁজটা নিয়ে জন্মাতো। তাই, বড় সুখের হ'তো জীবনটা। বৃত্তিগুলি integrated (সংহত) হ'য়ে ব্যক্তিত্ব সুঠাম হ'য়ে উঠতো। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষাটা হ'তো শ্রদ্ধামুখর করার উপর দাঁড়িয়ে। তাই, প্রত্যেকটা মানুষ হ'তো কাজের মানুষ। সমাজের এক-একটা asset (সম্পদ্)। আর, শ্বশুরগৃহ ছিল মেয়েদের গুরুগৃহের মত। তাদের বিয়ে-থাওয়া তো দেখেশুনে শ্রেয়ঘরে দেওয়া হ'তোই। আর, সেখানে পাঠাবার আগে শ্বশুরকুলের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাপ্রাণতাকে মুখর ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'তো। সেখানে গিয়ে ঐ শ্রদ্ধাই প্রকাশ লাভ করতো সেবায়, সম্ভ্রমে, সন্তোষণায়। তার ভিতর-দিয়েই তারা শ্বশুরঘরে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করতো। রত্নাগর্ভা জননী হ'য়ে উঠতো।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়—জীবনের লক্ষ্য তো ব্রহ্মজ্ঞান লাভ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! সুকেন্দ্রিক চলনের পরিণতিই হ'লো ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ বৃদ্ধির জ্ঞান। আর, ব্রহ্মজ্ঞানের সার্থকথা আসে ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগের ভিতর-দিয়ে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবেশও ব্রহ্মজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলে। পরিবেশকে বাদ দিয়ে একলা ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া জীবনের লক্ষ্য নয়কো। অনেকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সব একাকার হ'য়ে যায়। তার মানে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের ভিতর divineness (ভগবত্তা) প্রতিভাত হয়। এটা হওয়া মানে বৈশিষ্ট্যের বোধ হারান নয়, বরং divine (ভগবান) কোন্ বৈশিষ্ট্যে কী পদ্ধতিতে, কী পরিণয়নে, কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তা' গভীরভাবে বোধ করা। পরম সত্তাকে যখন বিচিত্রতার মধ্যে বিচিত্রভাবে বোধ করা যায়, তখনই তাঁকে জানা হয়। টিকা-টিপ্পনী প'ড়ে বেমিল ধারণায় brain (মস্তিষ্ক) obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে, পরে আদত জিনিস বোঝা যায় না। আর, এ জিনিস প'ড়ে জানার ব্যাপার নয়, ক'রে জানার ব্যাপার। করা ও চলার সুবিধার জন্যই পড়া। আর, পড়তেও হয় আচার্য্য-সন্নিধানে, যিনি পড়ার মর্ম্মটা আচরণের ভিতর-দিয়ে আয়ত্ত করেছেন। সশ্রদ্ধ ও সক্রিয় সেবা ও অনুশীলনই হ'লো এই পথের পাথেয়।

২১শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৪।১০।১৯৪৬)

বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকীতে ব'সে আছেন।

একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু সময় ধ'রে সুন্দর আলাপ-আলোচনা হ'য়ে গেল। আলাপ-আলোচনার অব্যবহিত পরে প্রফুল্ল খাতা হাতে ক'রে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে হাসতে-হাসতে

বললেন—প্রফুল্লর কেমন জানি একটা লগ্ন আছে, ভাঙ্গা আসরে এখন এসে হাজির হ'লো।

প্রফুল্ল—আমি শ্নেছিলাম, আপনার শরীর অসুস্থ, আপনি শুয়ে আছেন। তাই, এত সময় এদিকে আসিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ সময় কী দরকার হয়, তার কি ঠিক আছে? তাই, এখানে হত্যে দিয়ে প'ড়ে থাকা লাগে।

সৎসঙ্গের একটা ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলার বিষয় স্মরজিৎদা (ঘোষ) ও চুনীদাতে (রায়চৌধুরী) কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—ও ক'য়ে কী হবে? কাজের কথা ক', যাতে মানুষ মানুষের মত বাঁচতে পারে, একগাট্টা হ'য়ে শয়তানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

সুশীলদা (বসু) কাগজ পড়তে-পড়তে পূর্ব্ববঙ্গের পরিস্থিতি-সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহভরে বললেন—আপনাদের যা' যা' করতে বলেছি, তাড়াতাড়ি তাই ক'রে ফেলেন। তাহ'লেই দেখবেন, all quiet (সব শান্ত) ক'রে তোলার মত অবস্থা আপনারাই সৃষ্টি করতে পারবেন।

স্বাধীন ইচ্ছা ও দৈব সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বাধীন ইচ্ছা বলতে মানুষ বোঝে প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতা অর্থাৎ যদৃচ্ছা চলার সুবিধা। ঐভাবে যদি স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করা হয়, তার চাইতে সর্ব্বনেশে ব্যাপার আর কিছুই নেই। স্বাধীন ইচ্ছার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ হ'লো নিজের আবোল-তাবোল ইচ্ছা, খেয়ালখুশিকে আদৌ আমল না দিয়ে ইষ্টের ইচ্ছাকে শিরোধার্য্য ক'রে চলায়। তার ভিতর-দিয়েই আসে আত্মনিয়ন্ত্রণ, যার ফলে অনেক দুর্ভোগ কেটে যায়। মা-বাবা হ'লো মানুষের স্বভাবগুরু। তাঁদের অধীনতাও যদি কেউ স্বেচ্ছায় কায়মনোবাক্যে স্বীকার ক'রে নেয়, আপন খুশিমত চলার থেকে তার ফল অনেক ভাল হয়। ঐ মান্যবুদ্ধি থাকলে গুরু-আনুগত্যও সহজ হ'য়ে ওঠে। তবে গুরুর ইচ্ছা ও পিতামাতার ইচ্ছার মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব বাধে, সেখানে গুরুই অনুসরণীয়। দৈব বলতে আমি বুঝি—achieved glow of character (সম্প্রাপ্ত চারিত্রিক দ্যুতি)। সেটাও পুরুষকারের ফল। পুরুষকার মানে active urge to fulfil (সক্রিয় পরিপূরণী আকৃতি)। এই urge (আকুতি) যদি প্রবৃত্তির সেবায় লাগে, তাহ'লে মানুষ দিন-দিন বাওরা হ'য়ে উঠতে থাকে, তার চরিত্রে inconsistency (অসঙ্গতি) দিনকে দিন প্রবল হ'য়ে উঠতে থাকে। কিন্তু যে তা' ইষ্টের সেবায় লাগায়, সে ক্রমে-ক্রমে বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠেই কি ওঠে—লেখাপড়া

সে জানুক বা নাই জানুক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানাহারের সময় হয়েছে। এমন সময় বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন। দূর থেকে তাঁদের আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠতে গিয়েও উঠলেন না।

সুশীলদা বললেন—আপনার শরীর ভাল না। বেলা করা কি ঠিক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও'রা কষ্ট ক'রে এসেছেন। ও'দের সঙ্গে কথা বলতে না পারলে মনে অস্বস্তি হবে। শরীরের কষ্ট থেকে মনের জরিমানা সওয়া আরো কষ্টকর। তাতে শরীর বেশী খারাপ করে।

ইতিমধ্যে তাঁরা এসে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরমাত্মীয়ের মত আপ্যায়ন করলেন—আসেন, আসেন, বসেন।

ও'রা দু'খানি বেঞ্চিতে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা এখানে থাকেন বুঝি!

একজন উত্তর করলেন—না, আমরা কলকাতায় থাকি। এখানে বেড়াতে এসেছি। এখানে আমাদের বাড়ী আছে, মাঝে-মাঝে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন থাকবেন কিছুদিন?

উক্ত ভদ্রলোক—কয়েক দিনের মধ্যেই যেতে হবে।

পরক্ষণেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—অনেক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়েও মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার এমন আছে—একেবারে মূর্খ, নাম লিখতে পারে না, সে হয়তো world-renowned greatman (জগৎবিখ্যাত মহৎ ব্যক্তি) হ'য়ে গেল। আমরা অনেকে বহুবিধ literation (পুঁথিগত বিদ্যা) লাভ করা সত্ত্বেও আমাদের libido (সুরত) হয়তো এত strong (শক্তিমান) নয়, যার ফলে একজন living Ideal (জীবন্ত আদর্শ)-কে fulfil (পরিপূরণ) করতে গিয়ে আমাদের complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted ও integrated (নিয়ন্ত্রিত ও সংহত) হ'য়ে ওঠে। প্রকৃত মানুষ হওয়া মানেই আদর্শনিষ্ঠায় এতখানি দৃঢ় হওয়া, যাতে প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য আসে এবং গোটা ব্যক্তিত্ব নিয়ে পরিবেশের সত্তাপালী সেবায় রত থেকে চলা যায়। লাখজানাওয়ালা মানুষও এ-কাম করতে পারে না, আবার কা'রও libido-র urge (সুরত-সম্বেগ) rightly ligared (বিহিতভাবে যুক্ত) হ'লে, সে কেতাবী বিদ্যার ধার না ধেরেও অনেক কিছু পারে। হিন্দুঘরে পাঁচ বছর বয়সে গুরুকরণের কথা আছে। উন্মেষ ঐ নিয়েই। আলোক যেমন সূর্য্যকে নিয়ে ওঠে—তারই অচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ হ'য়ে,—এও তেমনি। গুরুনিষ্ঠাই জ্ঞানে গজিয়ে ওঠে। ও ছাড়া

জ্ঞান পয়দাই হয় না বাবা। আগড়ম-বাগড়ম যতই কর। ফলকথা, আমাদের শিখতে হবে তাই, আয়ত্ত করতে হবে সেই-স্বভাব, চালচলন, কর্ম্ম, কথা, যাতে আমরা সপারিপার্শ্বিক্ বেড়ে উঠি। একে বলে ব্রহ্মচর্য্য। বিভিন্ন ভাষায় একে বিভিন্ন রকমে বলে। সার্থক free will (স্বাধীন ইচ্ছা) যা' complex (প্রবৃত্তি)-এর দ্বারা fettered (আবদ্ধ) নয়, তারও জাগরণ হয় ওর ভিতর-দিয়ে। Free (স্বাধীন)-এর মধ্যে 'প্রী' অর্থাৎ প্রীতিকরণ আছে। যখন প্রেষ্ঠের প্রীতিসাধনে ব্যাপৃত থাকি আমরা, তখনই আমরা স্বাধীন বা মুক্ত, আর প্রবৃত্তির খেয়ালে চলি যখন আমরা, তখনই আমরা পরাধীন বা বদ্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় অশথতলায় বসেছেন। পশ্চিমে পাহাড় ও গাছপালার আড়ালে সূর্য্য তখন ডুবুডুবু। গোধূলির সন্ধিক্ষণে আকাশ-মাটি গৈরিক রঞ্জনায় আলিপ্ত হ'য়ে যেন এক উদার, গভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনায় মুখর হ'য়ে উঠেছে। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) বললেন—আমি যদি আপনার interest (স্বার্থ) হই, তাহ'লে আপনি আপনার family (পরিবার)-কে আমার দিকে draw (আকর্ষণ) করাটাই নিজের interest (স্বার্থ) মনে করবেন। তা' যদি না করেন, নিজের পারিবারিক সুখ-সুবিধার জন্য যদি আমার কাজ করেন, তাহ'লে বুঝতে হবে, আপনি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়ে চলেছেন। 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে'। ওতে কোন কিছুরই সমাধান হবে না। যা' করলে একসঙ্গে সব দিকেরই সমাধান হয়, তা' হ'লো ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা। ঐটের খাঁকতি যতখানি, জীবনে meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গতি)-এর অভাবও ততখানি।

একটু পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Treachery (বিশ্বাসঘাতকতা) ও trade (ব্যবসায়) এক root (ধাতু) থেকে কিনা দেখেন তো শরৎদা!

শরৎদা অভিধান দেখে এসে হাসতে-হাসতে বললেন—আপনি যা' অনুমান করেছেন সত্যিই তাই। আপনি এগুলি বলেন কি ক'রে ভেবে পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আপনাদেরও হয়। তাঁর সঙ্গে tuning (সঙ্গতি) থাকলে, যে-দিকে attention (মনোযোগ) দেওয়া যায়, সেই রাজ্যেরই অজ্ঞাত অনেক কিছু appear করে (আবির্ভূত হয়)।

পরক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুর—সুখোচ্ছ্বাসে ললিত ভঙ্গীতে মাথা দোলাতে-দোলাতে মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন—'আমার যা'-কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে, নিয়ে এই হাসিরূপ গান।'

উপস্থিত সবার মন তখন আনন্দে নৃত্যপর।

২৮শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ১৫।১০।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে আমতলায় এসে বসেছেন। অনেকেই কাছে উপস্থিত আছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খ্যাপা আশ্রমে (পাবনায়) যায়, তা' আমার মত নয়।

যতীনদা (দাস)—আপনি জোর ক'রে খেপুদাকে সে-কথা বললেই তো পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি সে-কথা তো আগে বলেছি। তবে জোর ক'রে বলি না এইজন্য যে, জোর দিয়ে বলা সত্ত্বেও যদি সে কথা না শোনে তবে আরো বেশী খারাপ হয়। তাই, আমার বলার ধরণই অমনতর হ'য়ে গেছে। প্রত্যেকের নিজস্ব রুচি থাকে, পছন্দ থাকে, ইচ্ছা থাকে, খেয়াল থাকে। বোঝে না, আর ভেবেও দেখে না তার মঙ্গল কিসে। ভাবে নিজের খুশিমত চলতে পারলেই ভাল হবে। কিন্তু তার সত্যিকার ভাল হবে যাতে, আমি তা' করতে বললেও নিজের প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা ক'রে খুশিমনে তা' মেনে নিতে পারে কমই। আবার, বেশী জোরাজুরিও করতে পারি না, পাছে যদি ছিঁড়ে যায়। তাই, আমার প্রত্যেকের সঙ্গে বুঝে-বুঝে চলা লাগে। আপনারা আমার ইচ্ছার এখতিয়ারের মধ্যে থাকলে অনেক কাটান পেয়ে যেতে পারেন। আপনাদেরও ভাল হয়, আমারও উদ্বেগ ও আতঙ্ক অনেখানি কমে।

কিছু সময় পরে খেপুদা আসতেই তাঁকে বললেন—মেদিনীপুর যদি যেতে হয়, তবে একটা জায়গায় গিয়ে বসা লাগে। এক জায়গায় ব'সে তাও (তা) দিতে হয়।

বহিরাগত একটি দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পঁচিশ হাজার যোগার্ঘ্যকারী তাড়াতাড়ি সংগ্রহ ক'রে ফেল। এটা হ'য়ে গেলে আমার যা' করার আরম্ভ করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—Fenn-এর কাছে চিঠি দিয়েছেন তো?

যতীনদা—না, সে এখনও ওখানে পেঁছায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে পেঁছাবার আগেই চিঠি পেঁছে থাকা দরকার, যাতে ওখানে গিয়েই আপনার চিঠি পায়। যে-কোন কাজই করেন, তার মধ্যে time-factor (সময়ের দিক) একটা মস্ত বড় জিনিস। যেখানে, যখন, যে-ব্যাপারে, যার সম্পর্কে যা' করণীয়, সেখানে, তখন, সে-ব্যাপারে তার সম্পর্কে ঠিক তাই করলে একটা tremendous psychological effect (প্রচণ্ড মনোবিজ্ঞানসম্মত ফল) হয়। এইভাবে বুঝে-বুঝে করলে করাগুলি খুব effective (কার্য্যকরী) হয়। Success (কৃতকার্য্যতা)-ও inevitable (অবশ্যম্ভাবী) হ'য়ে ওঠে।

যতীনদা ঋত্বিকী-সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকী তাড়াতাড়ি চারায়ে দেন। ঋত্বিকী হবে ঋত্বিকদের কাজের

metre (মাপযন্ত্র), তা' দিয়ে বোঝা যাবে তারা কতগুলি মানুষকে nurture (পোষণ) দিয়ে actively interested (সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) ক'রে তুলতে পেরেছে। ঋত্বিকীর ব্যাপারে কোন ঋত্বিক্ যেন মনে না করে যে সে নিজের জন্য যজমানদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছে। ঋত্বিক্, যজমান, সমাজ, কৃষ্টি—এই সব দিকের উদ্বর্দ্ধনের জন্যই এই divine dispensation (ভাগবত বিধান)। এটা মানুষের সামনে এইভাবেই তুলে ধরা লাগে। ঋত্বিকীটা যদি চারিয়ে যায়, তাহ'লে অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে যারা ঋত্বিকতার কাজ করতে চায়, তাদের ভাবনার কারণ থাকবে না। কালে-কালে উপযুক্ত ঋত্বিকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। আর, ভাল-ভাল ঋত্বিক্ যত গজায়, সকলেরই তত মঙ্গল। তবে এটা ঠিক জানবেন—ঋত্বিক্‌রা যদি মুখ্যতঃ লোকস্বার্থী না হ'য়ে অর্থস্বার্থী হয়, তাহ'লে লোকও পাবে না, অর্থও পাবে না। যদি গোঁজামিল দিয়ে অর্থ-সমস্যার কোন সমাধান করতেও পারে, তাও তারা ঋত্বিক্ হিসাবে দাঁড়াতে পারবে না। যতই পাক, লোভের দরুন সন্তোষের সন্ধান পাবে না। একটা grumbling (অনুযোগ) নিয়েই চলবে। আর, grumbling greed is the specific symptom of failure (অনুযোগপূর্ণ লোভই হ'লো অকৃতকার্য্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ)।

২৩শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ৯। ১২। ১৯৪৬)

এখানে বেশ শীত পড়েছে। পাহাড়ে দেশ, তাই এখানকার শীতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। শীতটা শুক্‌নো অথচ কন্‌কনে। সবাই বেশ গরম জামা-কাপড় গায় জড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের গায় কিন্তু শুধু আদ্দির ফতুয়া ও চাদর। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বড়ালের বারান্দায় তক্তপোষের উপর পাতা সাদা ধবধবে বিছানায় এসে বসেছেন। পাশে গাড়ু, গামছা, পিকদানী, গড়গড়া, তামাক-টিকে, জলের ঘটি, দাঁতখোটা ইত্যাদি। চৌকীর সামনে নীচেয় তাঁর পাদুকা (কালো চটিজুতা)। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিখুশি হ'য়ে ব'সে আছেন। পর-পর অনেকে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), দুর্গানাথদা (সান্যাল), টাটানগরের এক দাদা এবং আরো কয়েকজন উপবেশন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাছাকাছি বাড়ী কতকগুলি নিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। কোন্ সময় কী অবস্থা দাঁড়ায় বলা যায় না। পরিস্থিতি বুঝে আগে থাকতে হিসাব ক'রে চলা লাগে। বড় খোকাকেও এ-বিষয়ে ক'য়ে রাখবেন।

কেষ্টদা—খোঁজ-খবর নিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—যোগ-অর্ঘ্য-mission (উদ্দেশ্য) ভাল ক'রে চালান।

ওটা হ'লো the life of our country, our community and of every other community (আমাদের দেশ, সম্প্রদায় এবং অন্য সব সম্প্রদায়ের জীবন)। ওর উপরে দাঁড়িয়ে অনেক-কিছু করা যাবে। যে-মানুষগুলি নিষ্ঠাসহকারে এইটে পালন ক'রে চলবে, তা'রা কিন্তু দেশের প্রকৃত asset (সম্পদ্) হ'য়ে উঠবে। আর, যে resources (আর্থিক সম্পদ্) আমদানি হবে, তা' দিয়ে অনেক কাজে হাত দেওয়া যাবে।

কথায়-কথায় বড়াল-বাংলোর সম্পর্কে বললেন—জায়গাটা বেশ হ'য়েছে। একেবারে আশ্রমের মতন। সেই আগের কালের আশ্রম।

টাটানগরের এক দাদা বললেন—শরীর-টরীর খারাপ, কী করব ভেবে পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামের আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে যখন যে-রকম চলা লাগে, চলবি। সদাচার বজায় রাখবি। ধ্যানও সঙ্গে রাখা লাগে। এতে প্রত্যেকটা cell (কোষ) vitalised (প্রাণপুরিত) হ'য়ে উঠবে।

একটি মা আর্ত্তকণ্ঠে বললেন—রোগ, শোক, অশান্তিতে বড় কষ্ট পাচ্ছি, কী করব বাবা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসারে মাঝে-মাঝে ঝড়-ঝাপটা আসেই, তখন খুঁটি খুব শক্ত ক'রে ধরা লাগে। নইলে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। হতাশা ও দুর্ব্বলতায় গা ঢেলে দিলে ঝড়-ঝাপটা ক্ষতি করার যুত পায় বেশী ক'রে। তাতে তো কোন লাভ নেই, সব তাফাল কাটিয়ে বাঁচতেই হবে আমাদের। আর, বাঁচাটা কিন্তু পরমপিতার জন্য। ঐ বুদ্ধি থাকলে মাজায় জোর হয়, বুকে বল হয়। তাই, যেমন থাকবি, যেমন পাবি, তার মধ্য দিয়েই খুশি থাকবার চেষ্টা করবি আর বেকায়দাগুলির সুরাহা করার বুদ্ধি আঁটবি। রোগগ্রস্ত হ'লে ভেবে দেখবি করণীয় যা' তার কী করিস না, কোথায় ফাঁক। ওষুধপত্র খাবি, সদাচার পালবি। পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল যত কাটবে, ততই সব দিক-দিয়ে ভাল থাকবি। নাম খুব করা লাগে। নামের আগুনের জোর যত, ময়লাও কাটে তত। সব অশান্তি ঠিক হ'য়ে আসে, যদি বোঁটা ঠিক থাকে। চেষ্টা দিয়ে অন্তরায়কে অতিক্রম করা—এই-ই তো জীবন। করার ভিতর-দিয়ে না-করাকে অতিক্রম করা—এই-তো কৃতিত্ব। তুই কিছু ভাবিসনে রে মা! ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়া।

সুবোধের (বন্দ্যোপাধ্যায়) মা এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি-খুশি মুখে হাত নাচিয়ে আনন্দের বোল তুললেন—ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্যি বাজে, ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্যি বাজে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখের বিচিত্র ভঙ্গী দেখে উপস্থিত সবাই হেসেই কুটপাট। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরও শিশুর মত সরল হাসিতে ফেটে পড়লেন। বেশ একচোট স্ফূর্ত্তির ঢেউ খেলে গেল।

পরে সুবোধের মা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কাছে বিশেষ না এসে যদি খুব ক'রে নাম করি, তাহ'লে কেমন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেশার জোরে নাম চলে, নামের জোরে নেশা চলে। দুটোই দুটোকে সাহায্য করে। কোনটা বাদ দেওয়া ভাল নয়।

টাটানগরের দাদাটি জিজ্ঞাসা করলেন—সংসারে নানা জনের নানা বুদ্ধি, নানা মত, নানান চাহিদা। এর মধ্যে প'ড়ে কী করি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত পারবি, সবাইকে পূরণ করবি—নিজেকে অক্ষত রেখে, সততাকে সাবুদ ক'রে। কিন্তু চলবি তুই তোর ইষ্টপথে, তাঁরই মতে—অন্যকে না চটিয়ে, কুশলকৌশলে, মিষ্টি ব্যবহার নিয়ে, কিন্তু নিষ্ঠায় নিনড় হ'য়ে। ইষ্টনিষ্ট না হ'লেই মানুষ অব্যবস্থিত হয়, এলোমেলো হয়, কখনো নিজের খেয়ালে চলে, কখনও অন্যের খেয়ালে চলে, চিত্তের কোন স্থিরতা থাকে না। সে নির্ভরযোগ্য লোক হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়ালের বারান্দায়।

সুশীলদা (বসু), হাউসারম্যানদা, অজয়েব সিং প্রভৃতি আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সদাচারের নিয়ম খুব মানতে হয়। যার-তার হাতে খেতে নেই। খাদ্যের ভিতর-দিয়ে মনের সংক্রমণ খুব হয়।

সুশীলদা—কা'রও হাতে খেতে গেলে তার চরিত্রের কোন্-কোন্ দিক্ দেখা প্রয়োজন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ইষ্টপ্রাণ, সদাচারী, দ্বিজ-সংস্কারী, অগম্যাগমন করে না, অকৃতঘ্ন, অপকর্ম্মহীন, অখাদ্যভোজী নয়—ইচ্ছা ও প্রয়োজন-মত তা'র হাতে খাওয়া চলতে পারে। তবে সাধারণতঃ স্বপাকই শ্রেয়।

নোয়াখালি থেকে আগত একটি দাদা ওখানকার ভয়াবহ দাঙ্গার বিবরণ শোনাচ্ছিলেন। শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি গম্ভীর ও বিষাদ-মলিন হ'য়ে উঠলো। নিথর হ'য়ে ব'সে রইলেন। কিছু সময় এইভাবে কাটলো।

খানিকটা বাদে হাউসারম্যানদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যখন বাইরের কা'রও সঙ্গে যাজন করতে যাই, বেশীর ভাগ লোকই দেখি, খুব বাজে কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা' বলবেই। ধৈর্য্য ধ'রে শুনে ওর ভিতর-থেকে কাজের কথার সূত্র বের করতে হয়। এমন decent behaviour (ভাল ব্যবহার) করতে হয়, যাতে charmed (মুগ্ধ) হ'য়ে যায়। Decency is the essence of conscientious adjustment of habits (শালীনতা হ'লো অভ্যাসের বিবেকী নিয়ন্ত্রণের মূল তাৎপর্য্য)।

অজয়েবদার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—He can talk with enthusiastic, rational zeal. He is a very good manipulator (ও যুক্তি ও উদ্দীপনা-পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে কথা বলতে পারে। ও বেশ ভাল লোক-নিয়ন্ত্রক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউসারম্যানদাকে অজয়েবদার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে বললেন। (ওরা দুজনে একসঙ্গে বড়দার বাড়ীতে গোলাপবাগে থাকেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে হাসতে-হাসতে বললেন—You can serve people so long as they are guests but you cannot serve them, when they become your own men. (তোমরা মানুষকে তত সময় সেবা করতে পার, যত সময় তারা অতিথি থাকে, কিন্তু যখন তারা তোমাদের নিজেদের লোক হ'য়ে যায়, তখন আর তাদের সেবা করতে পার না।) একটু পরেই বললেন--By the by, shall I not be able to speak in English ? (ভাল কথা মনে পড়েছে, আমি কি ইংরাজীতে কথা বলতে পারব না ?)

হাউসারম্যানদা—We shall not learn Bengali, if you continue speaking in English in this way (আপনি যদি এইভাবে ইংরাজী বলেন, তাহ'লে আমরা বাংলা শিখতে পারব না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে লাগলেন—পাগল কয় কি ?

সবাই খুশিতে উথলে উঠলেন।

২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ১০। ১২। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর সামনের দিকের বারান্দায় চৌকীতে বসেছেন। বারান্দাটা উত্তরমুখী। শীতের সন্ধ্যায় কনকনে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। তাই, একটা পর্দ্দা টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বারান্দার পূর্বদিকে শ্রীশ্রীবড়মার ঘর। দরজাটা খোলা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় বৌ! আমার ক্ষিদে-ক্ষিদে লাগছে।

শ্রীশ্রীবড়মা হাসিমুখে বললেন—সে তো খুব ভাল কথা। একটু ছানা দেই, খাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন ছানা খেলে রাত্রে কি আবার খেতে পারব ?

শ্রীশ্রীবড়মা—খুব পারবে, অল্প ক'রে একটু খাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যখন বলছ, তখন একটু দাও।

এরপর অল্প একটু ছানা খেলেন।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সহপাঠী বাংলার বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ আসলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাল্যবন্ধুকে পেয়ে মহাখুশি! পরম সমাদরে কাছের একখানি চেয়ারে

বসালেন। প্রীতিপূরিত ললিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন বন্ধুর পানে।

সুরেশবাবুও যেন একান্ত আপনজনকে কাছে পেয়ে পরম তৃপ্ত। উভয়ের চোখে-মুখে আনন্দ ও আবেগের দ্যুতি।

সুরেশবাবু—শুনলাম, তোমার শরীর খারাপ, তাই এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এসেছ। কতদিন এসেছ? এখানে এসে কেমন বোধ করছ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এসেছি তিন-চার মাস হ'লো। শরীর যে খুব কিছু ভাল হ'য়েছে, তা' নয়। তবে এখানকার পরিস্থিতি অনেকটা ভাল। তাই, কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। পাবনায় শেষটা যেন দম আটকামত লাগত। এখানে অন্ততঃ প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা বলতে পারি। যা'-হো'ক, তোমার শরীর কেমন? তুমি ক'দিন থাকবে?

সুরেশবাবু—এতই কাজের চাপ যে মাঝে-মাঝে যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি। আগের মত পেরে উঠি না। তাই, ক'দিনের জন্য একটু বিশ্রামের আশায় ছুটে আসলাম। সত্বরই ফিরে যেতে হবে আবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে বেশী খরচ ক'রে ফেলো না। পরমপিতা করুন, তুমি সুস্থ দেহে প্রিয়-পরিজন ও পরিবেশ নিয়ে, শান্তিতে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক। তোমার মত কৃতী যা'রা, তাদের সুস্থ ও সুদীর্ঘ-জীবনলাভ, দেশের-দশের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন।

সুরেশবাবু—তুমিও কত লোকের একমাত্র আশ্রয়স্থল হ'য়ে উঠেছ। কত লোক তোমার কাছে এসে শান্তি পায়, তোমার উপদেশে সমস্যার সমাধান পায়। তোমার শরীরটা ভাল না থাকলেও বিপদের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, অভাব-অভিযোগ, আপদ্-বিপদ্ এই সব নিয়েই আমার কারবার। কাউকে কোন-না-কোনভাবে কষ্ট পেতে দেখলে আমার ভিতরটা এত affected (বিচলিত) হয় যে তার ফলে শরীরটাও বেহাল হ'য়ে পড়ে। চারিদিকে সবাই খুব ভাল থাকে, ভাল হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে আমার খুব ভাল লাগে।

দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গোঁজামিল দিয়ে ও মানুষের প্রবৃত্তি-চাহিদার কাছে নতি স্বীকার ক'রে, তার সঙ্গে আপোষরফা ক'রে স্বাধীন হ'তে গেলে, সে-স্বাধীনতা সবার জন্য হবে না। স্বাধীনতা পরিকল্পনার মধ্যে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সারা ভারতের প্রতিটি মানুষের সত্তা ও স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার ধান্ধা যদি না থাকে, একদল মানুষকে যদি বরবাদ ক'রে দেওয়া হয়, তাহ'লে সেই স্বাধীনতা আশীর্ব্বাদ না হ'য়ে অভিশাপের মত হ'য়ে উঠবে। দেশ যদি ভাগ হ'য়ে যায়, তাহ'লে কারও পক্ষে সেটা

ভাল হবে না, হিন্দুরও না, মুসলমানেরও না বা অন্য কোন সম্প্রদায়েরও না। সুবিধা যদি কিছু হয়, তাহ'লে যারা ভেদনীতি জীইয়ে রাখতে চায়, তাদেরই হবে। আমরা তাদের ভেদনীতির শিকার হ'য়ে দিন-দিন দুর্ব্বল ও দ্বন্দ্বপরায়ণ হ'য়ে পড়ব। আর, ওরা এবং অন্যান্য শক্তিমান যা'রা, তারা এইটের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যা' করবার তা' করতে ত্রুটি করবে না। তাই, আমি বলি দেশের প্রত্যেকটা সম্প্রদায় ও প্রত্যেকটা মানুষ যদি স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা ব'লে উপলব্ধি করতে না পারে, তাহ'লে সে-স্বাধীনতার মূল্য কী ?

কিছু সময় পরে সুরেশবাবু বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে বললেন—সময় পেলে আবার এসো। তোমাকে দেখলে মনে হয় আমার বয়স যেন অনেক ক'মে গেছে, আবার কৈশোরে হাজির হয়েছি।

২৫শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ১১। ১২। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়ালের বারান্দায় উত্তরাস্য হ'য়ে বসেছেন। হাউসারম্যানদা, অজয়েবদা, শিবশঙ্করদা প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

যাজন-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাজন করতে গিয়ে argumentative (তর্কপ্রবণ) হ'তে নেই, কিন্তু rational (যুক্তিপ্রবণ) হতে হয়। তোমার conception (বোধ)-অনুযায়ী তুমি যদি জোরের সঙ্গে কোন কথা বল, সঙ্গে-সঙ্গে তা'র কারণটাও ধরিয়ে দেবে, যাতে যাজিত যে তা'র বুঝটা ফুটে ওঠে। কেউ যেন এ-কথা না বোঝে যে তুমি জোর ক'রে তার উপর তোমার মতটা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছ। তাতে লাভ হয় না। সব জিনিসের কার্য্যকারণ যত পরিষ্কার ক'রে জলের মত ধরিয়ে দেওয়া যায়, তত মানুষের ignorance (অজ্ঞতা) কাটে, মানুষ light (আলো) পায়। নিজেরও উপকার হয় ওতে। ঐ-রকমভাবে যাজন করতে-করতে নিজেরও faith (বিশ্বাস) deeper (গভীরতর) হয় with deeper solution, adjustment and conviction (গভীরতর সমাধান, নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়সহ)। ইষ্টানুরাগও বেড়ে ওঠে ওতে। যাজন ইষ্টানুরাগের লক্ষণও বটে, অনুশীলনও বটে। যা'রই অনুশীলন করা যায়, তাই-ই বেড়ে ওঠে।

অজয়েবদা—কা'রও যদি ইষ্ট না থাকে এবং সে যদি মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে এবং সেবা করে, তাতে ক্ষতি কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে না দাঁড়ালে নিজেকেই ঠিক-ঠিক ভালবাসা ও সেবা করা যায় না, আর, অন্যকে ঠিক-ঠিক ভালবাসা ও সেবা করা তো অনেক দূরের কথা।

প্রবৃত্তির উর্দ্ধে উঠতে গেলে চাই ইষ্ট-সংন্যস্ত হওয়া। তখন নিজেরও উপকার করা যায়, অন্যেরও উপকার করা যায়। বৃত্তিবিলোল ভালবাসায় কা'রও কোন ফয়দা হয় না। ওর মধ্যে distortion (বিকৃতি) ঢোকেই। Distorted love is no love and sublimated love is real love (বিকৃত প্রীতি প্রীতি নয় এবং ভূমায়িত প্রীতিই প্রকৃত প্রীতি)। Sublimated love (ভূমায়িত প্রীতি) মানে সেই love (প্রীতি) যা' ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে ইষ্টার্থ সার্থকতায় ক্রমান্বয়ী প্রসারণা লাভ করে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাজন করতে গিয়ে সবার সঙ্গে এক ধাঁজে কথা বললে ঠিক হয় না। কা'র receiving capacity (গ্রহণক্ষমতা) কতখানি, সেইটে আঁচ ক'রে নিয়ে কথা বলতে হয়। আবার, ভাল brain (মস্তিষ্ক) থাকলেই যে সব সময় ভাল কথা ধরতে পারে, তা' কিন্তু নয়। এক সঙ্গে ভাল brain (মস্তিষ্ক) ও ভাল instinct (সহজাত-সংস্কার) থাকলে, তবেই সত্তাপোষণী fine analysis (সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ)-গুলি মাথায় নিতে পারে। যা'র প্রকৃতি ও চাহিদা যেমনতর, সে তেমনতর জিনিসেরই সমর্থন খোঁজে। তা'র brain-power (মস্তিষ্ক-শক্তি) applied (প্রযুক্ত)-ও হয় ঐ channel-এ (প্রণালীতে)। তাই instinct (সহজাত-সংস্কার) ও nature (প্রকৃতি) বুঝে কথা কওয়া লাগে।

হাউসারম্যানদা—আপনি instinct (সহজাত-সংস্কার)-এর উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু instinct (সহজাত-সংস্কার)-ও তো কালক্রমে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Instinctive make-up (সহজাত-সংস্কার-সম্পন্ন সংগঠন) সাধারণতঃ নষ্ট হয় না। ধর, এক সময় হয়তো কপি ছিল না, কোনরকম আগাছাকে হয়তো রকমারির ভিতর-দিয়ে দীর্ঘকাল চেষ্টার ফলে কপির রূপ দেওয়া হয়েছে, কপির কপিত্ব stable (স্থায়ী) হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত হবার পর nurture (পোষণ)-এর অভাবে কপি খারাপ হ'তে পারে, কিন্তু আগাছায় ফিরে যাওয়া প্রায় সম্ভব নয়। সাধারণতঃ জন্মগত জৈবী-সংস্থিতি অর্থাৎ জাত যে তার জনম-ছাপ বা জাতি পরিণয়গত ব্যত্যয় ছাড়া বদলায় না।

২৬শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩ (ইং ১২। ১২। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমগাছের তলায় এসে বসেছেন পশ্চিমাস্য হ'য়ে। অস্তগামী সূর্য্যের রঙ্গীন আভা এসে পড়েছে তাঁর মুখে। হাউসারম্যানদা, অজয়েবদা, রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), প্যারীদা (নন্দী), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), মহিমদা (দে),

বিমলদা (মুখোপাধ্যায়), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

হাউসারম্যানদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কিছু-কিছু নীতিবাদী লোক দেখা যায় যা'রা কিছুতেই ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে উঠতে পারে না, বরং তারা তাদের মাপকাঠিতে ইষ্টকে বিচার করে। সমাজে এদের সাধুলোক ব'লে খ্যাতি আছে। লোকে তাদের শ্রদ্ধা করে। সেই শ্রদ্ধার সুযোগ নিয়ে তারা কিন্তু লোককে বিভ্রান্ত ক'রে থাকে। এই কাজ কি কখনও ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টনিষ্ঠা, ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ধান্ধা যাদের নেই, তারা যতই নীতিবাদী হো'ক, আদতে তা'রা প্রায়শঃ আত্মপ্রতিষ্ঠার বালাই নিয়ে ঘোরে। আর, তার পরিপোষণ যাতে হয়, তাই-ই করে। So unknowingy they invite dangers to the community (সুতরাং অজ্ঞাতে তারা সমাজের বিপদ ডেকে আনে।)

হাউসারম্যানদা—আপনি যদি ইংরেজী বলেন, তাহ'লে আমার বাংলা না শিখলেও চলবে। আপনার কথা বোঝার জন্যই তো আমার বাংলা শেখা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু শেখা ভাল। Language (ভাষা) যত জানা যায়, ততই culture (কৃষ্টি)-গুলির সঙ্গে acquainted (পরিচিত) হওয়া যায়।

অজয়েবদা—আপনি যা' বলেন, তাতে একাধিক বিবাহ করবার মত যোগ্যতা খুব কম পুরুষেরই আছে। এমতাবস্থায় পুরুষের একাধিক বিবাহ যদি একেবারে নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়, সেইটেই কি বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে ভাল নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষের বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়াটা হ'লো dangerous (বিপজ্জনক) both for the present and the future (বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য)। অন্য সব দিক বাদ দিয়েও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যদি বজায় রাখতে হয়, তাহ'লেই বহু বিবাহের প্রচলন রাখা প্রয়োজন। পুরুষ সবর্ণ বিয়ে না ক'রে যদি অনুলোম অসবর্ণ বিয়ে করে, তাহ'লে তা'র বর্ণ ও বংশোচিত original pure strain (মৌলিক বিশুদ্ধ ধাঁজ)-টা সন্ততিধারার মধ্যে maintained (রক্ষিত) হবে না। সেটা সমাজের পক্ষে একটা loss (লোকসান) বিশেষ। সবর্ণ বিয়ের ভিতর-দিয়ে মূলটা ঠিক রেখে, বিশেষ ক্ষেত্রে অনুলোমক্রমে পুনর্ব্বার বিবাহ করলে একটা variety (বৈচিত্র্য) বাড়বে, কিন্তু বংশের সবর্ণ সন্তানের মূল ধাঁজটা নষ্ট হবে না। আর, জাতটাকে যদি আমরা একগাট্টা ক'রে তুলতে চাই, তাহ'লে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ কিন্তু অন্যতম অপরিহার্য্য প্রয়োজন। আমাদের ঋষিরা যে ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, তা' কিন্তু বিজ্ঞান বাদ দিয়ে নয়। তাঁরা ছিলেন সর্ব্বদর্শী, কোন

দিকই তাঁদের নজর এড়াত না।

ঋত্বিক্‌সঙ্ঘের কাজ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার firm conviction (দৃঢ় বিশ্বাস), চারটে লোক যদি up and doing হ'য়ে (উঠে-প'ড়ে) লাগে, তবে কাজের জন্য হাজার লোক জোগাড় করতে পারে। তোমরা কি বুঝতে পার না—আমার অবস্থা কত painful (বেদনাদায়ক) ? আমার ভয়ানক কষ্ট, লোকের দুঃখ, দুর্দ্দশা ও বিপদের কথা ভেবে আমার suffocating (শ্বাসরুদ্ধ) মত মনে হয়। আমার মনে হয়, কলকাতা থেকে দেওঘর পর্য্যন্ত দুখানি Inter-class monthly ticket (মধ্যম শ্রেণীর মাসিক টিকেট) ক'রে নাও, এবং সর্ব্বদা ঘোরাফেরা করা ও মানুষকে চেতানর তালে থাক, তবে ভাল হয়। এখনও যোগ-অর্ঘ্যের বইগুলি ছেপে আসলো না, সবাই বইগুলি নিল না, এত dilatory habit (দীর্ঘসূত্রী অভ্যাস) হ'লে কি আগন্তুক সমূহ-বিপদের বিরুদ্ধে বজ্রকপাট এঁটে নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় ক'রে তোলা যায় ? একটুখানি সময় আমাদের হাতে আছে, এরই মাঝে সেরে নিতে হবে।

২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৫৩ (ইং ১৩। ১২। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশথতলায় চৌকিতে রোদ-পিঠ ক'রে শুয়ে আছেন। নীচে পাথরঢালা বেদীর উপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি ব'সে আছেন।

কেষ্টদা কাগজ প'ড়ে শোনাচ্ছেন।

একজন নেতা বর্ণ-বিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন। কেষ্টদা সেইটে প'ড়ে শোনাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রসন্ন হ'য়ে মন্তব্য করলেন—যত সব irrational (অযৌক্তিক) কথা। ছাগলের পেটে গরু হয় না, গরুর পেটে ছাগল হয় না। ল্যাংড়া গাছে ফজলি হয় না, ফজলি গাছে ল্যাংড়া হয় না। এ-সব হ'লো স্বতঃসিদ্ধ কথা। প্রত্যেকেই জানে যে পিতৃপরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য ও কুলগত সংস্কারের ছাপ নিয়েই মানুষ জন্মে থাকে। জন্মবৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী জাতি-বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয়। এই অকাট্য fact (তথ্য)-এর বিরুদ্ধে যে এত জেহাদ ঘোষণা করে, তার কারণ তারা ভাবে যে ঐটেকে স্বীকার করলে disintegration (বিভেদ)-কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু যতই একাকার করতে চেষ্টা করুক common Ideal (সম আদর্শ) না থাকলে, স্বার্থান্ধতা, হীনম্মন্যতা, অহমিকা ও ঈর্ষ্যার অপসারণ না হ'লে disintegration (বিভেদ) যে দিন-দিন বাড়তে থাকবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অজান মানুষ যদি কোথাও লোকের ভাগ্য-নিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়ায়, তাদের ভাগ্য যে তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে চলবে

তা' অতিনিশ্চয়। আমি থাকি বা না-থাকি, কালে-কালে দেখবেন আমি যা' বলছি, তার প্রতিটি কথা অক্ষরে-অক্ষরে ফ'লে যাবে।

একজন পাচক এসে প্রণাম ক'রে বললো—ঠাকুর, আমি বড়বাবুর বাড়ী যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—হ্যাঁ! খুব ভাল। যাও, খুব প্রাণ দিয়ে সেবা করবে সবাইকে। সাহেব আছে, অজয়েব আছে, এমনভাবে সেবা করা লাগে, যাতে তোমার মমতা জীবনে কখনও না ভুলতে পারে। সেবা করবি, সঙ্গে-সঙ্গে যাজন করবি। ইষ্টভৃতি করিস তো?

পাচক—মাইনে না পেলে করতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ঐ ব্যবস্থা ঠিক রাখা লাগে।

একজন ঋত্বিক্-সঙ্ঘের কর্ম্মী হবেন ব'লে মনস্থ করেছেন। কিভাবে চলতে হবে, সে-সম্বন্ধে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-কে প্রশ্রয় দিও না, কথায় আর কাজে যেন মিল থাকে, আত্মস্বার্থী হ'য়ো না, অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রেখো, বাস্তবে যাকে যতখানি পার সেবা ক'রো। দুর্ব্বলতার দরুন compromise (আপোষ) ক'রো না কা'রও সঙ্গে। আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সৎসঙ্গের সম্বন্ধে অবাঞ্ছনীয় মন্তব্য শুনলে immediately (তৎক্ষণাৎ) majestic resistance (মহত্বপূর্ণ প্রতিরোধ) দিতে হয়। অর্থলোভী হবে না, কিন্তু তাই ব'লে দীক্ষাটাকে এমন খেলো ক'রে তুলবে না, যাতে দক্ষিণাদানের আগ্রহটা মানুষের শ্লথ, সঙ্কুচিত ও স্বল্পায়মান হ'য়ে ওঠে।·········ঋত্বিক্ পদবী খুব বড় পদবী। অত বড় গৌরবজনক পদ আর নেই, গৌরবজনক পদে আসীন যে হবে, তা'র চরিত্র যদি গৌরবজনক না হয়, তাহ'লে তা' বড় পরিতাপের কথা। এইটুকু জেনো, তোমার ভিতর আগুন না থাকলে কা'রও ভিতরে অভ্যুদয়ের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারবে না।

একটু থেমে বললেন—যখনই ঠাকুর-বাড়ী থেকে নেবার ইচ্ছা জাগে, তখনই ফতুর হবার পূর্ব্বাভাস, আর, দারুণ দুরবস্থার মধ্যেও যদি ইষ্টকে দেবার ধাঁধায় যা' পারে দিতে থাক—প্রত্যাশাশূন্য হৃদয় নিয়ে, তবে তার দুঃখ ঘুচলো ব'লে। নিষ্কামভাবে ইষ্টের জন্য যে করে, তাঁকে যে দেয়, তার ভিতর অফুরন্ত শক্তি ও যোগ্যতা জেগে ওঠে। সে কিছুতেই নষ্ট পায় না। তাই, গীতায় কেষ্টঠাকুর বলেছেন—'কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (হে কুন্তিপুত্র! নিশ্চয় জেনো আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।) এইতো টুকটাক, এইটুকু observe (পালন) করলে বিরাট মানুষ হ'য়ে যাবে। এর মধ্যে কেরদানি বেশী কিছু নেই। আর, চলতে-চলতে নাম ক'রো। ঋত্বিকের দীক্ষা দিতে গিয়ে অনেকখানি শক্তি খরচ হ'য়ে যায়। সর্ব্বদা নাম করতে

থাকলে তা'র পূরণ হ'য়ে যায়। তা' ছাড়াও রোজ দুবার নিয়মিতভাবে একক্রমে বেশ কিছু সময় নামধ্যানে বসবে। সৎসঙ্গীদের বাড়ীতে গিয়েও এটা নিষ্ঠাসহকারে করবে। তাতে তাদের মধ্যেও ঐ habit (অভ্যাস) imparted (সঞ্চারিত) হবে। লোক-শিক্ষক যা'রা তাদের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা লাগে, যা'তে লোকের কল্যাণ হয়। আত্মনিবেদন জিনিসটা কথা নয়, করা। ঋত্বিক্ ক'রে দেখাবে—ইষ্টের কাছে আত্মনিবেদন করা কাকে বলে। তার প্রতি মুহূর্ত্তের চলাবলা হবে ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত।

শঙ্করের মতবাদ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, শঙ্করকে খণ্ডন না ক'রে শঙ্করকে rationally (যুক্তিযুক্তভাবে) explain (ব্যাখ্যা) করার চেষ্টা করা ভাল। মায়া মানে measured infinite (সীমায়িত অসীম), একেই অন্য কথায় বলা যায় পরিবর্ত্তনীয় সৎ। অপরিবর্ত্তনীয় সৎকে যদি মানি, তাহ'লে পরিবর্ত্তনীয় সৎকেও মানতে হবে। পরিবর্ত্তন আছে ব'লে সৎটা নস্যাৎ হ'য়ে যাচ্ছে না। পরিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়েও সতের অস্তিত্বই ব'য়ে চলেছে। এই পরিবর্ত্তন আছে বলেই বৈচিত্র্য আছে, লীলা-মাধুর্য্য আছে, আছে গতিশীল উপভোগ। নইলে সব static (স্থিতিশীল) হ'য়ে যেত। আগ্রহ, আবেগ, চেষ্টা, রসকস কিছুই থাকত না। জগৎ মানে যা' এগিয়ে চলে। সংসার মানেও তাই। যা'র ক্রিয়াশীল সত্তা আছে, তা' কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। অধ্যাস মানেও ভ্রান্তি নয়। অধ্যাস বলতে আমি বুঝি অবলম্বন ক'রে থাকা। কোন-কিছুরই নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মসত্তায় সত্তায়মান হ'য়ে তাকে অবলম্বন করেই যা'-কিছু টিকে আছে। কথাগুলি এইভাবে নিলে আমার মনে হয় কোন অসুবিধা হয় না। আমি তো শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়িনি, নিজের বাস্তব অনুভব ও বোধে যা' বুঝি, তা' এমনতর।

একজন লোক নানারকম অজুহাত দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে মাঝে-মাঝেই টাকা নেয়। সে মিথ্যা ক'রে যে-প্রয়োজনের কথা বলে, তাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সহানুভূতির সঙ্গে সাড়া দেন।

সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—আপনি জেনে-শুনেও যেন নিজেকে ঠকতে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমার কথা কন কেন? আমার ব্যাপার হ'লো—কে কিরমক লোক তা' বোধহয় আমি বুঝি এবং জানিও, কিন্তু সেই বুঝ ও জানাটাকে আমি নির্ভুল ব'লে বিশ্বাস করি না। মনের জানাটা বাইরে প্রত্যক্ষ দেখা নয় ব'লে আমল দিই না, বাইরে দেখলেও নিজেকে সন্দেহ করি। সাবধান হ'তেও কষ্ট হয়, তখন মনে হয় মানুষটাকে বোধহয় অযথা খারাপ ব'লে ভাবছি। যতটুকু দেখেছি তাতে

হয়তো ওকে ভাল ক'রে দেখা হয়নি। লোকটা হয়তো সত্যিই ভাল। আমার দেখাটা হয়তো সম্পূর্ণ নয়। লোককে ভাল ব'লে ভাববার পক্ষে, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার পক্ষে যতরকম যুক্তি ও আবেগ তাই-ই আমার কাছে রুচিকর মনে হয়। তাই, আমার স্বভাব আপাতদৃষ্টিতে ঠকাটাকেই বরণ ক'রে নেয়। অবশ্য আমারও যে লাভ-লোকসানের বোধ একেবারে নেই, তা' নয়। অনেক ঠকা ঠ'কেও একটা মানুষকে যদি আমি পাই, সেইটেই মস্ত লাভ আমার কাছে। তবে এই চেষ্টা প্রায়ই নিষ্ফল হ'য়ে ওঠে। কারণ, আমি যার জন্য যতই করি না কেন, সে যদি আমার জন্য না ক'রে, তাহ'লে আমার উপর তার টান গজায় না। বরং আমার কাছ থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা প্রবল হয়, না-পেলেই ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। তবু আমি মানুষ-সম্বন্ধে আশা ছাড়ি না, করা ছাড়ি না, যদি বিড়ালের ভাগ্যে হঠাৎ শিকে ছিঁড়ে পড়ে, হঠাৎ যদি কখনও আমার উপর তার মমতা জন্মায়। এইজন্যই বোধহয় ভৃগুর কোষ্ঠীতে আমার সম্বন্ধে আছে 'অত্যন্ত জ্ঞানী, অত্যন্ত মূর্খ'।

নবাগত একজন বললেন—ভাল হওয়া বড় কঠিন কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—উল্টো কথা বলছেন। ভাল হওয়াটাই সোজা, মন্দ হওয়াটাই কঠিন। মানুষ যদি জানত মন্দ ক'রে তার ঠেলা সামলাতে হয় কত দিন, কত ভাবে ও কত জনে মিলে, তাহ'লে নিশ্চয়ই মন্দ করা সম্বন্ধে সাবধান হ'তো। সে-সম্বন্ধে বোধ নেই ব'লে, জ্ঞান নেই ব'লে বেকুবের মত খারাপ পথে চলে। মনে করে ঐটেই সহজ পথ।

প্রশ্ন—মানুষের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ তা' বোঝা যাবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা সর্ব্বদা ভাল কয় ও ভাল করে তারাই প্রকৃত ভাল মানুষ। স্বার্থের খাতিরে লোকদেখান রকমে ভাল কয় ও ভাল করে, অন্য সময় যেমন খুশি তেমনি বলে ও চলে, তাদের প্রকৃতি কিন্তু ভাল নয়। যা'রা ভাল বলে, কিন্তু করে খারাপ, তা'রা কপট প্রকৃতির লোক। যা'রা বলে খারাপ, করেও খারাপ, তাদের প্রকৃতিই খারাপ। যে বলে খারাপ, করে ভাল, সে ভাল হ'লেও ভালর দিক্‌ দিয়ে কিছুটা ন্যূন।

২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫৩ (ইং ১৫।১২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থতলায় এসে বসেছেন। রবিদা (ব্যানার্জ্জী), ঈষদা-দা (বিশ্বাস), বীরেনদা (মিত্র), রাজেনদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস) প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি অনেক ভেবে-চিন্তেই পঁচিশ হাজার যোগ-

অর্ঘ্যকারী যোগাড় করার কথা বলেছি। অন্তর-বাহিরের সুনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের দিকে লক্ষ্য রেখে যারা এই ব্রত আজীবন অস্খলিতভাবে পালন ক'রে চলবে, তা'রা হবে divine leaven of society (সমাজের দিব্য দম্বল)। তাদের দ্বারা বহু মানুষ ইষ্ট-কৃষ্টির দিকে প্রভাবিত হবে। শ্রদ্ধা, উৎসর্গবুদ্ধি, সংযম, সেবাপ্রাণতা, নিরভিমানত্ব, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ যেখানে মানুষ দেখে, সেখানে আপনিই তা'র মাথা নত হ'য়ে আসে। তাই বলি, তাড়াতাড়ি এটা ক'রে ফেল। এটা successful (সফল) হ'লে দেশ বেঁচে যাবে। দেশের মধ্যে সকলেই আছেন। তুমি আমিও আছি। কা'রও কোন ভাবনা থাকবে না। অনেক-কিছু সমস্যারই সুরাহা হবে। Palliative treatment-এ (উপশমকারী চিকিৎসায়) কাজ হবে না, চাই radical treatment (আমূল চিকিৎসা)। কতকগুলি গলদ পুষে রেখে ধামাচাপা গোছের আশু কাজ চালানর মত যে-সব সমাধান করা হয়, তাতে সমস্যাগুলির কিন্তু জট পাকিয়ে ওঠে, কাজের কাজ কিছু হয় না। শয়তানিকে স্তব্ধ ক'রে দিতে না পারলে, প্রেমবিলাস কাজের হয় না। চৈতন্যদেব যদি ক্রোধ না দেখাতেন এবং দোষী যদি অনুতপ্ত হ'য়ে তাঁর পায় না পড়তো, তবে ফল হ'তো না। হিন্দু মুসলমানকে মারে, সেও ভাল নয়, মুসলমান হিন্দুকে মারে সেও ভাল নয়। সত্তাক্ষয়ী যত রকম ধাঁজ, ধরণ ও প্রবণতা আছে, তা'র নিরসন করা লাগে। তা' না ক'রে কা'রও অসুস্থ মনোবৃত্তি ও ভীতির কাছে যদি নতি স্বীকার ক'রে চলা যায়, তা'র শেষ নেই কোথাও। তাতে অপরেরও সর্ব্বনাশ, নিজেদেরও সর্ব্বনাশ। আজকাল রকম হ'য়েছে এমন যে হিন্দু-সংহতির কথা বললেই অনেক মনে করে যে communalism (সাম্প্রদায়িকতা) প্রচার করা হ'চ্ছে। হিন্দু যদি তা'র ধর্ম্মের ভিত্তিতে সংহত হয়, সেই সংহতি পৃথিবীর প্রত্যেকটি সম্প্রদায়েরই সত্তাসম্বর্দ্ধনী স্বার্থের পরিপোষক হবে। আর সেটা কি অবাঞ্ছনীয় কিছু? চাই প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অধর্ম্ম যা' তা'র নিরোধ ও নিরসন। আমি বলি—হিন্দু প্রকৃত হিন্দু হো'ক, মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হো'ক, খ্রীষ্টান প্রকৃত খ্রীষ্টান হো'ক। তাহ'লেই গ'ড়ে উঠবে, প্রকৃত সাম্প্রদায়িক ঐক্য। কারণ, ধর্ম্মচক্ষুতে সবাই এক, আর ধর্ম্ম কখনও এক বই দুই নয়। নিষ্ঠাহারা উদারতা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও আপোষরফায় জাহান্নমের পথই প্রশস্ত হবে। ধর্ম্মের উপর না দাঁড়ালে অধর্ম্মই প্রবল হ'য়ে আমাদের গলা টিপে মারতে চাইবে।

আশ্রমের নবগঠিত কলেজের (মনোমোহিনী ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনলজি) ছাত্রেরা অনেকেই এখানে চ'লে এসেছে। কলেজ-সম্বন্ধে কী করা হবে সেই-সম্পর্কে প্রফুল্ল জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখান থেকে যদি কেউ না যায়, ওখানে যা'রা আছে তাদেরই

ভাল ক'রে পড়াও। এমনভাবে পড়াও যাতে তারা stand করতে পারে (উপরের দিকে স্থান রাখতে পারে)। আমার মায়ের নামে কলেজ, ঐ কলেজের উপর আমার একটা sentiment (ভাবানুকম্পিতা) আছে।

টাটানগর থেকে আগত একজন Refugee-relief-co-ordination incharge (উদ্বাস্তুদের সাহায্যকারী সমিতির সমন্বয়ী কর্ম্মকর্ত্তা)-কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— Disaster (বিপর্য্যয়)-কে impossible (অসম্ভব) ক'রে তোল। সবাই বেঁচে থাকুক। Life (জীবন) enjoy (উপভোগ) করুক। ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ এক-বার্ত্তাবাহী, জীবনপ্রীতিও এক বই দুই নয়। কেউ মরতে চায় না। তাই, পার তো মরণ ও মারণকে রোধ ক'রে দাঁড়াও।

৩০শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫৩ (ইং ১৬।১২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশথতলায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুরেনদা (পাল), নলিনীদা (মিত্র), সুধীরদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি কাছে আছেন।

সুরেনদা প্রশ্ন করলেন—Surrender (আত্মসমর্পণ) কেমনভাবে ঠিক-ঠিক হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Be surrendered and have surrender (নিজেকে সমর্পণ কর এবং আত্মসমর্পণের অধিকারী হও)। যে চায়, একলহমায় তার unrepelling surrender (অচ্যুত আত্মসমর্পণ) হ'য়ে যায়। যা'র হয় তা'র কোন লেহাজ থাকে না কোন্ ফাঁকে কেমন ক'রে হ'লো। মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর ঘরকে আপন ক'রে নেয়, তার পিছনে কি কোন কসরৎ থাকে ? মনে একটা মেনে নেওয়া থাকে, সেই-অনুযায়ী চলা, বলা, করা থাকে। তার ভিতর-দিয়েই একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দানা বেঁধে ওঠে। চাই unrepelling attitude and adherence (অচ্যুত মনোভাব এবং অনুরাগ)। তা' থেকে আসে urge (আকুতি), urge (আকুতি) থেকে আসে energy (শক্তি), energy (শক্তি) materialised (বাস্তবায়িত) হয় activity-তে (কর্ম্মে)। Energy এবং urge (শক্তি এবং আকুতি)-এর velocity (গতিবেগ) অনুযায়ী motion and output of work (কাজের গতি এবং উৎপাদন) হয়।

কেষ্টদা একখানা ভাল উপন্যাস পড়ছেন। সেই-সম্বন্ধে গল্প ক'রে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জীবন-সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপক experience ও insight (অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি) না থাকলে ভাল novel (উপন্যাস) লেখা যায় না। যে পারম্পর্য্যবোধ, যে কার্য্যকারণজ্ঞান, যে psychological acumen (মনো-

বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্মদর্শিতা) থাকলে লেখার ভিতর-দিয়ে সমাজকে শুভে উদ্বুদ্ধ ও উদ্যুক্ত ক'রে তোলা যায়, তার স্ফুরণই হয় না, লেখক নিজে যদি আদর্শনিষ্ঠ, সঙ্গতিশীল জীবনচর্য্যায় অভ্যস্ত না হন। কোন্ action-এ (কাজে) নিজের ও অন্যের মনের উপর কী effect (ক্রিয়া) হয় এবং কোন্ mental effect (মানসিক ক্রিয়া) কিরকম action (বাহ্য ক্রিয়া) সৃষ্টি করে—তার realistic picture (বাস্তব চিত্র) ফুটিয়ে না তুলে যদি কতকগুলি frothy emotional effusion (ফেনান ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস) সৃষ্টি করা যায়, তেমনতর লেখায় কিন্তু লোকের উপকার হয় না।

জনসাধারণের দুর্গতি-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদল লোকের পেশাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে লোককে দুর্বিপাকে ফেলে তার সুযোগ গ্রহণ করা। ভালমানুষী মুখোসপরা এই সব মতলববাজ আড়কাঠিরা স'রে দাঁড়ালে মানুষ অনেক ভাল থাকতো।

নলিনীদা মহাত্মাজীর নোয়াখালি-পরিভ্রমণ ও শান্তি-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য ও চেষ্টা দুই-ই ভাল। কিন্তু দুষ্ট লোকের উপর এর প্রভাব কতখানি হবে তাই-ই ভাববার। অসৎকে দমিত, শাসিত, নিয়ন্ত্রিত ও নিরস্ত করবার মত শক্তি যদি আমরা আয়ত্ত করতে না পারি, তবে শুধু প্রীতিকথায় সবার মনের পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে—এমনতর আশা করা বৃথা। আবার, শক্তি আছে প্রীতি নেই, তাতেও হবে না। শক্তির পিছনে মঙ্গলবুদ্ধি না থাকলে অযথা লোক-পীড়ন হ'তে পারে। বুদ্ধি থাকবে অপ্রয়োজনে একটা পোকামাকড় বা টিকটিকিও যেন আহত বা নিহত না হয়। কিন্তু অন্যকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করবার লালসা যাদের উদগ্র, তারা যেন এইটুকু বোঝে যে অমনতর কিছু করতে গেলে সমাজের জাগ্রত ন্যায়দণ্ড তাদের রেহাই দেবে না। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সারা দেশের মধ্যে সৎ-সংহতি বাড়াতে হবে। সেই সংহতির কাজ হবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। আমি বলি—make misery materially impossible (দুঃখকে বাস্তবে অসম্ভব ক'রে তোল)। এর জন্য চাই মানুষ, চাই অর্থ, চাই সংগঠন। যোগ-অর্ঘ্যের target-এ (লক্ষ্যে) reach করতে (উপনীত হ'তে) পারলে অনেক কাজই সহজ হ'য়ে উঠবে।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোসের সুরে বললেন—কতজনে আপনারা আসলেন—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কারিৎকর্ম্মা-লোক, কিন্তু কৈ কেউ তো আপনারা বললেন না—ঠাকুর! কোন ভাবনা নেই, আমরা ক'রেই ফেলব তাড়াতাড়ি। মুর্শিদাবাদের গোয়ালা যেমন ব'লে গেল, তেমন তো কেউ বললেন না আপনারা। আপনাদের

অনেক হিসেব, অনেক বিচার-বিবেচনা, অনেক করণীয় অনেক পিছুটান। এমন বিচ্ছিন্নমনা হ'লে কিন্তু পোষাকী আলাপ-আলোচনা করা ছাড়া কাজের কাজ কিছু ক'রে ওঠা মুশকিল।

সুরেনদা—আমাদের অনেকের ইচ্ছা থাকলেও পারি না। পরিবার-পোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনের কথা ভাবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাতছানি দিয়ে উদাত্তকণ্ঠে বললেন—Come with me, I shall make you fishers of men (আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাদের মানুষের জেলে ক'রে দেব)। তাতে যে টাকা হয়, সে-টাকার তুলনা হয় না। অল্প বেশী যাই আসুক, তার প্রতিটি কণা শ্রদ্ধা-মাখান পূত অর্ঘ্য-বিশেষ। ওতে খুদ-কুড়ো যা' জোটে, তাই খেয়েই জীবন দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। আমাকে দেখলেই হয়। আমাকে মানুষ যা' দেয় স্বতঃস্বেচ্ছভাবে প্রাণের টানে দেয়। চোর-ডাকাতও যদি দেয়, সেও হৃদয় দিয়ে দেয়, আর বলে—'আমার যেন আর গর্হিত কর্ম্ম করা না লাগে'। এই দেওয়ার পথে তার অপকর্ম্মের পর্য্যন্ত নিরসন হয়। আমাকে যা' দেয়, তাতে আমার হেউঢেউ হ'য়ে যায়। আরো কতজন খেয়ে বাঁচে। আমি তো নাঙ্গা সন্ন্যাসী না। সংসারী মানুষ। বালবাচ্চা, নাতিপুতি সব আছে। পরমপিতার সেবায় যদি লাগেন, পরমপিতার দয়ায় আমাকে যেমন লোকে দেয়, আপনাদেরও তেমনি কত দেবে। অবশ্য enticement (প্রলোভন) ভাল নয়। নামতে হ'লে নামতে হয় সব অবস্থার জন্য রাজী থেকে। প্রত্যাশাশূন্যতাই পরমপিতার দয়ায় আমাদের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেয়। আমরাই তো আমাদের লোভাতুর চালচলন দিয়ে, সেবাবিমুখতা দিয়ে, স্বার্থপরতা দিয়ে রুদ্ধ ক'রে রাখি আগমের পথ।

কেষ্টদা—আমাদের খেয়াল থাকে না যে কোন্‌টা মুখ্য এবং কোন্‌টা গৌণ কর্ম্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন প্রধান কাজ হ'লো—এমন একটা common platform (অভিন্ন মঞ্চ) create (সৃষ্টি) করা যেখানে সব ধরণের মানুষ তাদের বৈশিষ্ট্য ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী প্রয়োজনের আপূরণার ভিতর-দিয়ে মিলিত হ'তে পারবে। আমাদের initiation-টা (দীক্ষাটা) এমন জিনিষ যে কাউকে ভাল কিছুই ত্যাগ করতে হয় না। সৎ-অনুশীলনের যা'তে আরো পুষ্টিপ্রবর্দ্ধনা হয়, তার জন্যই এই initiation (দীক্ষা)। এর ভিতর-দিয়ে সংহতি, শক্তি, পারস্পরিকতা ও অমঙ্গল-নিরোধী পরাক্রম ও প্রস্তুতি যে কী পরিমাণে বেড়ে যেতে পারে, তা' যত করবেন, তত ঠিক পাবেন। শুধু দীক্ষা দিলে হবে না, প্রত্যেকটি দীক্ষিতের পিছনে লেগে থেকে তাকে তৈরী ক'রে তুলতে হবে যা'তে সে deficiency (খাঁকতি)-গুলি make up (পরিপূরণ) ক'রে দক্ষতায় দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। ক্রমাগত positive push (বাস্তব ধাক্কা) দিতে

থাকুন। করা কম, কথার বহর বেশী, তা'তে কিন্তু মানুষ ঢিলে হ'য়ে পড়ে।

নলিনীদা—বহু বিশিষ্ট লোককে দেখা যায়—শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা কিছু ধ'রতে বা ক'রতে চান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের ধরণ ও করণ শিষ্ট নয়, তাদের বিশিষ্ট আখ্যায় আখ্যায়িত করা বৃথা। তারা তথাকথিত হোমরা-চোমরা হ'তে পারে, কিন্তু প্রকৃত বিশিষ্ট নয়। যারা শ্রদ্ধাহারা, তারা সত্যই নিঃসম্বল। 'কাজ নাই সখি তাদের লইয়া বাহিরে থাকুক তা'রা'। তাই ব'লে ওদের কাছে যাবেন না, তা' বলছি না। ওদের বাঁচাবার জন্যই ওদের কাছে যেতে হবে—তা' তা'রা হোমরা-চোমরাই হো'ক বা চুণোপুঁটিই হো'ক। তবে শ্রদ্ধাহীন মানুষের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করবেন না। (একটু থেমে সস্নেহে বললেন)—নলিনীদা! আপনি লোকের ভাল করতে গিয়ে জীবনে disaster (বিপর্য্যয়) কম বরণ করেননি। তার বহু ভাগের একভাগ হ'লে অনেক কাজ হ'য়ে যায়, যদি নিষ্ঠাসহকারে এই কাজ নিয়ে লেগে থাকেন। (দুই-এক মিনিট চুপচাপ থেকে তামাক খেতে-খেতে আবার বললেন)—আমিই যে করব, এমন কর্ত্তৃত্বাভিমান আমার নেই। আমার কথা হলো—মানুষগুলিকে বিপন্ন হ'তে দেবেন না, মরতে দেবেন না। আমার কথাগুলি ভাল লাগলে আমার mission (উদ্দেশ্য) নিয়ে লোকের মধ্যে যেয়ে কাজ করেন, না হয়, আমার mission-এর fulfilment-এ (উদ্দেশ্যের পরিপূরণে) আমাকে যতটা যা' পারেন সাহায্য করেন, না হয় যেমন চলতেছেন তেমন চলেন। তবে এটা মনে রাখবেন—গন্তব্য যদি ঠিক না থাকে, হন্তদন্ত হ'য়ে যতই ছুটোছুটি করেন, তা' কোন কাজে লাগবে না। যতদিন মোহ থাকবে, ততদিন মনে করবেন 'খুব করছি'। কিন্তু যখন খতিয়ে দেখবার মত মনের অবস্থা হবে—তখন দেখবেন—নিজেকে অযথা হয়রাণ করা ছাড়া আর কিছু করেননি। কা'রও সত্তা পায়নি কিছু আপনাকে দিয়ে।

Relief-work (সেবা-কার্য্য)-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—Relief (সেবা) এমন ক'রে দিতে হয় যাতে মানুষ তার আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্য্যাদা ও সামর্থ্য না হারায়। দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশের জন্য করা, পরিবেশকে দেওয়া—এটা ছিল প্রতিটি আর্য্য-সন্তানের ধর্ম্ম-জীবনের অঙ্গীভূত। এই দেওয়ার মধ্যে কিন্তু কোন দয়ার বাহাদুরী ছিল না। ছিল শ্রদ্ধাপূত আগ্রহ-আপ্যায়না। তাতে দাতা বা গ্রহীতা কারও মনে হীনম্মন্যতা ঠাঁই পেত না। পারস্পরিকতার ফলে সমাজে কেউ কখনও নিজেকে অসহায় মনে করতো না। সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল একটা automatic relief (স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাহায্য)-এর ব্যবস্থা। সে-ধরণই আমাদের ভেঙ্গে গেছে। তাতে কিন্তু আমরা প্রতি পদে-পদেই

ঠ'কছি। নবীন সেন লিখেছেন—'ফেলিয়া সে রত্ন হায়, কে ঘরে ফিরিয়া যায় বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর।' আমাদেরও হ'য়েছে সেই অবস্থা। আর্য্যকৃষ্টি হ'লো culture of cultures (কৃষ্টিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্টি), সংহৃত experience, knowledge and wisdom (অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা)। মানুষের জীবনের পক্ষে এর শুভকারিতা ও উপযোগিতা যে কতখানি, তা' এখনও আমরা বুঝিনি। কিন্তু সত্তাপোষণী অভ্রান্ত পন্থা থেকে যতই বিচ্যুতি ঘটবে, ততই আমরা বেঘোরে প'ড়ে যাব। সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি হবে, কিন্তু তার কোন সমাধান পাবে না। গোড়ার গলদ না সেরে একপেশে সমাধান আনতে গিয়ে আরো নতুন-নতুন সমস্যার সৃষ্টি ক'রে তুলব। অনেক ঘা-গুতো খেয়ে, অনেক হয়রানি স'য়ে, চরম বিধ্বস্তির পর হয়তো শুভবুদ্ধির উদয় হবে। তখন বলব, 'মন! ফিরে চল আপন ঘরে'। আপন ঘর ব'লতে আমি বুঝি ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের ইন্দ্রপুরী, যেখানে সগৌরবে স্বচ্ছন্দে বসবাস করা যায় অনন্তকাল…অন্তহীন বিবর্দ্ধনের পথে।

নলিনীদা—অনেকে বর্ণাশ্রমটাকে সেকেলে মনে করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিজ্ঞানের মধ্যে সেকেলে-একেলে ব'লে কিছু নেই। Truth is truth (সত্য সত্যই)। Fact is fact (তথ্য তথ্যই), তা' আপনি, আমি মানি বা না মানি। বর্ণ মানে grouping of varieties of similar instincts (বিভিন্ন প্রকারের সমজাতীয় সংস্কারের বিভাগ)। বর্ণানুগ instinct (সহজাত-সংস্কার) অনুযায়ী বৃত্তিনির্ব্বাচনের ব্যবস্থা না হ'লে unemployment (বেকারত্ব) থেকে মুক্তি নেই। Scientifically (বৈজ্ঞানিকভাবে) পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ণাশ্রম introduce (প্রবর্ত্তন) করতে হবে, তবেই party politics (দলীয় রাজনীতি) racial trouble (জাতিগত গোলমাল), capitalist-labour problem (ধনিক-শ্রমিক সমস্যা), নানা ism (বাদ)-এর conflict (দ্বন্দ্ব), poverty (দারিদ্র্য), inefficiency (অযোগ্যতা), undue competition (অসমীচীন প্রতিযোগিতা), unemployment (বেকারত্ব), ব্যক্তির রাষ্ট্রদাসত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অপলাপ ইত্যাদি ব্যাপারের সুরাহা হ'য়ে উঠবে। ঋষি-আনুগত্য, সুশিক্ষা, সুবিবাহ ও বর্ণাশ্রম যদি সর্ব্বত্র ভাল ক'রে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহ'লে দুনিয়া ধীরে-ধীরে স্বর্গে পরিণত হ'য়ে উঠবে। সর্ব্বকালের জন্য বিহিত বিধান হ'লো এই। আপনারা right and left (ডাইনে-বাঁয়ে সর্ব্বত্র) এই idea (ভাবধারা)-গুলি চারিয়ে দিন। আপনাদের conviction (প্রত্যয়) থাকলে there shall be no Alps (বাধা দেওয়ার মত কোন পাহাড় থাকবে না)।

নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত একজন উদ্বাস্তু দেওঘর ধর্ম্মশালা থেকে এসে জানালেন—

ঠাকুর! আমি বড় বিপদে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে?

উক্ত ভদ্রলোক—নোয়াখালির গোলমালের পর আমি পরিবারবর্গসহ এসে কলকাতার কাছাকাছি হিন্দুমহাসভার পরিচালিত একটি আশ্রয়-শিবিরে আশ্রয় নিই। আমার সঙ্গে আমার তিনটি বয়স্থা মেয়ে আছে, তাদের নিয়েই আমার ভাবনা বেশী। এক ভদ্রলোক আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতি দেখিয়ে মাঝে-মাঝে সাহায্য করেন। তিনি একদিন বলেন—এভাবে কতদিন থাকবেন? আমার সঙ্গে বিহারে গেলে সেখানে আপনাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমিও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে আশ্রয়-শিবির ছেড়ে পরিবারবর্গসহ তার সঙ্গে এখানে চলে আসি। লোকটা আমাদের ধর্ম্মশালায় এনে উঠায়। এখন দেখছি লোকটা মাতাল ও দুশ্চরিত্র। তার মতলব ভাল নয়। এখন আমি একূল-ওকূল দুকূলহারা। ওর খপ্পর থেকে বের হ'তে না পারলে, আমার মান-ইজ্জত সব যায়, যা' রক্ষা করার জন্য বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়েছি। আপনি যদি আমাদের কলকাতায় যাওয়ার পাথেয়টা দয়া ক'রে দেন, তাহ'লে কলকাতায় ফিরে যেতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার অন্যায় যেমন গুরুতর, তোমার অন্যায়ও নিতান্ত কম নয়। তোমার নিজের লোভের দরুন লোকটাকে আগে চিনতে পারনি। আর, বিচার-বিবেচনা না ক'রে একজনের কথায় ছট ক'রে বৌ, ছাওয়াল, মেয়ে নিয়ে তার সঙ্গে চলে আসা—এটা কি একটা বুদ্ধির কাজ? ফলকথা, বুদ্ধি থাকলেও সে-বুদ্ধি কোন কাজে লাগে না যদি প্রবৃত্তি-অভিভূতি পেয়ে বসে আমাদের। তোমাদের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পাথেয়ের ব্যবস্থা হয়তো পরমপিতার দয়ায় হ'য়ে যাবে, কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতা যেগুলি, অন্যায় যেগুলি, সেগুলি যদি না শোধরাও, তবে বার-বার বিপদে পড়বে। অন্যায় আনে ব্যর্থতা—নিজের ও পরের, এতে অপরেও infected (দূষিত) হয়, এই chain (শৃঙ্খল) বেড়েই চলে। সমাজ ঘুণেধরা হ'য়ে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভদ্রলোকের পাথেয়ের জন্য কয়েকজনকে দশ টাকা ক'রে দিতে বললেন।

সবাই তখন-তখন টাকা সংগ্রহে বেরিয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাই টাকা নিয়ে আসলেন এবং ভদ্রলোককে টাকা দিয়ে দেওয়া হ'লো।

১লা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৫৩ (ইং ১৭।১২।১৯৪৬)

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুরেনদা (পাল), নলিনীদা (মিত্র), অজয়েব সিং, হরেনদা (বসু), নরেনদা (দত্ত-

জেলার), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), অরুণ (জোয়াদ্দার) প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা-বিধানের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Safety zonal rehabilitation (নিরাপদ এলাকায় পুনর্ব্বাসন)-এর ব্যবস্থা করা লাগে। Relief (সেবাকার্য্য)-টা হ'লো palliative treatment (প্রশমনী চিকিৎসা)। শুধু palliative treatment-এ (প্রশমনী চিকিৎসায়) কাজ হবে না। তার সঙ্গে চাই curative measure (আরোগ্যকারী ব্যবস্থা)...... সারা ভারত থেকে কতকগুলি তাজা, তুখোড় ও ঝাঁঝাল মিষ্টি মানুষ জোগাড় করতে হয় both for platform-work and plot-work (প্রচার কাজ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তব পরিকল্পনা-রূপায়ণী কাজ এই দুইরকম কাজের জন্য)। Platform-work মানে যাজন, আর plot-work মানে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ-বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন, দায়িত্ব গ্রহণ ও তা' বাস্তবে উদ্‌যাপন করা। দেশজোড়া অমঙ্গলকে নিরোধ ক'রে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করা অতি বড় জটিল কাজ। এর জন্য কী করা লাগবে আর কী না-করা লাগবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। বিদ্যা, বুদ্ধি, দরদ, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, চতুরতা, কৌশল, পরাক্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য, অর্থ, সামর্থ্য, সংগঠন-শক্তি, লোক-নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা ইত্যাদি অনেক কিছুই লাগবে। একঘেয়ে মানুষদের দিয়ে এ-কাজ হবে না। যারা এ-কাজ করবে তাদের হওয়া চাই চারচোখা নজরওয়ালা সর্ব্বদক্ষ চৌকোষ মানুষ—with tenacious adherence to the Ideal (আদর্শে লাগোয়া আসক্তিসহ)। সঙ্গে-সঙ্গে চাই continuous flow of money (নিরবচ্ছিন্ন অর্থের আগম), যা'তে situation (পরিস্থিতি) win করতে (আয়ত্তে আনতে) যেখানে যা' করণীয়, তা' করতে রসদের অভাব না হয়। নিজেরা প্রবৃত্তির উর্দ্ধে থেকে প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষগুলিকে এমন ক'রে খেলিয়ে-খেলিয়ে ধরা লাগে যা'তে ছলে, বলে, কৌশলে লোকমঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলা যায়। একশ' কোটি টাকা যদি মজুত থাকে, কিন্তু পরে যদি টাকা না আসে, তাহ'লে হবে না। চাই অবিশ্রান্ত স্রোতের মত ব্যবস্থা।

বাংলা দেশের কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আবেগে ছলছল নেত্রে বললেন—আপনারা যেমন ক'রে পারেন বাংলাকে বাঁচান, বাংলাকে জাগান। বাংলা দেশ যদি বাঁচে, সারা ভারত বাঁচবে, বাংলা যদি জাগে, সারা ভারত জাগবে। আর ভারত যদি বাঁচে, সারা জগৎ বাঁচবে, ভারত যদি জাগে, সারা জগৎ জাগবে। এ কোন পক্ষপাতিত্বের কথা নয়, বাস্তবেই ব্যাপার এমনতর।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় প্যারীদা (নন্দী) কেষ্টদার জন্য দেওঘর বাজার থেকে একটা কম্বল কিনে নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেই হাসিমুখে বললেন—বা!

বেড়ে মাল আনছিস্ তো দেখি! বড় বাহারের জিনিস হইছে। (সম্মুখে উপবিষ্ট প্রমথদার দিকে চেয়ে বললেন)—প্রমথদার জন্যি এইরকম একটা আনবার পারলি খুব ভাল হ'তো।

প্যারীদা—আপনি যদি বলেন তাহ'লে এনে দিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—আমি আর কী কব? তুমি দয়া ক'রে আ'নে দিলিই হয়।

প্যারীদা—কাল সকালেই যেয়ে নিয়ে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'স কি ডাকাত? শীতের রাত ব'লে ভয় পাচ্ছিস্? চ্যাংড়া মানুষের গায় আবার শীত লাগে নাকি? যা, পাঁই-পাঁই ক'রে চ'লে যা। এখনই নিয়ে আয় গিয়ে।

প্যারীদা তখনই বেরিয়ে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সবার দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন—আমার অভ্যাস এমনতর যে, ভাল কিছু করব ব'লে decide (সিদ্ধান্ত) করলে, তৎক্ষণাৎ তা' না করতে পারলে সোয়াস্তি পাই না। আপনারাও এই অভ্যাসটা ক'রে ফেলতে পারলে, দেখতে পাবেন—খেলার মত ক'রে কত বড়-বড় কাজ হ'য়ে যাবে।

২রা পৌষ, বুধবার, ১৩৫৩ (ইং ১৮।১২।১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশথতলায় এসে বসেছেন। সুরেনদা (সেন) একজনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—ইনি মালদা থেকে এসেছেন, লাঠির ব্যবসা করেন। ইনি নাম নিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—ক'রো, ক'রো। যাই কর, এই ক'রো—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। এই করতে-করতে ভুলত্রুটি শোধরায়, বিপদ-আপদ কেটে যায়। মানুষ শান্তি পায়, বল পায়, কর্ম্মজীবনে দক্ষ হ'য়ে ওঠে।

যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বার্ম্মাদেশে থাকতে, এমনকি, তেল কিনতে হবে সে-আদেশও পেয়েছি। স্পষ্ট আপনার আদেশ শুনতে পেয়েছি—তেলের দাম বেড়ে যাবে, তেল কিনে রাখ্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হ'তো due to deep concentration (গভীর একাগ্রতার দরুন)। বিপদের সময় সর্ব্বদা ইষ্টচিন্তা মাথায় লেগে থাকতো তো। তাই, brain (মস্তিষ্ক)-এর অমনতর adjustment (সমাবেশ) হ'য়ে থাকতো। ঐ অবস্থা লেগে থাকলে যে কতরকমের visions (দর্শন), endowments (বিভূতি) ও achievements (প্রাপ্তি) হয়, তার ঠিক নেই। তবে unrepelling adherence (অচ্যুত

অনুরাগ)-ই হ'লো আমাদের প্রধান সম্বল।

৫ই পৌষ, শনিবার, ১৩৫৩ (ইং ২১। ১২। ১৯৪৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), সুরেনদা (পাল) প্রভৃতি আছেন। আসাম থেকে দু'জন হিন্দু-মহাসভার কর্ম্মী এসেছেন।

তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—হিন্দু-সমাজের মঙ্গলের জন্য করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর চাই আচার্য্যের কাছে প্রতিপ্রত্যেকের দীক্ষা-গ্রহণ। আচার্য্য মানে যিনি আচরণ ক'রে ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধির বিধিকে জেনেছেন। আর চাই যাজন। অনবরত টোকা দেওয়া লাগে। মানুষ স্বভাবতঃই ভুলে যায় ও ভুল করে। দেশে যাজনের ব্যবস্থা যত পাকা হয়, ততই লোকের ভুলের মাত্রা কমে। শ্রীকৃষ্ণের সময় ঋত্বিক্‌মণ্ডলী ছিল, বুদ্ধদেবের সময় ছিল শ্রমণভিক্ষু। ঋত্বিকদের কাজ হ'লো আবালবৃদ্ধ নরনারীকে উন্নতির দিকে goad (পরিচালনা) করা। তারা নিজেদের habits, behaviour (অভ্যাস, ব্যবহার) adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলবে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেকটি পরিবারের allround adjustment (সর্ব্বতোমুখী নিয়ন্ত্রণ) যা'তে হয়, তাই করবে। স্বামী-স্ত্রীর গোলমাল পর্য্যন্ত মেটাবে। আরো দেখবে যাতে কেউ বিপন্ন বা বিধ্বস্ত হ'য়ে না পড়ে। একজন বেকায়দায় পড়লে আর পাঁচজন তার পিছনে গিয়ে যাতে দাঁড়ায়, তেমনতর মনোভাব ও অভ্যাস লোকের মধ্যে গজিয়ে দেবে। আমাদের community (সম্প্রদায়) আছে, কিন্তু common principle (অভিন্ন আদর্শ) নেই, society (সমাজ) আছে, কিন্তু social discipline or duty (সামাজিক শৃঙ্খলা বা কর্ত্তব্য) ব'লে কিছু নেই। যার যেমন খুশি, সে তেমনিভাবে চলে। কারও ধার কেউ ধারে না। কিন্তু নিজে বিপন্ন বা ব্যথিত হ'লে অন্যের সহানুভূতি না চায়, এমন কে আছে ?

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় একটি ছেলে কিছু আমলকী নিয়ে এসে বললো—ঠাকুর ! আপনি সেইদিন আমলকী চেয়েছিলেন, তাই আজ বাজারে পেয়ে নিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে বললেন—তাই নাকি ? দেখি, কেমন জিনিস আনিছিস্ !

ছেলেটি সামনে এনে দেখাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারিফ ক'রে বললেন—বেশ বড়-বড় আমলকী তো ? তোর বেশ পছন্দ আছে। যা বড় বৌয়ের কাছে দে গিয়ে।

ছেলেটি চ'লে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভদ্রলোকদের দিকে চেয়ে বললেন—শ্রেয়-নেশার দর্ন মান্ষ যেমনতর করে, বলে ও ভাবে, সেইটেই হ'লো ধর্ম্মের পরিচয়। কবে কোন্ সময় কথাচ্ছলে আমি কী বলেছি, সেইটে মাথায় রেখে এই যে আমলকী ব'য়ে নিয়ে এসেছে আমার জন্য—এটা কিন্তু ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি। ধর্ম্ম এমনি ক'রে মান্ষকে শ্রেয়-চলনে উদ্বন্ধ ক'রে তোলে। ইন্টান্রাগে উদ্বন্ধ হ'য়ে সপারিপার্শ্বিক বাঁচা-বাড়ার পথে চলাটাই ধর্ম্ম। এইটেই ম্ল—ধর্ম্মকে আশ্রয় করলেই অর্থ, কাম, মোক্ষ স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। Politics (রাজনীতি), economics (অর্থনীতি), science (বিজ্ঞান), art (শিল্প), philosophy যা'-কিছ্রই মাথা হ'লো ঐ ধর্ম্ম। ঐ মাথার সঙ্গে যোগহারা হ'লে সব-কিছ্ই কন্ধকাটা কবন্ধের মত হ'য়ে পড়ে, disintegrated (বিশ্লিষ্ট) ও dis-integrating (বিশ্লিষ্টকারী) হ'য়ে ওঠে। ধর্ম্ম মানে কিন্তু religion (দ্বিজীকরণ) নয়। Religion (দ্বিজীকরণ) মানে re-ligaring (প্নর্বন্ধন), অর্থাৎ দ্বিজত্বলাভ, সদ্গ্র্-গ্রহণ বা আচার্য্য-গ্রহণ। এটা ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু ধর্ম্ম কথা আরো ব্যাপক। বাঁচা-বাড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব-কিছ্ই এর সঙ্গে জড়িত।

প্রশ্ন—সমাজে আজ একতা বিশেষ প্রয়োজন। এই একতা আসবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একতা আনতে গেলেই গোড়ায় একজন জ্যান্ত এক চাই। যেমন ধরেন, আমাকে কয়েক লাখ লোক ভালবাসে। এই একজনকে ভালবাসে ব'লে তারাও normally (স্বাভাবিকভাবে) inter-interested (পারস্পরিকভাবে স্বার্থান্বিত) হ'য়ে উঠেছে। এমনতরই হয়। প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের interest (স্বার্থ) না হয়, প্রত্যেক community (সম্প্রদায়) যদি প্রত্যেক community (সম্প্রদায়)-এর interest (স্বার্থ) না হয়, প্রত্যেক society (সমাজ) যদি প্রত্যেক society (সমাজ)-এর interest (স্বার্থ) না হয়, প্রত্যেক district (জিলা) যদি প্রত্যেক district (জিলা)-এর interest (স্বার্থ) না হয়, প্রত্যেক province (প্রদেশ) যদি প্রত্যেক province (প্রদেশ)-এর interest (স্বার্থ) না হয়, প্রত্যেক country (দেশ) যদি প্রত্যেক country (দেশ)-এর interest (স্বার্থ) না হয়, তবে দ্নিয়ার ব্কে freedom (স্বাধীনতা) realised (বাস্তবায়িত) হবে না কোনদিন। আমার উন্নতির জন্য আপনার উন্নতির প্রয়োজন আছে, আপনার উন্নতির জন্য আমার উন্নতির প্রয়োজন আছে। কাউকে বাদ দিয়ে কা'রও চলবে না। আমি আপনাকে যতখানি বাদ দেব, আমার জীবন ততখানি অপ্র্ণ থাকবে। আপনি আমাকে যতখানি বাদ দেবেন—আপনার জীবন ততখানি অপ্র্ণ থেকে যাবে।

এমনতর material adjustment (বাস্তব সমাবেশ) কর্ন যাতে মান্ষের

inter-interested (পারস্পরিকভাবে স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠা ছাড়া উপায় না থাকে। প্রত্যেকটা মানুষ তার পরিবেশের জন্য স্বতঃদায়িত্বে নিঃস্বার্থভাবে কিছু করতে অভ্যস্ত হো'ক। প্রত্যেকটা সম্প্রদায়, প্রত্যেকটা সমাজ, প্রত্যেকটা প্রদেশ অনুরূপভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়, অন্যান্য সমাজ ও অন্যন্য প্রদেশের কল্যাণের জন্য কিছু বাস্তব দায়িত্ব গ্রহণ করুক, তাদের বিপদ-আপদের সময় সাহায্য করবার জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা ঠিক রাখুক। তাতে দেখবেন দুর্দশা দেশ থেকে ছুটে পালাবে। সংহতি বা একতা শুধু মৌখিক ব্যাপার হবে না। প্রত্যেকে ভাববে—আমি বলতে এতগুলি মানুষ। প্রত্যেকে বুঝতে পারবে—তার ব্যক্তিত্ব, তার পৌরুষ কতখানি ফুটে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নলিনীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি সাইকেল চড়তে জানেন না?

নলিনীদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিখতে ইচ্ছা করে না?

নলিনীদা—এখন বয়স হ'য়েছে। পারি কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনকে নাচিয়ে যদি নেন, তাহ'লে চ্যাংড়ার মতই পারেন। কত বয়স্ক লোককে দেখেছি সাইকেল চড়া শিখতে। সব ব্যাপারেই অমনতর।

নলিনীদা একটা বইয়ের কথা বললেন—তাতে কৃষ্টিগত পুনর্বিন্যাসের কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি প্রত্যেকের সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও আদান-প্রদানের উপর দাঁড়িয়ে সমাজ চলতো। বর্ণাশ্রমী সমাজে বৃত্তি-অপহরণ অপরাধ ব'লে গণ্য হ'তো। একে অপরের কাজ শিখতে পারতো। কিন্তু profession (জীবিকা) হিসাবে সেটা adopt (গ্রহণ) করতে পারতো না। তেমনতর কিছু করলে সামাজিক শাসনের পাল্লায় প'ড়ে যেত। গ্রাম-পরিচালনী সমিতি গঠিত হ'তো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধানদের নিয়ে। এই প্রাধান্য আবার নির্ণীত হ'তো বাস্তব যোগ্যতা ও চরিত্রের ভিত্তিতে। অর্থহীন বিপ্র তাঁর চরিত্র ও সেবার বলে সমাজের মাথার মণি হ'য়ে থাকতেন। নিজেরা অনুশীলন ক'রে, মানুষকে দিয়ে অনুশীলন করিয়ে প্রকৃত শিক্ষার উদ্বোধনায় সমাজকে উদ্বর্ধনশীল ক'রে তোলাই ছিল তাঁদের ব্রত। তাই, [illegible] তখন যেমন ছিল educational and moral uplift (শিক্ষাগত ও নৈতিক [illegible]ত), তেমনি ছিল, economical stabitity (অর্থনৈতিক স্থৈর্য)। Unem-[illegible]yment (বেকারত্ব) বা undue competition (অসমীচীন প্রতিযোগিতা) [illegible]লে কোন জিনিস ছিল না। আর ছিল social integration (সামাজিক সংহতি)

and mutual service (এবং পারস্পরিক সেবা)। Heaven on earth (পৃথিবীর বুকে স্বর্গ) যা'কে বলে, তার দেখা মিলত তখনকার গ্রাম-সমাজে।

নলিনীদা—এর ঐতিহাসিক নজির তো স্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুঁজে দেখেন। ঠিক পাবেন। আর যদি নাও পান, তাও জানবেন—বর্ণাশ্রম যে-দিন অবিকৃত ও অব্যাহত ছিল, সে-দিনের যে-সমাজ সে-সমাজের চেহারাও আমরা আজ কল্পনা করতে পারি না। আমাদের রক্ত মরেনি, তাই আরোতর অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা আজও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

নলিনীদা—শুক্রনীতিতে আছে অন্ন ব্রহ্ম। তাই অন্নঘাতী যে, প্রকারান্তরে সে ব্রহ্মঘাতী। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে চাই সমীচীন বণ্টন ব্যবস্থা, যা'তে কেউ খাওয়া-পরার কষ্ট না পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাধীনতা তখনই পাওয়া হবে, যখন প্রত্যেকটা মানুষ বোধ করতে পারবে যে তার অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও উদ্বর্দ্ধনের পথ বাধামুক্ত হ'য়ে গেছে। প্রত্যেকেই বোধ করবে অন্তরে স্বস্তি, দীপ্তি ও তৃপ্তি। ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যথাসম্ভব লোপ না ক'রে বজায় রাখতে হবে। তবে দেখতে হবে তার অপব্যবহার ক'রে সে যা'তে নিজের ও অপরের ক্ষতির কারণ না হ'তে পারে। ধর্ম্মের জন্য, কৃষ্টির জন্য, পরিবেশের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য যা'র যা' দেয়, তাকে তা' দিতে হবে। তা' না দিলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বিহিতভাবে বণ্টন করার অধিকার ছিল আমাদের দেশে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ঋষি থাকতেন at the helm of administration (শাসন-সংস্থার কর্ণধার)। বর্ণাশ্রম-বিধৃত পরিষৎ চেষ্টা করতো যা'তে ঋষির অনুশাসন অনুসৃত হয় সর্ব্বত্র। Monarchy (রাজতন্ত্র) বলেন, dictatorship (একনায়কতন্ত্র) বলেন, democracy (গণতন্ত্র) বলেন, socialism (সমাজতন্ত্র) বলেন, সবটার মধ্যে ভাল যেটুকু তার সমন্বয় ঘটতো Indo-Aryan socialistic state-এ (আর্য্য-ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে)। এই socialism (সমাজতন্ত্র)-এর মধ্যে individualism (ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য)-এর পুরোপুরি স্থান ছিল। আমাদের যা' ছিল, তা' মার্জ্জিত না ক'রে যদি ভেঙ্গে ফেলি, তা' ঠিক হবে না। যা' ছিল, যুগোপযোগীভাবে তা' reform ও readjust (সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস) ক'রে নিয়ে দাঁড়াতে পারলে, সারা দুনিয়ার তাক লেগে যাবে। ভারতকে আবার দেবভূমি ব'লে নতি জানিয়ে কৃতার্থ হবে। এই নতি এটা পরাজিত হ'য়ে আত্মসমর্পণ নয়, পরিপূরিত হওয়ার দরুন হৃদয় দিয়ে জ্ঞাপন। এইভাবে win (জয়) করতে হবে মানুষের অন্তর। মেরে, বেয়নেট কত সময় পারা যায়? বেয়নেট থাকলেই super-bayonet (বেয়নেটের

উঁচুদরের কিছু) খোঁজে। Atom bomb (আণবিক বোমা)-কে নিষ্প্রভ ক'রে দিতে পারে যা'তে, তারই জন্য কত মানুষ এরই মধ্যে ভাবতে শুরু করেছে, গবেষণায় উঠে-প'ড়ে লেগে গেছে। মানুষ উৎপীড়নের থেকে নিস্তার পেতেই চায়। তাই উৎপীড়িত ক'রে কাউকে বশে আনার চেষ্টা বৃথা। বরং তাকে ভালবাস, তার ভাল যা'তে হয় তাই কর। তোমার প্রতি ভালবাসার টান যদি তার গজায়, তাহ'লে তোমার জন্য কষ্ট করতেও সে পিছপাও হবে না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একজন মানুষের অনেক শক্তি, অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সৎ-আচার্য্যের কাছে যদি তার surrender (আত্মসমর্পণ) না থাকে, তবে সে অল্পবিস্তর unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) হবেই। শুধু আকাশের ভগবানকে মানলে হবে না। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরূপী যে ভগবান, তাঁকে যদি না মানি, তাঁর কাছে যদি মাথা নোয়াতে না পারি, তাঁর নিদেশবাহিতায় যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত না করি, তাহ'লে কিন্তু আমার ভগবদ্বিশ্বাস কথার কথা মাত্র। সে-বিশ্বাসে আমার প্রবৃত্তির গায় হাত পড়বে কমই। অন্ধ অহমিকাই হবে আমার উপাস্য। ঐ অবস্থায় কেউ যদি লোকনায়ক হয়, তাহ'লে সে হবে অজ্ঞতা ও অপগতির উদ্গাতা। গীতায় আছে—"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" বাসুদেবই সব, তাঁতেই যা'-কিছুর সার্থকতা এই বোধই চরম বোধ, এই বোধে অধিষ্ঠিত হ'য়ে চলাই চরম প্রাপ্তি। বাসুদেব মানে বসুদেবের ছেলে। Concrete (বাস্তব)-এর মধ্য-দিয়েই পাওয়াটা হয় real (প্রকৃত), বিনায়িত বিকাশটাও হয় সম্পূর্ণ। Being and becoming (সত্তা এবং সম্বর্দ্ধনা)-এর nurture (পোষণ) যদি চাই, তাহ'লে সর্ব্ববৃত্তি দিয়ে এমনতর মহানকেই অনুসরণ করতে হবে। আমাদের ভালবাসা যেমনতর ব্যক্তির উপর গিয়ে পড়বে, আমাদের বোধ ও গতিও হবে তেমনতর। মানুষের বড় বা ছোট হওয়ার মূলে আছে অতটুকু। Complex (প্রবৃত্তি)-গুলির টান যখন সদ্‌গুরুর উপর পড়ে, তখনই মানুষ হয় উৎ-নত বা উন্নত। Meaningful adjustment of complexes (প্রবৃত্তিগুলির সার্থক নিয়ন্ত্রণ) হয় ওর ভিতর-দিয়েই। তাতেই বড় হ'য়ে ওঠে মানুষ। ভগবান যার আকাশে ঝোলেন, তার libido (সুরত) উপযুক্ত আশ্রয় পায় না, সে adhered adjusted (অনুরক্ত ও নিয়ন্ত্রিত) হয় না। এক-কথায়, সে পথই পায় না।

সুশীলদা—প্রবৃত্তির meaningful adjustment (সার্থক নিয়ন্ত্রণ) হ'লে গুলি কি অবস্থায় থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেগুলি সতেজ, সবল ও অক্ষতই থাকে। সত্তা-সম্বর্দ্ধনার সহায়ক হয়, কিন্তু তার পরিপন্থী হয় না। প্রবৃত্তিগুলির অস্তিত্ব যদি না থাকে, সেগুলির

সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহ'লে মানুষ subman (অমানুষ) হ'য়ে যায়। জীবন-চলনাই তার অচল হ'য়ে ওঠে। প্রবৃত্তির বিলোপ আমাদের কাম্য নয়। প্রবৃত্তির উপর আধিপত্যই ধর্ম্ম। এই আধিপত্যই মানবজীবনের অধিগম্য।